থিয়েটারের গুপ্তকথা

(উপন্যাস)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

অগ্রহায়ণ সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪নং চোরবাগান সেকেণ্ড্ লেন,
কলিকাতা।
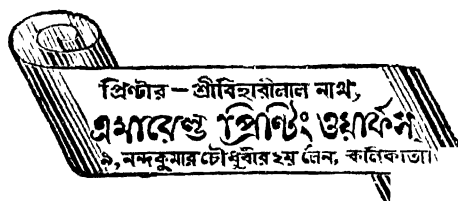
ভূমিকা।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং সমালোচক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় এবং ভূতপূর্ব্ব "শিশির" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ শিশিরকুমার মিত্রের অনুরোধে "থিয়েটারের গুপ্তকথা" "সচিত্র শিশির" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় খানিকটা প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার বিস্তর গ্রাহক এবং পাঠক আমাকে এই উপন্যাস নিয়মিত ভাবে লিখে শেষ কর্ব্বার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলেন। আমারই দুরদৃষ্ট দোষে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা ক'রে—"সচিত্র শিশিরে" "থিয়েটারের গুপ্তকথা" শেষ কর্ব্বার সুযোগ পাইনি। "শিশির" পত্রিকা লুপ্ত হবার পরে অসংখ্য নাট্যামোদী, সাহিত্যামোদী এবং উপন্যাসপ্রিয় ভদ্র মহোদয় রাশি রাশি পত্রের দ্বারা—কেহ বা নিজে কষ্ট করে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—এই "থিয়েটারের গুপ্তকথা"—উপন্যাস সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত কর্ব্বার জন্যে আমাকে বিস্তর অনুরোধ এবং উৎসাহপ্রদান করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়—এতদিন পরে তাঁদের সেই অনুরোধ রক্ষা ক'র্ত্তে সক্ষম হ'লুম। সেই সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণের উৎসাহ না পেলে—"থিয়েটারের গুপ্তকথা" বোধ হয় চিরদিনের মত গুপ্তই থাকতো।

ভূমিকায় একটা "মামুলি কথা" ব'লে রাখি। "উপন্যাস চিরদিনই উপন্যাস। তা ইতিহাস বা জীবনচরিত নয়।" "থিয়েটারের গুপ্তকথার" প্রত্যেক চরিত্র ও নাম আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে দু'একটা ঘটনা বিবৃত ক'র্ত্তে যে বাস্তবের সাহায্য একেবারেই গ্রহণ

করিনি, এমন কথা আমি ব'লতে চাইনা। এই "থিয়েটারের গুপ্তকথা"-প্রকাশের কৈফিয়ৎ,—পাঠকপাঠিকা এই গ্রন্থের ভিতরেই নায়ক "দীনু ঘোষের আত্মকাহিনীর" প্রথম পৃষ্ঠায় পাইবেন। আমার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রীতি-উপহার।

দুঃসময়, এই বাংলা দেশে – এখনও যাঁকে
প্রকৃত মানুষের লোক বলে, –
সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যাঁর মুখখানি
সদাই হাসিমাখা, –
সুদিনের মত – দুর্দিনেও যাঁর বন্ধুবাৎসল্যের
তুলনা হয়না, –
প্রতি বৎসর ইয়োরোপ-ভ্রমণ করিয়াও
যিনি খাঁটি "স্বদেশী" বাঙ্গালী,
দেবদ্বিজে – গুরুজনে যাঁর অসীম ভক্তি,
ভগবানে যাঁর অটল বিশ্বাস, –
বাগবাজারের নিবাসী
সুহৃদ প্রবর – জ্যেষ্ঠ সোদর প্রতিম –
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের
করকমলে,
আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা ও বন্ধুত্বের
নিদর্শনস্বরূপ –
"থিয়েটারের গুপ্তকথা"
সাদরে অর্পিত হইল।

ইতি
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের গুপ্তকথা।

প্রস্তাবনা।

৺কালীপূজোর দিন সকাল বেলা দীনু ঘোষের বেটা জগাই ঘোষ "কাছা-গলায়" দিয়ে এসে আমার বাড়ীতে হাজীর! কি সংবাদ? দীনু আট মাস যাবৎ শয্যাগত থেকে খাগ্‌ড়াপুর গ্রামে আপনার পৈতৃক ভিটেয় স্ত্রী-পুত্রদের রেখে তারই একটা ঘরের মেঝেয় (তেশূন্যে তক্তপোষে না ম'রে সময় বুঝে পরের সাহায্যে বিছানাশুদ্ধু মাটীতে নেমে) দেহরক্ষা ক'রেছে। দীনু মরেছে না বেঁচেছে! সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমার তো এই সচ্ছল (?) অবস্থা,—তার ওপোর, প্রত্যেক দিন না হোক্—দু'দিন তিনদিন অন্তর দীনু ঘোষের বেয়ারিং চিঠি কাঁহাতক্‌ই বা সমাদরে পিয়ন মশায়কে দু'গণ্ডা পয়সা ধরে দিয়ে গ্রহণ করা যায়? দু'এক ক্ষেপ ফেরৎ দিয়েছিলুম। কিন্তু পয়সার সামর্থ্য না থাক্‌লে কি হয়,—মেজাজ তো ওয়াজিদ্ আলি শার মত! ভাবতুম—দূর হোক্—দু'গণ্ডা পয়সা বইতো নয়! কত দিকে কত যাচ্ছে, নেওয়া যাক্—দীনুর সাত পৃষ্ঠা মক্‌শো করা চিঠী! ভাবার্থ একই! "কয়মাস শয্যাগত,—উত্থানশক্তিরহিত,—চোখে দেখ্‌তে পাইনা! স্ত্রীপুত্র আজ চারদিন আধকুন্‌কে চাল জুটিয়ে খেতে পায়নি"—ইত্যাদি! আপনারা হয় তো মনে কচ্ছেন—"আঃ—কি একবারে নবাব তেজচন্দ্র! দীনু ওঁকেই কেবল দুঃখু-কষ্ট জানিয়ে ভিক্ষে করত—চিঠী লিখ্‌তো!

একেবারে সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ আর কি ! আর তো সহরে কেউ বড়লোক নেই !”

তা আমি কি জানি—কেন সে আমাকে দাতাকর্ণ ঠাওরাতো ? তবে এইটুকু জানি,—আমি দুঃখী,—দুঃখীর দুঃখ বুঝি, এইটুকু সে ভাল রকমই বুঝেছিল ;—তাই আমার সাহায্য চেয়ে আমাকে বাস্তবিক ভারী জ্বালাতন করৃত ! এ সংসারের নিয়মই এই,—দুঃখীর কাছে দুঃখীই যায় ! বড়লোক (অর্থাৎ ধনবানের) কাছে ধনবান এবং জোচ্চোর যায় ! দুঃখী সেথায় কল্‌কে পায়না ।

দীনুর ছেলে জগাই মাঝে মাঝে আস্‌তো ! মোহরের ঘড়া, নোটের বস্তা কিম্বা সোণা-রূপোর তাল আমার কাছে পেতোনা বটে, কিন্তু খুদ-কুঁড়ো যা হাতে তুলে দিতুম—তাই “সোণাপানা মুখ” ক’রে নিয়ে যেতো ! সেই দীনু ঘোষ সবে মাত্র সাতের পিঠে নয় চাপিয়ে, একটা বছর থেকে পুরোপুরি “আশী” করে হাসিমুখে না গিয়ে,—অকালে (?) বৈতরণীতে পাড়ি জমিয়ে ফেল্লে !

বেজায় টানাটানি আমার, বিশেষতঃ সাম্‌নে পূজো গেছে, এক মেয়ের শ্বশুরবাড়ী তত্ত্ব কর্ত্তেই একেবারে “জেরবার” হয়ে পড়েছি ;—তবু যৎকিঞ্চিৎ দীনু ঘোষের ছেলের হাতে দিয়ে বল্লুম, “বাপু ! এই আমার ক্ষমতা,—এর ওপোর এক পয়সা দিতে পারব না !” বেচারার মুখের ভাব দেখে মনে হ’ল,—যা দিয়েছি, অতটা আশা করে সে আসেনি ! নানা রকমে উল্‌টে পাল্‌টে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—ভগবানের কাছে আমার সম্বন্ধে অনেক শ্রুতিমধুর প্রার্থনা করে দীনু ঘোষের বেটা বিদায় চাইলে। আমি বল্লুম—“যাও, কেঁদে শুদ্ধ্‌ হওগে ! পাঁচজনের ভাঁওতায় পড়ে বাপের শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে নিজের শ্রাদ্ধ কোরে বোসো না,—দেনা-পত্তর কোরোনা !” জগাই সে সম্বন্ধে একরকম হলফই

করে বোসলো ; বল্লে—"হবিষ্যির খরচ জুগিয়ে উঠতে পাচ্ছিনা,—শ্রাদ্ধ কর্ত্তে দেনা করবই বা কি,—আর ধার দেবেই বা কে ?" এই কথা বলে এক বাণ্ডিল কাগজ বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—"মরবার দুই তিন দিন আগে বাবা এই কাগজগুলো আপনাকে দিতে বলে গেছেন !" কাগজের তাড়াটা দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কিসের বাণ্ডিল হে ? কোনো দলীলপত্র নাকি ?" জগাই হেসে বল্লে, "আজ্ঞে না,—বাবার লেখা একখানা বই !"

"বই ? উপন্যাস না নাটক ? তা—তা—আমি কি করব ?"

"আজ্ঞে তা জানিনা ! ইদানিং বিছানা ছেড়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে পার্ত্তেন না তো ! বিছানায় বসে বসে কি করেন আর,—একরাশ কাগজ নিয়ে দোয়াত কলম নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই লিখতেন। কা'কেও দেখাতেন না, কিম্বা বলতেন না, কি লিখছেন ! মরবার ক'দিন আগে—এগুলি বাণ্ডিল বেঁধে আমাকে দিয়ে বল্লেন, "বিনোদ বাবুকে দিও। অনেক পয়সা তাঁর খেয়েছি, —কোন কাজই তাঁর কর্ত্তে পারলুম না। তিনি বড় গল্প শুনতে ভালবাস্তেন, তাই আমার জীবনের একটা মস্ত গল্প—যা লজ্জায় তাঁর কাছে কখনো বল্‌তে পারিনি, এই কাগজে লিখে রেখে গেলুম। তিনি খুসী হবেন কি রাগ করবেন জানিনা, কিন্তু এ গল্প পড়ে খুব মজা পাবেন। আমি তো তাঁর ধাত জানি। পড়া শেষ হলে, তাঁকে বোলো, যেন পুড়িয়ে ফেলেন। কিম্বা দীনদরিদ্রের উপহার বলে নিজের কাছে ফেলে রেখেও দিতে পারেন। মোদ্দাৎ, তুমি যেন এটা নিজের কাছে রেখোনা, কিম্বা এর এক পৃষ্ঠা পোড়োনা।"

কথাগুলো বলে কাগজের তাড়াটা আমার হাতে দিয়ে জগাই স্বস্থানে চলে গেল।

সেদিনটা ছিল রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করে, দীনুর সেই কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে বস্‌লুম। চমৎকার হাতের লেখা —পড়তে কোন কষ্টই হ'লনা। ঘণ্টা চারের মধ্যে আগাগোড়া শেষ করলুম। লাগ্‌ল বেশ, অন্ততঃ আমার। ব্যাপারটা একরকম দীনু ঘোষেরই আত্মকাহিনী।

এইবার দীনুর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। আমাদের পাড়ায় রাজেন বোসের ছেলে যখন "কাপ্তেন" হয়ে পৈতৃক যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে থিয়েটারের দল খুলে সৌখীন ব্যবসা আরম্ভ করে,—এই দীনু ঘোষ তখন তার থিয়েটারের একটা "দরকার লোকজনেরই" সামিল ছিল। কি কাজ ক'র্ত্তো—না ক'র্ত্ত,—কিছুই জানিনা; তবে দিনরাত্তির সে সুরেন বোসের (রাজেন বোসের ছেলের) সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌তো। থিয়েটারের লোক বলে আমি বরাবরই তার ওপর চটা ছিলুম। কখনো কথাবার্ত্তা কইতুম না। দীনু কিন্তু পথে ঘাটে মাঠে যেখানে আমার দেখা পেতো, মাথা নীচু করে খুব ভক্তি দেখিয়ে—আমায় পেন্নামটুকু ক'র্ত্তে ভুল্‌তো না। ক্বচিৎ কখনো ছেলেপুলেদের নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে গেলে,—দীনু কোথা থেকে খবর পেয়ে এসে আমাকে এমন তোয়াজ কর্ত্তে সুরু ক'র্ত্ত,—আমি যেন তা'তে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তুম। কিন্তু তা হ'লেও আমি তাকে বাস্তবিক অত্যন্ত ঘৃণা কর্ত্তুম। তারপর সুরেন বোস মারা গেল, তার থিয়েটার উঠে গেল। দীনু আর আমাদের পাড়াতে আস্‌তো না বটে, কিন্তু একটা না একটা থিয়েটারে সে লেগেই থাক্‌তো।

তারপর আট দশ বছর আমিও আর থিয়েটার দেখ্‌তে যাইনা। দীনুর খবর কিছু জানিও না—শুনিও না। বছর দুই পূর্ব্বে—দুর্দ্দশার জীবন্ত মূর্ত্তি ধরে খালি পায়ে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় প'রে একদিন

দীনু আমার বাড়ী এসে উপস্থিত! শুন্‌লুম, বয়স হয়েছে—চোখে তেমন দেখ্‌তে পায়না,—কাজকর্ম্ম "দৌড়ঝাঁপ" কর্ব্বার শক্তিসামর্থ্য নেই ব'লে থিয়েটার থেকে তার চাকরি গেছে। তিনদিন সে অনাহারী।

বলেছি,—থিয়েটারের লোকের ওপোর আমি খুব চটা। দীনুর কথায় তার ওপোর আমার একটুকু দয়া হ'লনা। আমি তাকে বিদায় করে দিলুম। কথাটী না কয়ে বেচারা আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম—দু'চার আনা দিলেই হ'ত,—অম্নি বিদায় করে দেওয়াটা ভাল হ'লনা। ডাক্‌বু ভেবে নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে যে দিকে সে গিয়েছিল সেই দিকেই রওনা হলুম। দেখ্‌লুম,—মোড়ের দিকে রাস্তার কলে দীনু হাতের আঁজ্‌লা করে জল খাচ্ছে। একপেট জল খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই হড়-হড় কোরে সমস্ত জলটা বমি করে ফেল্লে। বমি করেই রাস্তার একপাশে বসে পোড়লো। আমাকে সে দেখতে পায়নি,—আমি তার পেছন দিকে হাতখানেক তফাতে দাঁড়িয়ে তার ব্যাপার দেখছিলুম। বুঝলুম, যথার্থই বেচারা দু'তিন দিন অনাহারী। মনটায় বড়ই ঘা লাগ্‌লো। কাছে এসে তার হাত ধরে বল্লুম,—"চল আমার বাড়ী! আমি তোমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারিনি, অন্যায় করে ফেলেছি!" দীনু কিছু বল্লেনা, আমার মুখের পানে চেয়ে বেজায় রকম কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। সে কি কান্না—তা লিখে বোঝানো যায়না! বোধ করি তার দম্ আটকে যায় বা! কোন কথা না ব'লে বাড়ীতে এনে তাকে আশ্রয় দিলুম। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "যে থিয়েটারে চাকরী ক'র্ত্তে, তারা কিছু সাহায্য কল্লেনা? অন্ততঃ তোমার দেশে যাবার খরচটা?"

এত দুঃখের ভেতর দীনু হেসে ব'ল্লে—"বাবু বল্লেন—এটাতো দাতব্যতা কর্ব্বার জায়গা নয়! ক'দিন একজ্বরী হয়ে পড়েছিলুম,—থিয়েটারের জনকতক অভিনেত্রী দু'চার আনা চাঁদা তুলে কিছু সাহায্য করেছিল, তাইতে ওষুধ-পত্রের আর পথ্যির খরচটা কোন রকমে চলেছিল! নইলে বেঘোরে মারা পড়তুম।"

দীনু বাংলা লেখাপড়া মন্দ জানেনা। ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছিল। আমার ছোট ছেলের প্রাইভেট টিউটারি দিনকতক করে—শেষে উপর্য্যুপরি রোগে পড়াতে দেশে চলে গেল। মাঝে মাঝে কল্‌কেতায় আস্‌তো—দু'একদিন আমার বাড়ীতে থাক্‌তো। মাস আষ্টেক আর আসেনি;—এখন তো আর কখনো আস্‌বেই না।

থিয়েটারের গুপ্তকথা।

১

(দাশু ঘোষের কাহিনী)

আজ আমার গুপ্তকথা অর্থাৎ থিয়েটারের গুপ্তকথা—(কারণ, থিয়েটারটাই আমার জীবনের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চিরদিন মনে করতুম, থিয়েটারের সংস্পর্শে প্রায় সমস্ত জীবনটাই আমার কেটেছে,—থিয়েটারের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া জীবনে আমার অন্য কোন ঘটনা নাই বল্লেও চলে),—সেই থিয়েটারের গুপ্তকথা আপনাকে গল্পচ্ছলে শোনাতে বোস্‌লুম। আপনি শুনুন,—ইচ্ছে হয় অপরকে শোনান। রাগ হয়, ঘৃণা হয়, ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারেন, পুড়িয়ে ফেল্‌তে পারেন, কিন্তু তবু বল্‌ছি একবার পড়ুন। আপনি হয় তো বল্‌বেন, "যা গুপ্ত,—তা গুপ্তই থাকুক্ না! অপরকে জানাবার—প্রকাশ করবার আবশ্যক কি?" উত্তর হচ্ছে,—পৃথিবীতে আবশ্যক সকল জিনিষেরই আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অনাবশ্যক ব'লে কিছুই নেই। একজনের কাছে যা অনাবশ্যক ব'লে অনাদৃত, উপেক্ষিত,—অন্যের কাছে তা' অতি আবশ্যক বলে গৃহীত হয়ে থাকে। যুবকযুবতীর গোপনে নির্জ্জনে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল, জনসমাজে সেটা প্রকাশ কর্‌বার কি আবশ্যক? হরি দত্তের ছেলে নিশুতি রেতে মদ খেয়ে স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিল, কাকপক্ষীতেও তা জান্‌তো না! সে গুপ্তকথাটা বাজারে জাহির করবার কোন বিশেষ আবশ্যকতা ছিল কি? বিপিন বাবু

কল্‌কেতার বাসায় "দুর্গামণি ঝি মাগীর" সঙ্গে একটু প্রেমসম্ভাষণ করেছিল,—উপন্যাস লিখে সেটা দেশের লোককে জানাবার যে কি আবশ্যকতা,—আপনি আমি হয়তো বুঝতে না পারি,—অপরের তাতে বিশেষ প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ভদ্রলোকের বাড়ীর বৌ,—চন্দ্রসূর্য্য যার মুখ দেখ্‌তে পায়না,—তার সঙ্গে প্রেম কর্‌তে যদি কোন লম্পট ছোক্‌রা ঢুকেই থাকে, কিম্বা তাকে ভুলিয়ে কুলের বাইরে হঠাৎ টেনে যদি এনেই ফেলে থাকে, সে সব গুপ্তকাহিনীগুলো রং চং করে দেশের মাঝখানে—(বিশেষতঃ ছোক্‌রাদের জন্য) উদ্ভট প্রেমের গল্পের আকারে প্রকাশ কর্‌বার কোন আবশ্যকতা আছে কিম্বা নেই,—এর সঠিক মীমাংসা আপনি কর্‌তে পারেন কি? কোথায় কোন্ কুলীন বামুনের মেয়ে গ্রহের ফেরে হাড়ী মুচি কিম্বা এম্‌নি কিছু একটা নীচ জাতের লোকের সঙ্গে গুপ্তপ্রেম করে যদি সন্তানের জননী হয়েই থাকে, সেটা পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে ঢাক বাজিয়ে সমগ্র কুলীন বামুনের মুখ পোড়াবার যদি গুরুতর রকম আবশ্যকতা থাকে, তা হ'লে আমার এই থিয়েটারের গুপ্তকথারও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। নেই ব'ল্লে আমি শুন্‌বো কেন? আপনাকে এ গুপ্তকথা শুন্‌তেই হবে।

আমার ছেলেরা জানেনা, আমি এই গুপ্তকথা লেখা শেষ ক'রে আমাদের দেশের কোম্পানীর ডাক্তার বাবুকে একদিন চুপি চুপি প'ড়তে দিয়েছিলুম। ডাক্তার বাবুটী খুব বিদ্বান কিনা; তার ওপোর যুবা বয়েস, আবার রসিকও খুব। মদ্‌টা আস্‌টা প্রতি সন্ধ্যেবেলা খেয়ে থাকেন। রাত্রি এগারোটার পর চাঁড়ালপাড়ায় "ভৈরভি গৌরবী" প্রভৃতি রূপসীদের সঙ্গে প্রেমখেলা খেল্‌তে যান;—রাত্রে বড় একটা ঘরে থাকেন না। তিনি পড়ে ভারী চটে গিয়ে কাগজের বাণ্ডিলটা আমার বিছানার ওপোর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন—"ছি ছি—এ-রকম

"ইন্দির-সেন" (indecent) অশ্লীল বই ভদ্রলোকে পড়ে?" আমি তো অবাক্! বলে কিনা "অশ্লীল!" আরে বাবা—এর কোথায় কোন্ পাতায় অশ্লীল? খুঁজেই তো পাইনা।

বড় দুঃখ হ'ল! দেশের রামগতি ভট্‌চাষ্যি মশাই মস্ত বড় পণ্ডিত লোক! ভারি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। খুব একটা বড় টোল আছে তাঁর,—বিস্তর ছাত্র সেখানে পড়েন। ব্রাহ্মণের চরিত্রটী যেন খাঁটী গঙ্গাজল! চালচলন কথাবার্ত্তা আচারব্যাভার, সবই যেন দেবতার মত! প্রত্যহ আমার বাড়ীতে এসে আমাকে পায়ের ধূলো দিয়ে যান্,—এক আধ ঘণ্টা আমার কাছে বসে কত গল্প করেন। কপাল ঠুকে দিলুম তাঁকে "গুপ্তকথাখানা" প'ড়তে! ব্রাহ্মণ ভারী খুসী হয়ে বাড়ীতে সেটা প'ড়তে নিয়ে গেলেন! দিন চারেক পরে এসে বইখানি ফেরৎ দিয়ে বল্লেন,—"বাঃ, কি চমৎকার পুঁথি! বুঝ্‌লে বাবা দীনু! বড়ই পরিতোষ লাভ করেছি! ভারী সরস গল্প তোমার! একবার প'ড়তে বস্‌লে শেষ না করে ছাড়া যায়না!"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "অশ্লীল কুশ্লীল কিছু দেখ্‌লেন কি?"

ব্রাহ্মণ খুব আশ্বাস দিয়ে বল্লেন,—"মহাভারত! অশ্লীল কোথায় আবার? চমৎকার কথা! অতি সুন্দর রচনা! খুব মুখরোচক! তেমনিই উপদেশপূর্ণ!"

যাক্ বাবা, তবে আর আমায় পায় কে? ডাক্তারটা নিজে অতি বয়াটে,—মনটা ওর অতি ছোট,—তাই ভাল জিনিষও মন্দ দেখ্‌লে! পণ্ডিত মশাই নিজে "সার্‌টোভিকিট" (Certificate) দিয়েচেন,—আমি সবাইকে "ডোন্ কিয়ার" (Don't care)! এইবার তবে গুপ্তকথা আরম্ভ করা যাক্—দুর্গা ব'লে!

গান-বাজনা, যাত্রা, কবি, তর্‌জা, পাঁচালি,—এ সবেতে বরাবর

আমার ভারী ঝোঁক! ছেলেবেলায় গাঁয়ে থাকতে যখন কোনো পাড়ায় কি কোনো দূর গাঁয়ে ঐসব হ'ত,—বাপ মাকে না বলে ক'য়ে, এমন কি পাঁচ সাত দশ ক্রোশ ভেঙ্গে তা' শুনতে যেতুম। এর জন্যে কত মার খেয়েছি,—কত গালমন্দ সহ্য করেছি,—কত শাস্তিভোগ করেছি—তা আর বল্‌বার কথা নয়। ঘুম নেই, নাওয়া খাওয়া নেই, তিনদিন ধরে দু'এক পয়সার মুড়ি খেয়েই যাত্রা শুনে কাটিয়ে দিয়েছি। বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, পড়াশুনো কর্‌লে হয়তো কিছু শিখ্‌তে পারতুম, নিদেন ছাত্রবৃত্তিটা পাশ তো হতুমই! কিন্তু করি কখন্? কাণের কাছে দিনরাত্তির "শ্রীমন্তের" গান, তার "মশানে" দাঁড়িয়ে খেদের বক্তৃতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তো,—মন আমার সেই যাত্রার আসরে উড়ে বেড়াতো! গতিক খারাপ দেখে বাবা মতলব কল্লেন,—আমাকে বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে (রাজ-সরকারে তিনি গোমস্তা ছিলেন) জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম শেখাবেন! বুঝেছিলেন,—লেখাপড়া আমার আর বড় কিছু হচ্ছেনা! কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় বাবার মতলব কার্য্যে পরিণত হবার সময় পেলেনা! তিনি হঠাৎ পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

ব্যস্—আর আমায় পায় কে? এইবার একটা ভাল যাত্রার দলের সঙ্গে দেখা হলেই ঢুকে পড়বো। কিন্তু বরাৎক্রমে তেমন মনের মত দল দু' চারমাসের মধ্যে একটাও নজরে পোড়লো না! ভাব্‌লুম, একবার কল্‌কেতায় গিয়ে যাহোক্ একটা বিহিত কর্‌তে হচ্চে।

যৎসামান্য বাবা কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তাইতেই কায়ক্লেশে মায়ে-পোয়ের দিন চল্‌তো! মাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কল্‌কেতায় আমার এক পিস্‌তুতো ভাই "পদা দাদার" কাছে উপস্থিত হলুম। এই আমার প্রথম কল্‌কেতায় (সহরে) আসা। "পদা দাদা" মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে মুহুরীর কাজ কর্‌ত। অনেকদিন বাদে আপনার লোকের মুখ দেখে

ভারী খুসী। খুব আপ্যায়িত করে বল্লে,—"এখেনে থাক্—যদ্দিন না একটা কম্ম হয়! কোন ভাবনা করিস্‌নে! নিঃভরসায় মাসেক দু'মাস থাক্!" শুনে হাতে যেন স্বর্গ পেলুম।

দরকার হ'লে পদা দাদার মুহুরিগিরিতে একটু আধটু সাহায্যও করি। বাবুদেরও ফাইফরমাস (না বল্‌তেই) খেটে থাকি। সিকিটা —আধুলিটা বখশিস্ পেলে ট্যাঁকে গুঁজি। পদা দাদা জানতে পারলেই বখরা দিতে হয়। দিন মন্দ কাট্‌ছিল না।

কিন্তু যাত্রার দলে ঢোক্‌বার বিশেষ কোন সুবিধে কর্ত্তে পারলুম না। বড় বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে বাড়ীতে মস্ত ধুমধাম! তিনদিন বাইনাচ, খ্যাম্‌টা নাচ হবে,—তার ওপর আবার একদিন (Theatre) থ্যাটারের ব্যবস্থা হয়েছে শুনলুম। খবর শুনে যেন ক্ষেপে যাবার যোগাড় হ'ল! তিনটের কোনটাই জীবনে দেখিনি। বিশেষতঃ "থ্যাটার!" লোকের মুখে গাঁয়ে বসে "থ্যাটারের" গল্পই শুনেছি,—সেই "থ্যাটার" এতদিন পরে চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌ব—কাণে শুন্‌ব? এঁ্যা—ক'টা দিন বাঁচ্‌লে হয়!

বাইনাচ হ'ল। বাইজিদের চেহারা দেখে—ঢং ঢাং দেখে মনটা খুব (তোমার গিয়ে, কি বলে—) উচাটন হয়ে গিয়েছিল বটে,—কিন্তু ছুঁড়ী দুটোর গানের একটী বর্ণও বুঝতে পারিনি; সেই জন্য (সত্যি কথা বলতে কি) তেমন ভাল লাগেনি। খ্যাম্‌টা মন্দ লাগ্‌লনা,—তারা চারজন এসেছিল; চেহারাও যেমন, গাইলে নাচ্‌লেও বেশ! বাইনাচের দিন বড় বড় জুড়ীগাড়ী করে মস্ত মস্ত বাবুদের দল যত এসেছিল,—ন্যাম্‌টার খ্যাঁচের—দূর হোক্—খ্যাম্‌টার নাচের দিন তত আসেনি।

বিষ্যুৎবারের দিন সকাল থেকে বাড়ীতে মহাপর্ব্ব লেগে গেল। গাড়ী গাড়ী বাবুদের বাড়ী বাঁশ এলো; উঠোনে পাতবার জন্যে

বড় বড় চৌকী তক্তপোষ পোড়লো; বাঁশের সঙ্গে দড়ীর গোছা এল; রং করা পরদা—শিং (Scene) ইত্যাদি, কত কি যে এল, তা আর কি বলব! এক একটা করে এই "থ্যাটারের" জিনিষ আসে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণটাও নেচে নেচে ওঠে। কিন্তু এ সবেতে যে কি হবে—তাতো এখনও জানা নেই;—যদিও ক্রমে সবই দেখ্‌বো-শুন্‌বো, জান্‌বো-বুঝ্‌বো, কিন্তু ধৈর্য্যটী থাকে কই? পদা দাদাকে একছিলিম তামাক সেজে সরকারদের ঘরে টেনে এনে বল্লুম,—"খেটে খেটে কি মারা পড়বে দাদা? বোসো,—নাও,—একটু তামুক খাও!" দীনু ঘোষের তৈরি তামাক হাতে পেয়ে শ্রীযুত হরিপদ দত্ত ওরফে "পদা দাদা" আমার,—একেবারে বত্রিশ পাটী দাঁত বার ক'রে তাঁর দেল্‌খোস ভাবটা নীরবে প্রকাশ করে চক্ষু বুঁজে খেলো হুঁকোয় টান মার্ত্তে সুরু কল্লেন। সেই অবসরে আমি একে একে তার কাছ থেকে "থ্যাটারের" মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে নিলুম।

"থ্যাটার" কর্ত্তে হলে মস্ত একটা কাঠের (বুক পর্য্যন্ত উঁচু) বেদী চাই; তার তিন দিক ঢাকা, সাম্‌নের দিক খোলা। তার ভেতরে কপি-কলে বাঁধা গুড়োনো শিং (Scene) উঁচুতে ঝোলানো থাকে। পালা আরম্ভ হ'লে—সে গুলু একবার হড়-হড় করে নামে, একবার গুড়গুড় করে ওঠে। আর একটা খুব মজার ব্যাপার;—"থ্যাটারে" পুরুষ (বেটাছেলে) গোঁপ কামিয়ে মাথায় পরচুল এঁটে "মেয়ে" সাজেনা; সে সব সদ্য মেয়েমানুষরাই সেজে থাকে। রাণী, রাজকন্যে, সখী ইত্যাদি যত মেয়েদের "পাট" (Part),—রামা, হরি, নিধে, শঙ্করা,—এরা সেজে আসরে বক্তিমে করেনা; এ কাজ সুশীলা, বিনোদিনী, কুমুদিনী, তরঙ্গিনী প্রভৃতি হুদো হুদো মেয়েমানুষের দঙ্গল দিয়েই হয়ে থাকে।

দিব্যি "ইষ্টেজ" (stage) ঘরটী তৈরী হ'ল। লম্বা সতরঞ্চি ফরাসে আসর হ'লনা ; বাবুদের প্রকাণ্ড উঠোনে পাঁচ সাতশো—হাজার—দেড় হাজার "চিয়ার" (chair) সাজানো হ'ল।

পদা দাদা বলেছিল,—"এখন এর কি দেখছিস্ দীনে ? এ সবের বাহার দেখ্‌বি রেতের বেলায় !"

আঃ—রাতটা এলে যে বাঁচি গা !

বরাৎক্রমে সন্ধ্যে হ'তে বিশেষ দেরীও হ'লনা ! আমি তো মহাব্যস্ত। (Stage) "ইষ্টেজ্ ঘর" যারা খাড়া কর্‌ছিল,—আমি তাদের কাছে কাছে যেন ছায়ার মত ঘুর্‌তে লাগলুম। এই বাঁশ ধর্‌ছি, এই দড়ী এগিয়ে দিচ্চি,—এই শিং তুল্‌ছি, এই পেরেক্ এনে জোগাচ্চি ! আর তারই মাঝখানে "থ্যাটারের" যে মোড়ল মশাইটী ভেতরে দাঁড়িয়ে "ইষ্টেজ" বাধার তদারক কচ্ছিলেন, তাঁকে মুহুর্মুহুঃ পানতামাক জোগাচ্ছি। সে ব্যক্তি তো আমার ওপোর ভারি খুসী। আমার "চট্‌-পটে" ভাব দেখে অগত্যা তাঁকে বল্‌তেই হ'ল,—"তুমি ছোক্‌রা (Play) "পেলের" সময় ভেতরে আমাদের কাছে থেকো ; বড়লোকের বাড়ীতে বায়না—সারা রাতের ভেতর না পাওয়া যায় এক গেলাস জল,—না দেয় কেউ একটা পান।" আমি বড় গলা করে বল্‌লুম, "আপনি নিঃভর্‌সায় থাকুন ; আমি আপনাদের খুব সেবা কর্ব্ব !" লোকটী একটু মুচকে হেসে আমার পিঠ চাপড়ে 'বেশ—বেশ' বলেই তামাক ফুঁকতে ফুঁকতে অন্য দিকে চলে গেলেন।

যাত্রা শোনবার জন্যে যেমন "এলোপাথাড়ী" লোক এসে হৈ-চৈ করে, বাবুদের বাড়ীতে "থ্যাটারের" সময় সে রকমটী হ'লনা ! কেবল সাজগোজ আঁটা ভদ্রবাবুদের দঙ্গলই আস্‌তে লাগ্‌লো। ফটকে খুব কড়া পাহারা। ভদ্রলোক সব একখানা "টিকস্" (Ticket) "কাট"

(Card) দেখায়—আর নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে চিয়ারে (chair) বসে। দেখতে দেখতে গাড়ী গাড়ী "থ্যাটারের" দল এসে উপস্থিত হ'ল। "কন্‌ঠ্‌শ্বাসের" (concertএর) দল এসে "ইষ্টেজের" সাম্‌নে আসরে বসে বড় বড় "বকযন্ত্র" নিয়ে ভেঁা-ভেঁা লাগিয়ে দিলে। আমি একবার "ইষ্টেজের" ভেতর—একবার বাইরে যেন ছুটোছুটী করে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ছুটোছুটি এমন করছি যে জ্ঞানগম্যি আমার কিছুই নাই বল্লেও চলে। পান তামাক জল নিয়ে ইষ্টেজের মধ্যে এমন দৌড়ুচ্ছি যে চোখেকানে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চিনা। এই রকম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মাথা খেতে আমার—একেবারে একটা "ছুঁড়ীর" ঘাড়ের ওপোর,—রাম-রাম—ছ্যা-ছ্যা! মহা অপ্রস্তুত! "মেয়েটীর" সাম্‌নে একটী "ভব্যিযুক্ত" বাবু দাঁড়িয়ে কি ফিস্‌-ফিস্‌ করে কথা কইছিলেন; তিনি একেবারে রাগে অন্ধ হয়ে লম্বা "চড়" তুলে আমাকে "মারমুখো" হয়ে বল্লেন—"শালা—কাণা হয়েছ? চোখে কাণে দেখতে পাওনা? এখুনি আমাদের 'গিরিবালা' পড়ে গিয়েছিল!" আমার মুখের ভাব দেখে "গিরিবালা" ঠাক্‌রুণের বোধ হয় একটু দয়া হোলো;—তিনি বাবুটীকে বাধা দিয়ে তাঁর হাতের "চড়টী" নামিয়ে রাখিয়ে বল্লেন,—"আহা, ছেলেমানুষ,—সমস্ত দিন খাটছে খুটছে,—হঠাৎ চলে যেতে ধাক্কা লেগেছে,—ওর দোষ নেই! তুমি যাও হে ছোক্‌রা, নিজের কাজে যাও। আর দেখ হে, গোটাকতক পান"—

বল্‌তে না বল্‌তেই আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে এক কোঁচড় পান আর ছ'কলকে তামাক (ভাল খেলো হুঁকোশুদ্ধ) এনে হাজির! বাবুটী বিবিটি দুজনেই বেজায় খুসী! বরাৎজোরে সেইখানে আবার সে সময় সেই "ইষ্টেজ" তদারক করবার মোড়লটীও উপস্থিত! আমার মস্ত (certificate) "সার্টোভিকিট" হ'ল যে আমি খুব কাজের লোক! সেই

ভবিষ্যযুক্ত বাবু যিনি "গিরি" "টল্‌তে" আমাকে চড় হাঁকড়াতে যাচ্ছিলেন,—(পরে শুন্‌লুম তিনি দলের কর্ত্তা "ম্যানিজোর" (manager) মশাই—) তিনি আমাকে বল্‌লেন, "এক গেলাস ঠাণ্ডা বরফজল খাওয়াতে পারিস্‌ ছোক্‌রা ?"

আমি "হুঁ—উ" বলেই এক লাফে যেখানে বড় বড় বাবুদের জন্যে রূপোর গেলাসে গন্ধ দেওয়া বরফজল ছিল, বাড়ীর সেজোবাবু ছোট-বাবুর নাম করে একেবারে দু' গেলাস জল লুকিয়ে এনে "ম্যানিজোর" আর "গিরিবালা" বাবুবাবুনির সাম্‌নে হাজীর! ব্যস্‌—মোক্ষম চাল! "ইষ্টেজের" ভেতর মাটীর ভাঁড় আর জলের জালার বন্দোবস্ত ছিল,—'থ্যাটারওলারা" নিজেরা তুলে নিয়ে খাবে! আমার কাছে এরকম খাতিরটী হলে দেবতা পর্য্যন্ত তুষ্ট হয়ে যায় তো "ম্যানিজোর" আর আর তার "গিরিচুড়ো!" "ইষ্টেজের" মধ্যে তখন আমার রামরাজত্ব! ম্যানিজোর মশাই হুকুম কল্লেন—"তুমি এখানে আর কোনো শালার ফরমাজ খেটোনা ;—ঐ সাজঘর থেকে আমার গুড়গুড়ীটা এনে বেশ তাওয়া দিয়ে এক কল্‌কে তামাক দিয়ে আমার কাছেই থাকো!"

আমি "যে আজ্ঞে" ব'লে ম্যানিজোর বাবুর "গড়গড়া" আন্‌তে যেই সাজঘরে ঢুকিছি—অমনি একটা পোষাক আঁটা হোঁৎকা চেহারার বাবু আমাকে ঈষৎ ঠ্যালা দিয়ে বল্‌লে—"তুই শালা কেরে এর ভেতর ?"

আমি থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম—"আজ্ঞে গড়গড়া—"

ঘরশুদ্ধ মাগী-মদ্দ হো হো ক'রে হেসে উঠলো! হোঁৎকা বাবুটী হেসে বল্লেন—"তুই গড়গড়া ?"

"আজ্ঞে ম্যানিজোর বাবুর গড়গড়া—"

আবার একটা বিকট হাসির রোল!

"শালা শুধু গড়গড়া নয়,—আবার ম্যানেজারের গড়গড়া!—বেরো শালা পাগল! মাগীদের সাজ দেখ্‌তে—"

এমন সময় ম্যানিজ্যোর বাবু এসে সেই হোঁৎকা বাবুকে দুই তিন ধমক দিয়ে বল্লেন—"কেষ্টা! তুই শালা দিন দিন যেন 'স্থাকাপেয়ারী' হচ্ছিস! বুঝতে পারছিস না—আমার গড়গড়া নিতে এসেছে? আর হ্যাঁরা—অ নচ্ছার বেটীরা,—এটা কি তোমাদের—" ইত্যাদি অনেক মজার গালাগালি দিয়ে গড়গড়া বার করিয়ে আবার স্বস্থানে এসে "গিরির" পাশে জেঁকে বস্‌লেন।

২

রাত্রি দশটার পর "কনঠ্‌শ্বাস" (Concert) বেজে সামনের "ঢপ্‌-সিং" (Drop-Scene) উঠ্‌ল! আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলুম—ওঃ—সে যে কি দেখলুম গো—তা আর তোমাদের কি বলি? পালা হচ্ছিল—"রাসলীলা।" ছোট ছোট মেয়েগুলো সাদা বাছুর কোলে করে এমন "রাখালবালক" সেজে দাঁড়িয়েছে যে, ইচ্ছে হ'ল—সবাইকে কোলে করে নাচি। আমার আবার দু'দিকেই টান; এদিকে ম্যানিজ্যোর বাবুর কাছে "ইষ্টেজে" গিয়ে হাজ্‌রে দিতে হবে,—অন্যদিকে—আসরের এক কোণে দাঁড়িয়ে "থ্যাটারও" দেখা চাই। আধ ঘণ্টা বাইরে থাকি,—আধ ঘণ্টা ভেতরে কাটাই! মহা মুস্কিলে পড়ে গেলুম আর কি! ম্যানিজ্যোর বাবুর কিন্তু আমাকে হামেহাল দরকার! কখনো পান, কখনো তামাক, কখনো বরফজল,—কখনো "গিরিবালার" জন্তে কিছু ভাল রকম জলখাবার,—(ইষ্টেজে থ্যাটার-

ওলাদের যে জলখাবার দেওয়া হয়েছিল,—তা' তাঁর রুচলো না); এই রকম মুহুর্মুহুঃ ফরমাজ তাঁর! মনে মনে একটু চট্‌লেও, মুখের ভাবে এতটুকু বিরক্তি না দেখিয়ে তাঁর কথামত সমস্তই সরবরাহ করে যাচ্চি। ম্যানিজোর বাবু পাকা লোক; তিনি আমার মনের ভাব এবং থ্যাটার দেখবার জন্যে আমার প্রাণের ছট্‌ফটানি কতকটা বোধ হয় আঁচে বুঝে নিয়ে আমাকে বল্লেন—"তুমি ছোক্‌রা এই 'হুইন্‌সের' (wingsএর) এক পাশে ব'সে 'পেলে' (play) দেখনা,—বাইরে যাবার দরকার কি তোমার?" আমিও তো তাই চাই! কিন্তু যথার্থ কথা ব'লতে কি,—বাইরে দূর থেকে দাঁড়িয়ে "থ্যাটার" দেখে যে রকম ফুর্ত্তি, যে রকম আনন্দ, যে রকম মজাদার বোধ হ'চ্ছিল, ভেতরে ইষ্টেজে ব'সে "হুইন্‌সের" পাশ থেকে তার সিকির সিকিও বোধ হয়নি! যা হোক্— ভেতরে থেকেও যা দেখছিলুম তাতেও একেবারে মস্‌গুল হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে থেকেও দেখবার মোটেই সুবিধে হচ্ছিল না। সেই "হুইন্‌সের" ধার দিয়ে মাগীমদ্দ যারাই যায়, তারাই এ গরীব বেচারাকে একটা আধটা ধাক্কা না মেরে আর কথা কয়না। যে বাবুটী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই হাতে করে "থ্যাটারে" বল্‌বার "কথাবার্ত্তা বক্তিমে" ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে দিচ্ছিল,—সে আবার ভীষণ বেয়াড়া লোক! দেখবার অসুবিধা হচ্ছিল ব'লে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যেমন একটু এগিয়ে তার কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে গিয়ে পড়ি, সে মুখে কোন কথা না বলে আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার মত লম্বা ঠ্যাং দিয়ে আমাকে চাট্ মারতে আরম্ভ করে। আমি আবার পেছিয়ে পড়ি। ম্যানিজোর বাবু আমার দুর্গতি দেখে আমাকে বল্লেন—"এত দেশ থাক্‌তে তুই বাবা 'প্রংচাড়ের' (prompterএর) পেছনে গিয়ে দাঁড়ালি কেন? ঐ—ওদিকে গিয়ে দাঁড়া—" বলে আমাকে আর একটা "হুইন্‌সের" (wingsএর) পাশে দাঁড়াতে

বল্লেন। সেদিকটা একটু ফাঁকা বটে,—কিন্তু হায়! সেখান থেকে বড় একটা কিছু দেখতেই পাওয়া যায় না! এখানে দাঁড়িয়ে আবার একটা মহা কেলেঙ্কারী হ'য়ে গেল! একটা দৃশ্যে—যেখানে "কেষ্টো ঠাকুর" "রাধিকার" পায়ে মাথা রেখে মান ভাঙ্গাবার জন্যে ভারি মজাদার মনমজানো কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করলেন,—সেটা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখান থেকে মোটেই দেখা যায়না! কারণ, আমি ছিলুম একেবারে সাম্‌নের প্রথম হুইন্‌সের ধারে,—যেখানে ঢপ্‌-সিং (Drop-Scene) পড়ে,—আর এ "মানভঞ্জন" ব্যাপারটা হচ্চে খুব ভেতর দিকে! দেখবার জন্যে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে "বুকে হেঁটে হেঁটে" সাপের মত যেমন খানিকটা (যেখানে থ্যাটার হচ্ছিল সেইদিক পানে চেয়ে ইষ্টেজের ওপোর) এগিয়েছি—অমনি উঠোনে যাঁরা "থ্যাটার" দেখ্‌ছিলেন তাঁরা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন,—হাততালি দিয়ে চীৎকার করে "মার মার" করে গোলমাল লাগিয়ে দিলেন! "কেষ্টো" "রাধিকা" "বিন্দে" "গোপিনীর দল" মুখে ওড়না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে লেগে গেল!

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে—ফূর্ত্তিতে আরও একটু "বুকে হেঁটে" "ময়াল" সাপের মতন এগিয়ে গিয়ে মজা দেখ্‌তে লাগলুম।

এমন সময় দলের দু'জন লোক এসে আমার ঠ্যাং দুটো ধরে আমাকে ভেতর দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে "এলো-পাথাড়ী" কিল, চড়, ঘুসী মারতে মারতে আমার "গুরুজনদের" সম্বন্ধে অনেক কুকথা ব'লে গলা টিপে আমাকে "ইষ্টেজের" ভেতর থেকে একেবারে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। আমি লজ্জায় ভয়ে একেবারে দপ্তরখানায় গিয়ে আগাপাশতলা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পোড়লুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আর বেরুলুম না। তখন বোধ হয় একটা পালা

হয়ে গিয়ে "সংএর" পালা সুরু হয়েছে। সবাই খুব হাসছে—আমোদ করছে ;—"ইষ্টেজের" ওপোর লাফালাফি, আসরে হাততালি, চাদ্দিকে কত কি হচ্ছে! আমি দপ্তরখানা থেকে একা শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে আর ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে না পেরে বেশ করে "মুড়ি-শুড়ি" দিয়ে বেরিয়ে আসরের একটী কোণে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

(৩)

রাত্রি ভোর হ'ল "থ্যাটার" ভাংতে। আমি ভয়ে ভয়ে একটু গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম ;—কারণ, এমন একটা কেলেঙ্কারী করে কোন্ মুখ নিয়ে লোকের কাছে যাই,—বিশেষতঃ "থ্যাটার বাবুদের" সাম্‌নে? যা হোক্—সে সম্বন্ধে আর কেউ কিছু "উচ্চবাচ্য" কচ্চেনা দেখে—আমি কপাল ঠুকে ঢুকে পড়লুম আর একবার "ইষ্টেজের" মধ্যে! তখন সকলে বাড়ী যাবার জন্যে মহাব্যস্ত। সাজের বাক্স প্যাঁট্‌রা—"হারমোনাম" (Harmonium), বাঁয়া তবলা,—নানা রকমের জিনিষপত্র ভাড়াটে গাড়ীতে বোঝাই হচ্চে। মেয়ে পুরুষ সকলেই তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠে জায়গা দখল কর্ত্তে লেগে গেছে। আমি আস্তে আস্তে সাজঘরের ভেতর গিয়ে দেখি সেখানে একজন পুরুষকে একটী স্ত্রীলোক "ন-ভূত-ন-ভবিষ্যতি" গালাগালি করছে আর বলছে—"সব সাবানটুকু যে তোমার মাসীপিসিদের দিলে,—আমি কিসে রং তুলি—বল্‌তো রে শালা?"

মেয়েমানুষের মুখে "শালা" বলে গালাগালি এই আমি জীবনে প্রথম শুন্‌লুম! পুরুষটী যেন মহা বিপদে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছে!

আমাকে দেখে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে,—"ভাই! কোথাও থেকে একটু সাবান কিম্বা সরষের তেল—নার্কুল তেল—যা হোক্ কিছু এনে দিতে পার?" স্ত্রীলোকটা আরও চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো,—"তুই বেটা তেল সাবান সব নিজে চুরি কর্ব্বি আর বাইরের লোক তোকে রোজ রোজ তা জোগাবে! চল্— আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! চল্ ম্যানেজার মশায়ের কাছে"—বলেই তার কাপড়ের কোঁচা ধরে তাকে ভীষণ রকম টানা-টানি কর্ত্তে লাগ্‌লো। সে ঘরটায় দু'চার জন মেয়ে পুরুষ যারা দাঁড়িয়ে ছিল,—তারা কোন কথাই কইছেনা, মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে আর মজা দেখছে! আমি স্ত্রীলোকটীকে খুব নরম কথায় বল্লুম,— "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি এক মিনিটের মধ্যে আপনাকে তেল সাবান এনে দিচ্চি,—" বলেই পদা দাদার ঘরে গিয়ে বাবুদের ব্যবহারের ভাল সাবান আর এক শিশি গন্ধতেল জোগাড় করে নিয়ে এসে হাজীর হলুম। শ্রাদ্ধটা তখন আরও বেশী গড়িয়েছে। স্বয়ং ম্যানিজোর মশাই—গিরিবালা ঠাক্‌রোণের সঙ্গে জোড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে—সে মামলার তদ্বির কর্ত্তে লেগে গেছেন। রং মাখা উগ্রচণ্ডা সেই স্ত্রীলোকটী তখন রাগের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে বল্‌ছে— "এমন করে সবাই আমার পেছনে লাগ্‌লে আমি কেমন করে কাজ করি বলুন দিকি? সবাই রং ধুয়ে সাবান মেখে ফিট্-ফাট্ হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লো, আর আমি রইলুম এক পাশে পড়ে? এই মেধো শালা—আজ বলে নয়—আমি আজ ছ'মাস ধরে দেখ্‌ছি,—আমি যেন ওর বুকে ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গেছি! একটা জিনিষ চাইলে— পৃথিবীর লোককে আগে দিয়ে তবে আমার দিকে দেখ্‌বে।"

ম্যানিজোর মশাই তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌তে যত চেষ্টা

করেন—সে মাগী সে কথায় কাণ না দিয়ে হুম্‌কে ধুমকে সেই গো-বেচারী "বেশকার" (Dresser) মেয়েকে মার্ত্তে যায়! এই রকম যখন অবস্থা—তখন আমি সবাইকে ঠেলেঠুলে তেল আর সাবান নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলুম! ম্যানিজোর মশাই আমাকে দেখে আর সেই সঙ্গে তেল সাবান এনেছি দেখে এক গাল হাসি হেসে স্ত্রীলোকটীকে বল্লে,—"এই—এই—এই নাও যুগলময়ী—একেবারে তোমার বরাতে ফাষ্টো কেলাস জিনিষ এসে পড়েছে! কত মাখবে মাখ, আর গোল করোনা!" পরে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "যাওতো ছোকরা—যুগলময়ীকে একটু জলটল দাওগে তো! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা? তুমি না থাকলে কি কোন কাজ হয়?"

আমারও বুকখানা ম্যানিজোর মশায়ের কথা শুনে আহ্লাদে একেবারে—যাকে বলে—দশহাত হয়ে উঠ্‌লো! আমি "যুগলময়ীকে" সঙ্গে করে "কলের ঘরের" (Bath roomএর) ধারে এসে বল্লুম—"আপনি যান ঐ ঘরের মধ্যে ;—চৌবাচ্চায় জল আছে,—এই নিন্ তেল সাবান—এই নিন্ বিলিতি গামছা (Towel)!"

স্ত্রীলোকটী মহা খুসী হয়ে ব'ল্লে,—"তুমি বাইরে একটু দাঁড়াও বাপু,—বড়লোকের বাড়ী—যেখানে সেখানে যেতে বড় ভয় হয়!"

আমি যেন কৃতার্থ হয়ে বাহিরে পাহারা দিতে লাগলুম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ম্যানিজোর বাবু সেখানে এসে চেঁচিয়ে বল্লেন,—"কই রে যুগ্‌লি—তোর কি এখনও হ'ল না? সকাল হয়ে গেল যে?"

ম্যানিজোরের সাড়া পেয়ে যুগলময়ী একেবারে দিব্যি পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, "আঃ বাঁচলুম বাবু—ভাগ্যিস তুমি ছিলে—নইলে এই পেত্নী সেজে সকালে বাড়ী ঢুক্‌তে হ'ত!"

একে একে সকলে বিদায় হল। আসর অন্ধকার, ইষ্টেজ খাঁ খাঁ করছে,—দেখে আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগলো! ম্যানিজোর মশাই গাড়ীতে উঠে যখন বসলেন—আমি কাঁদো কাঁদো মুখে তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌লুম,—"বাবুর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ হবেনা বোধ করি!"

ম্যানিজোর মশাই বল্লেন,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাকে কিছু দেওয়া হয়নি বটে! তা তুমি বাপু আজ সন্ধ্যের সময় একবার থিয়েটারে যেও দিকি! পারবে না?"

"যে আজ্ঞে"—বলেই আমি মাথা নীচু করে একটা পেন্নাম করে তখুনি মাথা তুলে চেয়ে দেখি,—আমার কাছ থেকে গাড়ীখানা বিশ হাত তফাতে ততক্ষণে গিয়ে পড়েছে।

ঐ যাঃ! "থ্যাটারের" ঠিকানা তো জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হোলো না! তা—মরুক্ গে,—কেউ না কেউ বাবুদের লোকজন জানেই,—জেনে নোবো এখন! সমস্ত রাত জেগে ভারী আলস্য বোধ হচ্ছিল। পদা দাদার পাশে এসে একটু গড়ালুম! আরে ঘুম হবে কেন? যেই চোক বুঁজি অম্‌নি চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের ভেতর থ্যাটারের মাগী-দের মুখগুলো দেখতে পাই! কাণের কাছে সেই "কেষ্টো রাধার" বিরহের গান, গোপিনীদের সেই বাজনার সুরে সুর মিলিয়ে মন-মজানো গান, তাদের সেই সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ—ওঃ বাপ্ রে বাপ্—মুণ্ডুটা আমার একেবারে বিগড়ে দিয়েছে! এদের কাছে কি পিলেরুগী যাত্রার দলের কেলে কেলে ছোঁড়ার দল দাঁড়াতে পারে? না, গোঁফ কামিয়ে কামিয়ে নীলবর্ণ মুখে নৎপরা পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো মিন্সের—রাণী সেজে নাকিসুরে "কুথায় বাপ্ গুপাল্ আমার"—শুনতে

আর ভাল লাগে ? আমি যেমন করে পারি ঐ থ্যাটারের দলে ঢুকবোই ঢুকবো !

বিকেল বেলা পদা দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম,—"এ থ্যাটারের দলটা কোথায় ?"

"কেন ? তুই কি থ্যাটার করবি না কি ?"

"পারবো না ?"

"তুই অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে,—তোকে দলে নেবে কেন ?"

"দেখি না চেষ্টা করে—যদি ঢুকতে পারি,—আমাকে ম্যানিজোর মশাই সন্ধ্যের পর দেখা কর্‌তে বলেছেন।"

"বটে ? তাই না-কি ? বেশ তো—বেশ তো ! যদি ঢুক্‌তে পারিস্ তা হ'লে তো মানুষ হয়ে যাবি ! এ শালার জমিদারী-সেরেস্তার কাজ আর ভদ্রলোকের করা পোষায় না !"

পদা দাদার উৎসাহ দেখে আমারও খুব উৎসাহ বেড়ে উঠলো ! শুনলুম্,—বাবুদের সরকার মশাই আজ সন্ধ্যের পর "থ্যাটারে" টাকা দিতে যাবে,—পদা দাদা তাকে ব'লে ক'য়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুত হ'ল। আমি ওরই মধ্যে একটু ফিটফাট হয়ে সেজে গুজে নিলুম। চটীজুতোটার ধূলোকাদা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে—তাতে একটু তেল মাখিয়ে যতটা সম্ভব চক্‌চকে করে নিলুম ; পিরাণটার দু' এক জায়গায় ছেঁড়া ছিল,—নিজেই রিপু করে ফেললুম। পোঁটলা খুলে একখানা ফরসা কাপড়, একখানা উড়ুনি বার করে একটু হাতকোঁচা করে নিয়ে—সন্ধ্যার আগেই সেজে বসে রইলুম।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কিন্তু সরকার মশায়ের আর দেখা নেই। সে যে ফাঁকতালে আমাকে না বলে কখন সরে পড়েছে—কিছুই জানতে পারিনি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে,—"থ্যাটারে

ট্যাকা দিতে গেছে!" প্রাণের ভেতর যে কি হ'তে লাগ্‌লো তা আর কি বল্‌ব? একরকম কেঁদে কেঁদেই পদা দাদাকে বল্লুম—"কি হবে দাদা? সরকার শালা তো নিয়ে গেলনা! সন্ধ্যে উৎরে গেল যে! আমাকে যে ম্যানিজোর বাবু বিশেষ করে দেখা কর্‌তে বলেছেন!"

পদা দাদা তামাক টানতে টানতে গম্ভীর হয়ে মাথা চেলে বলতে লাগ্‌লো—"বুঝিছি,—সরকার মশায়ের এটা কারসাজি! আমি জান্‌তুম সে তোকে নিয়ে যাবেনা—"

আমি বল্লুম,—"কেন?"

"তুই সঙ্গে থাক্‌লে যে থ্যাটারকে টাকা দেবার সময় দু' এক টাকা দস্তুরি নেওয়া চলবে না!"

"উচ্ছন্ন যাক্ বেটা ছোটলোক সরকার! এখন আমার সে থ্যাটার বাড়ীতে যাবার উপায় কি বল পদা দাদা! আমি সেখানে যেতে না পেলে দম্ ফেটে মারা পোড়বো!"

হুঁকোটা আমার হাতে দিয়ে পদা দাদা বল্লে,—"ধর্ দিকি একবার —আমি আসছি!" বলেই দাদা আমার চটীজুতোটা পায়ে দিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! আমার প্রাণের ভেতর এমন ছট্‌ফটানি ধ'রল, মনের ভেতর রাগটাও এমন ভীষণ রকম হ'তে লাগ্‌ল—তা আর প্রকাশ করে কি জানাব! আমার ইচ্ছে হচ্ছিল— সরকারটাকে একবার হাতের কাছে পাই তো এক চড়ে—! যেমন এইটে মনে ভেবে হাতটা তোলা, আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি আগুনশুদ্ধু কলকেটা উলটে পড়ে গিয়ে চাদ্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেওয়া! আমি তাড়াতাড়ি যতটা পারলুম—পা দিয়ে চেপে মেজের আগুনগুলো নিবিয়ে শেষে হুঁকোর জল ঢেলে বিছানার আগুনগুলোও নিবিয়ে ফেললুম। খানিক পরে পদা দাদা এসে

বল্লে,—"ওরে স্থাখ্—এক কাজ কর্‌তে পারিস,—উঃ কিসের পোড়া গন্ধ রে—"

আমি শশব্যস্তে বল্লুম—"ও কিছু না—তুমি শিগ্‌গির বল—কি করতে হবে—"

পদা দাদা দপ্তরের নিজের জ্যায়গাটীতে বসে চাদ্দিক চাইতে লাগলো। বল্লে—"উঁঃ কিসের গন্ধ রে? হুঁকোর জল পড়েছে নাকি?"

"আরে না—না! ভাল মুস্কিল যা হোক! কি বলবে বলনা ছাই—" বলে আমি একটা খুব রাগের ভাব প্রকাশ করলুম।

"দে দিকি হুঁকোটা! অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে ভাই?" পদা দাদা হুঁকো নিয়ে দু'টান টেনেই বল্লে,—"একি রে? হুঁকো কল্‌কে খালি যে? সব ফেলে দিলি নাকি?"

আমি রাগ করে "দূর তোর" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্চি দেখে পদা দাদা বল্লে,—"সত্যি তুই ক্ষেপে গেছিস্! আচ্ছা—আচ্ছা—শোন্! তুই বিড়িং ইষ্টিট (Beadon Street) চিনিস?"

"কেমন করে চিন্‌ব? আমি তো মোটে দশবার দিন ক'ল্‌কাতায় এসেছি,—ব্রিং ব্রাং ইষ্টিস্ মিষ্টিস্ চিন্‌ব কি করে?"

"ঠিকানা বলে দিলে যেতে পারবি না? বিড়িং ইষ্টিট্—ইণ্ডেন্ থ্যাটার (Beadon Street, Indian Theatre)!"

"কোনখান দিয়ে যেতে হবে বল দিকি—দেখি যদি খোঁজ করে যেতে পারি—

"আরে আমার যে দশটার আগে বেরুবার উপায় নেই; তা নইলে আমিই তোকে নিয়ে যেতুম! রাত্রি দশটার পর কিম্বা কাল সকালে গেলে যদি চলে—তা হ'লে না হয় কাল আমার নতুন বাজারে কাজ আছে,—তারই কাছে ঐ থ্যাটার বাড়ী—"

আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম,—"অ্যাঁ—নতুন বাজারের কাছে? নতুন বাজার তো আমি খুব চিনি—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনিস তো? ব্যস—তবে আর কি? তারই সামনে পুব্‌বো মুখের রাস্তায় পড়ে যাকে জিজ্ঞেস কর্‌বি,—কাণা অন্ধ তোকে ইণ্ডেন্ থ্যাটার দেখিয়ে দেবে!"

শুনেই আর একমিনিট দেরী না করে বা পদা দাদাকে কোন কথা না বলে—চল্‌লুম নতুন বাজারের দিকে! সন্ধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে,—চল্‌তে লাগলুম একরকম দৌড়ে দৌড়ে বল্লেই চলে! পথে কত লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো—কত লোক গালমন্দ করলে,—কেউ কেউ মারবে ব'লে খানিকটা পেছনে পেছনে ধাওয়াও করেছিল! আমার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই! পাঁচ সাতবার গাড়ীর সাম্‌নে পড়ে চাপা যেতে যেতে রয়ে গেলুম! হাঁফাতে হাঁফাতে আধ ঘণ্টার ভেতর নতুন বাজারের সাম্‌নে এসে পড়ে পূর্ব্বমুখ ধরে একটা বাগানের পাশ দিয়ে চলিছি,—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন্‌টা থ্যাটার বাড়ী—কিছুই ঠাওর করতে পারলুম না! একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম—"মশাই! থ্যাটার বাড়ী কোন্‌টা?"

তিনি বল্লেন "কোন্ থিয়েটার?"

যা' চলে—নামটা ভুলে গেছি রে! ভদ্রলোক আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। আমি তো মহা মুস্কিলেই পড়লুম। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই থ্যাটার বাড়ীর নামটা মনে আনতে পারলুম না! উপায় ভাবতে ভাবতে সোজা চলতে আরম্ভ করলুম। খানিকক্ষণ বাদে চোখ তুলে দেখি—সাম্‌নে আর পথ নেই! তাইতো—এ কোথায় এসে পড়লুম? না না—এইখানেই নিশ্চয় কোন একটা বাড়ী "থ্যাটার বাড়ী" হবে! ঐ যে মেয়েরা গানবাজনা করছে,

—খুব গলা বার করে চীৎকার করছে,—খুব হাঁসছে—কাশ্‌ছে,—গালাগালি মন্দ করছে! এইখেনে নিশ্চয় থ্যাটার বাড়ী!

একটী বাবুকে ধরে অতি কাকুতি মিনতি করে বললুম—"বাবু মশাই, দয়া করে যদি—"

তিনি অমনি একটা ধাক্কা মেরেই বল্লেন—"যা যা শালা পাকিট-মারা! কাল মাতাল দেখে "মোনি ব্যাগ্‌টা" সাফ তুলে নিয়েছিস্—শালা—ফের আবার আজ—"

আমি তো অবাক! এ কি সহর রে বাবা? যা হোক্—বরাত জোর—বাবুটী আর বাড়াবাড়ি না করে সটান চলে গিয়ে একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। আমি সেখান থেকে পেছিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম।

অকুলপাথার ভাব্‌ছি—এমন সময় আর একটী লোক এসে আমাকে দেখে বল্লেন,—"কি হে ছোকরা? তুমি এখানে?" তাঁকে যেন চেনা-চেনা কর্‌লুম,—কিন্তু কোথায় দেখেছি—ঠিক মনে কর্ত্তে পার্‌লুম না; আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে তিনি হেসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস কল্লেন,—"কার পেছনে ধাওয়া করেছ বাবা?"

আমি থতমত খেয়ে বল্লুম,—"আজ্ঞে, আমি তো আপনাকে চিন্‌তে পারছি না!"

লোকটী বল্লেন—"সে কি হে? কাল রাত্তিরে তোমাদের বাবুর বাড়ীতে আমরা 'পেলে' কর্ত্তে গিছলুম,—আমায় চিন্‌তে পাল্লেনা বাবা?"

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। তাঁর হাত দুটি ধরে বল্লুম, "দোহাই মশাই—আমাকে ম্যানিজোর বাবু থ্যাটারে দেখা কর্ত্তে বলেছেন—"

"তা থ্যাটারে যাবে তো—এ রামবাগানে যাপটির ভেতর দাঁড়িয়ে কেন ?"

আমি তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল্লুম। সেই লোকটী বল্লেন —"এস আমার সঙ্গে,—আমি থিয়েটারেই যাচ্চি! এখানে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের নাম যার কাছে কর্ত্তে সেই দেখিয়ে দিত!"

যা হোক্—এতক্ষণে কর্ম্মভোগ সাঙ্গ হ'ল। আমি সেই লোকটীর সঙ্গে থ্যাটার বাড়ীতে একেবারে ম্যানিজোর মশায়ের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত!

(৪)

থ্যাটার বাড়ীর সাম্‌নে একটা ফাঁকা জায়গায় মধ্যিখানের চেয়ারে ম্যানিজোর বসে গড়গড়া টানছেন,—আশে পাশে চিয়ারে (Chairএ) বেন্‌চে (Bench এ) অনেক বাবু বসে গল্পগুজব করছেন! আমাকে কেউ নজরই কল্লে না! আমি ফটকের একপাশে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছি। নানা রকমের গল্প হচ্ছে,—হাসি, ঠাট্টা, বোট্‌কেরা চলছে— মুহুর্মুহু তামাক চলছে। অনেক রাত্রি হ'ল; এক জায়গায় ঠায় চুপটী করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ভারী ব্যাজার বোধ হ'তে লাগলো;— ক্রমশঃ পা দুটোও ভেরে উঠলো। আমি সাহসে বুক বেঁধে ম্যানিজোরের সাম্‌নে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি প্রথমটা আমাকে চিনতেই পারলেন না। আমি হাতজোড় করে বললুম— "আজ্ঞে বাবুমশাই, কাল রাত্রে আমায় দেখেছেন বোধ হয়—মনে পড়ছে না—!"

ম্যানিজোর মশাই তখন চিনতে পেরে বলে উঠলেন—"ও-হো—হাঁা—হাঁা—এইবার চিনেছি! তা—তুমি এত রাত্রে এলে বাপু? এই খানিক আগে সরকার মশাই এসেছিল; দু' টাকা তাকে দিলুম। তা আজকে এখন সঙ্গে কিছু নেই, আজ যাও তুমি,—কাল ঠিক সন্ধ্যের সময় এসো—!"

আমি বললুম—"আজ্ঞে বাবুমশাই—আমি বখ্‌শিস্ চাইতে আসিনি। আমার কিছু নিবেদন আছে,—যদি শোনেন—"

ম্যানিজোর বাবু বল্লেন—"কি বল দিকি?" বলেই অন্য বাবুদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—"ছোক্‌রাটী বড় ভাল! কাল আমাদের খুব কাজকর্ম্ম করেছে; খুব যত্ন আত্তি করেছে। এরই জন্যে আমার কাল ওদের বাড়ীতে একটুও কষ্ট হয়নি!" তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বল্লেন—"আচ্ছা, তুমি এইখানে একটু বোসো, তোমার কথা পরে শুনছি।"

আমি ভরসা পেয়ে তাঁদের কাছাকাছি একটা রোয়াকে বসে বাঁচলুম। কি সব তাঁরা কথাবার্ত্তা কইলেন আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না; তবে থ্যাটার সম্বন্ধে কাজের কথা যে হচ্ছিল, এটুকু বেশ আঁচ করে নিলুম।

একজন দু'জন করে ক্রমে মজলিস ফাঁকা হয়ে গেল। ম্যানিজোর বাবু আর দুটী বাবু বসে রইলেন।

"ওরে ভোত্‌রু! আর একটা কল্‌কে দে,—রাত্রি হ'ল, খেয়ে ওঠা যাক্" বলেই বাবু আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চাও তুমি বল দিকি?"

সুযোগ বুঝে আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললুম—"আজ্ঞে—দয়া করে আমাকে যদি থ্যাটারে ভর্ত্তি করে ন্যান্—"

"তুমি থিয়েটার করবে?"

"আজ্ঞে,—এমনিই তো ইচ্ছে করছি, এখন বাবু মশায়ের দয়া।"

"তুমি মণ্ডল বাবুদের বাড়ী কাজ কর না?"

"আজ্ঞে না। আমার এক পিসতুতো ভাই ওঁদের বাড়ীর গোমস্তা। আমি মাত্তর আট দশদিন হ'ল দেশ থেকে কল্‌কেতায় এসেছি!"

"তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীদীননাথ দাস ঘোষ—নিবাস থাগ্‌ড়াপুর—বর্দ্ধমান জেলা। আমরা কায়স্থ।"

পরিচয় দিয়ে একে একে আমার সমস্ত কথা তাঁর কাছে খুলে বলে ফেললুম। ম্যানিজোর বাবু তামাক টানতে টানতে গম্ভীর হয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। খানিক পরে যে দু'জন বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বল মদনবাবু—ছোক্‌রাকে নেওয়া যেতে পারে?"

মদনবাবু একটা হাই তুলে ফাঁকা কথায় উত্তুর দিলেন—"তা নিন্ না,—আপ্‌রেংঠিসের (apprentice) দলে ঢুকিয়ে!"

ম্যানিজোর বাবু বল্লেন—"ছোক্‌রা বেশ চালাক চতুর আছে,—একে দিয়ে অনেক কাজ হ'বে!"

মদনবাবু আমাকে বল্লেন—"তুমি আর কোথাও কখনো থিয়েটার করেছ?"

"আজ্ঞে না। জীবনে কাল্‌কে বাবুদের বাড়ী প্রথম থিয়েটার দেখলুম।"

"গান টান গাইতে পার?"

"একটু আধটু—যৎসামান্য!"

ম্যানিজোর বাবু বল্লেন—"তোমায় নিতে পারি, কিন্তু বছরখানেক

বছর দেড়েক 'অ্যাপ্রেংঠিস' (apprentice) থেকে শিখতে হবে। মাইনেপত্তর কিছু পাবে না। এতে যদি রাজী থাক তা হ'লে কাল থেকে এসো,—নামটা লিখিয়ে দোবো এখন।"

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলুম! আরে দূর তোর মাইনে! একবার ঢুকতে পেলে বাঁচি! আমি আহ্লাদে গদগদ হয়ে ম্যানিজোর মশাইকে বললুম—"তা হ'লে কাল কখন আসব?"

"বিকেল বেলা চারটে পাঁচটার সময় এসো।"

আমি প্রণাম করে বাবু মশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে,—(খালি গায়ে বসেছিলেন তিনি, তাতেই পৈতে দেখে বুঝেছিলুম ম্যানিজোর ব্রাহ্মণ—) আমি বিদায় হলুম।

বাবুদের বাড়ীতে ফিরে আসতে রাত্রি প্রায় দুপুর হ'ল! খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পদা দাদাকে সমস্ত ভেঙ্গে বললুম। পদা দাদা বল্লে, "তাই তো,—এতদিন মিনি পয়সায় খাটবি?"

আমি বললুম—"ততদিন তোমাদের দপ্তরে মপ্তরে একটা যাহোক্ কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দাওনা। থ্যাটার তো রাত্রে হবে। দিনের বেলায় কাজকর্ম্ম করব, রাত্রে (সন্ধ্যের পর অবিশ্যি) থ্যাটারে যাব।"

পদা দাদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে নিলে। তারপর একটা বড় রকম নিঃশ্বেস ফেলে বল্লে—"আচ্ছা—সে যা হয় হবে এখন। তোর যখন নিতান্তই ঝোঁক ধরেছে, তখন থ্যাটারের দলেই ঢোক্। একবছর দেড়বছর বলেছে তারা; তুই যদি শীগ্‌গির সব শিখে ফেলতে পারিস—তখন ওরাই তোকে যেচে মাইনে করে দেবে।"

আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

পরদিন বেলা তিনটের সময় থ্যাটার বাড়ীতে গিয়ে হাজীর। মেয়ে পুরুষ অনেক এসেছে বটে, কিন্তু ম্যানিজোর বাবু তখনও আসেননি।

বাড়ীর ভেতোরে খুব নাচ-গান হচ্ছে—বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি! প্রাণটার ভেতোরে যে কি হচ্ছে—তা আর কি বলবো? এক একবার ইচ্ছে করছে—যাই ঢুকে ভেতোরে! আবার ভাবছি—অচেনা লোক দেখে যদি ঢুকতে না দেয়,—যদি মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়! থাকি এই বাইরে চুপ্-চাপ্ বসে। ম্যানিজ্জোর বাবু এলেন বলে!

সেদিন শুক্রবার। বাইরের বিস্তর ভদ্রলোক—(ছোঁড়ার দলই বেশী) থ্যাটারের ফটকের ভেতর ঢুকে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে "শনিবার—রবিবার কি 'পেলে' (play)?"

"পেলেটা" আঁচে বুঝলুম—কি পালা? শুনলুম—একদিন হবে নতুন বই "মানভঞ্জন" তার সঙ্গে "গোষ্ঠবিহার," আর একদিন হবে "হরধনুর্ভঙ্গ"—আর একটা কি মনে নেই। মনে হচ্ছে, একবার দলে ঢুকে পড়তে পাল্লে হয়,—প্রাণভরে থ্যাটারটা শুনে তো নোবো!

ম্যানিজ্জোর বাবু, তাঁর সঙ্গে আর তিনটে মোটা সোঁটা বাবু একখানা গাড়ী থেকে নাব্লেন। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে দূর থেকে পেন্নাম কল্লুম বটে,—কিন্তু সেদিকে ম্যানিজ্জোর বাবু নজর কল্লেন না। তিনি ফটকের ভেতর ঢুকেই—"মোধো—মোধো—" বলে এমন চীৎকার করতে আরম্ভ কল্লেন যে আমি তো কোন্ ছার,—থ্যাটারের আর সব বাবুরা ভয়ে তটস্থ। একজন বেহারা তাড়াতাড়ি ম্যানিজ্জোর বাবুকে চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বল্লে—"মোধো তো কাল দুপুর থেকে থিয়েটারে আসেনি বাবু!"

ম্যানিজ্জোর বাবু তাকেই যেন তেড়ে মারতে উঠে বল্লেন—"শালার বেটার শালা! কাল থেকে মোধো আসেনি তো তাকে ডেকে আন্তে পারনি?"

ম্যানিজোর মশাই সেই রকম রেগে তার দিকে চেয়ে খুব ডান হাত নেড়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এ কথা তা হ'লে আমাকে জানাস্‌নি কেন? শালা আবার মুখ নেড়ে কথা কইছিস্? ডাক্ কেষ্টা বাবুকে—"

বেহারা আর বাক্যব্যয় না করেই "ইষ্টেজে" কেষ্ট বাবুকে ডাক্‌তে চলে গেল।

ম্যানিজোর বাবুর সঙ্গে যাঁরা তিনজন এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন, "যাক্—আর মিছে রাগ্‌লে কি হবে! যাহোক্ এক্‌টা উপায় করুন হরিশ বাবু!"

ম্যানি। "উপায় আর ছাই পাঁশ কি হবে? এখানে এক্‌টা লোককে যদি বিশ্বাস করতে পারা যায়! সব ব্যাটা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্চে। যত মাথাব্যথা দেখ্‌ছি আমার। দূর হোক্—আমি এ ঘোড়ার ডিমের মেনেজারি ছেড়ে—"

কথা শেষ হতে না হতেই একজন খুব পাতলা গোছের ঢ্যাঙ্গা বাবু যেই ম্যানিজোরের সাম্‌নে এসে হাজীর হয়েছে, তাকে দেখেই ম্যানিজোর বাবু একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠে বল্লেন—"এই যে নবাবপুত্তুর! হ্যাঁরে —অ শালার ঘরের শালা কেষ্টা! তুমি শালা কি খালি এখানে মাগীদের তোয়াজ করতে আছ? দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা আমার থিয়েটার থেকে—বেরো শালা—বেরো—"

কেষ্টা তা'তে এতটুকু ভয় না পেয়ে বা এতটুকুও রাগ না করে খুব শান্তভাবে বল্লে—"কি হয়েছে কি?"

ম্যানি। "হয়েছে কি? মেধোটা যে কাল থেকে এলোনা,—হ্যাণ্ড্‌বিল পেলাকাঠগুলো যে বেরুলোনা,—তার তো একটা বিলি বন্দোবস্ত করতে হয়!"

কেষ্টা বল্লে—"বন্দোবস্ত করিনি কে বল্লে?"

"কই? রাস্তায় তো একখানা দেখ্‌তে পেলুম না—"

"আপনি যদি অন্ধকারে দেখতে না পান—সে কি আমার দোষ? চলুন দিকি—"

"থিয়েটারের ফটকে পেলাকাঠ লাগানো হয়নি কেন? রাজ্যের লোক এসে জিজ্ঞাসা করে যাচ্চে,— কে তোমার বাবার চাকর আছে যে হরদম্ ব'লে ব'লে দেবে—"

কেষ্টা আর দ্বিরুক্তি না করে ভেতর দিকে চ'লে গেল। ম্যানিজোর বাবু তার রকম দেখে একেবারে যাকে বলে "তেলে-বেগুনে" জলে উঠে সকলকে সালিসী মেনে বল্লেন—"দেখ্‌লে—দেখ্‌লে যোগীবাবু,—দেখ্‌লে নিকুঞ্জবাবু,—বেটার তেজটা দেখলে? কড়্‌ কড়্‌ করে চলে গেল,—আমাকে গ্রাহ্যই নেই! দাঁড়া শালা—"বলেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতর দিকে চল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য বাবুরাও বলতে বলতে পাছু নিলেন—"আপনি মাথা গরম কচ্চেন কেন? আমরা দেখছি—আপনি বসুন—বসুন—তামাক খান—!"

রাগের চোটে ম্যানিজোর বাবুর তখন কাছা-কোঁচা দুই খুলে গিয়ে তিনি অসামাল হবার জোগাড়! কাপড় সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে ভেতর দিকে যেতে যেতেই বল্‌তে লাগলেন "নাঃ!—ওর বড় আস্পদ্দা হয়েছে! কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে,—ওকে আজই বিদেয় করছি!"

বেশীদূর আর কা'কেও যেতে হ'লনা! কেষ্টা খানকতক বড় কাগজ (বোধ হয় ঐ "পেলাকাঠ") (Placard) আর একটা টিনের ছোট রকম বাল্‌তি গোছের জিনিষ—তা'তে ময়দার "লেই" ভরা,—দু'হাতে নিয়ে এসে ফটকের দু'পাশে দু'খানা বড় বড় যে কাঠের তক্তা দাঁড় করানো ছিল—তা'তে লাগিয়ে দিলে। বুঝ্‌লুম—"পেলাকাঠ" মানে হ'ল!

ম্যানিজোর বাবু কোন কথা না কয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কেষ্টার কাজ দেখ্‌লেন; তার পর দলশুদ্ধ আবার যথাস্থানে এসে বসে গড়গড়া টানতে সুরু করলেন। কারুর মুখে আর কথাটী নেই।

কেষ্টা ফটকের বাইরে "পেলাকাঠ" মেরে থ্যাটারের ভেতর (বোধ হয় কলতলায় গিয়ে) হাত ধুয়ে চটী জুতো ফটাস্ ফটাস্ করতে করতে এসে ম্যানিজোর মশায়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"নমস্কার—আমি চল্লুম।"

ম্যানিজোর বাবুর রাগ তখন অনেকটা পড়ে এসেছে—বিশেষ খানিকক্ষণ মজগুল্ হয়ে তামাক টেনে। কেষ্টার কথা শুনে একটু যেন নরম হয়ে বল্লেন—"চল্‌লি কি রকম? হ্যাণ্ডবিলগুলো কি আমার বাবার ছেরাদ্দর জন্যে জমা করা থাকবে?"

খুব গম্ভীর হয়ে কেষ্টা বল্লে—"না—তা থাক্‌বে না। এ সপ্তাহের কোন কাজ আমি বাকী রাখ্‌ছি না। আমি যাচ্চি—দু' একজন লোকের সন্ধান করে হ্যাণ্ডবিলগুলো যাতে কাল বেলা ন'টা দশটার ভেতর চাদ্দিকে বিলি হয়—তার ব্যবস্থা ক'চ্ছি। আজ সন্ধ্যের সময় বিড্ডিং গাড়িন্—হেদো—গোলদিঘীতে কতক বিলি করে দিই—"

একজন বাবু বলে উঠলেন—"থাক্ থাক্ কেষ্টো—তোমাকে আর একা অত কষ্ট কোর্ত্তে হবে না!"

কেষ্টা বল্লে—"না—তা কেন? আমি বাপের বেটা,—কাজে কিছু গলদ রাখ্‌ব না। আমি চল্‌লুম! কোথায় রাখ্‌লি রে বিষণলাল হ্যাণ্ডবিলগুলো!"

বেহারা বিষণলাল ঘরের ভেতর থেকে এক তাড়া কাগজ এনে দিয়ে বল্লে—"এইতে পাঁচশো আছে;—বাকী রাত্তির আটটার পর ছাপাখানা থেকে আসবে—"

কেষ্টা সেই কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে ম্যানিজোর বাবু উঠে তার হাত ধরে বল্লেন—"এঃ—শালার কথায় কথায় রাগ! থাক্—তোকে আর রাত্তিরে হ্যাণ্ডবিল বিলুতে যেতে হবেনা! আমি অন্য লোকের ব্যবস্থা ক'চ্ছি। তুই বোস্—" বলেই তাকে কাছে নিয়ে এসে বেঞ্চির ওপোর বসালেন।

কেষ্টা তখন সময় বুঝে বলতে আরম্ভ করলে—"খাটব খুটবো—এত কথা শুন্‌তে যাব কেন? আমি বাপের বেটা, অত কথার ধার ধারি না। আমার কাছে কাজে ফাঁকি নেই! কাজের লোক আমি—যেখানে যাব "বাবা" বলে আদর করে নেবে!"

ম্যানিজোর বাবু একটু যেন রহস্যের হিসেবে বল্লেন—"উঃ—বেটা আমার কাজের বিশ্‌কর্ম্মা! কাল "পেলে" হবে—এখনও একখানা হ্যাণ্ডবিল বাজারে বিলি হ'লনা—"

কেষ্টা বেঞ্চিতে বসেছিল; এ কথা শুনে বেঁকে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌তে লাগলো—"সব আমার দোষ? মেধো শালা বরাবর ছাপাখানা থেকে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে আসে, নিজের লোক দিয়ে বিলি করে, তারই ওপোর চার্জ্জ্ (charge) আছে; আমি কি করে জান্‌বো যে সে কাল থেকে আসেনি? আজ বিকেল বেলা খবর পেলুম যে, শালা পোর্‌শু থেকে মদ খেয়ে গোরীর ঘরে পড়ে আছে। আমি তাই শুনেই তো তাড়াতাড়ি ছাপাখানায় লোক পাঠিয়ে তাগাদা করে হ্যাণ্ড্‌বিল পেলাকার্ঠ আনিয়ে নিয়ে বন্দোবস্ত করছিলুম—"

যোগীবাবু কেষ্টার পিঠ চাপড়ে খুব আদর করে বল্লেন—"না—না—কেষ্টধন—রাগ করিস্‌নি বাবা! সত্যিই তো—তোর কি একটা কাজ? তুই আছিস বলেই ম্যানিজোর সব বিষয়ে এক রকম নিশ্চিন্দি আছেন।

বোস্—বোস্—ঠাণ্ডা হ’। ওরে—ম্যানিজোর কি তোকে কম ভালবাসেন ?”

ম্যানিজোর হেসে বল্লেন—“তোকে বল্‌ব না তো কা’কে বল্‌ব, বল্‌না রে শালা! তুই হ’লি আমার ডান হাত—”

কেষ্টার তখনও রাগ পড়েনি। সে আরও একটু ঝাঁজ দেখিয়ে বল্লে—“আর থাক্ মশাই! আমার ঢের হয়েছে। কাজও করব—গালাগালও শুন্‌ব,—এমন বাপের বেটা কেষ্টা গোঁসাই নয়! ননী বাবু আজ একমাস ধরে পিত্যহ কত খোসামোদ কচ্ছে,—পঁচিশ টাকা মাইনে দেবে ব’লে সাধাসাধি কচ্ছে,—যাব তারই থ্যাটারে—”

এবার ম্যানিজোর বাবু আর ধৈর্য্য ধরতে পাল্লেন না। গড়্‌গড়ার নলটা মুখ থেকে টেনে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—“যাবি তো যা না শালা—ডব্‌ডবানি দেখাচ্ছিস্ কি? তুই গেলে আমার থ্যাটার চল্‌বেনা,—মনে করিছিস? যা এখুনি যা,—আমি তোকে ডিস্‌মিস্ (dismiss) করলুম। বেরোও শালা—আবি নিকালো—”

রাগে ম্যানিজোর বাবুর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগলো! অন্য অন্য বাবুরা তাঁকে ধরে বিস্তর বোঝাতে সুরু কল্লেন। তাঁর ঐ এক কথা—“নিকালো শালা—তুই না হ’লে কি আমার থ্যাটার চল্‌বেনা?”

কেষ্টা তখন গতিক খারাপ দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে রীতিমত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না লাগিয়ে দিলে! মহা দুর্ঘটনা আর কি!

এমন সময় একখানা ছক্কর গাড়ী এসে ফটকের সাম্‌নে দাঁড়ালো; একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক গাড়ী থেকে নেবে একেবারে ম্যানিজোরের সাম্‌নে উপস্থিত। তাকে দেখেই ম্যানিজোর বাবু একেবারে জল। আর যেন সে মানুষ নন্! হেসে তার দিকে

চেয়ে বল্লেন—"কি খবর গিরি? তুমি যে আজ আস্‌বে না বলেছিলে?"

একটু ঠাউরে দেখেই চিনতে পারলুম—ইনি সেই সে রাত্রির "গিরিরাণী"—যাঁকে ম্যানিজোর বাবুর সঙ্গে দেখেছিলুম,—যাঁকে অনেক পান—বরফজল সরবরাহ করেছিলুম।

গিরিবালা গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"কি করি? না এসে যে থাকতে পারিনা। নতুন বই—এখনো "পার্ট্‌টা" তেমন দোরোস্তো হয়নি,—আর গানগুলোও দু'চার বার গাওয়া দরকার—"

যোগীবাবু খুব বিজ্ঞের মত বল্লেন—"তা তো বটেই! মোটে দু' রাত্তির বই খোলা হয়েছে,—তায় আবার খুব তাড়াতাড়ি খোলা! অনেকেরই "পার্ট" তেমন তৈরী হয়নি। এসেছ—বেশ ভালই করেছ!"

(৫)

ম্যানিজোর বাবু বল্লেন "তোমার মা কেমন আছেন?"

খুব মুখভার করে গিরি ঠাক্‌রুণ বল্লেন "মার একই রকম ভাব। তবে আজ একটু ওরই মধ্যে ভাল আছে। কাল রাত্তিরে খুব বাড়াবাড়ি গেছ্‌লো,— কেষ্টো আপনাকে বলেনি?"

ম্যানিজোর উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্লেন—"বাড়াবাড়ি হয়েছিল? কই—কেষ্টা তো সে কথা আমাকে কিছু বলেনি! হ্যাঁরে—ও কেষ্টা—"

গিরি বিবি বল্লেন—"সমস্ত রাত্তির তো কেষ্টো আমার ওখানেই ছিল। ওষুধ আনানো—ওষুধ খাওয়ানো—দৌড়ঝাঁপ করা,—ঐতো একাই কল্লে! নইলে,—আমার শরীর তেমন ভাল ছিলনা,—আমি সন্ধ্যে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এ সমস্ত করে কে? কই—কেষ্টো কোথায়?"

ম্যানিজোর বাবু খুব খুসী হয়ে বল্লেন—"শালা—ঐ যে মান করে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওরে কেষ্টা—শোন্ শোন্—"

কেষ্টা নড়েও না—চড়েও না—কথাও কয় না!

গিন্নি হেসে বল্লেন—"খুব গালমন্দ করেছেন বুঝি? জানি তো আপনাকে! যে যত কাজ করবে—তার ওপোর তত আপনার আক্রোশ—"

কেষ্টা একেবারে লাফিয়ে গিন্নি ঠাকরুণের সাম্‌নে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজে বল্লে—"বল—বল দিদি,—তুমি দিব্যি করে বল,—ক'দিন ধরে কি রকম খাটুনি হ'চ্ছে আমার! আমি শালা যত খেটে মরি থ্যাটারের জন্যে—বাবুর তত রাগ আমার ওপোর। আমাকে থ্যাটার থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন—" বলেই কেষ্টা গোঁসাই মুখে কাপড় দিয়ে কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে দিলে।

করুণাময়ী গিন্নিরাণী কেষ্টার হাত ধরে বল্‌লেন—"চল চল কেষ্টো—ভেতরে চল। এটা যে কলিকাল। কালের ধর্ম্মই এই। চল্ ভাই—ভেতরে চল্—" বলে কেষ্টাকে আদর করে একটু টান্‌লেন—ভেতর দিকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কেষ্টা আরও অভিমান করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"নাঃ—আর নয়; আমি তেমন বাপের বেটাই নই যে অপমান সয়ে চাক্‌রি করব! আমার চাক্‌রির ভাবনা কি—"

গিন্নি বাধা দিয়ে বললেন—"তাতো সত্যি কথা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই তো একা ঐ করে বাবু! পোষাক পরানো থেকে ফিমেলদের আনা-নেওয়া তদারক করা, তাদের বাড়ী গিয়ে খবর নেওয়া, এখানে সেখানে ছুটোছুটী করা,—কেষ্টোর মতন কে এত করে বলুন তো ম্যানিজোর মশাই!"

ম্যানিজোর মশায়ের তখন সঙ্গীন অবস্থা। মহা অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক উঠে কেষ্টার কাছে গিয়ে তার দাড়ী ধরে খুব আদর করে বল্লেন—"আরে কেষ্টা—তুই আমার ছেলের মতন। তোকে ভালবাসি বলেই তো এত গালমন্দ করি! যা বাবা—রাগ করিস্নি। এই নে দুটো টাকা,—এক বোতল খাঁটির দাম দিচ্ছি,—যাঃ—আজ তোর ছুটী—"

টাকা হাতে পেয়েই কেষ্টার কান্না কোন্ "আন্নাবাড়ীতে" ছুটে গেল। চোখমুখ মুছে কেষ্টোধন গোঁসাই বাবাজি—খাঁটীর দামটী বেশ করে ট্যাঁকে গুঁজে গিরিবিবিকে বল্লে—"তুমি ভেতরে চল দিদি,—আমি এই হ্যাণ্ডবিলগুলোর একটা ব্যবস্থা করে ভেতরে এখুনি যাচ্ছি।"

গিরি বালা গজেন্দ্রগমনে রকমারি ঢংএ ভেতর দিকে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানিজোর বাবু ছাড়া প্রায় সকলেই ভেতরে চল্লেন। কেষ্টা বল্লে—"দুটো একটা ছোঁড়া পেলে এখুনি চট্ করে খানকতক কাগজ বিলোনো হ'ত"—

ম্যানিজোর বাবু বল্লেন—"রাত্তির হয়েছে, এখন কাগজ বিলিয়ে কি হবে ?"

কেষ্টা। "আরে কোথায় রাত্তির মশাই ? এই তো সবে সন্ধ্যে। বিড়িং গাডিনে বিস্তর লোক হাওয়া খাচ্ছে—তাদের হাতে এক একখানা দিলে—"

ম্যানিজোর। "এখন তো রিয়ারশেল (Rehearsal) হচ্ছে ! শিবে, মোনা, নন্দা, মানুকে—এরা তো এখন যেতে পারবে না।"

এইবার বিধাতা আমার ওপোর বুঝি সদয় হলেন ; ম্যানিজোর মশায়ের নজর আমার ওপোর পড়লো,—তিনি আমার দিকে চেয়ে কেষ্টাকে বল্লেন—"ও কে দাঁড়িয়ে ওখানে ?"

কেষ্টা আমার দিকে ফিরে বললে—"কে তুমি ? কি চাও ?"

আমি ম্যানিজোর বাবুকে আবার একটা লম্বা পেন্নাম ঠুকে বললুম—"আজ্ঞে—আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন ! দিন্ না বাবু—কাগজগুলো আমাকে দিন। কোথায় বিলি করতে হবে—"

ম্যানিজোর বাবু তখনও আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি—বেশ বোঝা গেল ! কেষ্টাকে বললেন—"ছোক্‌রা কে বল্ দিকি ?"

কেষ্টা আমাকে বললে—"কোত্থেকে এসেছ ?"

আমি হাতজোড় করে আবার ম্যানিজোর মশাইকে পেন্নাম ঠুকে বল্লুম—"আজ্ঞে বাবু—আমি সেই যে রাত্রে মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে—"

"ওহো-হো—তুমি ? হঁ্যা হঁ্যা—চিন্‌তে পেরেছি। বেশ কাজের লোক পাওয়া গেছে। এর দ্বারাই খুব কাজ হবে। দে—দে ওকে কাগজগুলো !"

ম্যানিজোর মশায়ের হুকুমে কেষ্টা আমার হাতে খানকতক কাগজ দিয়ে বল্‌লে—"সব গুলো দিয়ে কাজ নেই। এই খানকতক ওকে দিই—ও বিড়িং গার্ডিনে আর এই রাস্তায়—চিৎপুর রোডের চৌমাথায় বিলি করুক্,—আমি চট্ করে হেদোর দিকটা বিলি করে আসছি—"

ম্যানিজোর বাবু বললেন— "তুই আবার এখন থ্যাটার ছেড়ে চল্লি কোথায় ? শালা—টাকা পেয়ে মদ খেতে যাচ্ছ বুঝি ?" বলেই মুচ্‌কে একটু হাসলেন।

কেষ্টা। "ঐ তো আপনার দোষ,—আপনি বিশ্বাস করেন না। সন্ধ্যের সময় বিনোদ ডাক্তারকে একবার খবর দিতে যাবনা—গিন্নি বিবির মা কেমন আছে ? অম্‌নি ঐ পথে কাগজগুলো ছেড়ে আস্‌ব। কাজ ফেলে মদ মারবো,—এমন বাপের ব্যাটাই কেষ্টা গোঁসাই নয়—বুঝলেন ?

ম্যানি। "আচ্ছা—আচ্ছা—শীগ্‌গির আসিস্ বাবা,—অনেক কাজ আছে—"

"যাব আর আস্‌ব" বলেই কেষ্টা খুব ফূর্ত্তি করে কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ম্যানিজোর মশাই আমার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি এতক্ষণ এসেছ—আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন?"

"আজ্ঞে বাবু—আপনি তখন বড় ব্যস্ত ছিলেন—"

ম্যানিজোর মশাই আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"যাও দিকি—চট্ করে কাগজগুলো ঐ বাগানে বিলি করে এস দিকি!"

আমি। "যে আজ্ঞে। কত দাম বলব?"

ম্যানিজোর বাবু অবাক্ হয়ে বললেন—"আরে—কিসের দাম হে?"

"আজ্ঞে এই ছাপা কাগজের!"

বাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—"দাম টাম কিছু নিতে হবেনা। ভদ্রলোক দেখে—ছোক্‌রা বাবু দেখে— এক একখানা কাগজ তাদের হাতে দেবে—ব্যস।"

"কিছু বল্‌তে টল্‌তে হবে কি?

ম্যানিজোর বাবু আমার কথা শুনে হেসেই খুন। বল্‌লেন "তুমি কদ্দিন কল্‌কেতায় এসেছ?"

"আজ্ঞে—এই মাসখানেক।"

"তার আগে কি দেশেই থাকতে?"

"আজ্ঞে—"

"কখনো সহরে আসনি?

"আজ্ঞে না—"

"তোমার নাম কি"

"আজ্ঞে—দীননাথ ঘোষ।"

"কি জাত ?

"কায়স্থ।"

"লেখাপড়া কিছু জান ?"

"আজ্ঞে—ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছি।"

"থিয়েটারে চাকরী করবে ?"

"আজ্ঞে—সেই জন্তে তো বাবুর ছিরিচরণে এসে উপস্থিত হয়েছি—"

"মাগ-ছেলে—বাপ মা আছে ?"

"আজ্ঞে বিবাহ করিনি। গত বছর বাবার কাল হয়েছে,—মা ঠাক্‌রুণ এখানে নেই,—দেশেই আছেন।"

"মণ্ডলদের বাড়ীতে কি কর ?"

"আমার পিস্‌তুতো ভাই হরিপদ দত্ত তাঁদের বাড়ীতে মুহুরীর কাজ করেন,—আমি চাক্‌রীর চেষ্টায় এখানে তাঁরই কাছে এসে রয়েছি। বড়লোকের বাড়ীতে অনেক লোক প্রতিপালন হয়,—আমিও সেখানে খাই-দাই থাকি। বাবুদের কাজ-কর্ম্মও করি।"

"থিয়েটারের চাক্‌রী বড় শক্ত চাক্‌রী। পারবে ?"

"আজ্ঞে বাবু দয়া করে দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পারবনা কেন ?"

"পাট্‌টাট্‌ সাজবে,—না অন্য কাজ করবে ?"

"আজ্ঞে বাবু—কিছু 'পাটটাট' সাজতে দেবেন না ? কাজকর্ম্ম সবই করতে পারব, তবে কিছু সাজতে পেলেই বড় ভাল হয়!"

"সাজা তো সহজ কথা নয়! তার ওপোর তুমি 'অজ—পাড়া-গাঁ' থেকে এসেছ। তোমায় এখন কিছুদিন 'এপেংঠিস্‌' (apprentice) থেকে কাজকর্ম্ম 'সাজা-সুজি' শিখতে হবে। মাইনেপত্তর কিছুই পাবেনা, তা শুনেছ তো ? তা'তে রাজী আছ ?"

"আজ্ঞে—সেদিন সব শুনে রাজী হয়েই তো আজ এসেছি। কাজকর্ম্ম

শিখলে তো দয়া করে কিছু মাইনে করে দেবেন ?”

“নিশ্চয়ই। কাজের লোক হলেই মাইনে করে দোবো।”

“যে আজ্ঞে—” বলেই আবার একটা পেন্নাম ঠুক্‌লুম।

ম্যানিজোর বাবু বললেন—“এই কাগজগুলোকে বলে ‘হ্যান্‌ড্‌বিল্‌’ (Handbill),—এগুলো সব ভদ্রলোকদের হাতে হাতে দিতে হয়। কাল পরশু থিয়েটারে কি পালা হবে—কখন থিয়েটার বসবে,—টিকিটের কত দাম,—ঐ কাগজে সব ছাপা আছে। বাবুরা এ কাগজ পড়ে—তবে থিয়েটার দেখতে আসবেন।”

“আর মা ঠাক্‌রুণদের কাগজ ?”

ঈষৎ যেন বিরক্ত হয়ে বাবু বললেন —“আরে—মা ঠাক্‌রুণদের জন্যে কি আলাদা কাগজ হয় রে পাগল ? বাবুরা খবর জান্‌লেই মা ঠাক্‌রুণরা জানতে পারবেন,—এটা বুঝতে পারছ না ? মা ঠাক্‌রুণরা কি রাস্তায় বেরোন ? না,—তুমি মা ঠাকরুণদের অন্দরমহলে ঢুকে তাঁদের হাতে কাগজ দিতে পারবে ?”

নিজের বোকামীতে বিষম লজ্জিত হয়ে পড়লুম। যা হোক্‌, ম্যানিজোর বাবু আমাকে ভরসা দিয়ে বল্‌লেন—“হ্যাঁ—এই রকম করে জিগ্যেস করে নিয়ে সকল কাজ কোরো। এখন যাও দিকি—কাগজগুলো বিলি করে এসে একেবারে ইষ্টেজের ভেতর চলে যেও।”

“যে আজ্ঞে” বলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, “আজ্ঞে—একেবারে ইষ্টেজে যাব,—কেউ কিছু বল্‌বে না তো ?”

ম্যানিজোর অত্যন্ত ব্যাজার হয়ে এবার বললেন—“আরে মর্‌ আঁট-কুড়ীর বেটা,—আমি হলুম থিয়েটারের কর্ত্তা,—আমি হুকুম দিচ্ছি—”

শেষ কথা না শুনেই একেবারে কাগজ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ধড়ে যেন এতক্ষণে প্রাণ এল।

(৬)

যতটা আশা করে থিয়েটারে ঢুকেছিলুম,—ততটা সুখের স্থান থিয়েটার নয়। ম্যানিজোর মশাই দয়া করে আমাকে থিয়েটারে "এপেংঠিস" (apprentice) করে ঢুকুলেন বটে, কিন্তু যেমনটী মনে মনে ঠিক দিয়ে এখানে এসেছিলুম, তার সিকির সিকিও কোন দিকে সুবিধে দেখলুম না। বড় বড় সব "একচড়" (Actor) থেকে আমার মত ছোট ছোট "এপেংঠিস" পর্য্যন্ত—সবাই যেন অদ্ভুত রকমের মানুষ। এই "এপেংঠিস"দের একজন মোড়ল আছে,—তার নাম "সিধে"! ভাল নাম তার বোধ হয়, "সিদ্ধেশ্বর" কিম্বা "সিদ্ধিনাথ" বা "সিদ্ধিদাতা" হবে, আমি ঠিক জানি না ; কারণ,—"সিধে" ছাড়া ভাল নামে তাকে মাগীমদ্দ কেউই ডাকেনা। জেলখানায় কয়েদীদের যেমন "মেট" থাকে,—ইনিও আমার মতন "এপেংঠিসদের" সেই রকম "মেট" বা "সদ্দার"। বড় বড় (Actor)"একচড়"দের তো কথাই নেই,—তাঁদের কাছে আমাদের ঘেঁস্‌বারই উপায় নেই,—সবারই গরম মেজাজ। এই "সিধের" মতন ছোট ছোট "একচড়"দেরই বা বহর কত,—ঝাঁজ কত! ম্যানিজোর মশাই আমাকে এই "সিধের" তাঁবেই "এপেংঠিস" নিযুক্ত করে দিলেন। থিয়েটারে এখন "সিধেই" আমার মুরুব্বি—আমার মনিব—আমার ভাগ্যবিধাতা! তা হোক্—দুঃখু নেই তা'তে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে—এ হেন "সিধে" মুরুব্বিটাকে "সিধে" করা আমার মত পাড়াগেঁয়ে ছেলের সাধ্যের অতীত! "সিধে" সদা-সর্ব্বদা বেঁকেই আছেন। তাঁর চেহারার কথাটা বলি, তা হ'লে বোধ হয় লোকটাকে আপনারা অনেকটা বুঝতে পারবেন। বয়েস আন্দাজ তিরিশ-বত্রিশ হবে ; রংটী যেন—"হার মেনেছে বার্ণিস জুতো,—কাল-

পেঁচা যে ছিল ভাল ;—বাপ্ রে কি কালো !" শুঁট্‌কো চেহারা—চোখ-দুটো খুব ছোট,—হল্‌দে-লালে মেশানো কেমন যেন বিশ্রী ঘোলাটে রকম ! নাকটী খুব লম্বা আর বেজায় উঁচু। গাঁজাখোরের মতন গালদুটী ভয়ঙ্কর রকম চড়ানো। কাণ দুটি কে যেন পাক্ দিয়ে মুচ্‌ড়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর সোজা হতে পায়নি। কণ্ঠনলীর হাড়টা দাড়ীর নীচে পর্য্যন্ত ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। হাত দুটো হাঁটুর নীচে গিয়ে পড়ে ; শিরগুলো তার দড়ীর মতন দেখা যাচ্ছে। কোমর থেকে পায়ের নীচে পর্য্যন্ত ঠিক "বৃষকাঠের" ভাব, কিন্তু চরণ দু'খানি যেন ছোটখাটো দুটী "কুলো !" মুখের হাঁ-টী প্রায় কাণের কাছাকাছি পৌঁছয় ; সাম্‌নের গোটা পাঁচ ছয় দাঁত খুব বড়,—কস্মিনকালেও মুখ ধোয়না, দাঁত মাজা তো চুলোয় যাক্ ! যত রাজ্যের "ছ্যাঁত্‌লা" যেন ঐখানে গিয়ে জমা হয়েছে ! তার ওপোর—পান খেয়ে খেয়ে দাঁত-ঠোঁট দুই-ই যেন কালীবর্ণ হয়ে গেছে ! কথা কইলেই ওপোরকার "মেড়ে" সবটা বেরিয়ে পড়ে। ঠোঁট দুটো ফাটা ফাটা, পুরু যেন কাব্‌লেদের দু'খানা রুটী ! "বার-কোসের" মত কপাল !

পোষাক আরও "ফাষ্টো কেলাস্ !" কস্তা পেড়ে (চার আঙ্গুল প্রায় চওড়া পাড়ের) সাড়ী,—পাছা-পাড় নয় বোধ হয়, কিম্বা হ'তেও পারে—; গায়ে ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়ের কামিজ (ডবল্ ব্রেষ্ট্—), তায় আবার "পটিদার" ; কামিজের "কলারটা" খুব উঁচু,—কুকুরের "বগ্‌লসের" মতন। সব চেয়ে বাহার চুলের আর ঝুল্‌পির ! সামনের দিকের চুল নাকের ডগা পর্য্যন্ত লম্বা, একেবারে "তেল-চুক্‌চুকে" ;—পেছনের চুল নেই বল্লেই চলে ! তেড়ী ব্রহ্মতলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, আবার সেই তেড়ী কপালের ওপোর কাকাতুয়ার ঝুঁটী তোলার মতন খাড়া করে—"আল্‌বোট-ঠ্যাসান্" (Albert fashion) করেছেন। ঐ চোয়াড়ে

গাল দুটীতে আবার দেড় ইঞ্চি "ঝুল্‌পি",—যেন ফাটা দেওয়ালে কেউটে সাপ মুখ বার করে আছে! এই এক রকম পোষাক—আমি যতদিন ঐ থিয়েটারে ছিলুম, ততদিনই দেখেছি। পরে যখনই পথে-ঘাটে ঐ মহাপ্রভুর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখনও দেখেছি, ঐ পোষাক! তবে মাঝে মাঝে "সাজো" কাচিয়ে নিতো, এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। "সিধে" বাবুটি কি জাত জানি না। বামুন নয় এটা বুঝেছিলুম—পৈতে নেই দেখে।

সবাকার সকল রকমের "ফাই ফরমাজ" আমাকে খাটতে হয়। আমার মতন "এপেংঠিস" পাঁচ সাত জন আছে বটে,—কিন্তু আমি যেন সবারই তাঁবেদার। উপায় নেই। একে "আন্‌কোরা" "এপেংঠিস"—তার ওপোর নতুন এসেছি "কল্‌কেতার" সহরে "গেঁয়ো লোক!" সহরে কাকপক্ষীগুলো পর্য্যন্ত আমার ওপোর-ওলা! যাক্—পেটে খেলে পিটে সয়! "সিধে" বাবুর দয়ায় প্রত্যেক "পেলের" (playর) রাত্রে যাহোক্ একটা কিছু "সাজ্‌তে" পাই। বেশীর ভাগ—"সৈন্য" —"দারোয়ান",—"রক্ষী",—"দূত"—এই রকম। কথাবার্ত্তার হাঙ্গাম নেই বল্লেই চলে। বড় জোর—"যে আজ্ঞে"—"যথা আজ্ঞা"—"মহারাজ! রাণী মা ডাক্‌ছেন—" ইত্যাদি। তাইতেই মহা খুসী। সকলের আগেই আমি থিয়েটারে গিয়ে হাজীর হই—আর সাজঘরে গিয়ে একটা "খাকির" "ইজের" হাঁটু পর্য্যন্ত—একটা ঐ "খাকির" কোট্—একটা লাল পাগড়ি, একটা ময়লা কাপড়ের কোমরবাঁধা, একখানা ভোঁতা তলোয়ার হাতে, —একটা ঝাঁক্‌ড়া চুল মাথায়,—আর একটা তারে-বাঁধা গোঁপ-গালপাট্টা! উঃ—এমনি দুর্গন্ধ সেটার যে, প্রথম দিন মুখে পর্ত্তেই দুর্গন্ধে আমার বমি হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটা খুলে রেখে "ষ্টেজে" বেরিয়েছিলুম বলে—"সিধে" বাবু আমাকে "এই মারে-তো—এই মারে!" কি করি?

অগত্যা প্রাণের দায়ে "এপেংঠিস" চাক্‌রির খাতিরে কোন রকমে "বমি-টমি" দু'এক ক্ষেপ করে,—"উকি টুকি" তুল্‌তে তুল্‌তে অভ্যাস করে নিয়েছিলুম। মনে বড় সাধ,—দু পাঁচ ছত্র বক্তিমে কর্ব্ব; কিন্তু "সিধে" বাবু বল্লে—"আর এ্যাক্‌টো কর্ত্তে হবে না ;—দু'পাঁচ বছর এখন কাটা সৈন্য সাজ্‌!"

"শ্রীকৃষ্ণলীলা" নতুন পালা খোলা হ'ল। একটা দৃশ্যে "পূতনা" বধ হয়ে যাবার পর, "নন্দঘোষের" বাড়ীতে "পূতনা" রাক্ষসীকে দেখতে অনেক "নাগরিক" জমায়েৎ হ'ল। কেউ আর সাহস করে এগুতে পাচ্ছে না,—সবাই ঠেলাঠেলি কচ্ছে—অথচ কেউ এগুতে পাচ্ছেনা! সে একটা খুব "কোমিক্" (comic)—হাসির ব্যাপার। সে দলে আমিও থাক্‌তে হুকুম পেলুম। সেই "শিংটা" (scene) হবার ঠিক আগে "সিধে"বাবু এসে "হুইংসের" (wings) পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্লে—"ওরে দীনে! —স্তাথ্—এ (Scene) শিংএ আমি একটা খুব রগড় করব! তুই আমার আগিয়ে থাক্‌বি একটু হেঁট হয়ে,—আমি তোর পিঠের ওপোর তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া চড়ার মতন বোস্‌বো,—তুই অমনি হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত মাটীতে রেখে ঘোড়ার মতন ইষ্টেজময় ঘুরতে থাকবি! ভারি কোমিক্ হবে,—বুঝলি!"

আমি বললুম—"কোমিক তো হবে সিধে বাবু—কিন্তু আপনাকে ঘাড়ে করে আমি কি ঘুরতে পার্ব্ব ?"

সিধে বাবু খুব রাগত হয়ে বল্লে—"কেন—কচি খোকা নাকি? আমাকে পিঠে চাপিয়ে একটু ঘুরতে পার্ব্বিনা? এ সব যদি না পার বাবা, তাহ'লে কাল থেকে বিদেয় হও!"

"আচ্ছা তাই চাপবেন—ঘুরতে চেষ্টা কর্ব্ব—" বলেই একটু যেন হতাশ হয়ে পড়লুম। "সিধে" বাবুর শুঁট্‌কো চেহারা হ'লে কি হয়,—

হাড়গুলো যেন "গোহাড়ের" মত, সে গুলুতো ভারি হবে? কি করি—তাই ঘাড়ে করে ঘুরতেই হবে;—নইলে, "সিধে" বাবু চটে গেলে এখানে টেঁকে কার সাধ্যি? বিশেষ আমার মত এপেংঠিসের!

"পুতনা" মহা চীৎকার করে—"কেষ্টো ঠাকুরকে" বুকে নিয়ে প্রাণত্যাগ কল্লেন! অমনি হৈ হৈ করে আমরা সব সেই দৃশ্যে বেরিয়ে পড়লুম। "নাগরিকদের" ভঙ্গিমে দেখে দর্শকেরা খুব হাসতে লাগলো। মহা ফুর্ত্তির ব্যাপার! "সিধে" বাবু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—"এরে—এই দীনে! মর্ শালা—একটু হেঁট হ-না,—আমি তোর পিঠে চড়ি—"

কথা শুনেই আমি যেই একটু কোল-কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছি,—"সিধে" বাবু অম্‌নি তড়াক্ করে সত্যিকারের ঘোড়ার মতন আমার পিঠে চেপে বোস্‌লেন। আমি সাম্‌লে দাঁড়াতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত মাটীতে রেখে ঘোড়া হয়ে পড়লুম। দর্শকেরা আমোদে খুব হাততালী দিতে লাগ্‌লো। "সিধে" বাবু তখন মহা ফুর্ত্তিতে আমার কাণদুটো ধরে, আমার পিটের ওপোর বসে ঘোড়সওয়ারের মতন তার দেহটা ওপোর-নীচে তুল্‌তে-নাচাতে লাগ্‌লো। এক একবার যেমন চাপ দিয়ে বসে—আমি অম্নি "ওঁক্" করে উঠি! ইষ্টেজে যারা ছিল—তারাও যত খুসী হচ্ছে, দর্শকরাও তত হাততালী দিচ্ছে আর হাস্‌ছে! "সিধে" বাবু চুপি চুপি বল্লে—"এইবার একটু ঘোর্—খুব মজা হবে।"

আমিও মরিয়া হয়ে উঠিছি; প্রাণের আশা ছেড়ে "সিধে" বাবুর ঐ "গোহাড়"গুলো পিঠে নিয়ে দু'চার পাক ঘুরে ফিরে বেড়ালুম। তাই দেখে ফুর্ত্তিতে আরও দু'তিনজন "নাগরিক"—মজার ওপোর খুব মজা কর্ব্বার জন্তে "সিধে"বাবুর সাম্‌নে পেছনে যেই আমার পিঠের ওপোর এসে বসেছে,—আমি অমনি হুড়মুড় করে সকলকে নিয়ে মুখ থুবড়ে

পড়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জনের ঐ দশা। তবে লাগলো আমারই বেশী, কেননা,—আমি সকলের নীচে আছি! ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি,—নাক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরূতে লাগ্‌লো, —কপালটা ঢিপির মতন ফুলে উঠল। কি ভাগ্যি—সেইখানে "ঢপ্‌ শিং" (Drop scene) পড়বার কথা ছিল। নইলে, কেলেঙ্কারি হ'ত আর কি!

"ঢপ্‌ শিং" পড়তেই সকলেই আমাদের কাছে ছুটে এল। "সিধে" বাবু ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে আমাকে মারে আর কি! যেন আমারই সব দোষ! বড় "একচড়" (actor) যোগীবাবু বল্লেন—"তো শালারা এত বড় গাধা—যে, একফোঁটা ছোঁড়ার পিঠে ৪।৫ জন চেপে বস্‌লি! আর তুই ছোঁড়াওতো কম বেকুব নোস্‌—এদের এতগুলোকে কি বলে পিঠে চাপ্‌তে দিলি?"

একজন অভিনেত্রী (একটু বয়স্থা গোছের)—যিনি "যশোদা" সেজেছিলেন,—তিনি খুব রেগে হাতমুখ নেড়ে—সবাকার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে যোগীবাবুকে বল্লেন—"ওকে কেন মিছিমিছি বোক্‌ছ যোগী-বাবু! ও বেচারীর দোষ কি? ওই বেটা সিধে ওকে যেমন বলেছে—বেচারি তেমনি করেছে! হোঁৎকা হোঁৎকা ষাঁড়ের মতন মিন্‌সেগুলো ওই কচি ছোঁড়ার ঘাড়ের ওপোর জোর করে বোস্‌লো—ওর হ'ল দোষ? বাঃ—খুব বিবেচনা বটে তোমার!"

আর একজন অভিনেত্রী বল্লে—"আহা—দেখ দিকি—নাক মুখ রক্তে ভেসে গেছে! যাও বাপু তুমি—নাকে মুখে একটু জল দাওগে! এমন সব বে-আক্কেলে লোক দেখিনি বাবা!"

আমি মুখ ধুতে চলে গেলুম। শুন্‌লুম, যোগীবাবু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন—"ম্যানিজোরকে বলে—এ সব দলকে দল তাড়াব!"

(৭)

তারপর—কে বা কি বলে,—আর কে বা আমার খোঁজ নেয়! আমার যে মুরুব্বি "সিধে" বাবু—সেই মুরুব্বিই বাহাল রইল।

মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে খাই দাই—কাজটা কর্ম্মটাও সময়মত করি,—সন্ধ্যে হ'লেই থিয়েটারে যাই। আবার রাত্তিরে পদাদাদার কাছে এসে শুই। বড়লোকের বাড়ীর ফটক,—অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা থাকে। পাঁচ সাত জন দরোয়ান বসে গল্প করে—রামায়ণ পড়ে। কাজেই, বারোটা একটার ভেতর এলে "দোর ঠ্যাঙ্গাতে" হয়না। কেবল থিয়েটারের দিন বাড়ীতে আসিনা। থিয়েটারে ইষ্টেজের এক-ধারে একটা বেঞ্চের ওপোর মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। দু'চার আনা বাজারের খাবার দাবার যাহোক কিছু কিনে খেয়ে রাতটা কাটাই। পদাদাদা থিয়েটার শুন্‌তে বড়ই ভালবাসে! মাঝে মাঝে ম্যানিজোর বাবুর পায়ে হাতে ধরে খোসামোদ করে—পদাদাদা, সর্কার মশাই, নায়েব বাবু,—এদের থিয়েটার দেখাই। সেইজন্যে—বাবুদের বাড়ীর লোকজনেদের কাছে আমার খাতিরটা খুব আছে। যে রাত্রে পদাদাদা কিম্বা কোন কর্ম্মচারীকে থিয়েটার দেখাতে আনি, সে রাত্রে তাদের সঙ্গে বাবুদের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শুই। সে রাত্রে থিয়েটারে পড়ে থাক্‌বার আর দরকার হয়না। পদাদাদা মাঝে মাঝে বলে—"কবে তোর মাইনে হবে রে দাশু? তোকে তো সাজ্‌তেই কিছু দেয় না! খালি বুঝি তামাকই সাজিস্?"

আমি খুব আশা দিয়ে বল্‌তুম—"কিছু ভেবোনা পদাদাদা! ম্যানি-জোর বাবু শিগ্‌গীর আমার হিল্লে ক'রে দেবেন বলেছেন!"

মাসখানেক বাদে কল্‌কেতা থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে "বেহালা"

গাঁয়ের এক জমীদারের বাড়ীতে আমাদের থিয়েটারের বায়না হ'ল। থিয়েটার হবে মঙ্গলবারে। সোমবার দিন সন্ধ্যের সময় ম্যানিজোর বাবু বলে দিলেন—"কাল সকলে ঠিক একটার সময় থিয়েটারে হাজীর হবে! গাড়ী আসবে ঠিক বেলা দেড়টা। কারও যেন দেরী না হয়!"

আমার তো ভারি ফুর্ত্তি—বায়নাবাড়ীতে "পেলে" কর্ত্তে যাব। মঙ্গলবার সকালে উঠেই—স্নান-টান্ ক'রে বেলা দশটার মধ্যে সাজ-গোজ করে বেরিয়ে একটা ভাতের হোটেলে তিন আনা পয়সা দিয়ে ছুটী ভাত খেয়ে নিলুম। অত সকালে বাবুদের বাড়ীতে রান্নাই চড়ে না, তা আমি ভাত পাই কোথায়? সিম্‌লে পাড়ায় অফিসের কেরাণী-দের জন্যে একটা ভাতের আড্ডা ছিল, সেইখানে গিয়ে নগদ পয়সায় "পিত্তি রক্ষে" করে—বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে থিয়েটারে গিয়ে হাজীর! থিয়েটারে তখন জনপ্রাণীও আসে নি; বিষণ বেহারাটা টিকিট ঘরের সাম্‌নের রোয়াকে আগাপাশতলা কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুম যাচ্ছে। কালতো থিয়েটারে "পেলে" ছিলনা,—এ বেটা তবে এতক্ষণ ঘুমোয় কেন? কাছে গিয়ে ডাকলুম—"ওরে বিষণ—ও বিষণ!" ধড়মড়িয়ে উঠে—চোখ মুছতে মুছতে খুব রেগে বিষণ আমার দিকে রাঙ্গা চোক্ দুটো আরও যেন রাঙ্গা করে বলে উঠলো—"কি? কেন ডাক্‌ছ সকাল বেলা?"

আমিও থতমত খেয়ে বল্লুম—"বেলা এগারোটা বাজে, ঘুম থেকে ওঠ্"।

"বাজে তো আমার কি হ'ল? তুমি এত সকাল বেলা ঝামেলা কর্ত্তে এসেছ কেন? যাও—আপনার ঘরে গিয়ে শোওগে—" বলেই বিষণ-লাল আবার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পোড়লো।

বুঝলুম, বেটা সমস্ত রাত্তির ভীষণ রকম মদ্যপান করেছে! দু'হাত তফাৎ থেকে তার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাজ নেই বাবা,—একে

ছোটলোক, তায় মদ খেয়েছে! বেশী ঘাঁটালে মান থাকবে না! আমি, থিয়েটার বাড়ীর সামনে যে ছোট বারান্দা ছিল—সেইখানে একটা ভাঙ্গা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে রইলুম। ভাবলুম—একটা বাজতে আর দেরীই বা কত—এখুনি সবাই এসে পোড়লো ব'লে! বেহারা বেটা সেই রোয়াকের ওপোর পড়েই আছে। আষাঢ় মাসের রোদ্দুর চড় চড় কচ্ছে! বেলা বারোটার সময় সে রোদ্দুরে মানুষ পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে তার দেহ ঝল্‌সে যায়, আর ঐ বেটা বিষণ দিব্যি রোদে শুয়ে পড়ে নিদ্রা দিচ্ছে! কথায় বলে—"মাতালস্য নানা ভঙ্গী!" বেলা একটা বাজলো— তবু থিয়েটারে "কাকস্য পরিবেদনা!" এখনও জনপ্রাণীর দেখা নেই। আমি একা আর কি করি? সেখান থেকে উঠে গুটী গুটী ইষ্টেজের ভেতর ঢুকলুম। উঃ—ভেতরটা কি ভীষণ অন্ধকার! তার ওপর চাদ্দিকে জান্‌লা দরজা বন্ধ। যেন জেলখানা মনে হল! এই ইষ্টেজ রেতের বেলায় বাইরে থেকে যেন "ইন্দির ভুবন" মনে হয়! একবার দর্শকদের জায়গায় খানিকক্ষণ এসে বসলুম। মনে হ'ল যেন সে আসরটা (ইংরিজীতে কি বলে—"অধমতারণ" (auditorium) না কি)—সেটা যেন একা আমাকে পেয়ে হাঁ করে গিলতে আসছে! খানিকক্ষণ সেখানে বসে আবার বাইরে এলুম। দেখলুম—দু'চারজন লোক ("একচড়" বাবুরা) জমা হয়েছেন। তার মধ্যে থেকে নীরোদবাবু যিনি সকল পালাতেই "রাজা-মহারাজা" সাজেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"বেহারা বেটারা সব গেল কোথা হে?"

আমি বললুম—"কাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না মশাই! এইখানে বিষণ কেবল শুয়ে ঘুমুচ্ছে—"

নী। "এখনও ঘুমুচ্ছে? তোল বেটাকে—"

আমি। "আজ্ঞে—আমার কথা ও শুন্‌বে না বাবু—"

"শুন্‌বে না"—বলেই নীরোদবাবু তার কাছে গিয়ে এক টান মেরে তার গায়ের কাপড়খানা ছুঁড়ে ফেলে, তার চুলের মুটী ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে বললেন,—"শালা—নবাবপুত্তুর হয়ে এখনও আয়েস্ করে ঘুমুচ্ছ? বেলা দুটো বাজে—এখুনি সব বায়নাবাড়ী যেতে হবে—"

বিষণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে মুখ ভার করে নীচের দিকে চেয়ে বল্লে—"কি কর্ব্ব বাবু? কাল রাত থেকে বড্ড পেট নামাচ্ছে—"

বিপিনবাবু হেসে বল্লেন "তাই এক ঘড়া খাঁটী টেনে পড়েছিলে? বেটা পাজী কোথাকার! যা—তামাক্ সাজ!"

"খাঁটী কোন্ শালা খেয়েছে মশাই—" বলেই বেটা আপনার ঘরের দিকে বোধ হয় তামাক সাজতে গেল। এ আর আমি নয় যে চোখ রাঙিয়ে দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে আবার পাশমোড়া দিয়ে শুয়ে পড়বেন বাবাজি!

দেখতে দেখতে খান দশেক ভাড়াটে গাড়ী এসে থিয়েটারের সামনে জমা হ'ল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লোকজন (মাগীমদ্দ) সবাই এসে উপস্থিত। বেলা তিনটার সময় সকলে গাড়ীতে চড়ে বসলো। "কেষ্টা", "সিধে" বাবু—তদারক করতে (বিশেষতঃ মেয়েদের গাড়ীতে তুলতে, তাদের পোঁটলা পুঁটলি গোছগাছ করিয়ে দিতে) মহব্যস্ত! আমাকে কেউ গাড়ীতে উঠতেও বলেনা কিম্বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেনা। ক্রমে দু' একখানা গাড়ী চার পাঁচজন সোয়ারি নিয়ে ছাড়তে সুরু করলে। আমি মহা বিপদে পড়ে গেলুম। ম্যানিজোর বাবু আসেননি; শুনলুম, তিনি আর দু' তিনজন মুরুব্বি ঘরের গাড়ীতে বাড়ী থেকেই বায়নাবাড়ীতে চলে যাবেন। থিয়েটারে আজ আর আসবেন না। আমি "সিধে" বাবুকে বললুম—"আমি কোন্ গাড়ীতে উঠ্‌ব?"

"সিধে" বাবু মহা গরম হ'য়ে তার সেই বিশ্রী মুখখানা আরও বিশ্রী করে আমায় ভেংচে বললে—"কোন্ গাড়ীতে উঠবো ? কচি খোকা আর কি ? যাওনা—একখানা গাড়ীতে গিয়ে উঠে বোসোনা। বেলা চারটের সময় এসে—কোন্ গাড়ীতে উঠবো ?"

অবাক্ কাণ্ড ! আমি এসেছি বেলা চারটের সময় ? এ বেটা "সিধে" বলে কি গো ?

তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ীতে উঠতে গেলুম ;—সে গাড়ীতে চারজন লোক ছিল,—তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"এ গাড়ীতে নয়—এ গাড়ীতে নয়—পেছনের গাড়ীতে যাও,—ঢের জ্যায়গা আছে।" তার পেছনের গাড়ীতে উঠতে যাই—সেখানেও ঐ ভাব,—ঐ কথা, "পেছনের গাড়ীতে যাও—।"

যতগুলো গাড়ী ছিল কোন গাড়ীতে আমায় একটু জ্যায়গা কেউ দিলেনা। ক্রমে সব গাড়ীগুলোও ছেড়ে গেল। অগত্যা তখন কি করা যায় ! কোচুয়ানকে সাধ্যসাধনা করে—সব শেষের গাড়ীখানার কোচ্‌বাক্সে কোনরকমে একটু জ্যায়গা নিলুম। কোন গাড়ীর চালে বসে হাত পা ছড়িয়ে যে যাব,—তারও উপায় নেই। সকল গাড়ীর চালে পোষাকের বাক্স, প্যাঁটরা, খুঁটী-নাটী বিস্তর জিনিষ।

বিভ্রাটের ওপোর বিভ্রাট। সেই কোচবাক্সে কোনরকম বেড়া বা ঘেরা নেই। অতি সন্তর্পণে বসে যেতে হচ্ছিল। কেবল মনে ভয় হচ্ছিল—"এইবার বুঝি পড়ে মরি।"

সে আজ প্রায় চাল্লিশ বছরের কথা। "বেহালায়" তখন ঘোড়ার ট্রাম পর্য্যন্ত যায়নি ;—সেটা তখন দস্তুরমত একটা "পাড়াগাঁ।" রাস্তা-ঘাট মোটেই ভাল নয়,—ধুলো প্রায় এক হাঁটু ; তার ওপোর বেজায় উঁচু-নীচু। চারপাঁচ হাত যায়—ঘোড়া দুটো হোঁচট খেয়ে পড়বার

উপক্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীশুদ্ধ, সোয়ারীশুদ্ধ ঝাঁকারি মেরে নেচে নেচে ওঠে! আমার অবস্থার কথা আর কি বল্‌ব! আমি সেই তেশূন্যে বসে "ত্রাহি ত্রাহি" কচ্ছি—আর যেই পড়ে যাবার মতন অবস্থা হচ্ছে, অমনি সেই "নাড়ুভায়া" কোচুয়ানকে ভীষণ রকম জাপ্‌টে ধরে টাল সামলাচ্ছি। সে তো মহা চটে লাল। আমার রকম সকম দেখে আমাকে রেগে বলতে আরম্ভ কল্লে—"ভারি মুস্কিল কল্লে তো তুমি বাবু? তুমি কি আমাকে শুদ্ধ জানে মারবে? যাও—তুমি লেবে যাও। তোমাকে নিয়ে গাড়ী হাঁকাতে পারবো না। ঠিক হয়ে বসতে জাননা তো কোচবাক্সে উঠেছ কেন?"

আমি আবার তার হাতে ধরে বুঝিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করি। আবার ঝাঁকারির চোটে তাকে জড়িয়ে ধরি,—আবার তার কাছে ধমক-ধামক খাই। রাস্তার ধুলাতে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেছে;—কি করি—উপায় নেই। ভাবছি—"একবার কোন রকমে পৌঁছুতে পাল্লে হয়!"

প্রায় সন্ধ্যার সময় বায়নাবাড়ীতে এসে আমাদের গাড়ী হাজীর হ'ল। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

অন্য সমস্ত গাড়ী যা' থিয়েটারের "সোয়ারি" নিয়েছিল, আমাদের গাড়ী আসবার বহু পূর্ব্বে এখানে এসে পৌঁছেছে। বরাতদোষে আমাদের গাড়ীখানি সব শেষ এল।

এখানেও "কেষ্টা" আর "সিধে"-বাবু সেই রকম মোড়োলি কচ্ছে। আমরা বাড়ীতে ঢুকতেই বললে—"রাত্রি হয়ে গেছে—শীগ্‌গির খেয়ে নাও। পাতা "রেডি" (ready)—যাও বোসোগে যাও।" আমি আর কথাটী না কয়ে "একচড়" বাবুরা যেদিকে যাচ্ছিল—তাদের পাছু গিয়ে উপস্থিত হলুম এক মস্ত "হল ঘরে" (Hall); সেখানে থিয়েটারের লোকেদের জন্যেই কেবল পাতা করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা

পাতা কোলে করে কুশাসনের ওপোর "আসন-পিঁড়ি" হয়ে বসে পড়লুম। খাবার দাবার সব দেওয়া রয়েছে। প্রাণে যে কি ফুর্ত্তি হ'ল তা আর আপ্নাদের কি বলব মশাই! বড়লোকের বাড়ী,—ব্রাহ্মণের বাড়ী,—"বিয়ে বাড়ী"; লুচি, পোলাও—মাছের কালিয়া—মাংস—নানারকমের তরকারী দিয়ে পাতা সাজানো। যত দেখ্ছি, তত যেন খিদে বেড়ে উঠছে।

(৮)

খিদের আর অপরাধ কি? সেই বেলা দশটার সময় সিম্লের হোটেলে একমুঠো ভাত আর "নুনে পোড়া" ডালচচ্চড়ী দিয়ে কোন রকমে "পিত্তিরক্ষে" করেছি,—আর এখন প্রায় রাত্রি আটটা বাজতে চল্ল! এই পুরো দশটা ঘণ্টা পোড়া পেটে "জলবিন্দু" টুকু যায় নি; তার ওপোর গাড়ীর কোচবাক্সে বসে ঐরকম ঝাঁকারির মেহন্নৎ! পেটের জ্বালায় চোখকাণ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে! ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেই সময় কেটে গেল,—খাওয়া এখনো সুরু হ'লনা! "ওরে, অমুক কোথায় ডাক্ না"—"ওরে, ও বসেছে কি না দেখ্"—সকলেই এই কথা ব'লে আসনে বসে বসে গলাবাজী কচ্ছে! "হল" ঘরের পাশে আর একটী মাঝারি রকমের ঘর ছিল,—সেইখেনে সমস্ত "একচেড়েসরা" (actressরা) খেতে বসেছে,—এখান থেকে বেশ তাদের দেখা যাচ্ছে। "কেষ্টা", "সিধে" বাবু তাদের তদারক কচ্ছে আর বিটকেল রকম চেঁচাচ্ছে। মেয়েদের বোধ হয় আর্দ্ধেক পোলাও-কালিয়ে খাওয়া হ'য়ে গেল,—আমাদের এখনও

খাওয়া সুরু হ'ল না। ওরই মধ্যে যারা পাকা লোক আর সহুরে চালাক ছোক্‌রা,—তারা আর কোন কথা না বলেই খেতে লেগে গেছে। আমি একে "পাড়াগেঁয়ে"—তায় "এপেংঠিস",—সকলে না খেলে কি করে খাই? খানিক পরে সকলেই প্রায় খাবার জন্যে হাত বার করেছে—এমন সময় "সিধে"বাবু পাতা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমার সাম্‌নে এসে আমাকে দেখে একেবারে মহা চটে গিয়ে বল্‌লে, "আরে, তুমি ছোক্‌রা এখানে বসেছ? তোমায় খুঁজে খুঁজে হাল্লাক! ওঠো ওঠো—যাও শীগ্‌গির ঐ বারান্দায় পাতা আছে—বোসোগে। ওঠো ওঠো—এপেংঠিসদের ঐখেনে জ্যায়গা হয়েছে। শীগ্‌গির যাও"—বলেই এক রকম নড়া ধরে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে অম্লানবদনে সেই পাতায় বসে পোড়লো। আমি প্রাণের দায়ে ছুটতে ছুটতে একবার এদিক ওদিক করে বেড়ালুম,—কিন্তু কোন্ বারান্দায়—কোথায় যে পাতা হয়েছে,—আমার মত "এপেংঠিসরা" কোথায় বসে কালিয়া পোলাও খাচ্চে—আর আমার খালি পাতাটা আগ্‌লে নিয়ে বসে আছে—কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ফিরে একবার "হল" ঘরে যেখানে আমাদের "একচড়" বাবুরা বসে "চোব্য-চোষ্য" ওড়াচ্ছিলেন,—সেইখেনে একপাশে এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু হায় রে "এপেংঠিসদের" বরাৎ—এই হতভাগার দিকে কেউ একবার চাইলেও না—কিম্বা ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না—আমি খেয়েছি কি না! দারুণ অভিমানে প্রাণে ভীষণ রাগও হ'ল—দুঃখও হ'ল। কা'কেও কিছু না ব'লে খুঁজে খুঁজে সাজঘরে গিয়ে চুপ করে এক-পাশে বসে রইলুম। থিয়েটারের ওপোর ভারি চটে গেলুম। ভাব্‌লুম—একবার ম্যানিজোরের সঙ্গে দেখা হ'লে হয়,—ঐ "সিধে" বেটার আক্কেলের কথা তাঁকে বলে দিয়ে খুব অপমান

করাব। কিন্তু কৈ? ম্যানিজোর বাবুর চিহ্নও তো কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কসে "লুচি মোণ্ডা ঠুসে"—দলের লোকজন মেয়ে-মদ্দ সব লম্বা লম্বা টেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে পান চিবুতে চিবুতে সাজঘরে এসে উপস্থিত। তখন আবার সাজঘরে ভীষণ তাড়া পড়ে গেল। আসরে বিস্তর লোকজন জমায়েৎ হয়েছে,—গোলমাল চীৎকারে এখানে বসেই তা বোঝা যাচ্চে। তার ওপোর—রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা,—"কনঠশ্বাস" সুরু হয়েছে। বাড়ীওলার লোকেরা দুই তিনবার তাড়া দিয়ে গেছে—"শীগগির সুরু করুন মশাই,—নইলে গোলমাল থামানো যাচ্ছেনা।" আমি একপাশে দাঁড়িয়েছিলুম,—রাগের চোটে—সাজবার কথাটা মনেই নেই। মুরুব্বি "সিধে" বাবু ঘুরতে ফিরতে আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—"আরে মর্—তুমি নবাবপুত্তুরের মত এখনও বাবু সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছ? দশটা বাজে যে,—প্রথম শিং যে "কংসের দরবার,"— রক্ষী সাজ্‌লে না?"

আমি বললুম—"তা আমাকে সাজ্‌তে না বললে—"

আমার কথা শেষ না হতেই "সিধে" বাবু আমাকে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে বললে—"চুপ রও—ঘাস্তি বাৎ মাৎ কও—এখুনি সেজে নাও—"

আমি মর্ম্মাহত হয়ে সুড়সুড় করে গিয়ে দড়ীর আল্‌না থেকে একটা সেই "মামুলি" খাকির পোষাক টেনে নিয়ে সেজে ফেল্‌লুম।

আমার "সাজাসুজি" হ'লে "সিধে" বাবু আমাকে দেখে আবার দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে—"মর্ বেটা .চৈতন্! সেজে আমার সামনে দাঁড়ালে কেন? যাও না—ফাষ্ট শিংএ (Scene) 'নিবে,' 'বেন্‌দা', 'রাখ্‌লা' এদের পাশে দাঁড়াওগে না?"

আমি কথাটী না করে ইষ্টেজের ওপোর গিয়ে দাঁড়ালুম! "সিধে"-বাবু একটা মন্ত্রী-টন্ত্রী গোছের কি "পার্ট" সেজে এসে—এপেংঠিস্‌দের দিকে চেয়ে—"কংস রাজা" যোগী বাবুকে বললে, "বুঝলেন—যোগীবাবু! এ শালার এপেংঠিসের দলকে দল তাড়াতে হবে। শালাদের কাজে কিছুই মন নেই। দিব্যি গাড়ী চড়ে লবাবের মত এসে—কালিয়ে-পোলাও খেয়ে একেবারে আয়েস করে বসে বার্ড্‌সাই ফুঁকতে লেগে গেছেন। যেন বাবার বাগানবাড়ীতে এসেছেন। সাজতে হবে—এটা কোনও শালার মনে নেই—"

কংসরূপী যোগীবাবু তখন "সিধে" বাবুর দেওয়া "বার্ড্‌সাইটা" খুব আয়েস করে টানতে টানতে চক্ষু বুঁজে বললেন—"যত শালা অথস্তে-অবস্তেকে এনে জোটাবি তুই,—ভাল কাজ হবে কোত্থেকে?"

"দেখুন না, কালই সব শালাদের তাড়াচ্ছি"—বলেই "সিধে"বাবু যোগীবাবুর হাত থেকে আধপোড়া চুরুটটা নিয়ে দু'চার টানে সেটাকে প্রায় নিঃশেষ করে যথাস্থানে দাঁড়াল। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় "পেলে" (Play) জুড়ল! "পালা" হচ্ছিল "অক্রুর-সংবাদ" আর একটা প্রহসন—"বউ কর্ত্তা।" "পেলে" ভাঙ্গতে প্রায় ভোর হ'ল। শুনলুম ম্যানিজোর বাবু এসে বাড়ীওলা বাবুদের কাছেই আছেন; বাড়ীওলাদের সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কুটুম্বিতে আছে,—তাই তাঁদের সঙ্গে দেখাশুনো, কথাবার্ত্তা, ইত্যাদিতে ব্যস্ত,—সাজঘরে আসবার তাঁর ফুরসুৎও নেই—দরকারও বিশেষ নেই। দরকার নেই—তার একটা প্রধান কারণ আমি মনে মনে ঠিক করলুম—এ বায়নায় তো "গিরিচূড়ো" অর্থাৎ "গিরিবালা বিবি" আসেন নি। কাজেই—ইষ্টেজের ভেতর এসে তিনি আর তবে কি ম্যানিজোরি করবেন? আমরা "গিরিও" নই,—"গিরিচূড়োও" নই;—আমরা—বিশেষতঃ এই আমাদের মত "এপেং-

ঠিংসের” দল—তুচ্ছ উইটিবির সামিল! এদের ওপোর “ম্যানিজোরি” করতে—“গা-জুয়ারি” করতে “সিধে” বাবুই যথেষ্ট!

থিয়েটার ভাঙ্গবার একঘণ্টা আগে থেকেই গাড়ী এনে কতক কতক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চালান দেওয়া হচ্ছিল। যখন থিয়েটার একেবারে শেষ হয়ে গেল, তখন দশ পনেরো জন “মাগীমদ্দ” যেতে বাকী ছিল, অবশ্য আমিও সেই দলভুক্ত। যাদের যাদের “পার্ট” (Part) শেষ হয়ে যাচ্ছিল—তারাই থিয়েটার ভাঙ্গবার আগে যেতে পাচ্ছিল; কিন্তু আমার “পার্ট” তিন চারঘণ্টা আগে হ’য়ে গেলেও আমি যে “এপেংঠিস”,—আমাকে শ্মশান জাগিয়ে শেষ পর্য্যন্ত থাকতেই হবে। তা যাক্—থিয়েটার ভাংতেই আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে গাড়ীতে উঠতে গেলুম। কিন্তু হায়—“আমি যাই বঙ্গে,—বরাত আমার সঙ্গে।” আসবার সময় আমার যে দুর্গতি—ফেরবার সময় ঠিক তাই,—বরং তার চেয়ে একটু বেশী। আগেই বলেছি,—জন পনেরো ষোলো থিয়েটারের লোক বাকী ছিল; গাড়ী পাওয়া গেল—মোটে চারখানি। কাজেই আমার জ্যায়গা ভেতরে একটু হওয়া চুলোয় যাক্—কোচবাক্সেও নেই—গাড়ীর চাদেও নেই। ভেতরে বসে আছেন “বাবু-বিবির” দল। আর চালের ওপোর—কোচবাক্সের ওপোর জ্যায়গা দখল করেছেন “ড্রেসার”,—বেহারা, চাকরবাকর আর থিয়েটারের বাক্স—প্যাঁট্‌রা। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি আমাকে এই অনাহারে—দুর্ব্বল ক্লান্ত দেহে পাঁচ ছ’ক্রোশ হেঁটে যেতে হবে?

দুর্দ্দশার কথা বলি কা’কে? আর শোনেই বা কে? ক্রমে সোয়ারি—জিনিষপত্র বোঝাই নিয়ে এক এক করে গাড়ীগুলো ছাড়তে সুরু করলে। আমি আর কি করি? শেষের গাড়ীখানার পেছন দিকে “সহিসের” দাঁড়াবার জায়গায় তড়াক্ করে উঠে বসলুম।

বরাতক্রমে সেই "সহিসের জ্যায়গাটার" খানিকটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যা'হোক্—তারই ওপোর কোন রকমে "দুর্গা" বলে বসে যেতে লাগলুম। সোণায় আবার সোহাগা মিশ্‌লো! এই তো অবস্থা—এর ওপোর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে। গাড়ীর ছাতে—কোচ্‌বাক্সে যারা বসেছিল, তাদের সকলেরই ছাতা ছিল; আমার ছাতা থাকা চুলোয় যাক্,—একটা পিরান ছাড়া গায়ে একখানা চাদরও ছিল না যে, মাথাটা ঢাকা দিয়ে যাই। খানিকটা যাবার পর—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে জামা কাপড় সমস্ত ভিজে গেল। একে সমস্ত দিন-রাত্তির অনাহার—তার ওপোর রাত্রিজাগরণ—তার ওপোর আবার সাজঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি—কোথাও একটু বসতে পাইনি,—তার ওপোর ফেরবার সময় এই কষ্ট,—তার ওপোর বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজছে—পাড়াগাঁয়ে ফাঁকা জ্যায়গায় বেশ শীতও কচ্ছে। ভাব্‌ছি—আজ এই রাস্তায় বুঝিবা প্রাণটা বেরিয়ে যায়! খিদিরপুরের চৌমাথায় যখন আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছুলো—তখন দিব্যি সকাল হয়েছে। এইখানে বাজারের কাছে দেখলুম—আমাদের থিয়েটারের লোক-বোঝাই যত গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পানের দোকান থেকে পানচুরুট কিন্‌ছে,—কারণ, একসঙ্গে এতগুলো সৌখীন মাগীমদ্দ দেখে পানওলা তাড়াতাড়ি দোকান-পাট রাত থাকতেই বোধ হয় সাজিয়ে ফেলেছিল। আমি ভিজে কাপড়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি! নাববার ইচ্ছেও নেই,—শক্তিও নেই;—যেখানে বসেছিলুম—চুপ করে সেইখানেই বসে রইলুম! বরাতক্রমে আমাদের গাড়ীখানা একখানা ঘরের গাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াতেই—সেদিকে চেয়ে দেখি—সেই গাড়ীতে আমাদের ম্যানিজোর মশাই—আর জন দুই তিন মুরুব্বি। আমাকে গাড়ীর পেছনে এই অবস্থায় দেখে ম্যানিজোর বাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—

"আরে—দীনু—তুমি অমন করে ওখানে বসে ভিজ্‌ছো? এস—এস—নেবে এস! একটা ছাতা জোটেনি বাবা?" আমি কথাটী না কয়ে তাড়াতাড়ি নেবে তাঁর গাড়ীর দরজার সাম্‌নে এই চেহারা নিয়ে দাঁড়াতেই—তিনি হাত বাড়িয়ে আমার জামা পরীক্ষা করে—আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"ইস্—এ যে ভিজে একেবারে নেয়ে গেছ? এস —এস—আমার গাড়ীর ভেতর এস!"

আমি হুকুম পেয়ে তাঁর গাড়ীর ভেতর উঠ্‌তেই তিনি তাঁর চাদরখানা আমাকে দিয়ে বল্লেন—"ছাড়—ছাড়—কাপড়জামা ছেড়ে ফেল ছোক্‌রা—এখুনি 'নীলমণি' (Pneumonia) ধর্ব্বে,—একেবারে সত্ত মারা পড়বে!" আমি আর বাক্যব্যয় না করে—সেই গাড়ীর ভেতরে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ম্যানিজোর মশায়ের চাদরখানা কাপড়ের মত পরে ফেল্লুম—আর শিরিশবাবুর দেওয়া একখানা সিল্কের চাদর বেশ করে গায়ে জড়িয়ে ম্যানিজোর মশাই আর রামসদয় বাবুর মাঝখানে বসে যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। আমার চেহারা দেখে—আর আমার মুখে একটী কথাও না শুনে ম্যানিজোর মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হ্যাঁরে দীনে—এতগুলো গাড়ীতে তোর একটু জায়গা হ'লনা? তুই এম্‌নি করে জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে পেছনে বসে আস্‌ছিলি? কি রে? কথা ক'না! তোর মুখচোক্ এমন কেন? শুকিয়ে যেন চুপ্‌সে গেছে! কাল রাত্তিরে খেতে পেয়েছিলি তো?"

ম্যানিজোরের কথায় এতক্ষণ কোন রকমে প্রাণের ব্যথা চেপে রেখেছিলুম; যেই খাবার কথা তিনি পাড়লেন—অম্নি একসঙ্গে রাগে দুঃখে অভিমানে আমি আর থাকতে পাল্লুম না—ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম! গাড়ীশুদ্ধ্ লোক অবাক্! ম্যানিজোর মশাই আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খুব আদর করে আমাকে বললেন—"কাঁদিস্‌নি—

কাঁদিস্‌নি বাবা দীমু! স্থির হয়ে আমাকে বল্‌ দিকি—কি সব ব্যাপার? বুঝতে পারছি—কাল তোর কিছুই খাওয়া হয়নি—"

খানিকক্ষণ প্রাণভরে কেঁদে বুকটা কতকটা হাল্‌কা করে আমি খুব ফোঁপাতে ফোঁপাতে ম্যানিজোর মশাইকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা বলে ফেললুম! শুনেই ম্যানিজোর মশাই ভীষণ রেগে তড়াক করে গাড়ী থেকে নেমে ডাকৃতে লাগলেন—"সিধে! ওরে শালা সিধে! কোথায় গেল সে শালা?" তখন চাদ্দিক থেকে "সিধে—সিধে" বলে মেয়েপুরুষ চেঁচাতে আরম্ভ কল্লে! "সিধে" বাবু দিব্যি তিনজন মেয়ে সোয়ারী নিয়ে একখানা গাড়ীর ভেতর আয়েস্‌ করে নিদ্রা দিচ্ছিলেন! ম্যানিজোরের হাঁকাহাঁকিতে গাড়ী থেকে নেবে চোক্‌ মুছতে মুছতে যেমন এসে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে—ম্যানিজোর বাবু তাঁর সেই মোটা মোটা আঙ্গুলশুদ্ধ চওড়া হাতের চটাস্‌ করে বিরেশী সিক্কের ওজনে এক চড় মাল্লেন তার গালে! সে অবাক্‌ হয়ে "কি—কি—কি হয়েছে—" বল্‌তে না বল্‌তে ফের ও গালে সেই রকম আর এক চড়! ম্যানিজোর মশাই যত চড় ঝাড়েন—সেই "সিধে" তখন "বাঁকা" হয়ে ততই জিজ্ঞেসা করে—"আরে কি হয়েছে মশাই—খালি এলোপাথাড়ি চড়ই হাঁক্‌ড়াচ্ছেন—"

ম্যানিজোর হাতের কার্য্যটা আপাততঃ স্থগিদ রেখে ভীষণ চেঁচিয়ে চক্ষু রাঙ্গা ক'রে বল্‌তে লাগলেন, "শালা—ভদ্রলোকের ছেলে—কায়স্থের ছেলে, পেটের দায়ে এসেছে কাজ শিখতে,—কচি ছেলে—ভালমানুষ,—শালা—তাকে তুমি মুখের খাবার থেকে বঞ্চিত করে—শালা—" আবার এক চড় এবং দু'তিন ঘুসো!

থিয়েটারের বাবুরা অনেকে মাঝে পড়ে "সিধেকে" সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ম্যানিজোর মশাইকে ঠাণ্ডা কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেন। সকলেই

একবাক্যে তখন বল্‌তে লাগলো—"তুমি ছোক্‌রা আমাদের বলনি কেন? ছি—ছি—সিধে শালা কি মানুষ"—ইত্যাদি ইত্যাদি!

খানিকপরে দেখি, একজন বেহারা এক ঠোঙ্গা খাবার এনে ম্যানিজোর বাবুর সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল।

ম্যানিজোর বাবু আমাকে বল্‌লেন—"দীনু—খাও বাবা—খাও!" বলেই নিজে হাতে করে খাবারের ঠোঙ্গাটী আমার হাতে দিলেন। আমার চোখে তখনও জল টস্‌টস্‌ কচ্ছে! ম্যানিজোর বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"আহা—বাচ্ছা ছেলে—সমস্ত দিনরাত কিছু খায়নি! এ শালারা কি মানুষ—না চণ্ডাল—" ইত্যাদি।

(৯)

প্রায় তিনমাস হ'ল থিয়েটারে যোগদান করেছি। সেই এপেংঠিসই আছি। মাইনেপত্তরের নামগন্ধও নেই। পরিশ্রম যথেষ্টই করতে হয়। কিন্তু সে পরিশ্রমটা কি ভাবে জানেন? থিয়েটারের "রাজা" কি "মন্ত্রী" কি "রাজপুত্তুর" কি "সেনাপতি" সেজে নয়। তা হ'লেও তো বুঝতুম—একটা কাজের মতন কাজ হ'ল; পয়সা পাই আর না পাই, পরিশ্রম করা সার্থক হ'ল। আমার—থিয়েটারে এসে ভর্ত্তি হওয়া—মানে (মেয়ে, পুরুষ, বড়, ছোট, মাঝারি, সকল রকম অভিনেতা-অভিনেত্রীদের) ফাই-ফরমাজ খাটা। পূর্ব্বেই বলেছি—"নির্ব্বাক দূতই" আমার একচেটে "পাট।" সেই সিধে বাবুর আমার প্রতি হুকুম দেওয়া আছে—আমি থিয়েটারের রাত্রে একটা খাকির পোষাক পরে' (হাঁটু অবধি পেণ্ট্‌লুন, একটা খাকির কোট, ছেঁড়া জরির ময়লা উড়ানির কোমরবন্ধ, একটা লাল পাগড়ী, আর হাতে একটা ভোঁতা তলোয়ার,—এই রকম পোষাকে সেজে) হরদম্‌ সাজঘরে হাজীর থাকব। আমার ধারণা—যে কোন

নাটকের অভিনয় হোক্,—আমাকে এই সাজে দরকার হবেই হবে। কিন্তু একদিন ভারি বকুনি খেলুম। আমি ঐ রকম সেজে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি;—কেউ আমায় কিছু বলেও না—আমার কোন খবরও নেয়না। দরকার হলেই সিধে বাবু বলে—"যাও যাও, বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াও গে!" আমি ঠিক সেই রকমই করি। যাহোক্, একদিন কিন্তু ম্যানেজার মশাই আমাকে ঐ রকম সেজে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে হো হো করে হেসে বলে উঠলেন, "আরে, তুমি আজ আবার এ পোষাক পরে সং সেজে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আজ যে সামাজিক নাটক 'পেলে' (play) হবে।"

আমি এটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে করে বললুম—"সামাজিক নাটক? আজ্ঞে—তাতে কি কাটা সৈন্য, কি দুতটুত কিছু দরকার হবেনা?"

ম্যানেজার মশাই আরও হেসে উঠে বললেন, "দূর পাগল—এতে আবার সৈন্য টৈন্য কি? এতে সবাই সাদাসিধে কাপড় চোপড় পরে বেরুবে! যা যা—চট্ করে এগুলো ছেড়ে ফেল্। কই,—সিধে শালা গেল কোথায়? সে বুঝি কিছুই দেখে না—" বলে তিনি অন্যদিকে কি দরকারে চলে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে যেন বাঁচলুম।

ম্যানেজার বাবুর খুব মুখমিষ্টি; আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট দয়া আছে—তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তা হ'লে কি হবে? আমার তো কোন দিকে কিছু সুবিধে দেখতে পাচ্ছিনা। মাইনেপত্তরের কথা কইলে আমার পিঠ-টিঠ চাপড়ে বলেন—"ঘাবড়াস্ কেন বাবা? মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর্! মাইনে দোবো বইকি!" কবে যে দেবেন —তা' তো জানিনা।

তিনমাস যখন এইভাবে কেটে গেল, তখন পদা দাদা ভয়ানক রাগ করে আমাকে বললে—"ছেড়ে দে ঘোড়ার ডিমের থ্যাটার। গাধার মতন কেবল খেটে মচ্ছিস—এক পয়সা দেবার নাম নেই। যাস্নি কাল থেকে ডিমের থ্যাটারে! থ্যাটারের লোকের দয়া-ধর্ম্ম থাকে,—না,—তাদের শরীরে কিছু বিবেচনা আছে? তুই যাস্নি আর থ্যাটারে। মেজবাবু বল্ছিল,—তুই তার কাজকর্ম্ম করবি, তোকে পনের টাকা করে মাইনে দেবে—"

মহা বিপদে পড়ে গেলুম আর কি! পদা দাদা যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছে, তাতে দেখছি থিয়েটারে যাওয়া আমায় বন্ধ করতেই হবে। বাস্তবিক, রাগ হবার বিশেষ অপরাধ কি? এক পয়সা রোজগার নেই,—রোজগারের কোন আশাও নেই,—তিনমাস ধরে তার স্কন্ধে খাচ্ছি,—তার বিছানায় শুচ্ছি, তার কাপড়জামা পরছি, কাজে-কর্ম্মে আজকাল তাকে কোন বিষয়েই সাহায্য করতে পাচ্ছিনা। পদা দাদা রাগ করবে না? সকালবেলা উঠেই মুখ হাত ধুয়ে থিয়েটারবাড়ীতে হাজীর হই; সেখানে ম্যানেজার মশায়ের নানা রকমের ফরমাজ খাটতে হয়। ছাপাখানায় যাচ্ছি, "অমুকের" অসুখ করেছে কেমন আছে চট্ করে খবরটা এনে দিচ্ছি,—"এখানে সেখানে" চিঠীপত্র নিয়ে যাতায়াত কচ্ছি, দরকার পড়লে—(চাকর অভাবে) ধাঁ করে এক কল্কে তামাকও সেজে দিচ্ছি, ম্যানেজার বাবুর বাজারটা আস্টাও তাঁর বাড়ীতে দিয়ে আসছি। এইসব সেরে-সুরে বাড়ী ফিরতে হয় কোনদিন দুটো,—কোনদিন তিনটে। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার ঠিক পাঁচটায় গিয়ে থিয়েটারে হাজীর দিচ্ছি। "বে-দিনে" (অর্থাৎ যেদিন থিয়েটার না হয়—) ঐ ভাবের কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরি রাত্রি বারোটা-একটার কম তো নয়ই। বেশী রাত্রি হ'লে আর

থিয়েটারের "প্লে"-রাত্রে—দু'চার পয়সা "জলখাবার" খেয়ে ষ্টেজের একটা পাশে সিন্ধুক, বাক্স বা প্যাট্‌রার ওপোর শুয়ে পড়ে থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ম্যানেজার মশাই একদিন দু'চার গণ্ডা পয়সা আমাকে হাত তুলে দিয়ে বললেন্ না "আজ রাত্রে কিছু খেও।" পদা দাদা ঠিকই বলে—"থ্যাটারওলাদের দয়া-ধর্ম্ম নেই।"

দেশ থেকে মা পদা দাদাকে দু'দিন একদিন অন্তর চিঠি লিখছেন —"দীনু কেমন আছে, তার জন্যে আমার বড্‌ড মন কেমন কচ্ছে—তাকে শীগ্‌গীর বাড়ী পাঠিয়ে দাও" ইত্যাদি ইত্যাদি! এই রকম এক একখানি চিঠি আসে, আর পদা দাদা একেবারে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌তে থাকে। আমাকে বলে—"ওরে দীনে! একটীবার দেশে যা! মাগী সেখানে তোর জন্যে ভেবে ভেবে দম্ ফেটেই বা মরে! যা-রে বাপু—একবার দেশে যা!"

আমি অনেক কাকুতিমিনতি ক'রে বলি—"দোহাই দাদা, এই—এই মাসেই মাইনেটা হলেই—মাকে দেখ্‌তে বাড়ীতে ছুটব! তুমি কোন রকমে আর দশটা পনেরটা দিন বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে ঠাণ্ডা কর। রোজগারের টাকা হাতে নিয়ে মার কাছে দাঁড়ালে মা আমার কত খুসী হবে বল দিকি!" পদা দাদা মুখে কিছু বল্‌তো না বটে,—কিন্তু মনে মনে ভারি ব্যাজার হ'ত! আমিও মাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে বোঝাতুম "এমন সময় হঠাৎ কাজকর্ম্ম ছেড়ে দেশে গেলে,—এত কষ্টের চাকরীটী খসে যাবে!"

বড় আশা করে থিয়েটারে এসে ঢুকেছিলুম; ক্রমে দেখ্‌ছি আমার সকল আশায় ছাই পড়বার জোগাড়। উপরন্তু (ম্যানেজার মশাই ছাড়া) চাদ্দিক থেকে সবাই আমার ওপোর যে রকম অত্যাচার সুরু করেছেন, তাতে তো বেশীদিন এ কার্য্য আমার পোষাবে না, বেশ বুঝতে

পাচ্ছি। নীরোদ বাবু (যিনি বড় "পাট" সাজেন) তিনি তো আমার ওপোর হাড়ে চটা! তাঁর জুলুমের কথা কত আর আপনাদের বোল্‌বো? জাতে তিনি শুঁড়ি, কিন্তু থিয়েটারের বড় "একচড়" (actor) বলে বামুনের ওপোরও চাল চালেন। হা রে ক'লকেতার সহর! আর হা রে থিয়েটার! এ যেন "ছিরিক্ষেত্তর"। জাতবিচার এখানে মোটেই নেই। মানীর মান এখানে কেউ রাখে না! বামুন শুদ্দুরের এঁটো খাচ্ছে,—আর শুদ্দুরও অম্লানবদনে বামুনকে তার এঁটো খেতে দিচ্ছে,—একটু দ্বিধাবোধ কেউই করেনা। যার পয়সা যত, তার খাতির—তার মানসম্ভ্রম মর্য্যাদা তত! হাড়ী, মুচী, ডোম,—এদের যদি পয়সা থাকে,—আর ফরসা কাপড়জামা গায়ে—বিলিতি জুতো পায়ে, আবার তার ওপোর মাথায় "তেড়ি কাটা", পাকিটে (pocketএ) "এসেন্‌" (essence) মাথা রুমাল থাকে,—ব্যস্—তিনি হলেন "মস্ত বাবু",—বামুন কায়েতের সঙ্গে তাঁর কোন প্রভেদ নেই!

নীরোদ বাবু জাতে "শুঁড়ী" হলে কি হয়? একে তিনি "সহরের বাবু"—তার ওপোর আবার বড় "একচড়" (actor)! তিনি থিয়েটারে চাকরী করেন,—মাইনে পান টাকা পঞ্চাশ, কিন্তু পোষাক পরেন রাজা "ইন্দির চন্দরের" মত। চক্‌চকে বার্ণিস করা "পাংশু" (pump shoe) প্রত্যহ পায়ে দেওয়া আছে, তাতে এতটুকু ময়লা দাগ বা ধূলো কাদার চিহ্নমাত্র নাই। অঙ্গে প্রতিদিনই ধোপদোস্তো কালাপেড়ে ধুতি—পরিষ্কার কোঁচানো; চক্‌চকে পালিশ করা ছিটের সার্ট (shirt), তাতে সোণার বোতাম লাগানো। তার ওপোর একটা দামী সিল্‌কের চাদর—নানা ঢংএ দেহে বিরাজমান। মুখে অষ্টপ্রহর দোক্তা দেওয়া পাণ; পকেটে রুপোর ডিবেতে চমৎকার সাজা খিলি—(বোধ

হয় মিঠে খিলি)। হাতে একটী হাতীর দাঁতের ছড়ি। দুই আঙ্গুলে চারটে আংটী। চেহারাখানি মন্দ নয়, বেশ গোলগাল। রংটী যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পুরো নামটী—শ্রীযুক্ত নীরোদবিহারী শা। বাড়ী থিয়েটার-বাড়ীর কাছাকাছি কোন্ জায়গায় তা জানিনা। শুনতে পাই, বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। থিয়েটারের একজন বড় দরের অভিনেত্রী (নাম শরৎকুমারী) তাঁরই রক্ষিতা। নীরোদবাবু "শরতের" বাড়ীতেই ঘরবসতি করেন। বাড়ীতে তাঁর মা আছেন, ভাইয়েরা আছেন, স্ত্রী আছেন—দুটী ছেলেমেয়ে আছেন। কেবল সেখানে তিনিই থাকেন না।

নীরোদ বাবু যেখানটীতে বসে রাজা, রাজপুত্তুর সাজেন, সেটী সিনের কাপড় দিয়ে ঘেরা একটী "পায়রার খোপ" বল্‌লেই চলে। সেখানে তাঁর হুকুম ভিন্ন কারও যাবার অধিকার নাই। অভিনয়রাত্রে তিনি এবং তাঁর "অবিদ্যে" শরৎকুমারী—তাঁর "পাট" (part) সেজে পোষাক টোষাক পরে এসে বসেন এবং কপোত কপোতীর মত মুখোমুখী হয়ে গল্পগুজব করেন। নীরোদ বাবুকে সাজাতে, রং মাখাতে একা "মেধো" বেশকার (Dresser) পেরে ওঠেনা বলে—দু' চারটী আমার মত এপেংঠিসকেও (apprentice) সে কাজ করতে হয়। অন্য অন্য এপেংঠিসদের "পেলে" কর্ব্বার "পাট টাট" যাহোক কিছু থাকে, সেই জন্যে তারা সকল সময় হাজীর থাকতে পারেনা। হায় রে আমার বরাৎ! সকল সিনে তো কাটাসৈন্য বা দূতের দরকার হয়না। কাজেই—আমাকে হামেহাল তাঁর কাছে থাকতে হয় এবং তাঁর এবং তাঁর "অবিদ্যে" শরৎকুমারীর ফরমাজ খাটতে হয়। ক্রমে দেখলুম—মেধো ড্রেসারকে আর নীরোদ বাবুকে সাজাতে আস্‌তেই হয় না। সে কেবল পোষাকগুলো নীরোদ বাবুর

ঘরে আন্‌লার ওপোর রেখে যায়,—আর আমি তাঁকে সেগুলো পরিয়ে দিই। বেটা জাতে "শুঁড়ী" কি না! আমি যে তাঁর কেনা গোলামের মত এত কাজ করি, দু'চার আনা বথশিস দেওয়া তো চুলোয় যাক্,—কথনো আমার সঙ্গে একটা ভাল কথা পর্য্যন্ত কয়নি! বরং যদি একটা "সিপ্‌টী পিন" (Safety-pin) আঁটুতে এক মিনিট দেরী হয়—অমনি হাড়ী-মুদ্দোফরাসের ভাষায় আমার মা মাসীকে অযথা অশ্রাব্য গালাগালি দিতে থাকে। এক এক সময় এমন রাগ হয়—তা আর কি বলব? মনে হয়—মারি বেটার মুখে "টেনে এক ঘুষো!" আবার পাঁচরকম ভেবে মনের রাগ মনেই চেপে রাখি। থিয়েটারের একজন পুরোনো এপেংঠিস (apprentice) গোপাল মিস্তির একদিন আমায় রাস্তায় ডেকে চুপি চুপি বল্‌লে—"তুমি ছোক্‌রা কি রকম কায়স্থের ছেলে?"

আমি বললুম—"কেন?"

গো। "কেন কি আবার? কুলীন কায়েতের ছেলে হয়ে কোন্ আক্কেলে রোজ রোজ শুঁড়ীর পায়ে হাত দিয়ে তাকে মোজা পরিয়ে দাও?"

আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে রইলুম। কথার কোন জবাব দিতে পারলুম না। গোপাল বলতে লাগলো—"ভারী ঘোড়ার ডিমের চাকরী! এক পয়সা মাইনে দেয় না—চাকরের অধম থাটিয়ে নেয়! আর কি কোনও চুলো নেই যে এই 'ইন্দেন' (Indian) থিয়েটারে এপেংঠিস্‌গিরি থাটতে এসেছ?"

আমি বললুম—"তা অনেকেই তো নীরোদ বাবুকে সাজিয়ে দেয়—"

গোপাল খুব রেগে বললে—"দেবে না কেন? তোর মত বেকুব যারা, তারাই দেয়। সাজিয়ে অনেকে দেয় বটে, কিন্তু তোর মত কোন্

কায়েতের ছেলে ওকে জুতো-মোজা পরিয়ে দেয়, তা বল্ দিকি? নিবে,—ম্যানকা, দু' বেটাই বেশ্যাপুত্তুর,—তারা পর্য্যন্ত ওর পায়ে হাত দেয়না! ছ্যাঃ—" বলে গোপাল নিজের গন্তব্য পথে চলে গেল। আমি হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। অনেক ভাবলুম,—কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। তবে এইটুকু মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করলুম,—এই মাসটী বাদে ম্যানেজার বাবু মাইনে করে দেবেন বলেছেন,—যদি দেন ভালই,—আর না দেন, থিয়েটারের মুখে ঝাঁটার বাড়ী মেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। আর একটা বিষয় প্রতিজ্ঞা করলুম—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার,—শুঁড়িকে আর জুতো-মোজা নিজের হাতে পরাচ্ছিনা।"

(১০)

সেদিন বুধবারে একখানা সামাজিক নাটক "প্লে" হচ্ছিল; সেদিন আর নীরোদ বাবুকে পোষাক পরাবার হাঙ্গাম ছিলনা। খানিকক্ষণ তাঁর কাছে হাজ্‌রে দিয়ে আমি "ইষ্টেজের" অন্য একধারে চলে গেলুম। আধঘণ্টা বাদে একজন সিফ্‌টার (Shifter) এসে বল্‌লে—"আরে তুমি বাবু এখানে দাঁড়িয়ে মজা মাচ্ছ—আর উদিকে নীরোদ বাবু তোমার জন্যে ইষ্টেজ রসাতল দিচ্চে।" শুনেই আমি ছুটে তাঁর ঘরে হাজির হতেই তিনি মুখ খিঁচিয়ে আমাকে বলে উঠলেন—"কোথায় গিয়েছিলে শালা বদমাস্? জাননা—আমার এখুনি দরকার হতে পারে?"

একবার মনে হ'ল বলি—"আমি কি তোমার বাবার চাকর?" কিন্তু হায়,—অসহায় আমি,—এখানে যদি আমাকে ধরে নির্দ্দয় করে মারে, তা হ'লে কে আমাকে রক্ষা করবে? কিছু না বলে আমি চুপটী করে তাঁর মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শরৎকুমারী বিবি—নাগরকে খুব মিহিসুরে বললেন—"মিছিমিছি রাগ করে শরীর খারাপ করছ কেন? ভাল এপেংঠিস কি এ থিয়েটারে একটাও আছে? সবাই 'এ পিট্ আর ও পিট্!' দাও ওকে—কি আনতে দেবে—"

নীরোদ বাবুর তখনও আমার ওপোর রাগ পড়েনি। তিনি দাঁড়িয়ে রীতিমত ঘুষো পাকিয়ে আমার মুখের কাছে হাত এনে বললেন —"আজ আমি তোমায় কিছু বললুম না! ফের যদি আমাকে না বলে তুমি শালা এ ঘর থেকে এক পা কোথাও যাবে,—তা হ'লে একটী ঘুষোতে তোমার দাঁতের পাটীকে পাটী উড়িয়ে দোবো। বুঝ্লে?" ব'লে তাঁর তক্তাপোষে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন। তখনও তাঁর একটু একটু ঝাঁজ আছে; সেই ঝাঁজটুকু নিয়ে বলতে লাগলেন—"যত মনে করি, কোন শালাকে কিছু বোলবো না,—শালারা আমাকে ভাল-মানুষ থাকতে দেয় কই?" আমি সেইরকম হতভম্ব হয়ে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রাণের ভিতর রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে কি যে হচ্ছে তা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারি না!

শরৎকুমারী নীরোদ বাবুকে কিছু না বলে নিজে উঠে তাঁর পকেট থেকে তিনটী টাকা বার করে নিয়ে আমার কাছে এসে খুব আত্মীয়তা করে বলতে লাগলো—"ছিঃ—ছেলেমানুষ তুমি,—কাজ করতে এসে ওপোরওলাদের হুকুম না শুনলে,—মন দিয়ে কাজকর্ম্ম না করলে উন্নতি হবে কেন বাপু? বাবুর মন জুগিয়ে চল, বাবুকে একটু তুষ্টু কর, তবে তো উনি মানুষ করে দেবেন! বাংলা দেশে নীরোদ বাবুর মতন 'একচড়' (Actor) আর কোথায় আছে? যাও—এই তিনটী টাকা নিয়ে একটা 'ক-ফুট্ খুস্কি' আন দিকি! লুকিয়ে আন্বে—বুঝেছ?"

আমি তো অবাক্ ! "ক-ফুট্ খুস্‌কি" কিরে বাবা ?

নীরোদ বাবু ধমকে উঠে বললেন—"সংএর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? একটু চরণ চালিয়ে যাও না !"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ্ঞে—কি আন্‌তে বললেন উনি ?"

শরৎকুমারী হেসে নীরোদ বাবুকে বললেন—"একটু লিখে দাও—ও ছেলেমানুষ—জানেনা হয়তো !"

নীরোদবাবু শরৎকুমারীকে ঈষৎ ধমক দিয়ে আমার সম্বন্ধে একটা অশ্লীল কথা মুখ দিয়ে বার করে বললেন "তুমি থামো ! শালা ন্যাকা চৈতন ! ক্রফোর্ড্ হুইস্‌কি (Crawford whisky) জানেনা ? কত পিপে পার করে এসে থিয়েটারে ঢুকেছে !"

আমি অত্যন্ত কাতরভাবে বললুম—"আমি সত্যি বলছি নীরোদ বাবু—ঈশ্বর সাক্ষ্যি করে বলছি—আমি ও জিনিষের নাম পর্য্যন্ত কথনো শুনিনি।"

শরৎকুমারী হেসে বললেন,—"তুমি কি মদ টদ্ খাওনা ?"

রাম—রাম—এ বেটী বলে কিগো ? মদ খাব কি ?

আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে বললুম—"আজ্ঞে—ও কি মদ নাকি ?"

ততক্ষণে নীরোদ বাবু একটা চিরকুটে কি লিখে আমার হাতে দিয়ে —সেই সঙ্গে তিনটে টাকা শরৎকুমারীর কাছ থেকে নিতে বলে বললেন "ন্যাকামো করিস্‌নি বেটা—যা শীগ্‌গীর নিয়ে আয় ! আর বাইরে পাণওয়ালাকে আমার নাম করে বলিস্, চারটে সোডা যেন ভেতরে দিয়ে যায়—" বলেই তিনি ষ্টেজে "পেলে" করতে চলে গেলেন।

আমি যথার্থই আতঙ্কে সারা হয়ে পড়লুম। এ বেটাবেটীরা শেষে কি না আমাকে শুঁড়ির দোকান থেকে মদ আনতে বলে ? নাঃ— আজই থিয়েটারে ইস্তফা দিয়ে সরে পোড়বো। আর এখানে যথার্থই

ভদ্রস্থ নেই। এই রকম মনে মনে ঠিক করে সটান রাস্তায় বেরিয়ে পোড়লুম। একবার ভাবলুম—ম্যানেজার মশাইকে সব কথা খুলে বলি। বাইরে এসে চাদ্দিকে ম্যানেজারের খোঁজ করলুম। শুনলুম—তাঁর শরীর অসুস্থ বলে তিনি সকাল সকাল বাড়ী গেছেন। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবতে ভাবতে শেষে এইটে সিদ্ধান্ত করলুম—আজকের মত কা'কেও দিয়ে "খুস্‌কী" মদটা এনে দিই,—কাল ম্যানেজারকে এ বিষয় জানিয়ে থিয়েটার ছাড়বো। একটু বুদ্ধি খরচ করে থিয়েটারের সেই বিষণ চাকরকে ধরে তার হাতে তিনটে টাকা আর সেই চিরকুটখানা দিয়ে বললুম— "এই যে বিষণ!—কোথায় ছিলে তুমি? যাও—শীগ্‌গীর নীরোদ বাবুর জিনিষটা নিয়ে এসো! আমাকে তিনি বললেন,—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে বিষণকে দিয়ে আনিয়ে নাও!"

বিষণ—(সে ব্যাটাও থিয়েটারের চাকর—অদ্ভুত জীব—ছিষ্টিসংসার ছাড়া—) আমাকে হেসে বললে "মদ খাবে তো নিজে গিয়ে লিয়ে এসো না! মিছে কথা কইছ কেন?"

আমি বললুম—"তুমি যাবে কিনা আমায় পষ্ট বলে দাও, আমি নীরোদ বাবুকে এখুনি বলে আস্‌ছি। আর নিতান্তই যদি না যাও—তাহ'লে ঠিকানাটা আমাকে বল,—আমি নিজেই নিয়ে আসি; তারপর এ সম্বন্ধে বোঝাপড়া হবে এখন!"

আমার কথা শুনেই বিড় বিড় করতে করতে বিষণ একদৌড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কোথায় চলে গেল। মিনিট পনেরো পরেই—পাত্‌লা কাগজে মোড়া একটা "ডি গুপ্তের" বোতোলের মত ভর্‌তি বোতোল এনে আমার হাতে দিয়ে বললে—"সোডা লিতে বলেছে তো—এই বেলা লিয়ে যাও—আমার এখন ঢের কাজ আছে"—বলেই আট আনা পয়সা আমার হাতে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। আমি পাণের দোকানে গিয়ে

দোকানদারকে বলে দিলুম—"নীরোদ বাবু চারটে সোডা চাইছে,—দিয়ে এসো ইষ্টেজের ভেতরে।"

মদের বোতোল কাপড়ে ঢাকা দিয়ে আমি নীরোদ বাবু, শরৎ বিবির কামরায় গিয়ে উপস্থিত হতেই আমায় সাদরসম্ভাষণ (?) করে নীরোদবাবু শরৎ বিবিকে বললেন—"কেন এত দেরী হচ্ছিল—আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, শুঁকে দেখ শালার মুখ! মাইরি দেখ—দেখ—" বলেই আমার ঘাড়টা ধরে শরৎকুমারীর মুখের কাছে আমার মুখটা নিয়ে গেল।

শরৎকুমারী আমার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"কতটুকু মেরে এলে?"

আমি অবাক হয়ে বললুম—"কি?"

শরৎ। "তখন ঢং করে বলা হ'ল—'আমি তো মদ খাইনা!' আর বাবুর মদটা কিনতে গিয়ে ওরই মধ্যে দু' পাত্র দাঁড়াভোগ দিয়ে এলে?"

আমি। "বলেন কি? আমি মদ খেয়ে এলুম?"

নীরোদ বাবু বললেন—"যা—যাঃ বেটাচ্ছেলে; সন্ধ্যের সময় আর মিছে কথা কইতে হবেনা। দে আমার বাকী আট আনা"—বলেই হাত পাতলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ পয়সা আট আনা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে বললুম— "আমি গরীবের ছেলে,—পাড়া-গাঁ থেকে পেটের দায়ে, সেই সঙ্গে সখের খাতিরে থিয়েটারে চাকরী করতে এসেছি। পাঁচ মাস ধরে চাকর গোলামের অধম হয়ে খাটছি,—এক পয়সা এখনও রোজগার হ'লনা! আমি মদ খেয়ে এলুম—এই কথা আপনারা বলছেন? কই,—মুখে আমার মদের গন্ধ কই,—শুঁকে দেখুন না"—বলেই দু'জনকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে "হাই" দিলুম।

শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ মুখটা সরিয়ে নিয়ে নিজের রুমালটী নাকের কাছে ধরে বলে উঠলো—"মাগো—কি পচা গন্ধ বাপু—তোমার মুখে! থুঃ"—বলেই পিকদানীতে থুতু ফেলে তাড়াতাড়ি একটা দোক্তা দেওয়া পাণ মুখে পুরলেন। নীরোদ বাবু বোতোলের ছিপি খুলে সেল্‌ফের ওপোর থেকে দুটী কাঁচের গেলাস পেড়ে তাতে রাঙ্গা জল একটু একটু ঢেলে আমাকে বললেন—"কই রে—সোডা এল না? তুই শালা এক কর্ম্ম কি বিশবার না হলে করতে পারিস্ না?"

তাঁর কথা শেষ না হতেই পাণওয়ালা চারটে সোডা সেখানে নিয়ে এসে উপস্থিত। নীরোদ বাবু আমাকে বললেন—"নে, আস্তে আস্তে একটা সোডা খোল্—"

আমি জীবনে কখনো সোডার বোতোল খুলিনি। কি করি, প্রাণের দায়ে যেই সোডার বোতোলের ছিপি আঁটা তারের পাকটা খুলেছি,—অমনি দুম্ করে বোতোলের মুখ থেকে ছিপিটা লাফিয়ে একেবারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে বোতোল থেকে সোডার জল বুড়্ বুড়্ করে উছলে মাটীতে পোড়ে গেল।

নীরোদবাবু তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে বোতোলটা কেড়ে নিয়ে বললেন—"দিয়েছিল আর একটু হলেই বোতোলটা মাটীতে ফেলে! শালা কোন কর্ম্মের নয়! খোঁজ্ ছিপিটা কোথায় পোড়লো।"

শরৎকুমারীর (মদের গেলাসটী হাতে পেয়ে বোধ হয়) প্রাণে একটু করুণার সঞ্চার হয়ে থাকবে; তিনি নীরোদবাবুকে বললেন—"থাক্ গে,—একটা তুচ্ছ ছিপি,—বেচারি এই জিনিষপত্তর হাঁটকে এখন কোথায় সেটা খুঁজবে বল"—বলেই সেই দুর্গন্ধময় "অমর্ত্ত-টুকুন্" চোঁৎ করে মেরে দিলেন।

মেয়েমানুষ মদ খায়—এই আমি জীবনে প্রথম দেখলুম!

নীরোদ বাবুও বিবির দেখাদেখি কার্য্য সমাধা করে অর্থাৎ গেলাসের সেই রাঙ্গা জলটুকু খেয়ে মুখটা একটু সিঁট্‌কে বললেন—"ইস্—বেজায় পাস্তা হয়ে গেছে, কি বল শরৎ ?"

শরৎ বলে উঠল—"তাতো হবেই। দুটো ছোট ডোজে (Doze) তুমি অর্দ্ধেক সোডা মেশালে—"

নীরোদ। "না মিশিয়ে কি করি ? দীনে শালা ছিপিটা হারালে —এ সোডার বোতোলটা শীগ্‌গির ফিনিস্ করা চাই তো—" বলেই আবার বোতোল থেকে "ঢালন-কার্য্য" সুরু করলেন। এমন সময় সিধে বাবু তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে এক টান মেরে বললে— "কোন্ সিনে (scene) বেরুতে হবে—মনে রাখ্‌তে পার না ? তোমার কি বাবার চাকর আছে ?"

আমি তাড়াতাড়ি উইংসের ধারে দাঁড়াতেই প্রংচার (prompter) ধমকে উঠে বললে "দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বল না—'আজ্ঞে যাই কর্ত্তাবাবু'—"

বুঝলুম—"রামা" চাকরকে "কর্ত্তা" ইষ্টেজের বৈঠকখানা থেকে ডেকেছেন। আমি আমার "পাট" বলে চলে এলুম।

নীরোদ বাবু, শরৎ বিবি এক একবার ইষ্টেজে অভিনয় করে আসছেন—আবার চুক্ করে এক চুমুক মদ খাচ্ছেন। আমার কেবলই ভয় হতে লাগলো—হয় তো বা দু'জনে বমি করে ফেলবে,—নয়তো ইষ্টেজের ওপোর মাতাল হয়ে টলে পড়বে, কিম্বা মাতলামি সুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যারা ওদের মদ খেতে দেখেনি—তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে ওরা মদ খেয়েছে।

(১১)

সেই রাত্রে (বুধবারে) দু'খানা নাটকের "পেলে" (play) ছিল। প্রথম নাটকে "নীরোদ" বাবুর "পাট" ছিল, দ্বিতীয় নাটকে তাঁর ছুটী। কিন্তু তিনি তো বাড়ী যাবেন না; কারণ,—দ্বিতীয় নাটকে শরৎ বিবির "পাট" আছে। তাঁর "পাট" শেষ হ'লে তবে তাঁর সঙ্গে জোড়াগাঁথা হয়ে বাবু বাড়ীতে (অর্থাৎ অবিদ্যের বাড়ীতে) ফিরবেন। প্রথম বই-খানা "পেলে" হবার পর শরৎকুমারীর চাকর তার বাড়ী থেকে তোয়ালে বাঁধা খাবারের যে পুঁটুলি এনেছিল, বিবি যত্ন করে তক্তাপোষের ওপোর সেটী খুললেন এবং দু'জনে বসে এক পাতে অম্লানবদনে সেই পরোটার গোছা আর হাঁসের ডিমের কালিয়া তোফা করে গোগ্রাসে গিল্‌তে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে গেলাস থেকে দু'জনের মদ খাওয়াও চলছে। নীরোদ বাবুর একটু নেশা হয়েছে বোঝা গেল। কথা জড়িয়ে বেরুচ্ছে, খাবারের বখ্‌রা তেমন বেশী করে নিতে পাচ্ছেন না। শরৎকুমারী যেন রাঘব বোয়াল; নীরোদ বাবুর সঙ্গে সমান তালে (বরং বেশী) মদ্যপান করেছে; কিন্তু এতটুকু নেশা হয়েছে বলে মনে হোলো না; আর পরোটাগুলো যেন নিঃশ্বেসে ওড়াচ্ছে। এক এক গরাসে এক একখানা পরোটা সেই "করাল-বদন-বিবরে" প্রবেশ করাচ্ছেন।

আহারপর্ব্বটা সাঙ্গ হতেই শরৎকুমারী "বিবি ঠাক্‌রুণ্‌" মেয়েদের সাজঘরে নিজের "পাট" (part) সাজতে চলে গেলেন। আমিও আপাততঃ নীরোদ বাবুর কোন দরকার নেই বুঝে সেই সঙ্গে সেখান্ থেকে চলে আসছিলুম। নীরোদ বাবু আমাকে ধমক দিয়ে বললেন —"তুই শালা ওর পেছনে পেছনে কোথায় যাচ্ছিস?"

আমি থতমত খেয়ে বললুম—"যাব আর কোথায়? দেখ্‌তে যাচ্ছি, আমায় আর কোন সিনে (sceneএ) বেরুতে হবে কি না।"

বাবু তখন মদের নেশায় মজ্‌গুল্ হ'য়ে তাকিয়ায় ভাল করে হেলান দিয়ে সেই সঙ্গে পা ছুটো লম্বা করে ছড়িয়ে বলে উঠলেন—"বোস্ বোস্—তোকে আর 'পার্ট' সাজ্‌তে যেতে হবেনা। শালা আমার ভারী 'একচড় !' নে বোস্—।"

কি করি! অগত্যা তক্তাপোষের একধারে বসে পড়লুম। নীরোদ বাবু আয়েস্ করে গুড়গুড়ির নলটা মুখে দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে বললেন—"উঃ—পা ছুটো বড্ড কামড়াচ্ছে—একবার টেপ্ দিকি—"

আমি ফোঁস করে সাপের মতন গর্জ্জে উঠে বললুম্—"কি বলছেন ?"

নীরোদ বাবু তখন নিজের খেয়ালেই বলতে লাগলেন্—"মর্ শালা—কালা নাকি ? টেপ্ না জোরে পা ছুটো—"

আমি রাগে চাদ্দিক অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলুম। একবার মনে হ'ল,—মারি বেটা শুঁড়ির ছেলের মাথায় সোডা ওয়াটারের বোতোল ! কিন্তু হঠাৎ সে কার্য্য না করে বলে ফেললুম—"মুখ সামলে কথা কবেন মশাই—"

বলেই রেগে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলুম। নীরোদ বাবু আমার মুখে এই রকম কথা শুনে সেইখানে বসে বসেই চেঁচাতে লাগলেন্—"মেরে ফেলবো—শালা, পাজী—বদমায়েস—খুন করে ফেল্‌ব ! শালা—" ইত্যাদি আরও কত রকমের "সকার—বকার !" চীৎকার শুনে ষ্টেজে যে যেথানে ছিল—সবাই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। তখন দ্বিতীয় নাটকখানার অভিনয় আরম্ভ হয়নি। আমি সাজ-ঘরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি ;—শুন্‌তে পাচ্ছি, নীরোদ বাবু খুব চীৎকার ক'চ্ছেন। অন্যান্য বাবুবিবিরাও সে চীৎকারে যোগদান করেছেন। খুব একটা তর্কবিতর্ক, কথাকাটাকাটি চলেছে। বেশীর ভাগ গলা পাচ্ছি,—গিরিবালা আর যোগীবাবুর। কি কথার সূত্র ধরে যে এত

গণ্ডগোল হ'চ্ছে তা বোঝা যাচ্ছেনা বটে; কিন্তু ব্যাপারটা যে আমায় নিয়ে চল্‌ছে, তা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি। আঁচে আঁচে বুঝলুম,—যোগীবাবু, গিরিবালা,—এঁরা দু'জন আমার পক্ষ নিয়ে নীরোদ বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'চ্ছেন। আমি তখন একটু ভীত হয়ে পড়েছি; অথচ আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এমন সময় সেই "কেষ্টা" বাবু—(যিনি গিরিবালাকে 'দিদি' বলে আব্‌দার করে ডাকেন—) হটাৎ সাজঘরে এসে আমাকে ধরে বল্‌লে—"তুমি ছোক্‌রা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ,—আর উদিকে ডেকে ডেকে দিদির গলা ফেটে গেল!" বলেই আমাকে টেনে নিয়ে নীরোদ বাবুর কামরায় ভিড ঠেলে উপস্থিত হ'ল। গিরি-বালার তখন "উগ্রচণ্ডার" মূর্ত্তি। আমাকে দেখে তিনি চীৎকার করে বল্‌লেন—"তুমি বাছা কি রকম ভদ্রলোকের ছেলে? কেমন ধারা কায়েতের ছেলে? এত অপমান সয়ে এখনও এ থিয়েটারে পড়ে আছ? কেন? কল্‌কেতার সহরে কি আর থিয়েটার নেই? ঘরের খেয়ে এখানে বনের মোষ তাড়াতে এসে নিত্যি নিত্যি এই রকম অপমান, লাথিঝাঁ্যাটা খাও? ছি—ছি- গলায় দড়ী জোটেনা তোমার?"

নীরোদের তখন বিষদাঁত প্রায় ভেঙ্গে এসেছে। তিনি একটু সুর নরম করে বল্‌লেন—"তুমি অন্যায় রাগ ক'চ্ছ গিরি বিবি! ও বেটাচ্ছেলে অতি বদমায়েস! দেখ্‌ছ না,—মিট্‌মিটে ডান—ছেলে খাবার রাক্ষস! ওর পেটে পেটে বুদ্ধি!"

যোগীবাবু মধ্যস্থ হয়ে সকলকে থামাবার চেষ্টা করে বল্‌তে লাগলেন —"আহা—থামো থামো—বাইরে লোকজন রয়েছে—এক্ষুণি একটা কেলেঙ্কারী হবে যে!"

গিরি। "কেন? কিসের জন্যে থাম্‌বো? নীরোদ বাবু কি পীর

না-কি ? কিসের জন্যে উনি ভদ্রলোকের ছেলেকে মা-মাসী তুলে যখন-তখন গালাগালি দেবেন ?"

নীরোদ বাবু কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বল্‌লেন—"গালাগাল শুধু শুধু দিইছি ? শালা আমাকে কি রকম অপমান করেছে জান ?" বলেই রাগের চোটে তক্তাপোষের ওপোর সজোরে মাল্লেন এক প্রচণ্ড ঘুসী !

যোগীবাবু আমাকে খুব নরম কথায় জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কি বলেছ দীনু ? নীরোদকে অপমান করেছ ?"

আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম, "আজ্ঞে—উনি আমাকে পা টিপ্‌তে বলেছিলেন। কাজেই আমি রাগ সাম্‌লাতে না পেরে বলেছিলুম,—মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন !"

শোন্‌বামাত্রই গিরিবালা বারুদে আগুন লাগার মতন দপ্‌ করে জ্বলে উঠে বল্‌তে লাগলো—"শোনো একবার,—বড় 'একচড়' বাবুর আক্কেলের কথাটা শোনো গো সকলে—শোনো ! শুঁড়ির ছেলে—কায়েৎকে বল্‌ছেন পা টিপে দিতে ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! ছ্যা—ছ্যা—এ থিয়েটারের আর ভদ্রস্থ নেই ! বুঝ্‌লে যোগীবাবু—তোমাদের থিয়েটারে আর কোন ভদ্রলোকের ছেলে ঢুক্‌বে না !"

যোগীবাবু আর কথাটি না ক'য়ে—গিরিবালাকে—আমাকে আর যারা সেখানে জমায়েৎ হয়েছিল—তাদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে কোন রকমে সেদিনকার মত গোলমালটা থামিয়ে দিলেন। আমাকে একপাশে আড়ালে ডেকে তিনি বল্‌লেন—"আজকের মতন তুমি বাড়ী যাও দীনু ! কাল ম্যানেজারকে ব'লে কয়ে—এর একটা বিহিত করা হবে। কিছু মনে করোনা,—ও শালা একটা মাতাল,—মদ খেলে ওর মাথার ঠিক থাকেনা !"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তাহ'লে কাল থেকে কি আর আমি আসব্ না ?"

যোগীবাবু বল্লেন—"না—না,—আস্বে না কেন ? রোজ যেমন আস্ছ—তেমনই আস্বে। বরং কাল একটু সকাল সকাল এসো! আমি কাল ম্যানেজারের বাড়ীতে গিয়ে তোমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই কইব! আজ তুমি বাড়ী যাও"—বলে তিনি ইষ্টেজ থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

আমি আর অত রাত্রে কোথায় যাব ? থিয়েটার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটা খাবারের দোকান থেকে কিছু জলযোগ করে—আবার ইষ্টেজের ভেতরে গিয়ে সাজঘরে একপাশে মাদুরের ওপোর বোস্লুম। তখন দ্বিতীয় নাটকখানা "পেলে" হ'চ্ছে। ইষ্টেজের ভেতর আর কোনও গোলমাল নেই। রাত্তির অনেক হয়ে গেছে,—যারা যারা অভিনয় কচ্ছিল—সকলেই ঝিমিয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়বার আর অপরাধ কি ? (শরৎকুমারী ছাড়া—) স্ত্রীলোকরা কেউ কোন রকম নেশা করেছিল কি না,—তা' জানিনা,—কিন্তু পুরুষরা (সিফ্টার থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় সকল রকমের "একচড়" বাবুরা) ইষ্টেজের পেছন দিকে বসে হরদম্ গাঁজা খাচ্ছিল। এক নীরোদ বাবু আর শরৎ বিবি ছাড়া মদ খেতে কাউকে দেখিনি।

রাত্রি যখন প্রায় চারটে তখন থিয়েটার ভাংলো। থিয়েটার-বাড়ী খালি হ'তে—ইষ্টেজ থেকে লোকজন চলে যেতে রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এল। আমি আর সে সময় একা কি করি ? ভোর হয়ে আস্ছে দেখে গুটী গুটী মণ্ডলবাবুদের বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

পরদিন বিকেল বেলায় থিয়েটারে হাজীর হতেই—ম্যানেজার বাবু আমাকে ডেকে বল্লেন—"দীনু—তোমার কাজকর্ম্মে সকলেই বেশ খুসী

হয়েছে—শুনলুম! আর তোমাকে এপেংঠিস্ থাকৃতে হবেনা। এই নাও—তোমার এক মাসের মাইনে! বেশ করে মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর। এই বছরের ভেতোর তোমার ভাল করে দোবো”—বলেই পাঁচটী টাকা আমার হাতে দিলেন। আমি তো অবাক্ হয়ে গেলুম! পাঁচ টাকা মাইনে? দিনরাত্তির খেটে মাস গেলে পাঁচটী টাকা পাব?

আমাকে চুপ করে থাকৃতে দেখে ম্যানেজার বাবু হেসে বল্লেন—“ঘাবড়াস্‌নি বাবা,—দু’এক মাসের মধ্যেই আবার মাইনে বাড়িয়ে দোবো। তোকে আমি বড্ড ভালবাসি—তাই ছ’মাসের ভেতরে তোর মাইনে করে দিলুম!—নইলে,—দু’তিন বছর এপেংঠিস্ না খাটলে কা’কেও এক পয়সা মাইনে দিইনা। যা,—এই বইখানি আজ রাত্তিরের ভেতর ‘কাপি’ (copy) করে দে দিকি!” বলেই এক-তাড়া লেখা কাগজ আমার হাতে দিলেন।

আমি কোন কথা না কয়ে থিয়েটারের দপ্তরখানায় বসে সেই কাগজের তাড়া নিয়ে নকল কর্ত্তে লেগে গেলুম।

(১২)

সেদিন সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এলুম। পাঁচটী টাকা মাইনে পেয়ে মনে মনে একরকম স্থির করেছিলুম, আজ থেকেই থিয়েটারে ইস্তফা। একবার ভাবলুম, ম্যানেজার মশাইকে বলি, “মশাই—চাকর বেয়ারাদের মতন পাঁচ টাকা মাইনেতে আমি চাকরী করতে পারব না,—আমি আপনার থিয়েটারে র‍্যাজান্ (Resign) দিলুম।” কিন্তু কেমন বাধো-বাধো ঠেকৃতে লাগলো। ম্যানেজার মশাই টাকাকড়ির বিষয়ে খুব কিপ্পণ্ হলেও—আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন, আমাকে যথার্থই একটু ভালবাসেন, একটু সুনজরে দেখেন,—এটা

আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যে "চাকরী ছেড়ে দিলুম"— এই কথাটা ফস্ করে তাঁর মুখের উপর বল্‌তে কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো। আমি কেবল এই কথাটী বলে এলুম—"মশাই—অনেকদিন বাড়ী যাইনি,—একবার মাকে দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা কচ্ছে! কাল সকালে যাব ঠিক করেছি--"

ম্যানেজার মশাই খুব আত্মীয়তা করে বল্‌লেন—"বাড়ী যাবে? মাকে দেখ্‌তে? তা বেশ তো বাবা, কাল সকালে গিয়ে সন্ধ্যের সময় চলে এস—"

আমি একটু হেসে বল্‌লুম—"তা কি হয় মশাই? বর্দ্ধমান ইষ্টিশেন (Station) থেকে আমাদের খাগ্‌ড়াপুর গাঁয়ে পৌছুতেই বেলা তিনটে বাজবে—"

ম্যানেজার। "তা বেশ, পোরশু এস। আজ বেস্পতিবার, কাল শুক্কুর—পোরশু শনিবার তিনটের মধ্যে এলেই চল্‌বে! রাত্তির ন'টায় "পেলে",—তা, বিকেলবেলা একেবারে থিয়েটারেই চলে এস।"

আমি কোন কথা কইলুম না। মনে জানি তো—যা করবো। অনর্থক কথা-কাটাকাটি করি কেন?

আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে ম্যানেজার মশাই হুঁকোয় একটা বড় রকম টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌তে লাগলেন—"বাড়ী যাবে বইকি—মধ্যে মধ্যে দেশে যাওয়া তো দরকার। মা পরম গুরু, মাঝে মাঝে তাঁকে দেখে আসবে বইকি! যদিও দু'দিন আমার কাজের ক্ষতি হবে,—তা হোক্—তবু তোমায় ছুটী দিলুম। স্বচ্ছন্দে কাল সকালে চলে যাও, পোরশু বিকেলে চলে এস।"

আমি প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে যেই পেছন ফিরে একটু গেছি,—অমনি ম্যানেজার মশাই বল্‌লেন—"আর দেখ—মাকে গিয়ে

প্রথম রোজগারের টাকাটী দিও। মা কত খুসী হবেন,—বুঝ্‌তে পাচ্ছ তো ?"

আমি তৎক্ষণাৎ বল্‌লুম—"আজ্ঞে—সেকি কথা ? গাড়ীভাড়া বাদে যা বাকী থাক্‌বে— (টাকা চারেক থাক্‌তে পারে) —মায়ের পা'র তলায় ধরে দোবো বইকি! পাঁচ ছ' মাস তিনি আমার পথ চেয়ে বসে আছেন—"

ম্যানেজার। "আহা—থাকবেন বই কি গা! হাজার হোক্ পেটের ছেলে তুমি! যাও বাবা, দেশে যাও—পোরশু ফিরে এস। আর দেখ—হা—হা—হা—পল্লীগ্রামে বাড়ী যখন তোমার,—খানিকটা জমিজমা আছে, এক আধটা গাছপালাও অবিশ্যি আছে,—তা আসবার সময় হা—হা—হা—বুঝ্‌লে কি না—দুটো চারটে লাউ, গোটাকতক পেঁপে, হা—হা—হা—হা—তোমার গিয়ে কলাটা, মূলোটা, শশাটা, কুমড়োটা, —যা পাও নিয়ে আসতে পারবে না? আমরা এই কল্‌কাতার সহরে কি কোন টাট্‌কা জিনিষ চোখে দেখ্‌তে পাই? বুঝ্‌লে কিনা—তোমার গিয়ে—যদি সুবিধে হয়—তোমার গিয়ে—আমার বাড়ীতেই নিয়ে যেও—" বলেই আবার দন্ত বিস্তার করে একচোট্ খুব হা—হা—হা—করে হাস্‌লেন।

আমি "যে আজ্ঞে" বলে হাস্‌তে হাস্‌তে মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে ফিরে এলুম!

পাঁচটী টাকা মাইনে নিয়ে এসেছি শুনে পদা দাদা তো চটে কাঁই! রাগের চোটে তক্তাপোষ ছেড়ে মেজেতে দাঁড়িয়ে "খাটো" মানুষ দাদাটী আমার,—তাঁর "বেঁটে বেঁটে" দেহটী খুব ঝাঁকারি মেরে সেই সঙ্গে "গেঁটে গেঁটে" হাত দুটী নেড়ে নেড়ে আমার দিকে চেয়ে বক্তিমে ঝাড়তে সুরু কল্লেন—"এ্যাঁ—বলিস্ কি? এই পাঁচ ছ' মাস—রাত নেই, দিন

নেই, দুপুর নেই, সকাল নেই, বৈকাল নেই, মুখ দিয়ে রক্ত তুলে এত খাটুনি, এত 'কল্লি কম্মালি',—তোর মাইনে হ'ল কিনা—পাঁচ টাকা? দূর—দূর—তোর গলায় দড়ী—গলায় দড়ী! এই বাড়ীতে—এই বাবুদের বাড়ীতে, জিগ্যেসে যা দিকি,—হরির মা,—নেত্যমণি, বিন্দি, নবতারা, গদার পিসী, যত ঝিয়েদের! ন' সিকে মাইনে ধাৰ্য্যি আছে বটে,—তবু মাস গেলে বিশ্‌টে পঁচিশ্‌টে ট্যাকার কম কেউ রোজগার করেনা। বাবুদের যত চাকর—খালি এক ছিলিম তামাক সাজে আর গায়ে তেল ঘসে দেয়,—তাদের খোরপোষ বাদে সাতটা টাকা মাইনে,—আর বখ্‌শিস্ টক্‌শিসে মাস গেলে যেমন করে হোক—জোনাযুক্তি তিরিশটী করে টাকা নিযাস্ কামিয়ে নিচ্ছে! এই তুই,—তুই বাবুদের কি কম্ম করিস,—ছ' মাসে তোরই আঠারো গণ্ডা ট্যাকা আমার কাছে জমা—"

আমি বাড়াবাড়ি দেখে পদা দাদাকে ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্যে তার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লুম—"আরে ভাই—সেই জন্যেই তো আজ কাজে র‍্যাজান (Resign) দিয়ে খুব দশ কথা শুনিয়ে চলে এসেছি। ছ্যাঃ—ভদ্রলোক থিয়েটারে চাকরী করে? তুমি গুরুলোক, আপন পিসীর ছেলে,—তোমার কথা দেখ্‌ছি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। কথায় বলে—গুরুর কথা না শোনো কাণে,—প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচ্‌কা টানে। বোসো—বোসো—একটু তামুক খাও—"বলেই এক কল্‌কে তামাক সাজ্‌তে বসে গেলুম।

যা হোক্—থিয়েটারসম্বন্ধে আর বেশী কথাবার্ত্তা কইবার অবকাশ না দিয়ে পদা দাদাকে বল্‌লুম—"তুমি যখন আমার বড় ভাই—পিতার তুল্যি, তখন আমার আর ভাবনা কিসের? তুমি আমায় যে চাকরী কর্‌তে বল্‌বে—আমি সেই চাকরী কর্‌তে রাজি আছি। আজ তা হ'লে আমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি,—কি বল?"

দু'চার টান তামাক টেনে পদা দাদা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বললেন—"নিশ্চয়ই। আর বাড়ী না গেলে ধর্ম্ম থাকে? মামী ঠাকৃরুণ কেঁদে যে অন্ধ হবার জোগাড়! বাড়ী গিয়ে আমার নমস্কারটা দিবি—জান্‌লি দাঁনে? আর এই প্রায় শ' খানেক ট্যাকা তোর জমা হয়েছে—"

আমি খুব বিস্মিত হয়ে বল্‌লুম—"শ খানেক টাকা? এত টাকা আমার জোম্‌লো কি ক'রে?"

পদা দাদা। "আরে—আমি যখন তোর গুরুজন, তোর দাদা আছি—তখন তোর ভালমন্দ যাতে হয় তা' কর্‌বান? তোর কত সুখ্যাতি বাবুদের কাছে করি—তা জানিস্? বিশেষ ঐ মেজবাবু,—আমার মুখে তোর গুণের কথা শুনে তোকে ত কুড়ি ট্যাকা মাইনেতে ভুক্তোনই করেছেন। তুই বাড়ী যাবি শুনে—আমাকে তোর জন্যে তিরিশ টাকা দিয়ে পোরশু বাগানে চলে গেছেন! আর আর সব বাবুরা সকলেই কিছু কিছু দিয়েছে,—বুঝ্‌লি কিনা! সবাই আমাকে ছেলের তুল্যি ভাল-বাসে!"

ব্যাপার মন্দ নয়! বাবুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই বল্‌লেই চলে,—অথচ পদা দাদাকে ভালবাসেন বলে সকলে আমাকে মুটো মুটো টাকা বকৃশিস্ করে ফেল্‌লেন! এর আর আশ্চর্য্যই বা কি? বাবুরা শত্তুরমুখে ছাই দিয়ে পাঁচটী ভাই! সকলেই এক একজন ধন-কুবের। আর পদা দাদা আমার—যাকে বলে "পাক্কা খলিফে।" আমার নাম করে তাঁদের কাছ থেকে দশ বিশ টাকা আদায় করে নেবেন,—এ আর বিচিত্র কি? বিশেষ মেজবাবু! তিনি তো একেবারে যাকে বলে, সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ। টাকাকে টাকা বলে তিনি গ্রাহ্যই করেন না। কিন্তু হ'লে কি হবে? তাঁর সঙ্গে আমার মত লোকের দেখাসাক্ষাৎ একরকম অসম্ভব বল্‌লেই চলে। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তিনি চন্দননগরে

বাগানবাড়ীতে থাকেন। যে ক'দিন এখানে দয়া করে এসে বাস করেন, সে ক'দিন তাঁর দেখা পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে ঘুমোন; তারপর উঠে চান্ করে, খেয়েদেয়ে জিরুতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে যায়। তারপর, রাত্রি ন'টা বাজ্‌লেই পাঁচ ছ'খানা মস্ত মস্ত জুড়ীগাড়ী জুতে—এক দঙ্গল "এয়ার বাবু" সঙ্গে নিয়ে (পৌষ মাসের কন্‌কনে শীতেও) হাওয়া খেতে বেরোন। তারপর, কত রাত্রিতে যে বাড়ীতে ফেরেন,—তা কেবল "বৈজুনাথ পাঁড়ে" দরোয়ানই বল্‌তে পারে। যাহোক্—মনে মনে স্থির করলুম,—চাকরী যদি কর্‌তে হয়,—পয়সা রোজগার যদি কর্‌তে হয়, তা হ'লে থ্যাটার ম্যাটার ছেড়ে দিয়ে—ঐ মেজবাবুর কাছেই একটা চাক্‌রী দেখেশুনে নেওয়া যাবে। তবে—এটা কিন্তু আমি দিব্বি করে বল্‌তে পারি,—পদা দাদা যখন হাত তুলে আমাকে একশো টাকা দিচ্ছেন, তখন তিনি নগদ কর্‌করে পাঁচশো খানি টাকা আদায় করেছেন বাবুদের কাছ থেকে। অবিশ্যি—আমি এর জন্যে পদা দাদার হিংসে করছি না। এই একশো টাকা যে তিনি আমাকে জোগাড় করে দিলেন, এ টাকাই বা কে দেয়? পদা দাদা যদি আমাকে না দিতেন, তা হ'লেই বা আমি কি কর্‌তে পারতুম? আমি জান্‌তেও পারতুম না যে, বাবুরা আমাকে এত টাকা বখ্‌শিস্ করেছেন। আমার মতন অবস্থায় বিনা পরিশ্রমে একসঙ্গে একশো টাকা রোজগার করা স্বপ্নেরও অগোচর। যথার্থ কথা বলতে কি—বড় ভাগ্যে আমি পদা দাদার মত ভাই পেয়েছিলুম। তাঁর ঋণ আমি জীবনে কখনো শুধ্‌তে পারব না।

(১৩)

পদা দাদা ঠিকই বলেছিল—"মা আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবার জোগাড় !" আর মাসখানেক যদি আমি বাড়ী না আসতুম তা হ'লে সত্যিই মাকে হারাতে হ'ত ! একটীমাত্র ছেলে, জীবনে যে কখনও কাছ-ছাড়া হয়নি—তাকে পাঁচ ছ' মাস না দেখে বুড়ী সত্যিসত্যিই মারা যাবার দাখিলে পড়েছিলেন। বাড়ীতে ঢুকেই যখন "মা" বলে ডেকে মার সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালুম,—মা যেন আমাকে প্রথমে চিন্‌তেই পাল্লেন না। হাঁ করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললেন—"কে রে ? দীনু ?" আমি হাতের পোঁট্‌লা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ্‌টা একদিকে ফেলে গড় হয়ে প্রণাম করে মার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্‌লুম "হ্যাঁ মা—আমি এসেছি" ! আমার কথা শুনে মা একেবারে পাগলিনীর মত আমাকে বুকে আঁকড়ে ধরে—সে যে কি রকম কাঁদ্‌তে লাগলেন, তা আর কি বল্‌ব ! আহা ! একেই বলে মায়ের প্রাণ !

মা'র কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেল্‌লুম। যাই হোক্‌, অনেক বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে মাকে তো কোন রকমে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি কর্‌লুম। মা কেবলই কাঁদেন আর বলেন—"তোকে আর আমি কোথাও যেতে দোবোনা ! কাজ নেই তোর টাকা রোজগার করে—!"

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ক'ল্‌কেতা থেকে যা টাকাকড়ি, জিনিষ-পত্তর, কাপড়-চোপড় এনেছিলুম,—একে একে মাকে সব বার করে দিলুম ! যদিও মা সে সব পেয়ে খুবই খুসী হ'লেন, কিন্তু—"তোকে ক'ল্‌কেতা যেতে দোবোনা" এই বুলিটী ছাড়লেন না। আমি যত বোঝাই—"নতুন চাকরী পেয়েছি মা—ভাল চাকরী—ভাল মনিব ; দু' চার বছরের মধ্যে বড়লোক হ'য়ে যাব—" তবু তাঁর ঐ এক কথা—

"তোকে ছেড়ে দোবোনা।" অনেক তর্কবিতর্ক কর্লুম; পাড়াপ্রতি-বাসী অনেক স্ত্রীপুরুষ জুটে,—কেউ বা মা'র পক্ষ, কেউ আমার পক্ষ অবলম্বন করে অনেক কথাকাটাকাটি, অনেক বোঝাপড়া হ'ল, তবু "ভবী ভোলবাব নয়"! এমনও পর্য্যন্ত মাকে বল্লুম—"আমি সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করে তোমার কাছে আস্‌বো"—তবু সেই এক কথা! মহা মুস্কিলে পড়ে গেলুম আর কি!

বেন্দার পিসী, হরির মা, জগার মাসী, বেম্‌লা ঠান্‌দি প্রভৃতি জন-কতক বর্ষীয়সীকে দু' চার আনা নগদ পয়সা, কল্‌কাতা থেকে কেনা দু' একটা জিনিষপত্তর দিয়ে আমার দলে টেনে নিয়ে আমায় কল্‌কেতা যেতে দেবার জন্যে মাকে বোঝাতে লাগিয়ে দিলুম। দেশে আসবার সময় ফৌজ্‌দুরী বালাখানার তামাক সেরটাক্ কিনে এনেছিলুম—আমার এক দূর-সম্পর্কে মামাকে দেবার জন্যে। তামাকের পোঁট্‌লাটী হাতে পেয়ে পেয়ারী মামা (আপিংখোর কিনা) একেবারে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমার মুখে মায়ের একগুঁয়েমীর বিবরণ শুনে অর্থাৎ মা যে আমাকে কল্‌কেতায় যেতে দেবেন না দৃঢ়পণ করে বসেছেন, আর তা হ'লেই মধ্যে মধ্যে তাঁর নিঃখরচায় বড় প্রিয় জিনিষ "ফোজ্‌দুরী বালাখানার" তামাক আনার পথ একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম বুঝে, তিনি তামাকের পোঁট্‌লাটী টীনের প্যাঁটরার মধ্যে "বাক্সবন্দী" করে খড়ম জোড়াটী পায়ে দিয়ে টেকো মাথায় ভিজে গামছাখানি পাট করে চাপিয়ে—থেলো হুঁকোয় আধ হাত নল লাগিয়ে তামাক টানতে টানতে আমার সঙ্গেই আমাদের বাড়ীতে এসে মাকে ডেকে বল্লেন —"বলি ছোড়দি'—তোমার বেচ্‌না (বিবেচনা) কি রকম বল দিকি গা? ছেলে বিদেশে গিয়ে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার কচ্ছে,—তোমার দুঃখ ঘোচাবার জন্যে, এত চেষ্টা যত্ন কচ্ছে, মানুষ হতে যাচ্ছে,—বাপ মায়ের

মুখোজ্জ্বল করতে চাইছে,—আর তুমি 'মা' হ'য়ে কিনা এমন সোণার চাঁদ ছেলের ইহকাল পরকাল নষ্ট করতে বসেছ? শাস্ত্রে বলে—কত জন্ম তপস্যার ফলে ছেলের রোজগার খেতে পায়—" ইত্যাদি এই ধরণের কথা পেয়ারী মামা কত যে অনর্গল বকে গেলেন, তা আর কি বল্‌ব? একে পাড়াগাঁয়ের নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধ,—তার ওপর দিন রাত্তির আপিং খেয়ে মজগুল্‌ হয়ে থাকেন, কাজেই স্বভাবতঃ একটু বেশী রকমের বক্তার হ'ন। কোনও একটা কথার সূত্র একবার যদি এ হেন পেয়ারী মামাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়, ব্যস—একেবারে ঘণ্টা দুই তিনের মত নিশ্চিন্তি। আর অন্য কা'কেও কথা কইতে হবেনা। মামার বক্তিমের মুখে ক্ষুদ্রশক্তি মা আমার কতক্ষণ টেঁকে থাকবেন? অগত্যা অনেক চোখের জল আঁচলে মুছে তাঁকে শেষকালে এই সর্ত্তে মত দিতে হ'ল যে, আমি টাকা রোজগার কর্‌তে কল্‌কেতায় যেতে পারি,—তবে প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমাকে বাড়ী আসতেই হবে।

গাঁয়ের লোকে সকলেই জানে—আমি কল্‌কেতায় মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতেই মুহুরীগিরি চাক্‌রী করি। এ চাক্‌রীর মুরুব্বি আমার বড় পিসীমার ছেলে "পদা দাদা!" বাবুদের বাড়ীর কথা সকলেই জিজ্ঞাসা করে,—আমিও যথাসম্ভব সকলকে সন্তোষজনক উত্তর দিই। কিন্তু ভুলেও কারও কাছে বলিনা "আমি থ্যাটারে নটীদের সঙ্গে চাক্‌রী করি"!

যদি ঘুণাক্ষরেও গাঁয়ের লোকে কেউ শুন্‌তে পায় যে আমি "নটী নিয়ে নাচি" অর্থাৎ "থ্যাটার করি"—তা'হলে গাঁয়ের লোকেরা সবাই একজোট হয়ে তখুনি আমায় একঘরে কর্ব্বে। যদি বলেন "কেন করবে?" তার উত্তর আমি জানিনা। আমার পদা দাদা এ সম্বন্ধে আমায় খুব সাবধান করে দিয়েছে!

আমাকে পেয়ে মায়ের যেমন আনন্দ, আমি আবার কল্‌কেতায় যাব শুনে তাঁর তেমনি বিষাদ! আর এক মহাবিপদে পড়া গেল। প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে—এবং নিজের ইচ্ছাতেও বটে, মা আমায় ধরে বসলেন—"তোকে বিয়ে কর্ত্তে হবে!"

আমি বল্লুম—"এই তো সবে চাকরী কর্ত্তে ঢুকেছি মা,— এর মধ্যে বিয়ে কল্লে খাওয়াব কি?

মা বল্লেন "আমি যতদিন বেঁচে আছি তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবেনা।"

এ সম্বন্ধে মার সঙ্গে বেশী তর্কবিতর্ক করলুম না। একটা বিশেষ কারণে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছেও হ'ল বটে! আমি তো কল্‌কেতায় চাকরী কর্‌তে যাব—এক রকম সেইখানেই আমাকে "ভরন্তর" করে থাক্‌তেই হবে। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী আসা যে একেবারেই অসম্ভব তা আমি গোড়া থেকেই জানি। দু'মাস ছ'মাস মাকে একলা এই বাড়ীতে বাস করতেই হবে। তারপর—আমি হয়ত এসে পাঁচ সাত দিন থাক্‌ব, আবার চলে যাব। বিয়ে যদি করি, তবু একজন মায়ের কাছে থাক্‌বে অর্থাৎ মাকে আর একলা থাক্‌তে হবেনা। এ একটা আমার পক্ষে কম উপকার নয়! শুধু তাই নয়;—মা'র ক্রমে বয়স বাড়ছে—শরীর ভাংবার মতন অবস্থাও প্রায় হয়ে এসেছে! আর কিছু হোক্ আর না হোক্, তিনি তো নির্ব্বিবাদে বেটার বৌয়ের সেবাটা পাবেন!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় দশ দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে পদা দাদার দু'খানা পত্র পেয়েছি। পদা দাদা লিখেছে—"যদি মেজবাবুর কাছে চাকরী করবার মতলব থাকে—তাহ'লে যত শীগ্‌গীর পার—চলে এস!"

আমি সেই চিঠিখানা মাকে পড়ে শুনিয়ে বল্‌লুম—"চাকরী যদি করতে হয়,—তাহ'লে এখানে আর থাকা উচিত নয়। তুমি বিয়ের

সম্বন্ধ ঠিক করে আমায় পত্র দিও, আমি দশ পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে চলে আস্‌ব।"

খুব কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা আমাকে বিদায় দিলেন।

(১৪)

পাঁচটী টাকা মাইনে হ'তে সেদিন থিয়েটারের ওপর রাগ করে একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলুম,—আর এ জীবনে কখনও থিয়েটার-বাড়ী-মুখো হবোনা। কিন্তু বাড়ীতে আসবার দু' একদিন পরেই—থিয়েটারের জন্যে মন এমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো—তা আর বল্‌বার কথা নয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি—দিনের বেলাটা পল্লীগ্রামে, নিজের দেশে, নিজের বাড়ীতে—নিজেরই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে—গোলমালে একরকম মন্দ কাট্‌ছিল না; কিন্তু সন্ধ্যে হতেই প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শুধু থিয়েটারের জন্যে নয়, কল্‌কেতা সহরটা শুদ্ধুর জন্যে প্রাণ হু-হু কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি বেশ বুঝলুম—থিয়েটার তো আমার দ্বারা ত্যাগ করা হতেই পারেনা। থিয়েটারে না গেলে—আমি সত্যি সত্যিই মরে যাব।

হাওড়া ষ্টেশনে নেবেই একখানা "থার্ডো কেলাস্‌" (third class) গাড়ী ভাড়া করে একেবারে বেণেটোলায় ম্যানেজার মশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত। সঙ্গে আমার জিনিষপত্তর যা ছিল, একে একে সবগুলো নাবিয়ে, গাড়োয়ানকে আট আনা ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে—বাড়ীর উঠোনে গিয়ে "বেয়ারা" ব'লে বারকতক চীৎকার করলুম। বাড়ীতে জনপ্রাণীও ছিলনা,—কার কাছে থেকেই বা ম্যানেজার মশায়ের খবর নেওয়া যায়? বেলা তখন প্রায় দশটা। ভাবলুম—ম্যানেজার বাবু এখন তো

থিয়েটারে ; সুতরাং অনর্থক এখন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ব্বার চেষ্টা না করে, জিনিষপত্তরগুলো বরং বাড়ীর ভেতর পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাক্। জিনিষপত্তরও বড় অল্প ছিলনা। একটা সের দশেকের বড় রুই মাছ, কতকগুলো বেগুণ, দুটো লাউ, একটা কুমড়ো, কিছু ঢ্যাঁড়োস, গোটা কতক পেঁপে, এক বোঝা লাউশাক্—খানিকটা একো গুড়ের পাটালি। ইচ্ছে ছিল, এ থেকে বাবুদের বাড়ীতে কিছু নিয়ে যাব। তার পর মনে করলুম—"বাবুদের বাড়ীতে দিয়ে কি লাভ ? বড লোকের বাড়ী,—এ সব পাড়াগাঁয়ের জিনিষপত্তর কে বা দেখ্‌বে, কে বা জান্‌বে—কে বা কদর করে নেবে ! এ সব জিনিষ বড়লোকের বাড়ীর ছাগল গরুতেও গ্রাহ্য করেনা। বাবুরা কি গিন্নিঠাকরুণরা চোখে দেখা চুলোয় যাক্—কাণেও কখনো শুন্‌তে পাবেন না যে, দীনু এ সব জিনিষ এনেছে ! এ সব জিনিষপত্তর ম্যানেজার পেলে,—তাঁর যথার্থ আনন্দ হবে, তাঁর উপকারও হবে। অন্ততঃ টাকা দুই তিনের বাজারখরচ বেঁচে যাবে। তার ওপর—ম্যানেজার সেদিন নিজে মুখ ফুটে আমার কাছ থেকে এ সব জিনিষ চেয়েছিলেন। আনাজপাতি বরং রোজ বাজারে মিল্‌তে পারে, কিন্তু পুকুরের এমন টাট্‌কা মাছ,—ভোর বেলায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সদরপুকুর থেকে ধরিয়ে এনেছি,—এ জিনিষ সহরের বাবুরা বড় চট্ করে খেতে পান্ না। অন্দরে ঢোক্‌বার দরজার কাছে গিয়ে "ঝি—ঝি—বাড়ীতে কে আছে গা ? এই জিনিষগুলো নিয়ে যাও—" বলে চেঁচাতে লাগলুম।

এমন সময় একজন বেঁটে-সেঁটে গেঁটা-গোঁটা আধাবয়সী কুচ্‌কুচে কালো মাগী—দু'হাতে কাদা মাখা (বোধ হয় বাসন মাজ্‌ছিল)—বেরিয়ে এসে বাজখাঁই আওয়াজে আমাকে বলে উঠ্‌লো—"কেমন তর লোক গা তুমি ? দশবার বল্‌লুম—বাবু বাড়ী নেই" ;—

বলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু থতমত খেয়ে—একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে,—তখুনি তখুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—

"ও—আপনি ? থিয়েটার থেকে এসেছেন বুঝি ? তা একটু বসুন—বাবু বাজারে গেছেন, এলেন বলে !"

মাগীটা বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পেরেছে। পারবারই বা আশ্চর্য্য কি ? আমি তো পাঁচ ছ' মাস এ বাড়ীতে যাতায়াত করেছি ! তাই আমাকে দেখে, তার সপ্তমে চড়ানো সুরটা হঠাৎ একেবারে খাদে নাবিয়ে একটু থম্‌কে গেল।

আমি বল্‌লুম—"আচ্ছা—তা আমি একটু বস্‌ছি,—তুমি বাছা—এ সব জিনিষপত্তরগুলো বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও দিকি !" ঝি মাগী কোন কথা না বলে বাড়ীর ভেতর চলে গেল ! বোধ হয়, হাত ধুয়ে ধামা-টামা কিছু আন্‌তে—বা লোকজন কা'কেও ডাক্‌তে।

মিনিট দুইতিন পরে—বাবু স্বয়ং একহাতে একটা "আনাজ-কোনাজ" ভরা থলে, আর এক হাতে একটা মাছের পুঁটুলি নিয়ে হাজীর। আমাকে ভাল করে তেমন ঠাওরাতে না পেরে একটু যেন বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন—"কোথা থেকে আস্‌ছ" ? পরক্ষণেই একগাল হেসে বলে উঠ্‌লেন—"আরে কেও ? দীনু যে ? কি ব্যাপার তোমার ? আরে—এত জিনিষপত্তর ! এঁ্যা—করেছ কি হে ? আমি ভেবেই অস্থির—দীনুর কি হ'ল—"

ইত্যবসরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লুম—"আজ্ঞে—বিশেষ কাজে পড়ে ক'দিন দেরী হয়ে গেছে—"

ম্যানেজার মশাই আহ্লাদে তখন আটখানা ; আমার কথায় কাণ দেবারই অবসর হ'লনা। তিনি "ঝি—ঝি" বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পরেই ঝিকে সঙ্গে করে নিয়ে

এসে খুব আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত জিনিষপত্তরগুলো নিয়ে বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দিতে গেলেন।

আমি দরজায় প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবার পর—ম্যানেজার বাবু লম্বা এক কাঠের নল লাগানো গুড়গুড়ি টান্‌তে টান্‌তে বাইরে এসে আমাকে বল্‌লেন—"বিস্তর জিনিষ,—এত কেন? এত আন্‌তে গেলে কেন? ছেলেমানুষ—এতটা পথ ব'য়ে আন্‌লে! তা যাক্—ব্রাহ্মণের সেবায় লাগ্‌বে ভাল—হ্যা—হ্যা—হ্যা—" বলেই বাড়ীর অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেঁকে উঠ্‌লেন—"ওরে পুঁটী—বৈঠকখানার চাবিটা দিয়ে যা তো মা—"

আমি বল্‌লুম—"তাহ'লে আমি এখন আসি—"

ম্যানেজার বাবু শশব্যস্তে বলে উঠ্‌লেন—"আরে তাও কি হয়? বোসো,—স্নান টান্ করে—বামুনবাড়ীর পেসাদ দুটী পেতে হবে। সেকি কথা— সেকি কথা!"

আমি বললুম—"আজ্ঞে—বরাবর আপনারই তো খাচ্ছি। আজ আর নতুন কি খাব বলুন? আমার ওপোর আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। তা—আজ আর বেশী দেরী কর্ব্বনা। ইষ্টিশেন থেকে বরাবর আপনার বাড়ীতে এসেছি, এখুনি বাবুদের বাড়ীতে না গেলে— দাদা আমার বড়ই ভাবনায় পড়বেন।"

ম্যানে। "আচ্ছা—আচ্ছা—তা হ'লে আর তোমাকে মিছিমিছি দেরী করাব' না। তা হ'লে আজ থেকেই থিয়েটারে যেও—"

থিয়েটারের নাম শুনে বুকটা ধড়াস্ করে উঠ্‌ল। মনে মনে অনেক কথা জানবার ইচ্ছে থাক্‌লেও নিজে কথা তুলে থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি। ম্যানেজার মশাই যখন নিজে থেকেই কথাটা পাড়লেন তখন আমার বুকের বল বেড়ে গেল। আমি

বেশ একটু ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"আজ্ঞে—আমার চাকরী কি আছে ?"

ম্যানেজার মশাই আবার একগাল হেসে আমার পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে বল্‌তে লাগলেন—"আরে—তুমি যখন আমার নজরে পড়েছ—তখন তোমার চাকরী নেয় কে ? তুমি বড় ভাল ছোক্‌রা—তোমায় আমি বড় ভালবাসি হে—বুঝ্‌তে পারছ না ? আজ থেকে থিয়েটারে যেও,—মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর্‌তে আরম্ভ কর! অনেকদিন তো দেশে কাটিয়ে এলে,—এবার যেন আর হুট্‌ বল্‌তেই দেশে চলে যেওনা।"

আমি আর বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে ম্যানেজার মশাইকে আবার একটা পেন্নাম করে—তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মণ্ডল বাবুদের বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

(১৫)

বাবুদের বাড়ীতে এসে যখন পৌছুলুম— বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। বড়লোকের বাড়ীর বাবুদের চেয়ে চাকর, দরোয়ান, নায়েব, গোমস্তাদেরই চাল্‌ বেশী। আমাকে এতদিন পরে দেখে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করলে না,— বা ভালমন্দ কোন সংবাদ নিলেও না—দিলেও না। আমারও ব'য়ে গেছে—যেচে সেধে কা'কেও কিছু বল্‌তে। আমি হন্‌ হন্‌ করে সটান একেবারে পদা দাদার ঘরে গিয়ে হাজীর। সেখানে দু' চারজন "বস্তীর প্রজা" দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মুখে শুন্‌লুম—পদা দাদা "বাবুর দরবারে" গেছেন। ভাবে বুঝলুম— বাবুদের কেউ পদা দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন,—তিনি হাজ্‌রে দিতে গেছেন। আমার আজ আসবার কথা—পদা দাদার মনে আছে কিনা, তা ঠিক বল্‌তে পারিনা। কারণ—দিন পাঁচেক আগে একখানা

"পোষ্টো কার্ডে" (Post cardএ) লিখেছিলুম—আমি দু' একদিনের মধ্যেই ক'ল্‌কেতায় যাচ্ছি! পদা দাদার যে সুন্দর মেধা,—তা'তে কি আর বিশ্বাস হয় যে আমার লেখার সেই একটি ছত্র মনে করে রেখে তিনি আমার আগমন প্রতীক্ষা করে বসে আছেন? আমি কাপড়ের পৌটুলাটা তক্তাপোষের ওপোর ফেলে জামা আর উড়্‌নিখানি খুলে আন্‌লায় রেখে হাত পা ধুতে যাচ্ছি,— এমন সময় পদা দাদা কাণে কলম গুঁজে এক তাড়া কাগজ হাতে করে ঘরে ঢুকে আমাকে সাম্‌নে দেখেই শশব্যস্তে বলে উঠ্‌লো "এই যে—এই যে দীনে এসেছিস্? চল্—চল্—শীগ্‌গির চল্"—বলেই আমার হাত ধরে টেনে সঙ্গে করে নিয়ে চল্‌ল। আমি অবাক্ হ'য়ে তাঁর সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে জিজ্ঞাসা করলুম—"কোথায় যাব? কার কাছে?"

পদা দাদা আমাকে এক রকম হেঁচ্‌ড়াতে হেঁচ্‌ড়াতে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—"মেজবাবু—মেজবাবুর কাছে। মা দুর্গা আছেন, মা কালী আছেন,—বড় মুখরক্ষে হয়েছে—চল্—চল্—তোকে আজ তিনদিন ধরে খোঁজ কচ্ছেন—"

মেজবাবু আমার খোঁজ কচ্ছেন? কি ব্যাপার! কিছুতো বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। পদা দাদার তাড়া-হুড়োতে কোন কিছু বুঝে ওঠ্‌বার আগেই আমরা দু'ভায়ে মেজবাবুর বৈঠকখানার দরজার সাম্‌নে এসে হাজীর হলুম। মেজবাবু তখন সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে গড়গড়ার নল মুখে লাগিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ায় হেলান্ দিয়ে বসে আছেন। শুন্‌লুম—আজ শরীরটা তেমন ভাল নয় ব'লে আজ একটু সকাল সকাল (বেলা এগারটার সময়) বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসেছেন। তার ওপর, আজ একটু বিশেষ কাজও ছিল,—জমীদারী-সংক্রান্ত। সেটা নিজে না দেখ্‌লে কিছুতেই চলেনা। কাজেই—মাসে দু'চার ক্ষেপ এরই জন্যে তাঁকে

অসময়ে (অর্থাৎ বেলা একটা দেড়টার পূর্ব্বে) ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে ম্যানেজার, গোমস্তা, নায়েব, মুহুরী—এদের সবাইকে ডেকে ডুকে কাগজপত্র দেখ্তে শুনতে হয়। আমি পদা দাদার সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে তাঁর লম্বা বিছানার একধারে দাঁড়াতেই তিনি আমার দিকে রক্তবর্ণ চক্ষু দুটী দিয়ে চাইতেই আমি একটী নমস্কার ঠুকে ফেল্লুম। তিনি বল্লেন—"কে? কি তোমার?"

আমি জবাব দেবার পূর্ব্বেই পদা দাদা আমাকে একটু ঠ্যালা দিয়ে এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"এই যে মেজ হুজুর—আমার ভাই দীনুকে আপনি খুঁজ্‌ছিলেন,—আপনারি কাজে ওকে পাঠাচ্ছিলুম। সবে মাত্র এই এসে দাঁড়ালো কিনা—আমি আর জিরুতে দিইনি—"

মেজবাবু (শ্রীযুত গণেশলাল মণ্ডল মশাই) গম্ভীর হয়ে চোখ দুটী নাবিয়ে নল টান্‌তে টান্‌তে বললেন—"ও—এইমাত্র দেশ থেকে এল বুঝি?"

পদা দাদা দন্ত বিস্তার করে হেসে খুব যেন আপ্যায়িত কর্ব্বার মতলবে বল্লে—"আজ্ঞে। আপনার কাছ থেকে ছুটী নিয়ে—বখ্‌শিস্ নিয়ে—এক মাসের মাইনে আগাম নিয়ে দেশে মাকে দেখ্‌তে গেছ্‌ল—আমি চিটী লিখ্‌তেই দু' চার দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছে! জানি, আপনার কখন কি দরকার হতে পারে—"

মেজবাবু। "দেশে গিছ্‌ল তো এত তাড়াতাড়ি এল কেন?"

পদা দাদা। "আসবে না? হুজুরের চাকরী কর্‌তে কর্‌তে—মাইনে খেতে খেতে দেশে গিয়ে বসে থাক্‌বে কোন্ আক্কেলে?"

আমি পদা দাদার রকম-সকম দেখে কোনো কথাই কইতে পাচ্ছিনা! যে রকম ভাবে পদা দাদা বচনগুলি ঝাড়ছেন— তা'তে মনে হ'চ্ছে—তিনি অনর্গল নানা রকমের মিছে কথা বলে যাবেন।

মেজ বাবু নলটা ফেলে আমার দিকে আবার চেয়ে বল্‌লেন—"তা বটে, দেশে পড়ে থাক্‌লে ওর থিয়েটারে কাজ করা পোষাবে কেন ? আমার কাজে ছ' এক মাস ছুটী নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। থিয়েটারে যে প্রতি সপ্তাহে কাজ !"

পদা দাদা অম্লানবদনে বলে ফেল্‌লে—"থ্যাটার ? থ্যাটার তো হুজুর—ও অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে ! আপনার কাছে কাজে ভুক্তন হবার পরদিন থেকেই—"

মেজবাবু ভ্রূ ছুটো কুঁচ্‌কে পদা দাদার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে ? কবে ?"

মেজবাবুর এ প্রশ্নে পদা দাদার মুখ শুকিয়ে গেল ! আমি দেখ্‌লুম—দাদার সঙ্গীন অবস্থা ! অনর্গল মিছে কথা কইতে গিয়ে সত্যিই এবার প্যাঁচে পড়েছেন। আমি মেজবাবুর কথা শেষ হ'তেই বল্‌লুম—"আজ্ঞে হুজুর—আমি থিয়েটার এখনো ছাড়িনি,—তবে পদা দাদা আমাকে ছাড়্‌তে বল্‌ছেন বটে ! তা আমি—"

মেজবাবু তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসে বল্‌লেন্—"না—না—থিয়েটার ছেড়োনা ! বুঝ্‌লে পদ,—তোমার ভাইকে থিয়েটার ছাড়তে দিওনা ! ছোক্‌রা বেশ চালাক চতুর আছে,—চেহারাখানাও বেশ ভদ্রলোকের মত ! থিয়েটারে থাক্‌লে ও অনেক উন্নতি করতে পারবে !"

পদা দাদা একটু শুক্‌নো হাসি হেসে বল্‌লে—"তা থ্যাটার করবার তো ওর খুবই ইচ্ছে। তবে কিনা হুজুর—মাইনে বড় কম—"

মেজবাবু বল্‌লেন—"তা নতুন লোক,—এর মধ্যে আর কত মাইনে হবে ? পাঁচ সাত টাকা দিচ্ছে তো ?—তা হলেই হ'ল ! থিয়েটারে আর কত মাইনে দেবে ?"

পদা দাদা আর কথাটী কইতে পারছেন না; মাঝে মাঝে কেবল বল্‌ছেন—"আজ্ঞে!"

মেজবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগলেন—"হরি মুখুয্যে ছ' বছর ধরে "জুপিটার" থিয়েটারে যাচ্ছে;—কেবল পূজোর সময় ওদের ম্যানেজার পাঁচটী করে টাকা বখ্‌শিস্ দেয়! ব্যস্! এইতেই সে খুসী হয়ে কাজ কচ্ছে—"

পদা দাদা এবার একটু বিজ্ঞের মত গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"আজ্ঞে—পাঁচ সাত টাকা মাইনেতে ভদ্রলোকের সংসার কি করে চল্‌বে হুজুর?"

মেজবাবু বল্‌লেন—"পরের কথায় দরকার কি পদ? বলি, তোমার ভায়ের চল্‌বে না কেন? এখান থেকে—আমার কাছ থেকে মাসে তিরিশ টাকা পাচ্ছে,—সেই টাকা দেশে পাঠিয়ে দাও! দেশে খেতে আর ক'জন? মা আছে—স্ত্রী আছে—"

আমি মেজবাবুর কথা শুনে আহ্লাদে যেন আত্মহারা হয়ে পড়লুম! এমন মহৎ লোকের সাম্‌নে নিছক মিছে কথাটা কইতে না পেরে তখুনি বল্‌লুম—"আজ্ঞে, আমার বিয়ে হয়নি হুজুর! মাসে কুড়ি তিরিশ টাকায় আমার সংসার খুব সচ্ছলভাবেই চল্‌বে—"

মেজবাবু খুসী হয়ে বল্‌লেন—"বেশ, তা'হলে আর তোমার ভাবনা কি? এখানে দু'বেলা খেতে পাচ্ছ,—বখ্‌শিস-টক্‌শিস্—পার্ব্বণী-টার্ব্বনি মাঝে মাঝে যা পাবে—তার সঙ্গে থিয়েটারের টাকা মিশিয়ে কাপড়, জামা, জুতো, আরও অন্য অন্য হাতখরচ চল্‌বে না? আর পূজোর সময় তো কাপড়চোপড়ও এখানে সরকারী থেকে তোমাদের বন্দোবস্ত আছেই—"

আমি আনন্দে (যাকে বলে) দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে মেজ-বাবুকে খুব ঘাড় হেঁট করে আবার একটা নমস্কার করে ফেল্‌লুম।

আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে বল্‌লুম—"আপনি রাজরাজেশ্বর! সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ! আপনার মত দয়ার শরীর আমি কোথাও কারও দেখিনি!"

পদা দাদা কিন্তু তেমন খুসী হতে পাল্লেনা! কেন পাল্লেনা, তার কারণ আমি যে একটু একটু বুঝতে না পাচ্ছি,—তাও নয়! তবু মুখে কিছু তাকে না বলে মেজবাবুকে হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"আজ্ঞে হুজুর—আমাকে কি কাজে পাঠাবেন আজ্ঞা ক'চ্ছিলেন—"

মেজবাবু বল্‌লেন—"নাঃ—থাক্—তুমি দেশ থেকে এইমাত্র এসেছ, যাও—স্নান টান করে খাওয়া দাওয়া করগে! একবার মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটে রমানাথের ষ্টল্ (Stall) থেকে ফুলগুলো আনাবার দরকার আছে বটে,—তা থাক্—দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিও পদ!"

আমি পদা দাদার কথা কইবার আগেই বল্‌লুম—"আজ্ঞে, আমিই যাব হুজুর! আমাকে চিঠি লিখে দিন!"

পদা দাদা বল্‌লে—"অর্ডার কাগজ (order) সই করা আমার কাছেই আছে,—বেলা তিনটের পর খেয়ে দেয়ে যাস্ এখন!"

মেজবাবু বল্‌লেন—"তাহ'লে ওকে যাবার আসবার টেরামের (Tram) ভাড়াটা দিয়ে দিও পদ;—শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আস্‌তে হবে! আমি সকাল সকাল বেরুবো! আর ওরও থিয়েটারে যেতে হবে তো?"

পদা দাদা "যে আজ্ঞে" বলে সেই আগেকার মত আমার হাত ধরে টেনে আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—একটা কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে "বুঝ্‌লি দীমু,—গুরু ব'লে তোর পদা দাদাকে মানিস্! কি রকম পট্টিসট্টি মেরে তোর দু'কূল বজায় কর্‌লুম?"

আমি হেসে বল্‌লুম—"তা আর বল্‌তে? তুমি না হ'লে এতটা বুদ্ধি খাটায় কে?"

যত মিথ্যে কথাই কন্—আর আহাম্মকের মত নিজেকে অনর্থক যত

বড়ই ঠাওরান্,—যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমি কিন্তু আমার সমস্ত সুখের মূল জেনেছিলুম—ঐ পদা দাদা। পদা দাদা না থাক্‌লে—প্রথমতঃ, আমার এ সহরে এসে বাস করাই দায় হ'ত। তারপর,—থিয়েটারে যে চাক্‌রী জোগাড় কর্ত্তে পেরেছি—তারও মূলে ঐ পদা দাদা। আর মেজ-বাবুর কাছে—বিনা খাটুনিতে এই যে এত বড় লাভের চাকরী,—এতো পদা দাদা ভিন্ন কিছুতেই জোগাড় হ'তনা। পদা দাদার গুণের ভাগটাই বেশী; দোষের মধ্যে—একটু বেশী রকম মিছে কথা কয়, আর নিজেকে বড্‌ড বুদ্ধিমান—চালাক চতুর মনে করে! আমি বেশ বুঝেছিলুম, পদা দাদাকে রীতিমত খোসামোদ করে খুসী রাখ্‌তে পাল্লে আমি সকল দিকেই সুবিধে কর্‌তে পারব! পদা দাদা পয়সাকড়ির যেমন "ভাগ" চায়,—ঐ সঙ্গে খোসামোদটুকু ষোলো আনাই আশা করে। আমিও তার কাছে থেকে—ক্রমে ক্রমে তার ধাতটী বেশ ভাল রকম বুঝে নিয়েছিলুম। সেই জন্যেই যখন তখন বলতুম—"দাদা! নেহাৎ বরাতের দোষ তোমার; তা নইলে,—যে রকম বিদ্যেবুদ্ধি তোমার,—তুমি তো একাই একটা জমিদারী চালাতে পার! তোমার একটু পায়ের ধুলো পেলে আমি বর্ত্তে যাই!"

ঘরে এসে এ কথা সে কথার পর আমি চুপি চুপি পদা দাদাকে বল্‌লুম—"কি বল দাদা? থ্যাটারে আর যাবনা? তুমি যখন বারণ করেছ,—তখন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও আমি তার কথা শুন্‌ব না! বল্লেনই বা মেজবাবু! তিনি কি আমার কাছে —তোমার চেয়েও বড়?"

পদা দাদা এদিক ওদিক চেয়ে আমাকে একটু তিরস্কার করে বল্‌লে—"দূর গাধা কোথাকার! এ তো বেশ ভালই হ'ল! বাবুর বাড়ীর চাক্‌রীও বজায় থাকবে,—তোর থ্যাটার করার সখও মিট্‌বে! এ তো বেশ ভাল কথা!"

আমি দাদার আজ্ঞা শিরোধার্য্য দেখাবার জন্যে একবার তার ইঁদুর-জালী-ভরা পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলুম। দাদা আমার দাড়ী ধরে "চুক্" করে একটী চুমো খেলেন!

(১৬)

থিয়েটারে মজা অনেক। বাইরে থেকে দেখ্‌লে সে সব কিছুই বুঝতে পারা যায়না। বাইরের লোকেরা—যারা কখনো থিয়েটারে ষ্টেজের ভেতর যেতে পায়না, কিম্বা থিয়েটারের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই,—তারা ধারণাই করতে পারেনা,—সে সব কি মজা! আমি "নতুন নতুন" গিয়ে প্রথমটা কিছুই ঠাওর কর্‌তে পারিনি; কিন্তু যতই দিন যেতে লাগ্‌লো,—যতই আমি পুরোণো হ'তে লাগ্‌লুম,—ততই নানা রকমের মজাদার ব্যাপার আমার চোখে পড়্‌তে লাগ্‌লো। পুরুষদের সাজবার ঘর একদিকে, মেয়েদের সাজবার ঘর আর এক দিকে। মোটা-মুটী থিয়েটারের কড়া আইন হ'চ্ছে,—মেয়েপুরুষ আলাদা আলাদা থাক্‌বে। থিয়েটার চাকরীর জ্যায়গা;—যে যার আপন আপন কাজ করবে,—কাজ শেষ হ'লে যে যার নিজের নিজের ঘরে চলে যাবে। কারও সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক ষ্টেজের ভেতর থাক্‌বে না। ষ্টেজে বেরিয়ে মেয়েপুরুষ কাজের জন্য যত টুকু দরকার, ঠিক তত টুকু মেলামেশা কর্‌তে পারবে। বড় জোর—অভিনয়সম্বন্ধে দুটো চারটে কথা সিনের পাশে (অভিনয়রাত্রে) কইতে পারে; অন্যদিন (রিহার্স্যালের সময়) সকলের সাম্‌নে থিয়েটারসংক্রান্ত কথা কইলে কেউ কোন রকম আপত্তি করবে না,—বা তা'তে বাধা দেবেনা। এ সমস্ত হ'ল "থিয়েটারি-আইন,"—সকলকারই আইন মেনে চলা উচিত। কিন্তু সব সময় "আইন" মেনে কি কেউ চল্‌তে পারে?

ম্যানেজার মশাই যতক্ষণ ষ্টেজের ভেতর থাকেন, ততক্ষণ (ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব) সকলে "আইন কানুন" মেনে চলে। কিন্তু তিনি তো সব দিন বা সকল সময় ষ্টেজের ভেতর এসে বসেন না। রিহার্স্যালের সময় প্রায় উপস্থিত থাকেন বটে, কিন্তু অভিনয়রাত্রে খুব কমই ভেতরে আসেন। এক আধবার এসে চাদ্দিকে ঘুরে ফিরে—কে কি কচ্ছে দেখে—কার কি বলবার আছে শুনে, আবার তখুনি বাইরে গিয়ে বসেন। মোট কথা,—বিশেষ কোন রকম দরকার না পড়লে,—কিম্বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কারও কোন অসুখ-বিসুখ না হ'লে, অথবা, কোন রকম হাঙ্গাম হুজ্জোৎ না বাধ্‌লে "পেলের" (playর) রাত্রে ম্যানেজার মশাই সহজে ষ্টেজের ভেতর এসে বসেন না। সে সময় ষ্টেজের মধ্যে "বড় কর্ত্তা" হ'চ্ছেন "যোগীবাবু", "ছোট কর্ত্তা" হ'চ্ছেন "নীরোদ" বাবু,—আর মোড়ল দুটী হচ্ছে "কেষ্টা" বাবু আর "সিধে" বাবু।

আমি এখন আর "এপেংঠিস্" (apprentice) নই। দস্তুরমত মাইনে পাই। "সিধে" বাবু আমার ওপরে (সে রকম সাহস করে বুক ফুলিয়ে) আর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে পারেনা। কারণ, আমি আর এপেংঠিস্ নই। কিন্তু মাইনে পেলে কি হবে? আমাকে কেউ কোন "পার্ট" (part) সাজ্‌তে দেয়না—বা শেখায় না। আমি "যে কাটা-সৈন্য, সেই কাটা-সৈন্যই" আছি।

পুরুষেরা বড় কেউ আমার সঙ্গে মেশেনা, কথাবার্ত্তা কয়না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার ওপর যেন অধিকাংশ লোকেরই বিদ্বেষ ভাব। অথচ—আমি কারও কোনও রকম অনিষ্ট করিনি। নীরোদ বাবু তো আমার মুখদর্শন করেন না। উপরন্তু সবাইকে বলেছেন,—"ও শালা খবরদার যেন আমার ঘরের ত্রি-সীমানায় না আসে!"

তথাস্তু! আমিও হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

পুরুষেরা কেউ আমার সঙ্গে কথা না ক'ন্—সমস্ত অভিনেত্রীদের কিন্তু আমার ওপর খুব দয়া। সকলেই আমাকে আদর যত্ন স্নেহ করে; বেশ মিলে মিশে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়। বড় দরের "একৃতেড়েস্" (actress) "গিরিবালা" থেকে আরম্ভ ক'রে—বার' তের' বছরের ছোট মেয়েটী পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে খুব সুনয়নে দেখে। এমন কি —নীরোদ বাবুর সেই "শরৎ বিবি",—যেচে সেধে আমার সঙ্গে কত কথা কয়, আমার দুঃখে কত দুঃখ প্রকাশ করে। আমার দেশের কথা, ঘরের কথা ইত্যাদি কত রকমের কথা যে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তা আর কি বল্‌ব? অবশ্য,—এ ভাবটা তার দেখতে পাই,—যখন নীরোদ বাবু ষ্টেজে না থাকেন। নীরোদ বাবু থাক্‌লে সে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় কয়না। উপরন্তু বেশ যেন একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করে। নীরোদ বাবু তাঁর "শরৎ বিবিকে" হটাৎ আমার সঙ্গে কথা কইতে দেখ্‌লে—মনে মনে যে খুবই রাগ করেন—তা তাঁর মুখ দেখ্‌লে আমি বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারি।

পূর্ব্বেই বলেছি,—থিয়েটার বেশ একটী মজার জায়গা। এ যেন একটা আলাদা পৃথিবী, এখানকার লোকজনও সব ভিন্ন রকমের সৃষ্টি। আইন কানুন এখানে সবই আছে,—অথচ কিছুই নেই। নেশা করে ষ্টেজে ঢোকা নিষেধ,—অথচ শতকরা পঁচানব্বুই জন মেয়েপুরুষ (ছোট ছোট মেয়েরা বাদে) নেশা করে। মদ তো পুরুষদের ভিতর (এক ম্যানেজার মশাই ছাড়া) কে যে খায়না, তা তো বল্‌তে পারি না। অভিনয়রাত্রে সকলেই (ছোঁড়া, বুড়ো সবাই) "শিশি" ভর্ত্তি করে মদ নিয়ে এসে নিজের নিজের সাজবার জায়গায় কিম্বা কোনও একটা গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখেন। আর মধ্যে মধ্যে এক ঢোক্ করে পান করেন। বড় "একটর" (actor)

বাবুরা—প্রকাশ্য ভাবেই খান। ছোট ছোট "একটর্" (actor) যাঁরা, —তাঁরাই কেবল লুকিয়ে চুরিয়ে আড়ালে আব্ডালে খেয়ে বেড়ান। কিন্তু খাবার সময় লুকিয়ে খেলে কি হবে ? ওর গন্ধ তো লুকোবার যো নেই! যারা মদ খায়না, তারা—"ষ্টেজের" পেছন দিকে আঁস্তাকুড়ের মতন একটা জ্যায়গা পড়ে আছে,—সেইখানে বসে হরদম্ গাঁজা খায়। মেয়েদের প্রায় সকলেরই ঐ ভাব। তবে "গিরিবালা" "শরৎ বিবি" প্রভৃতি দু'চারটী বড় অভিনেত্রী এ রকম প্রকাশ্য ভাবে বেহায়ার মতন কোন রকম নেশা-ভাং করেন না দেখ্তে পাই। বাবুদের বাড়ীতে অভিনয়রাত্রে সেই যে "যুগলময়ী" নামে একজন অভিনেত্রীর কথা বলেছিলুম, তিনি তো সাক্ষাৎ "নেশার রাজা"—থুড়ী—"নেশার রাণী!" অনবরত তিনি খেলো হুঁকো নিয়ে ষ্টেজের একধারে বসে তামাক টানছেন্ই ; "মদ" "গাঁজা" তাঁর কাছে কিছুই বাদ যায়না। তিনি পুরুষদের সঙ্গে "উপুড়" হয়ে বসে গাঁজায় এমন জোর দম লাগান্—বাপ্ রে বাপ্,—তাই দেখে আমারই মাথাশুদ্ধু যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরে যায়। মেয়েদের সাজবার ঘরে একটী কালো বোতোলে তাঁর মদ্য থাকে ; তিনি আপন ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তাই থেকে একটু একটু সেবন করেন। যদি ভুলেও তা'তে কেউ হাত দেয়, কিম্বা সে বোতোল একটু ঠাঁই-নাড়া হয়,—তা হ'লে মেয়েদের সাজঘরে তখুনি একটা প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়! "মেধো" বেশকার (dresser) গালাগালি খেয়ে মারা যাবার জোগাড় হয়! ছোটবড় মেয়েরা সে গালাগাল থেকে কেউ-ই নিস্তার পায়না। এমন কদর্য্য গালাগাল—আমি তো জীবনে কখনো শুনিনি। তার সঙ্গে কোঁদল ক'রে, কথা-কাটাকাটি ক'রে "পার" পেয়ে যায়, এমন মেয়ে-পুরুষ আমি তো কখনো দেখিনি। সেই যুগলময়ী ঠাকরুণ যখন একবার রাগের চোটে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন এক ম্যানেজার মশাই

ছাড়া, তাঁর সাম্‌নে দাঁড়ায় কে ? এই জন্যে থিয়েটারে তাঁর ডাকনাম হচ্ছে—"জাঁদরেল্ যুগ্‌লী !"

থিয়েটারে তাঁর এতটা দব্‌দবার কারণ—যুগলময়ী একজন বড় দরের অভিনেত্রী এবং বিখ্যাত গায়িকা ! সুতরাং, যে গরু দুধ দেয় তার চাট্ সইতে হবে বৈকি ! বিশেষতঃ থিয়েটারজগতে !

বিভীষণা যুগলময়ীকে থিয়েটারশুদ্ধ সকলেই যখন ভয় করে,—তখন আমি যে তাকে সাক্ষাৎ যমের মতন দেখি, এ কথা বলাই বাহুল্য। যতটা সম্ভব, আমি তার কাছে থেকে তফাতে থাকি। "অ্যাক্‌টো" (act) ভাল কল্লে কি হয়,—গান চমৎকার গাইলে কি হয়,— চেহারাটা যেন সাক্ষাৎ "হিড়িম্বে ঠাক্‌রুণ।" এই এতখানি মহিষাসুরের মতন গতর,—বাপ্‌—যেন মৈনাক পাহাড় ! মুখের "হাঁ" যেন "বৌ বাজার" টু "শ্যামবাজার" টেরামারের (Tramএর) বড় রাস্তা ! শরীরটাও যেমন লম্বা,—তেম্‌নি চওড়া। রংটা মেটে মেটে, খুব কালোও নয়, খুব ফরসাও নয়। চোখ দুটা বড় বড়—তার ওপোর আবার গোল ! সদাই রাঙ্গা হয়ে আছে,—বোধ হয় অতিরিক্ত নেশা করার দরুণ। বেশ আঁটসাঁট গড়ন,—একটু মর্দ্দানা ভাব। সেজেগুজে যখন বেরোয় তখন "জাঁদ্‌রেল্ যুগ্‌লী"কে মন্দ দেখ্‌তে হয় না,—বরং বেশ ভালই দেখায়,—অবশ্য দূর থেকে।

থিয়েটারের ষ্টেজ বড় জবর জ্যায়গা ! যাদের সাম্‌নে দেখ্‌লে অতি বিশ্রী মনে হয়,—তারাই রং মেখে ষ্টেজে যখন সেজে বেরোয় তখন সত্যি মনে হয় যেন সাক্ষাৎ অপ্সরা। আমি নিজেই চোখের সাম্‌নে স্বরূপ মূর্ত্তি দেখে যে সব মেয়েদের মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করি,—বাইরে থেকে তাদেরই "সাজা" মূর্ত্তি দেখে সময় সময় মোহিত হয়ে যাই ! বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের চেহারা দেখে—তাদের অভিনয়, হাব-ভাব,—নাচ-গান

দেখেশুনে মনটার ভেতর কি যে হয় তা ঠিক প্রকাশ করে বল্‌তে পারি না। সে অবস্থায় একবারও মনে হয়না—এরা সেই কুৎসিৎ, কদাকার ভুঁদি, খেঁদি, বিনি, মেনি। মনে হয়,—এরা যেন কোন্ একটা গন্ধর্ব্ব-রাজ্য থেকে জ্যান্ত বিদ্যেধরীর দঙ্গল নেবে এসেছে। এদের সঙ্গে আলাপ কল্লেই—ঘনিষ্ঠতা কল্লেই যেন আমার জীবন সার্থক হবে!

পূর্ব্বেই বলেছি, সকল মেয়েরা আমাকে একটু আদর-যত্ন করে। করবে না-ই বা কেন? আমি অতি নিরীহ ভালমানুষ হ'য়ে থিয়েটারে কাজকর্ম্ম করি,—সকলকার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি,—খুব নরম ভাবে কথাবার্ত্তা কই। যে আমাকে যখন যে কাজ করতে বলে,—সাধ্যমত আমি সকলকার সেই কাজ ক'রে দিই। কারও সঙ্গে এক দিনের তরে ঝগড়া-বিবাদ করিনা; কা'কেও একটা উঁচু কথা কখনো ভুলেও বলিনা; তবে সকলে আমাকে সু-চক্ষে না দেখবে কেন? বদমায়েস্ ছোক্‌রা ঐ "সাতকড়ি" এপেংঠিস্ (apprentice) বেটা! সে একদিন আমাকে বল্লে কি জানেন?—"দীনে! ভাগ্যিস্ তুই ফরসা রংটা পেয়েছিস্—আর বয়েসটা তোর কাঁচা,—তাই বাবা—এ যাত্রা ত'রে গেলি! সব ছুঁড়িগুলোর তোর ওপোর টাঁক্!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"টাঁক্ কি হে?"

সাতকড়ি। "আরে দূর ন্যাকা! তোর ফুট্‌ফুটে চেহারা দেখে সব ছুঁড়ীরা তোর ওপোর "পড়্‌তা" হয়েছে। তোর বরাৎ ভাল।"

আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। "পড়্‌তা" কি রে বাবা? আমি কোন কথা না ব'লে সাতকড়ির মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

সাতকড়ি আমাকে ঈষৎ একটু ধাক্কা মেরে বল্লে—"বুঝতে পারলিনি দীনে,—এ থিয়েটারের ছুঁড়ীবুড়ী সব বেটী তোর পীরিতে পড়েছে!"

আমি আরও যেন "আশ্চর্য্য" হ'য়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিসে পড়েছে ?"

আমাকে "ন্যাকা-চৈতন" ব'লে একটু বেশী রকমের ধাক্কা মেরে সাতকড়ি পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে বল্‌লে—

"ন্যালাখ্যাপা উল্‌টো কাছা,
তার কাছে যেওনা বাছা !"

আমি তার কথাবার্ত্তা কিছু বুঝতে না পেরে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে তার হাতে ধরে বল্‌লুম—"সাতু,—ভাই ! রাগ কোরোনা,—আমি নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে ছেলে। তোমাদের সহুরে উল্‌টো পাল্‌টা কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তুমি কি ব'ল্‌ছ—আমাকে ভাল ক'রে একটু বুঝিয়ে বল। আমি তা হ'লে সাবধান হ'য়ে যাই,—কেউ যেন আমার কিছুতে এসে না পড়ে।"

আমার কথা শুনে—আমার কাকুতি মিনতি দেখে সাতকড়ি খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে কি ভাব্‌লে। তারপর একটু যেন গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—"নাঃ—যা ভেবেছিলুম তা নয়। সত্যিই তুই ভালমানুষ—গোবেচারী। পীরিতের "তাক্‌তুকের" কিছু জানিস্ নি। যাই হোক্—একটু সাবধানে থাকিস্ ভাই। দেখিস্ যেন কোন বেটীর খপ্পরে পড়ে গোল্লায় যাস্‌নি। বেটীরা কিন্তু ছিনে জোঁক। সহজে যে তোকে ছাড়ান্ দেবে—এমন তো বিশ্বাস হয় না।"

এই সব আগ্‌ড়োম-বাগ্‌ড়োম কত কি ব'লে সাতকড়ি আমার কাছ থেকে চলে গেল। আমার মনে হ'ল—"ছোঁড়াটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে—তাই 'বিভ্‌ভুল' বক্‌ছে।"

একটা শনিবারে (অভিনয়রাত্রে) আমি মহা বিভ্রাটে পড়েছিলুম। রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। আমার সেদিন

"পেলেতে" (playতে) কোন "পাট্" ছিল না। আমি আর এখন আগেকার মত (পাট্ থাকুক আর নাই থাকুক) সমস্ত রাত্তির কাটা-সৈন্যের পোষাক প'রে ষ্টেজের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকিনা। যে দৃশ্যে দরকার হয়, ঠিক তার দশ পনেরো মিনিট আগে পোষাক পরি, সেজে বেরোই,—কাজ শেষ হ'লে তখুনি পোষাক খুলে ফেলে ষ্টেজের ভেতরেই ঘুরতে থাকি। সেদিনও সেই রকম—কাজকর্ম্ম কিছু নেই ব'লে এধার ওধার (ষ্টেজের মধ্যেই) ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি—এমন সময় ষ্টেজ থেকে একটা দৃশ্যের অভিনয় শেষ করে যুগলময়ী ভেতরে ঢুকে একেবারে আমারই সাম্‌নে উপস্থিত। তাকে সাম্‌নে দেখেই ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ উড়ে যাবার উপক্রম; কিন্তু তখুনি আমার সে ভাবটা দূর হয়ে গেল,—কারণ, তখন "জাঁদ্‌রেল যুগ্‌লীর" সে রকম উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি নয়। আমাকে সাম্‌নে দেখেই যেন মহাব্যস্ত হ'য়ে আমার পিরাণের সাম্‌নের দিকটা বাঁ হাতের মুঠোয় ধরে আমাকে একরকম টেনে নিয়ে যেতে যেতেই বল্‌তে লাগলো—"আঃ—বাঁচলুম ভাই, তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজ্‌ছিলুম—"

আমায় খুঁজ্‌ছিল—"জাদ্‌রেল যুগ্‌লী"? কি সর্ব্বনাশ! তবু আমি বেশ সরল ভাবে—(অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে যে ভয়ের ভাবটা জেগে উঠেছিল,—সেটাকে চেপে) জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি আমাকে খুঁজ্‌ছিলেন? আমি তো—আমি তো এইখানেই অনেকক্ষণ থেকে রয়েছি—"

যুগলময়ী খুব স্নেহমাখা সুরে—খুব নরম কথায় বল্‌লে—"তা জানি! তুমি এখানকার বদ্‌মায়েস ছোঁড়া শালাদের মতন নও। চমৎকার ছোক্‌রা তুমি! তা আমি জানি! আমার সব দিকে নজর থাকে—বুঝ্‌লে ভাই—আমি সব দেখি—কে কোথায়—হুঁঃ"

আমি বুঝলুম—যুগলময়ী মাতাল না হোক্, পেটে তার দু'পাঁচ ঢোক্ মদ্য ঢুকেছে ;—মুখে বেশ গন্ধ ভর্ ভর্ ক'চ্ছে। মদের ঝোঁকে অনর্গল বক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—থামানো দায় হবে। তাই তাড়াতাড়ি তার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লুম—"আমার কি করতে হবে বলুন। এখুনি তো আপনাকে 'পেলে' করতে ষ্টেজে বেরুতে হবে—"

যুগলময়ী আকর্ণবিস্তৃত মুখের হাঁ-টা আরও একটু বিস্তার ক'রে বল্‌লে—"হ্যাঁ— হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস্ ভাই—এর পরের সিনে (sceneএ) দু'খানা গান গাইলেই আজকের মতন নিশ্চিন্তি। তা—ভাই,—আমার একটা উপকার কর্। বাইরে গিয়ে ম্যানেজার মশায়ের কাছ থেকে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা নিয়ে থিয়েটারের পাশে "গোষ্ঠ পরোটাওলার" দোকান থেকে চারটে হাঁসের ডিম ভাজা, দু'খানা পরোটা, এক পয়সার প্যাঁজকলি ভাজা, এক ভাঁড় মাংস এনে দে দিকি ভাই!—আজ এ বেলা রান্না-বান্নার কিছু জোগাড় নেই। বাড়ীউলির বাড়ীতে তার এক বোন্‌পোর ওলাউঠো হয়েছে,—সে শালা বোধ হয় এতক্ষণে পটোল তুলেছে। কাজেই আজ আর রান্নাবান্না কিছুই হবেনা।"

যুগলময়ীর কথা শেষ হবা'মাত্রই আমি ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে একেবারে ম্যানেজার মশায়ের খোঁজ করতে লেগে গেলুম। শুন্‌লুম—প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে তিনি বাড়ী চলে গেছেন। আমি যদিও জানতুম, ম্যানেজার মশাই তত রাত্রি পর্য্যন্ত থিয়েটারে থাকেন না, তবু একবার ভাল করে চাদ্দিকে খোঁজ করে নিলুম। যা-ই হোক্—আমার কাছে গণ্ডা বারো পয়সা ছিল,—আমি তাই সম্বল করে "গোষ্ঠ পরোটাওলার" দোকান থেকে যুগলময়ীর "ফর্‌মাসী" জিনিষগুলো কিনে ফেল্‌লুম। তারপর, সে সবগুলো ভাল একটা ঠোঙ্গায় করে গুছিয়ে নিয়ে যুগলময়ীর

কাছে চল্লুম। যুগলময়ী তখন ষ্টেজে "অ্যাক্‌টো" (act) ক'চ্ছে। আমি সেই খাবারগুলো দু'হাতে করে নিয়ে উইংসের (wings) এক পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। যুগলময়ীর "পার্ট" (part) শেষ হ'তে প্রায় আধ ঘণ্টার ওপোর সময় লাগ্‌লো। ষ্টেজ থেকে "প্রস্থান" করে ভেতরে ঠিক আমার সাম্‌নে তিনি হাজীর হলেন। আমার হাতে খাবার দেখে "জাঁদ্‌রেল যুগ্‌লী" একেবারে বত্রিশ পাটী দাঁত বের করে আমাকে বল্‌লে—"আঃ—বাঁচালি ভাই! ক্ষিদেতে আমার নাড়ী চুঁই-চুঁই কচ্ছে। একটু দাঁড়া, আমি পোষাক ছেড়ে আসি"—ব'লেই সে আমাকে মেয়েদের সাজঘরের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে ভেতরে পোষাক খুল্‌তে চ'লে গেল। আমি কাঠের পুতুলের মত খাবার হাতে করে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কর্ম্মভোগ আর কি! প্রায় তিন কোয়ার্টার হ'য়ে গেল, মাগীর আর বেরুবার নাম নেই। একবার মনে করলুম, কারুর হাত দিয়ে খাবারের ঠোঙ্গাটা যুগলময়ীর কাছে পাঠিয়ে দিই। আবার সাত পাঁচ ভেবে—সেটা করলুম না। কা'কেও দিয়ে ডাকাব মনে ক'চ্ছি, এমন সময় দেখি, যুগলময়ী স্বরূপ মূর্ত্তি ধরে—(অর্থাৎ থিয়েটারের পোষাক ছেড়ে) সাজঘর থেকে বাইরে বেরুলো। আমি তাড়াতাড়ী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই —মাগী থপ্ করে আমার ডান হাতটা ধরে বল্‌লে "মাইরি ভাই—তোর বড় কষ্ট হয়েছে,—নাঃ?"

কথাগুলো এবার জড়ানো,—শরীরও বেশ বে-এক্তার হয়েছে। বুঝ্‌লুম, শ্রীমতী যুগলময়ী অভিনয়কার্য্য শেষ করে "পানকার্য্য" কচ্ছিলেন! এবার একেবারে যাকে বলে—পুরোদস্তর মাতাল। আমি বল্‌লুম—"আপনার খাবারটা নিন্—আমার কাজ আছে—যাই।"

যুগলময়ী খুব টেনে টেনে বল্‌তে লাগলো—"কোথা যাবি ভাই—

আমাকে ছেড়ে ? চল্ আমার বাড়ী—মাইরি—তুই বড় ভাল ছোক্‌রা —মাইরি—"

আমি বল্‌লুম—"আপনার বাড়ী ? আমি সেখানে গিয়ে কি ক'র্‌ব ? আমার যে থিয়েটারে ঢের কাজ বাকী রয়েছে ! এই নিন্ আপনার খাবার"—বলেই তাড়াতাড়ী তার হাতে খাবারের ঠোঙ্গাটা দিয়ে আমি সেখান থেকে সরে পড়বার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলুম।

মাগী খাবারের ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়ে—পাশে একটা কাঠের সিন্দুক ছিল, তার ওপোর রেখে,—ওপোরে ঢাকা দেওয়া শালপাতাখানা তুলে খাবারগুলো দেখে ভারী খুসী হয়ে আমাকে বল্‌লে—"চমৎকার খাবার এনেছিস্। ফাষ্টো কেলাস্ (first class) ! তুই না হ'লে আমার কোন কাজই হয় না।—তোকে একটা—" ব'লেই দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে আমার দুই গালে দুই চুমো !

"ধ্যেৎ" বলে মাগীকে ঈষৎ একটা ধাক্কা দিয়ে আমি ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলুম।

(১৭)

ঘেন্নায় আর বাঁচিনা ! একটা বেশ্যা মাগী,—তায় আবার মাতাল, ফস্ করে আমাকে ধরে আমার গালে চুমো খেলে ? উঃ—কি দুর্গন্ধ তার মুখে ! শুধু তাই নয়,—মাগীর ভয়ঙ্কর নেশা হয়েছিল, নিজের শরীরের ওপর তার কোন এক্তারই ছিল না ! চুমো খেয়ে আমার দুই গাল একেবারে থুতুতে ভরিয়ে দিলে। একে মদের দুর্গন্ধ—তায় "বেশ্যে মাগীর মুখের থুতু—" ওয়াক্—বমি করে আমি অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত তুলে ফেললুম ! তারপর ক্রমাগত মুখে সাবান ঘ'ষে গালের সেই দুটো জ্যায়গা বেশ করে পরিষ্কার করতে লাগ্‌লুম। বাজারে

বেশ্যা,—শুনেছি তাদের দেহটা বিষে ভরা! ছ্যা—ছ্যা—মাগী কি করলে বল দিকি? এত লোক থাক্‌তে,—ভালমানুষ আমি,—আমারই গালে চুমো? ভগবান জানেন,—মুখে আমার ছুলি হবে,—কি দাদ হবে,—কি কুষ্ঠব্যাধি হবে!

যুগ্‌লী মাগী তার ওপোর এমন নির্লজ্জ—বেহায়া যে, এই অন্যায় কার্য্যটা ষ্টেজের ওপোর একগাদা লোকের সাম্‌নে করে ফেল্‌তে একটু দ্বিধাবোধ করেনি! পরদিন থিয়েটারে সকলে আমাকেই ঠাট্টা কর্‌তে লাগলো! যার যা' মনে এলো,—সেই তাই বল্‌তে আরম্ভ করলে। সকলের মুখে নানারকম কথাবার্ত্তা—মন্তব্যপ্রকাশ শুনে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা যেতে লাগলো! সেই সাতকড়ি আমাকে রিহার্স্যালের পর রাস্তায় ধরে বল্‌লে—"কেমন দীনে? তোকে বলেছিলুম না—এখানকার ছুঁড়ীবুড়ী সবাই তোর পীরিতে পড়েছে,—তোর ওপোর পড়্‌তা সবাই!"

আমি বল্‌লুম—"মাপ কর ভাই—এতক্ষণে তোমার কথার ভাব আমি বুঝতে পারলুম! 'পড়্‌তা'—'পীরিতে পড়া' মানে, সকলকার সাম্‌নে গলা ধরে দু' গালে চুমো খাওয়া!"

সাতকড়ি। "শুধু কি চুমো খেয়ে তোকে ছেড়ে দেবে পাগল? তোকে আস্ত গিলে খাবে—তা তুই বুঝতে পাচ্ছিস্ না? উঃ—ঐ বেটী যুগ্‌লী,—ওর নাম কি জানিস? ওর ডাকনাম—ছেলেধরা!"

আমি ভয়ে একবারে সিঁটকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"ছেলেধরা? কি সর্ব্বনাশ! ছেলে ধরে খায় নাকি?"

সাতকড়ি। "একেবারে জ্যান্ত গিলে খায়! তুই খুব সাবধান দীনে! আর শুধু ওরই বা দোষ দিই কেন?—এখানে ওর মতন অনেকগুলি মেয়েমানুষ আছে! সবারই তোর ওপোর টাঁক!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"আচ্ছা ভাই—তোমাদেরও তো অল্প বয়েস্,—তোমরা (এই ধর—তুমি, বিধু, মানকে, সুরো) সকলেই তো ছেলেছোক্‌রা, কেউ তো আর ষাট বছরের বুড়োহাব্‌ড়া নও ; তোমাদের ওপোর তো কেউ অত্যাচার করেনা—"

সাতকড়ি। "করেনা ? ঐ যুগ্‌লী বেটী কি আমাদের কা'কেও জ্বালাতন কর্‌তে বাকী রেখেছে !"

সাতকড়ির কথা শুনে প্রাণে অনেকটা আশাভরসা হ'ল ! মাগী তা হ'লে একা আমারই গালে চুমো খায়নি ! যাক্—আর তা হ'লে ভয় করবার বিশেষ কোন কারণ নেই। ও বেটীর স্বভাবই হ'ল ঐ রকম ! বেটীর কাছে না গেলেই হবে। কি জানি বাবা,—চুমো না খেয়ে বেটী যদি মদের খেয়ালে ঘ্যাঁক্ করে একদিন কাম্‌ড়েই দেয়,—তখন করছি কি ?

বলেছি তো—থিয়েটারে ষ্টেজের ভেতরটায় রগড় হয় খুব ! সকলেই একটা মজা নিয়ে আছে। ষ্টেজে "পেলে" (play) হচ্ছে—আর উইংসের ধারে, সিনের পাশে কত আমোদ, কত ফূর্ত্তি,—কত রং—কত ঢং—কত যে কি হ'চ্ছে তা আর কত বল্‌ব ? সকল মেয়েদের সঙ্গে—সকল পুরুষদের তেমন ভাবসাব নেই ! প্রত্যেক মেয়ের এক একটী মনের মত—ভাব করবার—হেসে কথাবার্ত্তা কইবার, ফাইফরমাজ খাটবার পুরুষ (Actor) আছে। পুরুষদেরও ঐ রকম প্রত্যেকেরই আদরযত্ন করবার—প্রাণ খুলে নিরিবিলি ফুসুর-ফাসুর করে আলাপ করবার,—হাসি, ঠাট্টা, আমোদ করবার অভিনেত্রী বা "সখী সাজা" মেয়েমানুষ আছে। থিয়েটারে মাগীরা যখন আসে,—সবারই হাতে এক একটী পাণের কোটো থাকে ; বাড়ী থেকে পাণ সেজে তাইতে ভরে নিয়ে আসে। সে পাণ "যে-সে" চাইলে—মাগী প্রাণান্তেও কখনো

দেবেনা। নিজে খাবে আর নিজের মনের মত—"পছন্দ-করা" পুরুষটীকে যেচে দেবে। আমি (যখন কাজকর্ম্ম কিছু না থাকে,—কোন "পার্ট্-টার্ট্" "পেলে" (play) করতে না হয়—) ভালমানুষের মত, —হ্যাকা-হাবার মত চাদ্দিকে ঘোঁজে-ঘাঁজে ঘুরে ফিরে দেখি,—সর্ব্বস্থানে একজোড়া মেয়ে-পুরুষ সাম্না-সাম্নি দাঁড়িয়ে কি ফিস্-ফিস্ ক'চ্ছে! আমাকে সাম্নে দেখেই দু'জনেই অমনি চুপ্—যেন কোন কথাই তাদের হ'চ্ছিল না। এই সব "জোড়াদের" মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়া বিবাদ হ'চ্ছে—কখনো কান্নাকাটী, দুঃখপ্রকাশ হ'চ্ছে,—কথার ভাবে তাও বেশ বুঝ্তে পারা যায়। সে সব কথা দৈবাৎ আমার কাণে গিয়ে পড়ে। মনে করুন—তারা দু'জনে একটা উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে কথা কইছে,—আমি হয় তো ঠিক তাদের পাশের উইংসে দাঁড়িয়ে আছি। মধ্যে একটা রং মাখা কাপড়ের আড়াল বইতো নয়; কেউ কা'কেও দেখতে পাচ্ছি না,—কিন্তু কথা বেশ স্পষ্ট বুঝ্তে পারা যাচ্ছে। জগা মিত্রের সঙ্গে নলিনীর একদিন এই রকম কথা হচ্ছিল;—

নলিনী। "এই না তুই দিব্যি গেলেছিলি, ভূঁদির ত্রিসীমানায় যাবিনা—"

জগা। "গেছি? তুই দেখেছিস্?"

নলিনী। "যাস্নি?"

জগা। মাইরি—কোন্ শালা—কোন্ গো'রবেটা ওর সঙ্গে কথা কয়েছে—"

নলিনী। "দেখ্ জগা—মিছিমিছি দিব্বি গালিস্নি বল্ছি! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি—তুই হাঁস্তে হাঁস্তে এদিকে চলে এলি—ও-ও হাঁস্তে হাঁস্তে—তোর দিকে পেছন ফিরে চাইতে চাইতে গ্রীণ্রুমে গেল!' ছোটলোক—বদ্মায়েস্!"

জগা। "ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে! হ্যাঁ—হ্যাঁ—অন্য কিছু কথা নয়—ও বল্‌ছিল কি জানিস্? ও বল্‌ছিল—কাল ওদের বাড়ীতে বাড়ীউলি মাগীর ঘরে একটা চোর খুব বাবু সেজে এসে যথাসর্ব্বস্ব চুরী করে নিয়ে গেছে!"

নলিনী। "নিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে—তোর বাবার কি? ওর বাড়ীউলির ঘরে চুরী হয়েছে, এত দেশ থাক্‌তে তোকে তাই ডেকে আড়ালে বল্‌তে এল? আমাকে ন্যাকা পেয়েছিস্? তুই কি থানা পুলিস্—না দারোগা ইন্‌স্‌পেক্‌টর যে তোকে চুরীর কথা বল্‌তে গেল?"

"জগা" বোধ হয় বেগতিক দেখে কথাটা ঝাঁ করে পাল্‌টে নিয়ে বল্‌লে "যাক্,—তোর পিঠের বেদ্‌নাটা কেমন আছে? আজ মোহিত ডাক্তার এলে একবার তার কাছে বলিস্ দিকি! যা' ওষুধের ব্যবস্থা কর্‌বে, আমি আজ এইখানেই এনে দোবো!" ব'লেই তাড়াতাড়ি "জগা" মিস্ত্রির অন্যদিকে চলে গেল।

আমি এ ব্যাপারটা কিছু বুঝে উঠতে পারলুম না। জগা মিস্ত্রির ভুঁদির সঙ্গে কথা কয়েছে—তাতে নলিনীর এত রাগ কেন? বোধ হয়, নলিনীতে ভুঁদিতে ঝগড়া আছে—আর জগার সঙ্গে নলিনীর ভাব; তাই নলিনী জগাকে ভুঁদির সঙ্গে "আড়ি" দিতে বলেছে!

একবার ভারি রগড় হয়েছিল। সেদিন বোধ হয় রবিবার। শীতকাল—তার ওপোর সন্ধ্যার সময় একটু বৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজে কাজেই খুব ঠাণ্ডাও পড়েছে। আমার হঠাৎ সেদিন বিকাল থেকে এমন মাথা ধরেছে যে বল্‌বার কথা নয়। আমি ম্যানেজার বাবুর কাছ থেকে ছুটী নিয়ে তখুনি বাড়ী ফিরে না গিয়ে,—ষ্টেজের এক কোণে যে বড় বেঞ্চিখানা পাতা ছিল, তারই একধারে আগাপাশতলা কালো র‍্যাপারখানি মুড়ি দিয়ে চুপ্ করে শুয়ে রইলুম। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছি।

মনে করলুম—একটু নিরিবিলিতে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পাল্লেই মাথা ধরাটা ছেড়ে যাবে এখন। তারপর উঠে আস্তে আস্তে মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে চলে যাব। যে বেঞ্চিটায় শুয়েছিলুম, সেটা ষ্টেজের এক কোণে,—খুব ঘোঁজের ভেতর। যত রাজ্যের পুরোণো ছেঁড়া সিন, উইংস্—সেখানে গাদা করা আছে। সেখানটায় "একটর্" (Actor) "একটেরেস্রা" (Actress) বড় যায়না। শুয়ে আছি,—এমন সময় কে একজন ডুপ্ ডুপ্ করে এসে সেই বেঞ্চির আর এক ধারে ধুপ্ করে বোসে পোড়লো। এমন জোরে এসে বোস্লো, মনে হ'ল—বেঞ্চিখানা বুঝি উল্টে গেল! যেই আসুক্—আমাকে বোধ হয় ঠাওর করতে পাল্লেনা। আর ঠাওর না করবারই কথা! একে সেখানটায় বেশ অন্ধকার, তার ওপোর আমি কালো গায়ের কাপড়খানায় এমন মুড়িশুড়ি দিয়েছি,—ফস্ করে আমাকে কেউ মানুষ ব'লে বুঝতে পারবে না। মনে ভাব্বে,—একটা পোঁটলা বাঁধা কিছু মালপত্তর আছে। যাই হোক্, কে লোকটা এসে এ'রকম জ্যায়গায় বোস্লো—(বিশেষতঃ অভিনয়রাত্রে)—দেখ্বার বড় ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু সে ইচ্ছেটা মনে মনে চেপে রাখ্লুম। এমন সময় আর একজন নরম নরম পা ফেলে সেইখানে আস্তেই, ঠিক মনে মনে বুঝে নিলুম—এ বেটী মেয়েমানুষ না হ'য়ে আর যায়না। কিন্তু কে? মনে মনে ভারী আনন্দ হ'তে লাগলো,—একটা খুব মজার ব্যাপার জান্তে পার্ব।

পুরুষটী যিনি বসেছিলেন—তিনি বল্লেন—"এখানে আবার কি কর্তে এলে? যাওনা—তোমার পেয়ারের বাবুর কাছে খুঁটী হয়ে বসে থাকোগে না! আমার কাছে কেন?"

কথা শুনে বুঝ্লুম—ইনি থিয়েটারের সেই "কেষ্টা",—যিনি থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল্, পেলাকাঠের (placardএর) ব্যবস্থা করেন,—থিয়েটারের

বাজার-সরকারি করেন। যে স্ত্রীলোকটী এসেছিল, সে খুব কাকুতি মিনতি করে বল্লে—"এ যে ভাই তোর অন্যায় রাগ—কেষ্টো! কি করি বল্,—মুখপোড়া যে চব্বিশ ঘণ্টা নজরে নজরে রেখে ম'চ্ছে! একবার সাম্‌নে না দেখ্‌তে পেলে তখুনি ষ্টেজে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবে—জানিস্ তো—নীরোদ শুঁড়িকে! এই নে—পাণ খা—"

এবার তো ঠিক চিনেছি! এ বেটী যে সেই শরৎ বিবি,—নীরোদ শুঁড়ীর মেয়েমানুষ! তা,—এ বেটী "কেষ্টার" এত খোসামোদ কচ্ছে কেন?

শরৎ পাণ দিতে গেল,—কিন্তু বুঝলুম—"কেষ্টা" সে পাণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই রকম রাগ করে বল্‌তে লাগলো—"ভারী তোর ঘোঁড়ার ডিমের পাণ! তিরিশ বার তোর সাম্‌নে দিয়ে গেলুম—এলুম! কেবল চোক্‌ই মট্‌কালি—ইসারাই ক'ল্লি! একটা পাণ-দোক্তা দেবার অবসর হ'লনা? নীরোদবাবু তো "পেলে" কর্‌তে বিশবার ষ্টেজে বেরুলো,—শালীর বেটীর শালী—একবারও আমার কাছে এসে দুটো কথা কইবার তোমার সুবিধে হ'লনা? তুই যাঃ—আমি তোর সম্পর্কে থাক্‌ব না—যাঃ—"

শরৎ। "আমার মাথা খাস্—রাগ করিস্ নি ভাই! কি করি বল্? খেতে পর্‌তে দিচ্ছে,—ফস্ ক'রে কি ছাড়া যায়?"

কেষ্টা। "এঃ—ভারি খেতে পর্‌তে দিচ্চে! বাবু হয় ঢের শালা,—পীরিত জানে কোন্ শালা—বল্ ত!"

শরৎ এবার খুব রেগে বল্লে—"তুই বড় নেমকহারাম—জান্‌লি কেষ্টা! তোর মত বেইমান আমি কক্ষনো দেখিনি। কত ছুতো-নতা করে বাবুকে ভুলিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তোর সঙ্গে মাসের মধ্যে বিশ দিন তোর মাঠকোঠায় গিয়ে উঠ্‌ছি—তা বল দিকি? নিজের জানের

পর্য্যন্ত মায়া করিনি। কতদিন বাবুকে মাতাল করে ফেলে রেখে নিজের বাড়ীতেই তোকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করিছি—তা হিসেব করে বল্ দিকি? অত অধর্ম্ম করিস্ নি—বুঝ্লি কেষ্টা—এখনও চন্দর সূয্যি উঠ্ছে! এই নে ধর্—পাণগুলো কত তোয়াজ করে সেজে এনেছি; সুবিধে পাইনি—তাই দিইনি। এ থেকে বাবুকে পর্য্যন্ত একটা দিইনি। ধর্। আমি চল্লুম। নীরোদ বাবুর পার্ট্ হয়ে গেছে।"

"কেষ্টা" বোধ হয় পাণ পেয়ে একটু খুসী হ'ল। শরৎ বিবি মনের মানুষটিকে পাণগুলো দিয়ে যাবার সময় বোধ হয়—তার গলাটী ধরে খুব আদর করে গোটাকতক চুমো খেয়ে বল্লে—"কাল আমি কালীঘাটে যাবার ছুটী নিইছি। তুই ঠিক্ বেলা ন'টার সময় থিয়েটারের দরজায় থাকিস্। তোকে এখান থেকে তুলে নিয়ে সাল্কে আমার বোনের বাড়ীতে বেড়াতে যাব। কেমন?"

কেষ্টা বল্লে—"আচ্ছা।"

তারপর দু'জনেই সেখান থেকে চলে গেল।

(১৮)

ব্যাপারটা কি রকম যে হ'য়ে গেল—কিছুই ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারলুম না। শরৎকুমারীকে তো দেখি সেই নীরোদ শুঁড়ীর যেন "বিয়ে-করা মাগ!" আবার এ "কেষ্টা বেটার" সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে এ'রকম ভাবে দেখাসাক্ষাৎ—আলাপপরিচয় করে কেন? উঃ—এ বেটী তো ভারী বিশ্বাসঘাতক! আচ্ছা,—এ রকমটা কর্ব্বার মানে কি? নীরোদকে যদি পছন্দই না হয় তবে তার সঙ্গে তুই ঘর করিস্ কেন? তোর যদি এই (placard) "পেলাকাঠ-মারা" কেষ্টাকেই এত পছন্দ,—বেশ তো—একে

নিয়েই আমোদ আহ্লাদ কর্! এতক্ষণে বুঝলুম— একে বলে "পীরিতে পড়া!" একেই বলে—"পড়্তা হওয়া!"

চুপটি করে শুয়ে কত কি ভাব্ছি! মাথা ধরাটা একটু যেন কমেছে—মনে হ'ল। ভাব্লুম—এইবার উঠে আস্তে আস্তে বাড়ী যাওয়া যাক্! উঠ্বো—উঠ্বো মনে কচ্ছি, এমন সময় সেইখানে আর একজনের পায়ের দুপ্-দাপ্ শব্দ কাণে ঢুক্লো! মনে ভারি আনন্দ হ'ল—আবার একটা নূতন রকমের কিছু শুন্তে পাব! কিন্তু ওরে বাপ্রে— এবার ব্যাপার কিছু গুরুতর রকমের!

একজন নয়, একসঙ্গে দু'জন এসে উপস্থিত হয়েছে,—আঁচে বুঝ্তে পারলুম। শুধু তাই নয়,—বুঝ্লুম—নীরোদবাবু শরৎ বিবিকে গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে এসেছেন।

শরৎকুমারী একটু ঝঙ্কার দিয়ে বল্তে লাগ্লো—"কৈ—দেখনা কোথায় কে? মিন্সের ঢং দেখে বাঁচিনা—"

নীরোদ। "এখানে কি ক'ত্তে এসেছিলি হারামজাদী—"

শরৎ। "খবরদার বল্ছি—গাল দিওনা নীরোদ বাবু!"

নীরোদ। "কার সঙ্গে নিরিবিলি প্রেম কচ্ছিলি—বল্ বল্ছি—নইলে মেরে গুঁড়ো কর্ব্ব! বল্—"

শরৎ। "কার সঙ্গে আবার প্রেম কর্ব্ব? আমি এখানে মোটেই আসিনি—"

নীরোদ। "আমি স্বচক্ষে দেখেছি তুই ফুড়ুৎ করে এখান থেকে বেরুলি— শালীর বেটীর শালী—আবার মিছে কথা?" বলেই—ঠাস্ ঠাস্ করে স্ত্রীলোকটাকে চড় মার্ত্তে লাগ্লো!

শরৎকুমারী মার খেয়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্তে লাগলো—"বেশ করিছি এয়েছি—খুব করেছি এয়েছি! খবরদার তুমি আমার বাড়ীতে ঢুকোনা"

বলেই ক্রমে গলা ছেড়ে কাঁদবার উপক্রম কল্লে! নীরোদ বাবু তাড়াতাড়ি তার মুখটা চেপে ধরে বল্লেন "আমার বুকে বোসে দাড়ী ওপ্ড়াবি? এত বড় বুকের পাটা তোর? আজ তোকে এইখানেই খুন কর্ব্ব—"

শরৎকুমারীর মুখ চেপে ধরেছে; কাজেই সে চেঁচাতে পাচ্ছেনা, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে! তার ওপোর, বেশ বুঝ্‌তে পারলুম—নীরোদ বাবুর কোমরে আঁটা যে তরোয়ালখানা ছিল, খাপ্ থেকে সেটা খুলে তিনি শরৎকুমারীকে কোপাতে যাচ্ছেন! আমি আর এক মিনিট দেরী না করে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে তাদের দু'জনকার কাছে গিয়েই ডান হাতে নীরোদ বাবুর সেই তরোয়াল-ধরা হাতখানা ধরে ফেল্‌লুম—আর বাঁ হাত দিয়ে তাঁর অন্য হাতখানা শরৎকুমারীর মুখ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লুম। নীরোদ বাবু আমাকে দেখে যেন আরও জ্বলে উঠে শরৎকুমারীকে ছেড়ে আমাকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিয়ে বল্লেন "আমি ঠিক ধরেছি,—তুমি শালা শয়তান—আমার অন্নে ধুলো দিতে এখানে এসে ঢুকেছ!" বলেই তরোয়াল-ধরা হাতটা তাঁর আমার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে আমার সঙ্গে খুব ধস্তাধস্তি কর্ত্তে লাগলেন! শরৎকুমারী ইত্যবসরে ছাড়ান পেয়েই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল! আমি কোন কথা না ক'য়ে প্রাণপণে তাঁর হাত থেকে তরোয়ালখানা কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লুম। একে ছেলেমানুষ, তায় মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি;—আমি অত বড় জোয়ান মদ্দ নীরোদ শুঁড়ীর সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবো কেন? আধ মিনিট আন্দাজ ধস্তাধস্তি কর্ত্তেই নীরোদ বাবুর হাতের সজোরে এক ধাক্কা খেয়ে আমি দড়াম্ করে একেবারে ঠিক্‌রে পোড়লুম—আর কি একটা শক্ত জিনিষে মাথাটা সজোরে লেগে—একেবারে "ভিরমি" গেলুম।

যখন আমার জ্ঞান হ'ল তখন দেখ্‌লুম—আমি এই থিয়েটারে

পুরুষদের সাজবার ঘরে একটা বড় সিন্ধুকের ওপোর শুয়ে আছি,—আর সেখানে আমাকে ঘিরে থিয়েটারের সমস্ত লোক (মেয়েপুরুষ) জড় হয়েছে! ম্যানেজার বাবু আমার কাছে দাঁড়িয়ে নিজে আমার মাথায় (যেখানটা চোট্ লেগেছিল সেইখানে) জলপটী দিচ্ছেন। আমাকে চোখ চাইতে দেখেই একটু হেসে বল্‌লেন—"এই যে—চোখ চেয়েছ? কিছু ভয় নেই বাবা,—সামান্য একটু চোট্ লেগেছে,—ও এখুনি সেরে যাবে!" বাস্তবিক তখন আর আমার কিছু যন্ত্রণা বোধ হ'চ্ছিল না! আমি বেশ একটু সুস্থ বোধ করে উঠে বস্‌বার চেষ্টা করতেই মেয়েপুরুষ সকলেই ব'লে উঠ্‌লো—"থাক্ থাক্—একটু শুয়ে থাকো—এখন তো প্লে ভেঙ্গে গেছে—"

আমি জোর ক'রে উঠে বসে বল্‌লুম—"না,—অনেক রাত হয়েছে—আমি বাড়ী যাই—"

শরৎকুমারী বিবি একেবারে আমার সাম্‌নে এসে নিষ্পরোয়ায় বল্‌লে—"বাড়ী যাবার ভাবনা কি? ম্যানেজার মশাই গাড়ী করে তোমাকে নাবিয়ে দেবেন বল্‌লেন যে—"

ম্যানেজার মশাই অগত্যা বল্‌লেন—"তা হ'লে চল—আস্তে আস্তে তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী যাই! আমায় জ্বালাতন করেছে চাদ্দিক থেকে! আমার আর পোষায় না থিয়েটার করা—তা ব'লে দিচ্ছি! আমি কালই এর একটা হেস্তোনেস্তো ক'চ্ছি!"

শরৎকুমারীও খুব রুখে বলে উঠ্‌লো—"হেস্তোনেস্তো আপনারাও করুন,—আমি তো করবই! এ'রকম লোকের সঙ্গে মানুষে বাস করতে পারে? যখন-তখন মার্?"

ম্যানেজার মশাই খুব বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"তোমাদের এ সব প্রেমের ঝগড়াবিবাদ যে যার বাড়ীতে কোরোনা বাছা! এ থিয়েটার,

পাঁচজনের জ্যায়গা ;—ছিষ্টি সংসারের লোকের সাম্‌নে এ'রকম ঢলাঢলি-গুলো না ক'ল্লেই নয় ?"

শরৎকুমারী ম্যানেজার মশায়ের কথা শুনে তাঁর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ ঝেড়ে বল্‌লে—"বেশ যা হোক্ মশাই ! শেষকালে দোষটা বুঝি আমারি হ'ল ! আমাকে শুধু শুধু—যাকে বলে মিনি দোষে—টেনে নিয়ে গিয়ে পিটুতে লাগলো ;—তারপর ঐ লম্বা তরোয়ালখানা দিয়ে খুনই কর্‌তে যাচ্ছিল,—আর আমার হ'ল দোষ ?—ভাগ্যে ঐ ভদ্রলোকের ছেলে ছিল—"

ম্যানেজার মশাই আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আমাকে নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লেন—"এই ভদ্রলোকের ছেলে নিয়েই তো যত গোলমাল,—তা কি আর এতদিন ম্যানেজারি ক'রে আমি বুঝ্‌তে পারি না শরৎ !"

কেউ আর কোন কথা কইলে না। আমি সুড় সুড় করে নিরীহ গো-বেচারীর মতন—ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ী মণ্ডল বাবুদের বাড়ীর দিকেই চল্‌তে লাগ্‌লো !

ম্যানেজার মশাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—আমাকে একটু তিরস্কার করার ভাবে বল্‌লেন—"আরে ছ্যাঃ—আমি জান্‌তুম তুই ভালমানুষ ! তুইও গোল্লায় গেলি ? তা বাপু,—যদি পীরিত টিরিত কর্‌তে হয়তো—এখানে সে সব করতে যাস্ কেন ? ষ্টেজের বাইরে অন্য কোনও চুলোয় গিয়ে মর্‌তে পারিস্ না ? মুখে আগুন—হতভাগা ছোঁড়াদের !"

আমি খুব ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম—"আজ্ঞে—আমার অপরাধ কি বলুন ? আপনি সমস্ত ঘটনাটা বোধ হয় জানেন না ! তাই আমাকে দোষী ঠাওরাচ্ছেন ?"

ম্যানেজার। "ঘটনা আবার জান্‌ব কি? নিত্যি যে ঘটনা থিয়েটারে দেখ্‌ছি, তার আবার নতুন ক'রে কি জান্‌বো বাবা? বলিহারী তোর বুকের পাটা! জানিস্‌—ও মাগীর,—ঐ বেটী "শ'র্‌তির" বাঁধা বাবু রয়েছে;—বেছে বেছে তুই গেলি কিনা শেষে ওরই সঙ্গে প্রেম কর্‌তে? আজ যে খুন হয়ে যেতিস্‌—তার হুঁস আছে? ভাগ্যে ঠিক সময় ষ্টেজশুদ্ধ লোকজন গিয়ে পড়েছিল! নইলে—ও শুঁড়ীর ছেলে,—একেবারে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌তো—"

আমি ম্যানেজার মশায়ের কথা শুনে একেবারে মর্ম্মাহত হয়ে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে,—এক রকম কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বল্‌লুম—"আপনি শুদ্ধ অনর্থক আমার বদ্‌নামী ক'চ্ছেন? আপনি যদি আমাকে এতটা অবিশ্বাস করেন,—তা হ'লে কাল থেকে আর আপনার থিয়েটার মাড়াবো না!"

ম্যানেজার মশাই একটু যেন শান্ত ভাব ধারণ ক'রে মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন—"বেটার আবার রাগটুকু আছে ষোল আনা! লুকিয়ে পীরিতও করবেন,—ধরাও পড়বেন, আবার বল্‌তে গেলে প্রাণভরা রাগটকুন্‌ আছে! যাস্‌ একবার কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে। তোর মুখে ভাল করে সব ইতিহাসটা শুন্‌ব! কিন্তু যা-হোক্‌—তুই ছোঁড়া খুব তোয়ের আছিস্‌! ও দুই বেটা-বেটীতে খুব বিচ্ছেদটা করিয়ে দিলি! তোর বাহাদুরী আছে ব'ল্‌তে হবে!"

আমি কোন কথা কইলুম না, কইতে পাল্লুমই না! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী মণ্ডল বাবুদের দরজায় এসে দাঁড়াল! আমি ম্যানেজার মশাইকে প্রণাম ক'রে গাড়ী থেকে নেবে গেলুম। ম্যানেজার মশাই চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"তা হ'লে কাল দশটার সময় একবার আমার বাড়ীতে যাস্‌—বুঝলি রে দীনে?—ভুলিস্‌ নি যেন!"

গাড়ী চলে গেল! আমি অনেক কষ্টে ফটক খুলিয়ে বাড়ী ঢুক্‌লুম। আজ দরোয়ানগুলো শুধু আমাকে মার্‌তে বাকী রেখেছিল। কারণ, —বাড়ী যখন এলুম,—তখন রাত্রি তিনটে বেজে গেছে।

(১৯)

দু'দিন আর থিয়েটারমুখো হ'লুম না। শনিবার দিন বেলা দশটার সময় বাবুদের ফটকের সাম্‌নে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি,—ম্যানেজার মশাই ঠিক আমার সুমুখে এসে উপস্থিত।

আমি থতমত খেয়ে বল্‌লুম—"আপনি—আপনি এদিকে হটাৎ?" একগাল হেসে ম্যানেজার মশাই আমার পিঠে চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"রাগটা পড়েছে কি?"

আমি দু'হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললুম—"আজ্ঞে, রাগ—রাগ—রাগ কিসের—আপনি—"

ম্যানে। "যাক্—আজ যেন থিয়েটার কামাই কোরোনা—আজ নতুন বই খোলা হচ্ছে—" বলেই মণ্ডল বাবুদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মেজবাবু উঠেছেন?"

আমি বললুম—"এখন উঠবেন কি তিনি? এই তো সবে দশটা—"

ম্যানে। "তুই দেখ্ দিকি একবার, বোধ হয় উঠেছেন! আমার সঙ্গে কথা অছে,—ঠিক এই সময় তিনি উঠ্‌বেন বলেছেন—"

আমি বল্‌লুম—"আসুন না আপনি আমার সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানায়—"

আমি ম্যানেজার মশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে একেবারে দোতোলায় মেজবাবুর বৈঠকখানার সাম্‌নে গিয়ে হাজীর হ'লুম! আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যিই দেখি, মেজবাবু ঘুম থেকে উঠে এত সকালে (বেলা দশটার সময়)

দু'চার জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে তামাক টান্‌ছেন আর গল্প করছেন! ম্যানেজার মশাইকে দেখে খুব অভ্যর্থনা করে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে বিছানার ওপোর বসালেন। ম্যানেজার মশাইটীও, ব্রাহ্মণের যা দস্তুর,—হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে, মুখেও দুটো চারটে "কল্যাণ হোক্—জয়োস্তু" ইত্যাদি বাঁধা বুলি আওড়ে বিছানায় বাবুর পাশে চেপে গিয়ে বস্‌লেন। বাবু আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"দীনু! আমার ঐ সাম্‌নের টানা থেকে পাঁচখানা দশটাকার নোট বা'র ক'রে দাওতো!"

আমি হুকুম পাবা'মাত্রই বাবুর কাছ থেকে চাবী নিয়ে সাম্‌নে বড় টেবিলের টানা খুল্‌তে বোস্‌লুম।

ম্যানেজার বাবু হেসে বল্‌তে লাগলেন্ "আর দশটা টাকা গরীবদের কেন মাচ্ছেন মেজবাবু? আপনারা রাজা লোক—"

বাবুর একজন বন্ধু অম্নি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন্—"আবার কত চাচ্ছেন ম্যানেজার মশাই? তিনখানা বক্স (Box) নেওয়া হচ্ছে,—গড়ে সতেরো টাকা প্রায় পোড়্‌লো! আবার কি চান্?"

ম্যানেজার মশাই একটু যেন বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—"তুমি থামোনা নারাণ বাবু? আমি কথা কইছি বাবুর সঙ্গে; তুমি মাঝখান থেকে ফোড়ন দিচ্ছ কেন?"

উক্ত নারাণ বাবুটী একটু সুর চড়িয়ে আমাকে বল্‌লেন "না—না—পঞ্চাশ টাকার বেশী দিও না! যে রকম ও থিয়েটারে বক্সের ছিরি,—টাকা পোনেরোর বেশী এক পয়সা দেওয়া চলেনা! হ্যাঁ,—বক্স্ বটে 'জুপিটার' থিয়েটারের। কি বলেন মেজবাবু?"

ম্যানেজার মশাই বল্‌লেন—"তেম্‌নি দামটিও সেখানে দিতে হয়! এক একখানি বক্স্ পঁচিশ টাকা!"

নারাণ। "ভাল জিনিষ করুন, ভাল রকম দাম নিন্। জুপিটার

থিয়েটারে আমাদের তো তিনখানা বক্‌স্ রিজার্ভ (reserved) করা আছে। মাসে এক্‌শো টাকা দিতে হয়। ভাল জিনিষ হ'লে—ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী পয়সা মেজবাবু দিয়ে থাকেন।"

আমি টাকা পঞ্চাশটা আর টেবিলের চাবিটা নিয়ে এসে মেজবাবুর সাম্‌নে দাঁড়ালুম। মেজবাবু কোন কথা না ক'য়ে ঘাড় নীচু ক'রে বসে গড়গড়া টান্‌ছিলেন। খানিক পরে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"ক'খানা নোট এনেছ ?"

আমি। "আজ্ঞে, যেমন হুকুম ক'ল্লেন,—পাঁচখানা,—এই দেখুন পঞ্চাশ টাকা—"

বাবু আরও একটু গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আর একখানা দশ টাকার নোট এনে তোমাদের ম্যানেজার মশায়ের হাতে দাও—"

ষাটটী টাকা হাতে পেয়ে ম্যানেজার মশাই তো মহা খুসী ! নারাণ বাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"মেজবাবু হ'লেন রাজা লোক, বুঝ্‌লে নারাণ বাবু ? দশ বিশ টাকায় ওঁর কিছু যায় আসে ? এ কি উনি বক্‌সের (Boxএর) দাম দিচ্ছেন ? আমাদের থিয়েটারকে টাকা সাহায্য ক'চ্ছেন বই তো নয়—"

বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি রকম চল্‌চে আপনাদের থিয়েটার ?"

ম্যানে। "চ'ল্‌ছে এক রকম টায়-টোয় ! খরচ বিস্তর বেড়ে গেছে !"

বাবু বল্‌লেন "আপনাদের তো সকলকে মাইনে দিতে হয়না—"

ম্যানে। "হয় বৈকি ! মেয়েদের তো বরাবরই সকলকে মাইনে দিতে হয় ! পুরুষদের ভেতরও আজকাল অনেককে দিতে হ'চ্ছে ! তা হ'লে আমি এখন উঠি—" ব'লেই ম্যানেজার মশাই তাড়াতাড়ি গা তুল্লেন।

বাবু আমার দিকে একবার চেয়ে ম্যানেজার মশাইকে বল্‌লেন, "আপনারা দীনুকে কোনো 'পার্ট্‌-টার্ট্‌' দেন্‌ না—কি রকম বলুন দিকি ? ওর তো দিব্বি চেহারা—গলার আওয়াজও বেশ—"

ম্যানেজার মশাই হেসে বল্‌লেন—"দোবো তো মনে করেছি,—কিন্তু ওর তো সে সব দিকে আর মন নেই—!"

ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল ! এখুনি হয়তো ম্যানেজার মশাই ফূর্ত্তির মুখে ঝাঁ করে আমার বদ্‌নামটা ক'রে ফেল্‌বেন !

ভগবান মুখ তুলে চাইলেন ! ম্যানেজার মশাই বেশী কিছু না ব'লে আমার দিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন—"আজ একটু সকাল সকাল যাস্‌ বাবা দীনু ! তোর বাবুরা সব থিয়েটারে যাবেন ;—আজ তোকে একটা ভাল পার্ট্‌ সাজিয়ে দোবো ! বাবুদের সাম্‌নে খুব কেরামতি দেখাতে হবে !"

ম্যানেজার মশাই বিদায় হ'লেন, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নারাণ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "তোমাদের নতুন বইতে গিরিবালার পার্ট্‌ আছে দীনু ?"

আমি আস্তে আস্তে বল্‌লুম "আছে।"

নারাণ। "কি পার্ট্‌ ?"

আমি। "তিনিই হ'লেন নাটকের নায়িকা ! 'রাঠোর কুমারী'তে তাঁর সরযূ বাঈয়ের পার্ট্‌ !"

মেজবাবু মুখ নীচু ক'রে খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—"নায়ক (Hero) সাজবে কে ?"

আমি। "যোগীবাবু !"

নারাণ বাবু বল্‌লেন—"যাক্‌ বাবা—বাঁচা গেছে। সেই 'নীরে শুঁড়ী' সাজ্‌বেনা তো ?"

আমি। "তাঁর মহম্মদ্ টোগ্লকের পার্ট্ আছে—"

বাবু বল্‌লেন—"দেখে এস—আমার 'বাথ্রুমে' চান্ কর্ব্বার উয্যুগ্ হয়েছে কি না!"

আমি তাড়াতাড়ি দেখে এসে মেজবাবুকে জানালুম—ধোনা উড়ে সব ঠিক করে বাবুর জন্যে "বাথ্রুমে" অপেক্ষা কচ্ছে।

মেজবাবু গেলেন বাথ্রুমের দিকে। আমিও তাঁর পাছু পাছু যাচ্ছিলুম, এমন সময় নারাণ বাবু আমাকে বল্‌লেন—"ওরে দীনে, দে দিকি, বাবুর পাণের ডিবেটা!"

আমি পাণের ডিবেটা নিয়ে নারাণ বাবুর কাছে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি দেখে তিনি আমায় ডেকে বল্‌লেন—"শোন্‌না দীনে! তুই বাবুর পেছনে পেছনে কোথায় যাচ্ছিস্?"

আমি মনে মনে একটু চটে গিয়ে বল্‌লুম—"কি বলুন না—"

নারাণ। "থিয়েটারে সকলকার সঙ্গে তোর বেশ আলাপ-পরিচয় আছে?"

আমি। "আলাপ-পরিচয় থাক্‌বে না কেন মশাই? এক সঙ্গে কাজ করি—"

নারাণ বাবু অন্য বাবুদের দিকে একবার চেয়ে একটু মুচকে হেসে আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন—"তা তো থাক্‌বেই,—তা না থাক্‌লে চল্‌বেই বা কেন? বলি,—থিয়েটারে তো ঐ জন্যেই গেছিস্ বাবা!"

প্রসাদ বাবু এতক্ষণ একপাশে ব'সে চুপ্ করে একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নারাণ বাবুর কথা শেষ হতেই বল্‌লেন—"কি কর নারাণ দা'? যত বয়েস হ'চ্ছে—তুমি তত চ্যাংড়া হয়ে যাচ্ছ! কার সঙ্গে কি কথা কইতে হয়—কিছু হুঁস নেই!"

প্রসাদ বাবুর কথা শুনে মনটা আমার খুব খুসী হ'ল! আমি আর

ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে মেজবাবুর বস্‌বার জায়গাটা ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তাকিয়াগুলো ঠিক্‌ঠাক্ করে সাজাতে আরম্ভ করলুম। মেজবাবুর ইয়ার বাবুরা এ সময় মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌গুজ্‌ করে কি সব কথা কইতে লাগ্‌লেন্—আর মাঝে মাঝে খুব হো—হো—করে হাস্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন।

খানিকক্ষণ পরে নারাণ বাবু আমাকে ব'ল্লেন—"হ্যাঁরে দীনে,—'রাস-লীলা'য় যে ছুঁড়ীটা 'রাধিকা' সাজে—তার নামটা কি ?"

এ লোকটার কথাগুলো এমন বিশ্রী যে শুন্‌লেই আমার খুব রাগ হয়। কিন্তু রাগ প্রকাশ কর্ব্বার কোনো উপায় নেই ; হাজার হোক্—মনিবের বন্ধু। কোন রকমে তো তাঁকে অপমান বা তাচ্ছিল্য কর্ত্তে পারিনা। মনে করলুম—এক কথায় বলে দিই, "জানিনা।" কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"হেমাঙ্গিনী।"

নারাণ বাবু আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন—"ওর বাড়ীটা কোথায় ব'ল্‌তে পারিস্ ?"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল ! আমি ঝাঁ করে বলে ফেল্‌লুম—"এ রকম কথা যদি আপনি আমাকে বলেন, আমি বাবুকে বলে দোবো—নারাণ বাবু !"

আমি রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি—এমন সময় মেজবাবু চান্-টান্ সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—"দাঁড়াও !"

আমি তাড়াতাড়ি আর্‌সি, চিরুণী এগিয়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়াতেই তিনি বল্‌লেন—"নারাণ বাবু তোমাকে কি বল্‌ছিল দীনু ?"

আমি ঘাড় হেঁট করে রইলুম,—কোনো কথার জবাব দিতে সাহস কর্‌লুম না।

মেজবাবু তখন বিছানায় বসে আর্‌সি, চিরুণী হাতে নিয়ে—মাথা না আঁচ্‌ড়েই বল্‌লেন—"আমি দালানে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি! দীনু! কাণ ধরে ওই নারাণ শালাকে বাড়ীর ফটকটা পার করে দিয়ে এস তো! শালা ছোটলোক,—পাজী—নেড়ীকুত্তোর জাত! শালা—চাকর-বাকরের সঙ্গে ইয়ারকি?"

লজ্জায় নারাণ বাবুর মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল! আমার সাম্‌নে মেজবাবু যে রকম তাঁর "পিতৃ-উচ্ছন্ন" "মাতৃ-উচ্ছন্ন" কল্লেন,—কোনো ভদ্রসন্তান তা সহ্য কর্ত্তে পারেন না!

নারাণ বাবুর মুখে কথাটী নেই! মেজবাবু দেখ্‌লুম—ভীষণ রকম চটে গেছেন! তিনি তখনও গজ্‌রে গজ্‌রে বল্‌তে লাগলেন "নিকাল্‌ দেও শালাকো! পেসাদ! দাও শালাকে বিদায় করে—গলাধাক্কা দিয়ে—দাও—"

প্রসাদ বাবু তখন নারাণ বাবুকে বল্‌লেন—"যাও হে নারাণ—তুমি এখন বাড়ী যাও! দেখ্‌ছ না—বাবুর মাথা গরম হয়ে গেছে! যাও।" নারাণ বাবু খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে আস্তে আস্তে উঠে বাবুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন!

তাঁর দুঃখ দেখে বাস্তবিক বল্‌তে কি—আমার বুকটা যেন ফেটে গেল! আহা—আমারই জন্যে বেচারীর এত অপমান!

বুঝ্‌লুম—ভদ্রসন্তান আর জীবনে কখনো মণ্ডল-বাড়ীর ছাঁচ্‌তলা মাড়াবেন না!

(২০)

আজ শনিবারে থিয়েটারে মহা ধুম। কল্‌কাতার সহরের ধনকুবের-বংশের মেজবাবু সদলবলে আজ ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে নতুন নাটকের অভিনয় দেখ্‌তে যাবেন। আমার তো মহা ফূর্ত্তি। রাত্রি ন'টার সময় অভিনয়; আমি বেলা পাঁচটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তে থিয়েটারে গিয়ে দেখি, প্রায় সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই এসেছে। একে নতুন নাটক "রাঠোর কুমারীর" প্রথম অভিনয়, তার ওপোর মণ্ডল বাবুরা আজ থিয়েটারে আস্‌বেন, এ খবরও সকলে পেয়েছে। সকলেই যেন আজ আনন্দ-সাগরে ভাস্‌ছে। ম্যানেজার বাবুও আজ মহা ব্যস্ত। একবার ষ্টেজের ভেতরে যাচ্ছেন, একবার অডিটোরিয়মে (যেখানে একপাশে দর্জ্জিরা ব'সে নতুন পোষাক তৈরী কচ্ছিল সেইখানে) গিয়ে দর্জ্জিদের তাড়া দিচ্ছেন, একবার দোতলায় গিয়ে "বক্স্‌গুলো" ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে কিনা দেখ্‌ছেন, তার সব চেয়ারগুলো আস্ত কি ভাঙ্গা তাই তদারক ক'চ্ছেন, এক একবার ফটকের ধারে এসে তাঁর মামুলী চেয়ার-খানাতে বসে দু'চার টান গড়গড়ার নলে তামাক টানছেন, আবার তখুনি উঠে ষ্টেজে গিয়ে যোগীবাবু, নীরোদবাবু প্রভৃতি একটর্‌ বাবুদের সঙ্গে খুব হাত পা নেড়ে কথাবার্ত্তা কইছেন। অন্য অন্য অভিনয়ের দিন অভি-নেতা-অভিনেত্রীরা আসে প্রায় রাত্রি সাড়ে সাতটা কিম্বা আটটা। কারণ ন'টায় থিয়েটার আরম্ভ। গিরিবালা, শরৎকুমারী, "জাঁদ্‌রেল যুগ্‌লী" প্রভৃতি বড় বড় একট্রেস্‌রা আসেন রাত্রি প্রায় পোনে ন'টা। আজ সবাই এসেছেন, ঠিক সন্ধ্যা হতেই, সাতটার পূর্ব্বে। আজ সকল-কারই অন্যরকম ভাব; সবাই যেন কেমন একটা উদ্বেগ ও চিন্তায় ব্যাকুল। সবাই একধারে ব'সে বা দাঁড়িয়ে আপনার আপনার "পার্ট্‌" (কাগজে লেখা তার ভূমিকা) মুখস্থ করছে। কেউ বড় একটা কারও

সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছে না। ম্যানেজার বাবু সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন আর বল্‌ছেন "দেখো বাবা, আমার মান রক্ষে কোরো। তোমার ওপোর আমার নাটকের 'ছ্যাক্-ছেশ্' (success) নির্ভর করছে।" নতুন নাটক "রাঠোর কুমারী" ম্যানেজার বাবুরই লেখা।

আমাকে ম্যানেজার বাবু দেখ্‌তে পেয়েই চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন,— "তোর কি এতক্ষণে আস্‌বার সময় হ'ল বাবা দীনু?"

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লুম—"সে কি মশাই? আমি তো বেলা পাঁচটা থেকে এসে আপনার কাছে কাছে ঘুরছি!"

ম্যানেজার বাবু সে কথায় কাণ না দিয়েই বল্‌লেন—"বাজে কথা কস্ নি, বাজে কথা কস্ নি। এখন চ' দিকি একবার ষ্টেজে—" বলেই আমাকে এক রকম টেনে নিয়ে ষ্টেজে যোগীবাবুর কাছে গিয়ে বল্‌লেন— "যোগীবাবু! এই এমন ওস্তাদ ছোক্‌রা থাকতে 'কেল্লা দখল' সিনে যুদ্ধের ভাবনা?"

যোগী। "হাঁ, হাঁ, ঠিক বলছেন। এর কথা আমার মনেই পড়ে নি। আর পড়বেই বা কি ক'রে? ও তো থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে শুন্‌লুম। এখন নতুন কা'কে—"

যোগীবাবুর কথায় বাধা দিয়ে ম্যানেজার বাবু বল্‌লেন—"সে কথা থাক্, একে তা হ'লে একবার ঐ 'সিনে' বলিয়ে নিন্ যোগীবাবু! এই তো সবে সাতটা—এখনও তো ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক সময় আছে—"

যোগীবাবু বল্‌লেন—"সৈন্যাধ্যক্ষের পার্ট্ তো ভারী। খালি 'মহম্মদ টোগ্‌লকের' সঙ্গে তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়াই!"

ম্যানেজার। "তা ও ছোক্‌রা খুব পারবে। কিহে দীনু? একটু আধটু তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়াই করতে পার্ব্বেনা? বেশ একটু ফুর্ত্তি করে—"

আমি বল্লুম—"কেন পারব না মশাই ? দেখবেন একবার ?"

যোগীবাবু বল্লেন—"আচ্ছা দেখি! যাও দিকি, সাজঘর থেকে দু'খানা তলোয়ার নিয়ে এস দিকি!"

আমি মহানন্দে তলোয়ার আনতে ছুটলুম। ছেলেবেলায় বাঁখারি নিয়ে তলোয়ার ঘোরাণোটা এমন অভ্যাস করিছি,—যে গাঁয়ের কোন ছোক্‌রা, আমি "বাঁখারি তলোয়ার" ঘুরুলে আমার সাম্‌নে এগুতেই সাহস করতো না,—লড়াই করা তো চুলোয় যাক্! বাঁখারির জ্যায়গায় এ নয় সত্যিকার তলোয়ার!

দু'খানা তলোয়ার এনে যোগীবাবুকে দিলুম। যোগীবাবু নিজে একখানা নিয়ে, আমার হাতে একখানা দিয়ে বল্লেন—"ব্যাপারটা আগে শোনো। মহম্মদ টোগ্‌লক্ (যে পার্টটা নীরোদবাবু সাজবেন) খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে কেল্লা দখল করতে যাবে। প্রথমে সেই কেল্লায় যত সৈন্য থাকবে—(কেষ্টা, সিধে, মান্‌কে, বিধু—) তা'রা একসঙ্গে তলোয়ার নিয়ে 'নীরোদকে' অর্থাৎ 'মহম্মদকে' আক্রমণ করতে যাবে, কিন্তু দু' একবার তলোয়ার ঠকাঠক্ কর্ব্বার পরেই সকলে পড়ে মরে যাবে। তুমি তখন বেরিয়ে বলবে—'পাপিষ্ঠ যবন! বীরবল এখনও জীবিত। তাকে পরাস্ত না করলে তোমার দুর্গজয় আশা কখনই সফল হবে না'—এই কথা বলেই একেবারে তলোয়ার খুলে লাফিয়ে নীরোদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লেগে যাবে। তুমি 'সৈন্যাধ্যক্ষ' কিনা, তুমি একটু রীতি-মত তলোয়ার খেলার কায়দা দেখিয়ে শেষকালে ধড়াস্ করে পড়ে যাবে।"

আমি বল্লুম—"পড়ে যাব ?"

ম্যানেজার মশাই—"পড়ে যাবি বই কি বাবা! তুই না পড়লে মহম্মদ টোগ্‌লক্ কেল্লা দখল করবে কি করে ? তুই মরে গেলে, তবে মহম্মদ টোগ্‌লক্—'সরযু বাঈকে' হরণ করতে পারবে!"

যুদ্ধের ব্যাপারটা ম্যানেজার মশাই এবং যোগীবাবু দু'জনে বুঝিয়ে দেবার পর. আমি "মাল্‌কোঁচা" বেঁধে তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরুলুম লড়াই করতে "মহম্মদ টোগ্‌লকের" সঙ্গে। মহম্মদ টোগ্‌লকের পার্ট যদিও নীরোদ শুঁড়ীর,—তিনি এখন কষ্ট করে আপনার ঘর ছেড়ে আমাকে "পার্ট্‌" শেখাবার জন্যে আমার কাছে আস্‌তে রাজী নন্। সুতরাং তাঁর কাজটা যোগীবাবু "ব-কলমে" আরম্ভ কর্‌লেন। আমিও খুব ফূর্ত্তি ক'রে লেগে গেলুম দস্তুরমত একহাত তলোয়ার খেল্‌তে! খানিকক্ষণ খুব কেরামতি দেখিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়াই দেখাতে দেখাতে যেই আমাকে দু'জনে বল্‌লেন—"এইবার পড়ে যাও—শুয়ে পড়—" আমি অম্‌নি ধপাস্‌ করে পড়ে গেলুম।

সকলেই ব'লে উঠ্‌লেন—"বেশ চমৎকার হয়েছে!"

আমি গায়ের ধূলো ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে উঠে দেখি—সাম্‌নে পেছনে আশে পাশে প্রায় সমস্ত একটর, একট্রেস্‌রা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের ভেতর থেকে "গিরিবালা" বিবি বেরিয়ে এসে ম্যানেজার বাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ছোক্‌রাটী সকল দিকেই 'এক্‌স্‌পাত্‌' (expert),—কি বলেন ম্যানেজার মশাই ?"

ম্যানেজার মশাই একগাল দেঁতো হাসি হেসে বল্লেন—"হ্যাঁ—তা আর একবার ক'রে বল্‌তে ?" বলেই শরৎকুমারীর দিকে একবার চেয়ে বল্‌লেন—"কি বল শরৎ ?"

শরৎকুমারীর মুখখানা লজ্জায় যেন সিঁদূরবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। বেচারী এত লোকের মাঝখানে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তখুনি কিন্তু সে ভাবটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—"শরৎ একলা কেন বল্‌বে ? আপনারা কি বুঝ্‌তে পারছেন না,—ও এখানে অনেক বড় বড় একটারের চেয়ে কাজের লোক—" বলেই ফর্ ফর্ ক'রে (একটু যেন রেগে) অন্য দিকে চলে গেল।

যা'হোক্—নতুন নাটকে আমার তবু একটা "পার্ট্" হ'ল! শুধু পার্ট্ নয়, পার্টের মত পার্ট্। খুব একটা "কার্দানী" দেখাবার পার্ট্। আনন্দে বুকটা যেন আমার ফুলে উঠ্‌তে লাগলো। তবে একটা কথা, নাটকখানা মস্ত বড়। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। আমার এ "পার্ট্" সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। আমার "কার্দানি" দেখাতে হবে সেই রাত্রি দুটো তিনটের সময়। ততক্ষণ কি দর্শক—লোকজন ধৈর্য্য ধরে থাকবে? কিম্বা যদিও থাকে, হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পোড়বে—নয় তো ঢুলতে থাকবে! এঃ,—এটা যদি অন্ততঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় দৃশ্যে হ'ত!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হোলো। ক্রমে লোকজন আসতে সুরু করলে। টিকিট ঘরে খুব ভীড়! পাণের দোকানে একটা ছোঁড়া বিশ্রী আওয়াজে হাঁকছে—"চাই—মিঠে পাণ, গোলাপী খিলি, সোডা, লিমনেড্, বরফ!" ফটকের একপাশে একটা লোক বিশ পঁচিশটা খেলো হুঁকো কল্‌কেশুদ্ধ (তামাক সাজা, আগুন দেওয়াসমেত) আগ্‌লে নিয়ে হাঁকছে—"রামসুন্দরের তৈরী তামাক! তৈরী তামাক বাবু! তৈরী তামাক—এক এক পয়সায় ভরপুর, মজ্‌গুল, প্রাণ তর—র—র্!"

দর্শক বাবুরা এক একটা খেলো হুঁকো নিয়ে শোঁ শোঁ করে টান্‌তে লেগেছেন! কেউ ফুঁ দিচ্ছেন,—কেউ কাশ্‌ছেন, কেউ এক টানে খানিকটা জল মুখে পেয়েই "থুঃ থুঃ" করে ফেলে "রামসুন্দরের" বাপের পিণ্ডির ব্যবস্থা ক'চ্ছেন। কেউ বল্‌ছেন—"আরে কি তামাক রে বাবা! টেনে টেনে চোয়াল্ ব্যথা হয়ে গেল, ধোঁয়া বেরোয় না! তামাক নেই বুঝি?" কেউ বলেন—"উঃ, বাবারে বাবা—কোথা থেকে এ চণ্ডালে গুড়ুক্ আমদানি করেছিস্ বাবা রামসুন্দর?"

তামাক খাবার আড্ডায় এ একটা ভারী মজার দৃশ্য! তখন তো সিগারেট্ বা বিড়ির রেওয়াজ মোটেই ছিল না।

একবার কন্‌সার্ট বেজে গেল। দ্বিতীয়বার কনসার্ট সুরু হ'ল। এটা থাম্‌লেই ড্রপ্ উঠবে, থিয়েটার আরম্ভ হবে। আমি ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে আছি—কখন্ দলবল নিয়ে মেজবাবু আসবেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কারণ, ম্যানেজার বাবু এখন ষ্টেজের ভেতর থেকে বেরুতেই পাচ্ছেন না। দ্বিতীয় কন্‌সার্ট শেষ হয়ে গেল—থিয়েটার আরম্ভ হ'ল,—বাবুদের কারও দেখা নেই। আমি দোতলায় দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে লেগে গেলুম। একবার করে ফটকের ধারে যাই—একবার ক'রে ভেতরে এসে থিয়েটার দেখি। মহা মুস্কিলে পড়া গেল!

দুটো একটা দৃশ্য হবার পর, মেজবাবুর মস্ত চৌঘুড়ী আর তার পেছনে চার পাঁচটী বড় বড় জুড়ী এসে থিয়েটারের ফটকের সাম্‌নে হাজীর। ক'নের বাড়ীতে বর এসে পৌঁছুলে যেমন কন্যেযাত্রীদের আনন্দ হয়, আমার ঠিক সেই ভাবটা হ'ল। আমি ফটকের ধারে না দাঁড়িয়ে একেবারে মেজবাবুর চৌঘুড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। মেজ-বাবু যেন "নব কার্ত্তিকটী" সেজে এসেছেন! চৌঘুড়ী থেকে আগে তিনি নাব্‌লেন। নেবেই আমাকে খুব নরম সুরে বল্‌লেন—"থিয়েটার আরম্ভ হয়েছে দীনু?"

আমি—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" বল্‌তে না বল্‌তেই দেখি ম্যানেজার বাবু দন্ত-বিস্তার করে মেজবাবুর কাছে এসে বল্‌ছেন—"এত দেরী করে এলেন বাবু? তিন্‌টে সিন্ প্লে হয়ে গেল—" বলেই মেজবাবুকে হাত ধরে খাতির করে নিয়ে দোতলায় উঠ্‌লেন। ঠিক যেন "কন্যেকর্ত্তা মশাই" বরকে পাল্‌কী থেকে নাবিয়ে কোলে করে নিয়ে "বিবাহ সভায়" চল্‌লেন। মেজবাবুর জন্যে যে তিনখানা বক্স্ ঠিক করা ছিল, তারই মাঝের খানায় ম্যানেজার বাবু "মেজবাবুকে" বসিয়ে বল্‌লেন—"আপনার

জন্যে আজ বাঁড়ুযো মশাইদের ড্রয়িংরুম থেকে ভাল ভাল কুশন্ চেয়ার আনিয়ে রেখেছি। পুরোণো চেয়ারে তো আপনাদের বসাতে পারিনা!"

মেজবাবু বল্লেন—"তা বেশ করেছেন। আমাকে বল্লেই হ'ত,—আমি বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিতুম।"

মেজবাবু থিয়েটার দেখ্‌তে এলেন, যেন কোন রাজা মহারাজা সাজ-সরঞ্জম, লোকজন নিয়ে শিকার করতে এলেন। সঙ্গে "লট্-বহরই" বা কত! তিনখানা বড় ল্যাণ্ডো জুড়ীগাড়ী থেকে লোক নাব্‌লো প্রায় কুড়ী—বাইশ জন। চারটে বড় বড় রূপোর গড়গড়া, দু'ঝাঁকা ফুলের তোড়া, গোড়ের মালা, ছোট ছোট বুকে আঁট্‌বার "বোকে" ইত্যাদি। তিনজন খান্‌সামা এক ডজন কাঁচের গেলাস—একটা কাঠের বাক্সতে ভরা কি মাল দেখ্‌তে পেলুম না, (বিধু এপেংঠিস্ বল্লে—তা'তে ভাল "হুস্‌কি" মদ আছে—), এক বাক্স মণ্‌টাক্ বরফ, এক ঝাঁকা সোডা-ভর্ত্তি বোতোল। চারজন খান্‌সামা "তক্‌মা-টক্‌মা" আঁটা, পোষাক পরা। লোকে থিয়েটার দেখ্‌বে কি? সকলের নজর ওপোর দিকে, বক্সের ওপোর। ষ্টেজে যারা অভিনয় কর্‌ছিল, তারাও অন্যমনস্কে নিজেদের "পার্ট্" বলা ভুলে গিয়ে "মেজবাবুর" থিয়েটারে শুভাগমনের বিরাট ব্যাপারের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

বক্স্ ভাড়া করা ছিল তিনখানা। তা'তে এত লোক তো গাদাগাদী করে বস্‌তে পারেন না! একটা বক্সে মেজবাবু এবং তাঁর পেয়ারের বন্ধু প্রসাদ বাবু "পেসাদ" পাবার জন্যে গিয়ে বস্‌লেন। আর দুটোতে ওরই মধ্যে যিনি যতটা পেয়ারের, সেই ওজনে আগে হতেই গিয়ে বস্‌লেন। সে দুটোতে জন আষ্টেক্ বাবু ধরলো। বাকী দাঁড়িয়ে রইলো প্রায় দশ বারোজন, খানসামা চাকর বাদে। মেজবাবু

ম্যানেজার বাবুকে বল্‌লেন,—"আর সব বক্স্‌ই বিক্রী হয়ে গেছে ? দু' একখানা খালি নেই ?"

ম্যানেজার বাবু খুব আপ্যায়িত ক'রে ব্যস্তভাবে বল্‌লেন,—"হোক্ বিক্রী ! আপনি যদি বলেন, আমি এখুনি তাঁদের অন্য জ্যায়গায় বসিয়ে বক্স্ খালি করে দিচ্ছি। আর ক'খানা বক্স্ চাই বলুন।"

মেজবাবু। "তা কি পার্ব্বেন ? ভদ্রলোকেরা পয়সা দিয়ে এসেছেন,—ছেড়ে দেবেন কি ?"

ম্যানে। "ছেড়ে দেবেনা ? এমন ম্যানেজারি আমি করিনা। আপনার জন্যে আমি কি না পারি ?—তারা অন্য জ্যায়গায় বস্‌তে রাজী না হয়,—আমি এখুনি তাদের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি। ক'খানা বক্স্ চাই ? বারোজন আছেন বুঝি ? তা হ'লে তিনখানা হ'লেই হবে—"

ব'লেই "হুম্‌কো-ধুম্‌কো" হয়ে ম্যানেজার বাবু অন্য তিনটে বক্‌সের লোকেদের কাণে কাণে কি বল্‌লেন,—তাঁরা শোনবা'মাত্রই সুড় সুড় করে উঠে নীচে নেবে গেল।

সেই নারাণ বাবু—(যাঁকে বাবু সেদিন নিজের বৈঠকখানা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—) গলায়—হাতে—মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে একগাল দেঁতো হাসি হেসে বাবুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"মেজবাবু বক্‌স্ চাইছেন শুন্‌লে দেশে এমন কোন্ শালা আছে যে বাপের সুপুত্তুর হয়ে ছেড়ে দেবে না ?"

"চুপ্ কর ষ্টুপিড ! ভদ্রলোকদের গাল দিতে হবে না—" বলেই মেজবাবু হতভাগাটাকে এক ধমক্ দিলেন।

ম্যানেজার বাবু ত্রস্তভাবে এসে বল্‌লেন—"বল্‌বা'মাত্রই ভদ্রলোকেরা নীচে চলে গেলেন। অবিশ্যি—টাকা আমি তাঁদের ফিরিয়ে দোবো।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করা উচিত। তা হ'লে—আপনার লোকদের ঐ তিনখানা বক্সে গিয়ে বস্‌তে বলুন।"

মেজবাবু। "বাস্তবিক, আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ভদ্রলোকেরা পয়সা দিয়ে এসে বসেছেন, আপনি বল্‌বা'মাত্রই উঠে চলে গেলেন—"

ম্যানে। "যাবে না? এটুকুও খাতির যদি পাব্‌লিকের (publicএর) কাছে এ গরীব ব্রাহ্মণের না থাক্‌বে মেজবাবু, তা হ'লে এতকাল 'মেনেজারি' কচ্ছি কি ঘাস কাট্‌তে?"

বক্রী বারোজন বাবু বস্‌লেন গিয়ে সেই তিনটে বক্সে। ম্যানেজার বাবু সকলকে বসিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"দীনু—তুমি তা হ'লে আমার প্রতিনিধি হ'য়ে মেজবাবুর কাছে থাক,—আমি হেঁ—হেঁ—মেজবাবু, আজ একটু ভেতরে ব্যস্ত থাক্‌ব, নতুন বই—হেঁ—হেঁ—হেঁ—"

মেজবাবু। "যান্, যান্, আপনি এখানে থেকে কি কর্ব্বেন? আমি দীনুকে দিয়ে বক্‌সের দাম এখুনি—"

ম্যানে। "থাক্—থাক্—তার জন্মে আর ভাবনা কি? বক্‌সের আবার দাম দেবেন কি? এ থিয়েটার তো আপনারই! আপনারই তো সব—হেঁ—হেঁ—হেঁ—! তা হ'লে দীনু—তুই থাকিস্ বাবা,—মেজবাবুর যদি কিছু আমাকে বল্‌বার কইবার দরকার হয়, তুই গিয়ে—বুঝ্‌লি—" বলেই ম্যানেজার মশাই প্রস্থান করলেন।

আমি মেজবাবুর বক্‌সের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজবাবু আমাকে সস্নেহে বল্‌লেন—"দীনু! তোমার এ নাটকে কোনো পার্ট্ নেই?"

আমি। "আজ্ঞে আছে। সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষকালে।"

মেজ। "বটে—বটে? আচ্ছা, দেখা যাক্ তুমি কি রকম প্লে কর—"

প্রসাদ বাবু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষে? ও বাবা —অত রাত্তির পর্য্যন্ত কে থাক্‌বে?"

মেজ। "তুমি চলে যেও। আমি দীমুর প্লে না দেখে এখান থেকে যাচ্ছিনা। তা সে যত রাত্তিরই হোক্!"

প্রসাদ বাবু তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"বটেই তো! দীমুর প্লে দেখ্‌তে হবে বইকি। দীমুর প্লে দেখ্‌ব বলেই তো এসেছি, নিশ্চয়ই দেখ্‌ব। সমস্ত রাত কেটে গেলেও দেখ্‌ব"—

আমি প্রসাদ বাবুর কথা শুনে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌লুম! এ রকম না বল্লে কইলে কি বাবুর "পেয়ারের" বন্ধু—(যাকে চলিত কথায় বলে "মোসাহেব") হতে পারেন?

ষ্টেজে অভিনয় হ'চ্ছে—বাবুদের সেদিকে তেমন লক্ষ্য তো কারও দেখ্‌লুম্ না! মাঝে মাঝে এক একবার ষ্টেজের দিকে চাইছেন,—আর আপ্‌না-আপ্‌নি গল্প কচ্ছেন। যেই কোনো স্ত্রীলোক অভিনয় কর্ত্তে বেরুচ্ছে, বাবুরা তার দিকে মন নিবিষ্ট করে দেখ্‌ছেন—আর চুপি চুপি কি বলাবলি কচ্ছেন! খানিক পরে দু'জন খানসামা বোতোল, গেলাস, সোডা, বরফ এনে মেজবাবুর কাছে উপস্থিত। বুঝ্‌লুম, এইবার বড়-মানুষি পালা গাওনা সুরু হবে। আমি সেখান থেকে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। সর্ব্বাগ্রে "দেবতার ভোগ,"—অর্থাৎ মেজবাবু সবার আগে "গেলাস" ধরে হুস্‌কি সেবন করলেন! তারপর "প্রসাদবাবু" কায়স্থসন্তান,—অন্য গেলাসে খান্‌সামা তাঁকে "মদ্য" ঢেলে দিয়েছিল, তিনি সে "মদ্য" বাবুর উচ্ছিষ্ট গেলাসে (একটু যা বাকি পড়েছিল—তার সঙ্গে মিশিয়ে) ঢেলে—"সুবর্ণ বণিকের" মহাপ্রসাদ ধারণ ক'রে ধন্য হ'লেন! এর তাৎপর্য্য বুঝ্‌লুম—মেজবাবুকে বেশী রকম আপ্যায়িত করা! কিন্তু

আমার মনে সন্দেহ হয়, তা'তে মেজবাবু কি "পেয়ারের" বন্ধুটীকে বেশী পেয়ার কর্বেন,—না, বেশী "ঘেন্না" কর্বেন? কি জানি? এ সব ব্যাপার মেজবাবুই জানেন—আর তাঁর মোসাহেবরাই জানেন!

চুলোয় যাক্—ও সব বাজে কথায়! দেখ্তে দেখ্তে খানসামা চারজন ঘুরে ঘুরে মেজবাবুর সকল "সাঙ্গোপাঙ্গো" অর্থাৎ নন্দীভৃঙ্গিদের একবার মগু খাওয়ানো কার্য্য সমাধা কর্লে। চারটে "বক্সে" চারটে গড়গড়ায় মুহুর্মুহুঃ তামাক বদ্লে দেওয়া হচ্ছে! মদ্যদানের প্রথম পর্ব্ব শেষ হবার মিনিট পনের' বাদেই খানসামারা বাবুর বন্ধুদের সকাতর অনুরোধে আবার দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু করে দিলে। ক্রমে তৃতীয় পর্ব্বও দেখ্তে দেখ্তে শেষ হ'ল। এমন সময় একজন খানসামা আমাকে বল্লে—"বাবু আপনাকে খুঁজ্ছেন!"

আমি তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। গিয়ে দেখি বাবুর মেজাজ তখন "দেল্খোস্" গোছের! আমাকে সাম্নে দেখেই বাবু প্রসাদ বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"বক্সের দাম কত দেওয়া যায় পেসাদ?"

প্রসাদ বাবু একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—"দিন্না গোটা পঞ্চাশ টাকা! ভারি তো বক্স্।"

মেজবাবু একটু রেগে বল্লেন—"তোমার অতি ছোট মন—বুঝ্লে পেসাদ! তোমার মান আর আমার মান, দুয়েতে বিস্তর তফাৎ! ভদ্রলোক কত খাতির আজ আমায় কর্লে তা বুঝ্তে পার্ছ?"

একটু "কাঁচুমাচু" হ'য়ে প্রসাদ বাবু তখুনি বল্লেন—"হ্যাঁ—হ্যাঁ —হ্যাঁ—তা—তা করেছে! কর্ব্বেই তো—কর্ব্বেই তো! আপনি তো যে সে লোক নন্,—মণ্ডলবাড়ীর মেজবাবু! "ডাক্-সাইটে" নাম! তা দিন্—দিন্—গোটা ষাটেক টাকা—"

"চুপ করে থাকো—গাধা কোথাকার!" বলেই মেজবাবু পকেট থেকে কুড়ী খানা দশ টাকার নোট অর্থাৎ দুশো টাকা গুণ্‌তি ক'রে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"কি বল দীনু! দুশো টাকা দিলে হবে না?"

আমি হাতজোড় করে বল্‌লুম—"আজ্ঞে—আপনার নামের উপযুক্তই হবে।"

মেজ। "যাও—এই বেলা ম্যানেজার বাবুর হাতে দিয়ে এস—"

আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি দেখে মেজবাবু আমাকে ডেকে বল্‌লেন—"আর দেখ দীনু! গোটা কতক ফুলের তোড়া আর কিছু মালা নিয়ে গিয়ে ভেতরে এই—এই সব—"

প্রসাদ বাবু তৎক্ষণাৎ বলে ফেল্লেন—"গিরিবালাকে দিয়ে বল্‌বে যে মেজবাবু—"

মেজবাবু বল্‌লেন—"হ্যাঁ—বোলো যে তার প্লে দেখে আমি খুসী হয়ে উপহার দিইছি—"

খানসামা এক ঝুড়ি ফুল এনে আমার হাতে দিতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ্ঞে—শুধু কি গিরিবালা বিবিকে দোবো?"

প্রসাদ। "নিশ্চয়ই।"

মেজবাবু বল্‌লেন—"না না,—তুমি চুপ করো প্রসাদ! শুধু এক-জনকে নয়, যাঁরা বড় বড় পার্ট্ করছেন—"

আমি। "একটর্ বাবুদেরও?"

প্রসাদ। "ঝাঁটা মারো একটারদের মাথায়—"

মেজবাবু গড়গড়ার নলটা দিয়ে ঠকাস্ করে প্রসাদ বাবুর মাথায় মেরে বল্‌লেন—"তুমি শালা অতি বেকুব-গাধা! আমার কথার ওপোর কথা কইতে বারণ কচ্ছি না?" ফিরে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"হ্যাঁ—দু'চার জনকে দেবে বইকি!"

প্রসাদ। "মোদ্দাৎ ঐ নীরো শুঁড়ী বেটাকে দিস্‌নি,—খবরদার—"

আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে বল্‌লুম—"তাহলে আমি এক-জন খানসামাকে সঙ্গে করে কতকগুলো ফুল নিয়ে যাই—"

বাবু তৎক্ষণাৎ একজন খানসামাকে হুকুম কর্‌লেন—ফুলের একটা ঝাঁকা আমার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যেতে!

আমি টাকা ও ফুল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি —প্রসাদ বাবু তাড়াতাড়ি এসে আমার কাছে উপস্থিত! আমি ভাবলুম—মাতাল বেটা বুঝি বা বিভ্রাট ঘটায়!

প্রসাদ বাবু আমাকে বল্‌লেন—"এই ভাল 'বোকেটা' আর এই সোনালী তবক্ দেওয়া পান ক'টা 'শরৎকুমারী' বিবিকে দিয়ে বল্‌বে—প্রসাদ বাবু নিজে তোমাকে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দোহাই বাবা দীনু, দিস্ তাকে।"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বল্‌তে লাগলো। ভাবলুম, বাবুকে গিয়ে ব'লে দিই। আবার তখুনি মনে হ'ল, বাবুর যে রকম মেজাজ, তার ওপোর পেটে দু'পাত্র মদ্য পড়েছে,—এখুনি আমার মুখে একথা শুন্‌লে প্রসাদ বাবুকে হয়তো "গোবেড়েন্" করে দেবেন। আমি কোনো কথা না ব'লে তাঁর হাত থেকে ফুলের "বোকে" দুটো আর সোনালী তবক্ দেওয়া সেই পান ক'টা নিয়ে চলে গেলুম।

সে সময় প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে "ড্রপ্" পড়েছে। আমি ষ্টেজের দরজার কাছে গিয়ে সেই সোনালী তবক্ দেওয়া গোটা দুই পান নিজের মুখে পুরে বাকী ক'টা ট্যাঁকে গুঁজে ফেল্‌লুম। তারপর বোকে দুটোকে ছুঁড়ে পেছনের মাঠের দিকে ফেলে দিয়ে—খানসামাকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেজের ভেতর ঢুক্‌লুম।

আমাকে দেখেই ষ্টেজের যত অভিনেতা-অভিনেত্রী আমার

কাছে এসে জড় হ'ল। আমি খানসামাকে ঝাঁকা রেখে চলে যেতে বলে—ম্যানেজার মশায়ের হাতে সেই দুশোখানি টাকা দিলুম।

ম্যানেজার মশাই একেবারে যাকে বলে "আহ্লাদে আটখানা।"

ফুলগুলো তাঁরই জিম্মায় দিয়ে বল্লুম—"বাবু বলেছেন, ম্যানেজার বাবুকে বোলো— বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি নিজের হাতে যেন বিলি করে দেন্।"

গিরিবালা বিবির কথা যদিও আমি নিজের মুখে কিছু বল্লুম না বটে, ম্যানেজার বাবু খলিফা লোক,—তিনি তখুনি গিরিবালাকে নিজেই বল্লেন—"গিরিবিবি! ফুলগুলো তুমি নাও, মেজবাবু তোমার 'প্লে' দেখে খুসী হয়েছেন,—তাই 'ভেট' পাঠিয়েছেন—বুঝ্‌তে পাচ্ছি। হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—" বলেই সেই মামুলি হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে টিকিট ঘরের দিকে টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

(২১)

তিনখানা বক্সের জন্য দুশো টাকা! কি শুভক্ষণেই আজ ম্যানেজারের রাত পুইয়েছিল! ন-মাসে ছ-মাসে কখনো কোন বড়লোকের সখ হ'লে—দু'একখানা বক্স. কিনে থিয়েটার দেখ্‌তে আসেন! কিন্তু সে রকম বড়লোক ক'টা? বড়লোক কল্‌কেতার সহরে বিস্তর আছেন; অকাতরে তাঁরা পয়সা খরচ ক'র্ত্তে পারেন,—করেনও সত্য! কিন্তু সে সব খরচ অন্যত্র! বাগান-বাড়ীতে কিম্বা "অমুক বিবির" বিলাস-মন্দিরে। সেখানে একরাত্রে বসে—"ভূতের" অর্থাৎ "মোসাহেবের" দঙ্গল নিয়ে বড়লোক মশাই একরাত্রে দু'হাজার টাকা খরচ করে ফেল্‌লেন! আর থিয়েটার দেখ্‌তে পাঁচটী টাকা টিকিটের জন্যে খরচ কর্ত্তে, তাঁদের হাতে যেন পক্ষাঘাত হয়! সে দুটো চারটে টাকা খরচ,

বাবু মশাইদের একেবারে ভীষণ "বাজে খরচ" বলেই দৃঢ় বিশ্বাস! কেউ কেউ আবার মুরুব্বিয়ানা করে বলে থাকেন,—"থিয়েটারে পয়সা খরচ ক'রে কি দেখ্‌তে যাব? তেমন ভাল 'নাটক' প্লে হয়না, তেমন সব ভাল ভাল 'প্লেয়ার' নেই!" অথচ, কেমন "ভাল নাটক" এবং ভাল "প্লেয়ার" তিনি চান,—তা তিনি নিজেই জানেন না। কোনো কোনো "বকধার্ম্মিক" বাবু বলেন, "আমার থিয়েটার ফিয়েটার দেখ্‌তে ভাল লাগেনা। ওতে আমার মন নেই।" তবে দয়াময়ের সখ হয়, যদি "মিনি পয়সায়" তাঁর থিয়েটার দেখবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। তখন তাঁর একার নয়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছেন, ক্রমে ক্রমে সকলকার "সখ" গজিয়ে উঠ্‌তে সুরু করে! সেই জন্যে কেউ কেউ বলেন শুনতে পাই—"অমুক বাবু পয়সা খরচ করে কখনো কোনও নেশাপত্র করেন না বটে, কিন্তু পরের পয়সায় হ'লে—বাবু আমাদের বিষ পর্য্যন্ত খেতে পারেন।" পয়সা-ওলা লোক হ'লে কি হবে? "ফোকোটোয়" (অর্থাৎ মিনি পয়সায়) কাজ সারবার সময় তাঁর মান-মর্য্যাদাজ্ঞান কিছুই থাকে না! এই কারণেই তো আমাদের বাংলা থিয়েটারের এত দুর্গতি! এ দেশের লোকেরা "বাজে খরচ" হিসেবেও মাসে দু'দশটা টাকা দিয়ে যদি বাংলা থিয়েটারের প্রতি সহানুভূতি দেখান,—তাহ'লে বাঙ্গালীর থিয়েটারগুলোর এমন অকালমৃত্যু হয়না! অনেকগুলি ভদ্রসন্তানের সেই সঙ্গে ভদ্রপরিবারের এই "থিয়েটার" হতেই অন্নের সংস্থান হয়, এই ভেবে যদি ধনবান মহাশয়েরা তাঁদের বাজে খরচের (Budget) "বজেটে" গোটাকতক টাকা (Sanction) "স্যাংসন" করেন, তাহ'লে "দশের লাঠি একের বোঝাতে" এদেশের থিয়েটারগুলো রক্ষা পায়!

বাঙ্গালীর থিয়েটার চল্‌ছে গৃহস্থ ভদ্রলোক, মধ্যবিৎ অবস্থার কেরাণী-

বাবু এবং মেসের "ছাত্রদের" পয়সায়! সামান্য আয় তাঁদের, অথচ তাই থেকেই কষ্ট করে তাঁরা বাংলাদেশের থিয়েটারগুলিকে অর্থ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এঁদের সহানুভূতি এবং সাহায্য না পেয়ে যদি এ দেশের থিয়েটারগুলিকে "বড়লোক বাবুদের" মুখ চাইতে হোতো, তাহ'লে বাংলায় আজ থিয়েটারের অস্তিত্ব থাকতো না। এটা ধ্রুব সত্য কথা।

যাক্,—অনেকটা বাজে কথা হয়ে গেল! মেজবাবুর টাকা দিয়ে "বক্স্" কেনবার কথা শুনেই যে ম্যানেজার মশাই দু'তিনখানা "বক্স্" খালি করে দিলেন, আর ভদ্রলোকেরাও সেই সব "বক্সে" বসে থিয়েটার দেখতে দেখতে ম্যানেজার মশাইয়ের কথা শুনেই যে উঠে চলে গেলেন, কিম্বা অন্যত্র গিয়ে ব'স্লেন, তার কারণ—ম্যানেজার মশাই মেজবাবুকে যা বলেই বোঝান,—আমি কিন্তু সঠিক জানি,—ভদ্রলোকগুলি ম্যানেজার মশায়ের কোনও অন্তরঙ্গ সুহৃদের বাড়ী থেকে "ফোকোটোয়" (অর্থাৎ বুঝেছেন তো,—মিনি পয়সায়) থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন। এমন হামেষাই তাঁরা অভিনয়রাত্রে আসেন,—বসেন,—থিয়েটার দেখেন। আবার দরকার হ'লে (অর্থাৎ যে জ্যায়গায় তাঁরা গিয়ে বসেন) কোন ভদ্রলোক টিকিট কিনে এসে জ্যায়গা না পেলে—সেই জ্যায়গা খালি করে দিয়ে অন্যত্র (জ্যায়গা পেলে) বসেন, (জ্যায়গা না পেলে) দাঁড়ান। তাঁরা নিজেরাই জ্যায়গা ছেড়ে দেবার সময় "কাষ্ঠহাসি" হাস্তে হাস্তে বলেন—"তার আর কি! আমরা হ'লুম ঘরের লোক!"

বুঝতে পারি না—"কার ঘরের লোক" ব'লে তাঁরা নিজেদের প্রচার করে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা গাঢ় করেন! সমস্ত থিয়েটারের? না,—ম্যানেজার মশায়ের? না,—থিয়েটারের মালিকদের?

মেজবাবুর আজ্ঞামত ষ্টেজের ভেতর ফুলের ঝাঁকা পৌঁছে দিয়েই—আমি দোতলায় উঠে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে পৌঁছেছি,—এমন সময়

দেখি,—সেই "নারাণ ঘোষ"—(পুরো গয়লা নয়,—জাতে সদ্‌গোপ) একটা মদের গেলাস হাতে নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় একটু একটু খাচ্ছে। তাকে দেখেই আমি ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছি দেখে—সে তাড়াতাড়ি আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কি বাবা দীনুরাম,—পাশ কাটিয়ে যাচ্ছো? আমি তোমার জন্যে হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা!"

আমি। "কেন? আমাকে আপনার কি দরকার?"

নারাণ। "বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—আমি যে তোমার দোস্ত্‌! আমার বখ্‌রাটী এইবার ঝাড়ো দিকি বাবা!"

আমি। "কিসের বখ্‌রা আপনার?"

নারাণ। "চেঁচাচ্ছ কেন বাবা? ভাগীদার বেড়ে যাবে যে! চুপি চুপি তোমায় আমায় ভাগ্‌-বাঁটোয়ারা হ'য়ে যাক্‌না বাবা! দু-দুশো টাকা—"

আমি। "আপনি কি বল্‌ছেন নারাণ বাবু? আমি—মেজবাবুর দুশো টাকা,—বক্‌সের দাম ব'লে যেটা তিনি ম্যানেজার মশাইকে দিতে বল্লেন,—সে টাকা চুরি কর্‌লুম?"

নারাণ। "আহা—সবটা গ্যাঁড়া দিলে চ'লবে কেন বাবা? তিন-খানা ভাঙ্গা বক্‌সের দাম কত হয় বাবা? চল্লিশ না হয় বড় জোর পঞ্চাশ টাকা! আচ্ছা—আরও না হয় দশ টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি! তা হ'লে বাকী থাকে ১৪০৲ টাকা। চল্লিশ টাকা তুমি ট্যাঁকে গোঁজো, আমি একশো টাকা নিয়েই খুসী হ'চ্ছি বাবা!"

মাতালটার সঙ্গে বেশী কথা কওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় মনে করে, আমি সেখান থেকে চলে যাবার উপক্রম কল্লুম! বেটা যেন ছিনে জোঁক! কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়েনা!—কেবল বলে—"দেবে তো দাও—

নিদেন অর্দ্ধেক, নইলে এখুনি বাবুকে এ কথা জানিয়ে দোবো কিন্তু,—তা ব'লে দিচ্ছি, হঁ্যা—"

আমি খুব রুক্ষভাবে বল্‌লুম,—"বাবুকে আমি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছি! আপনার লজ্জা করেনা? আপনি বাবুর কাছে সেদিন অপমানিত হ'লেন—নিজের বুদ্ধির দোষে, এই আমারই জন্যে,—আজ আবার আমার সঙ্গে এই রকম ক'চ্ছেন শুন্‌লে,—বাবু এই দেশশুদ্ধ্‌ লোকের মাঝখানে আপনার কি দুর্গতি করবেন তা ভাবছেন না?"

নারাণ বাবু—পাত্রস্থিত মদ্যটুকু নিঃশেষে পান ক'রে একধারে গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঈষৎ টল্‌তে টল্‌তে, চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বল্‌লে—"কে কার দুর্গতি করে দেখাচ্ছি রে শালা,—শালার ঘরের শালা—!"

"খবরদার—গালাগাল দেবেন না মশাই, ভাল হবেনা বল্‌ছি,"—বলতে বলতে আমিও তার পাছু পাছু গেলুম!

মাতালটা আপনার গোঁ-ভরে একেবারে বাবুর বক্সের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো! বাবু তখন "মদের নেশায় মজ্‌গুল" হয়ে থিয়েটার দেখ্‌ছেন আর মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন—"বাঃ—বাঃ—চমৎকার—বাঃ—'কপিতেল' (capital), 'বেটীর ফুল' (beautiful), 'গ্যান্‌' (grand)!" বাবুর দেখাদেখি ইয়ারের দঙ্গলটীও, ঠিক যাদের যাদের—(অর্থাৎ যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের) বাবু "বাহবা" দিচ্ছিলেন,—তাদেরই তারিফ ক'চ্ছেন। "একটরদের" মধ্যে যোগীবাবু "সমরসিংহ" সেজেছিলেন,—অভিনয়ও অবিশ্যি খুব ভালই হ'চ্ছিল,—বাবুরা সকলেই ডাক্‌ ছেড়ে তাঁর সুখ্যাতি ক'চ্ছিলেন! আর "নীরোদ শুঁড়ী" আদি ক'রে অন্য অন্য অভিনেতার দল ভাল অভিনয় কল্লেও—কেউ দেখি "টুঁ" শব্দটী ক'চ্ছেনা,—

অবশ্য, আমাদের বাবুদের মধ্যে থেকে। অন্য অন্য দর্শকেরা তো মেজবাবুর ইয়ার নন্,—সুতরাং তাঁরা একটবদের যোগ্যতা অনুসারে "বাহবা" দিচ্ছিলেন। কিন্তু অভিনেত্রীরা কেউই বাদ পড়ছেন না! গিরিবালা বিবির তো কথাই নেই। তিনি অভিনয় ক'র্ত্তে বেরুলেই—দর্শকদের ভেতর এমন একটা হৈ—হৈ পড়ে যে পাঁচ সাত মিনিট যায় তার ধাক্কা সাম্‌লাতে! দর্শক মশাইরা হাততালি দিয়ে, "সিটি" মেরে গভীর রাত্রে পায়রার ঝাঁক্ উড়োতে আরম্ভ ক'ল্লেন,—আর আমাদের মেজবাবু মশাই সদলে চীৎকার তো লাগিয়ে দিলেনই,—উপরন্তু সেই বক্স্ থেকেই "ফুলের মালা", "গোড়ে", "তোড়া" ঝপাঝপ্ ষ্টেজের ওপরই গিরিবালাকে উপহার দিতে লাগ্‌লেন। "গিরিবালার" পর খাতির পেলেন "শরৎকুমারী"—তারপর "যুগলময়ী,"—ওরফে "জাঁদ্রেল যুগ্‌লী"। আর সখীর দঙ্গল যখন নাচ্‌তে বেরোয়, তখন যেন ওপোর থেকে (অর্থাৎ আমাদের মেজবাবু আর তাঁর ইয়ার মশাইদের কাছ থেকে) রীতিমত পুষ্পবৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষ্টেজের ওপোর এত ফুল জমা হ'ল যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তার ওপোর চলাফেরা করা ভার হয়ে উঠ্‌লো। নর্ত্তকীদেরও নাচা দুষ্কর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো।

অভিনয় যখন এই ভাবে চল্‌ছিল, তখন আমি আর নারাণ বাবু মেজবাবুর বক্সের পেছনে নির্ব্বাক হ'য়ে দণ্ডায়মান! এমন সময় খানসামা মেজবাবুর জন্যে আবার "মদের গেলাস" নিয়ে এসে—"হুজুর" বলে ডাক্‌তেই, তিনি ফিরে বস্‌লেন এবং "গেলাসটা" হাতে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"দীনু কখন্ প্লে ক'র্ব্বে ?—তোমার প্লে দেখ্‌তে না পেলে যে আমার ফূর্ত্তি হ'চ্ছেনা! এই দেখ—তোমার জন্যে দুটো বড় বড় তোড়া রেখেছি—হা—হা—হা—!" দেখলুম, বাবু একেবারে যাকে বলে "মজায় মজ্‌গুল!"

আমি ঈষৎ হাস্‌তে হাসতে বল্‌লুম—"আমার এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে বাবু—"

মেজ। "ফুলগুলি পেয়ে সবাই খুসী হয়েছে তো ?"

আমি। "আজ্ঞে সকলেই যথেষ্ট খুসী হ'য়েছেন! অমন সুন্দর ফুল পেলে কে না খুসী হবে বাবু মশাই ? আমি সকলকে দিতে বলেছি—"

মেজবাবু মদের গেলাসটী খালি করে গড়গড়ার নলটী মুখে দিয়ে বল্‌লেন—"বেশ করেছ—বেশ করেছ! সবাইকে দিয়েছ তো ?"

প্রসাদ বাবু মদের গেলাস পেয়ে একটু যেন চাঙ্গা হয়ে বল্‌লেন—"ফুলগুলো গিরিবালাকে দিলে না কেন ?"

আমি একটু রুক্ষভাবে বল্‌লুম—"বাবুর সে রকম হুকুম ছিলনা—"

নারাণ বাবুটী একপাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাল খাচ্ছিল;—কেউই তার সঙ্গে কথা কয়না,—খানসামারাও তাকে কেউ "মদ" দেয় না,—বাবুও কিছু বলেনা দেখে, বেচারা জড়ানো জড়ানো কথায় আমাকে ব'ল্লে—"বাবুকে রসিদখানা দাও—"

মেজবাবু ব'ল্লেন—"কিসের রসিদ ?"

নারাণ বাবু বক্‌সের ভেতর আর একটু মাথা গলিয়ে বলতে সুরু ক'ল্লেন— "তিনখানা বক্‌সের দাম দুশো টাকা,—একেবারে যাকে বলে—টাকা লুটিয়ে দেওয়া হ'ল! তার ওপোর—এই ছোঁড়া ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে গেল—"

মেজবাবু মুখ তুলে নারাণ বাবুর দিকে চাইলেন। কোন কথা না ব'লে তামাক টান্‌তে টান্‌তে ধৈর্য্য ধ'রে তার কথাগুলো শুন্‌তে লাগলেন।

নারাণ বাবু আরও একটু দেহটা বক্‌সের ভেতরে সাঁধ্‌ করিয়ে বল্‌তে

লাগ্‌ল—"ও বেটা থিয়েটারে হয়তো জমা দিয়েছে গোটা তিরিশ চল্লিশ,—বাকীটা নিশ্চয়ই গাঁ্যাড়া করেছে,—নিশ্চয়ই! এ যদি না হয়—তা হ'লে—"

মেজবাবু। "দীনু! টাকা কি ম্যানেজার মশাইকে এখনও দাওনি?"

আমি। "আজ্ঞে হাঁ—ফুলের ঝাঁকা ষ্টেজের ভেতর নিয়ে গিয়ে টাকাগুলো আগে ম্যানেজার মশায়ের হাতে গুণে দিলুম—"

নারাণ বাবুটী "হাতে হাত বাজিয়ে" বল্লে—"কক্ষনো না,—কক্ষনো দেয়নি! এখুনি ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠান্; হেঁ—হেঁ বাবু, নারাণ ঘোষকে বোকা বোঝাবে একটা ছোঁড়া? ও মনে করেছে, বাবু কি আর মদের ঝোঁকে এ টাকার কথা মনে করে রাখ্‌বে—"

প্রসাদ বাবুটী আমার ওপোর একটু দরদ জানিয়ে নারাণ বাবুকে ব'ল্লেন—"না জেনে-শুনে ফস্ করে ভদ্রলোকের ছেলেকে চোর বলা তোমার ভারি অন্যায় নারাণ! তুমি তো ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জাননি যে তাঁকে ও টাকাটা সব দিয়েছে কিনা—"

নারাণ বাবু খুব জোর করে বল্‌লে "আচ্ছা—ডাকাচ্ছি,—এখুনি ডাকাচ্ছি—ম্যানেজারকে এখুনি ডাকাচ্ছি! আমি বাবা নারাণ ঘোষ —খাঁটী সদ্‌গোপের বাচ্ছা,—আমি লোক চিনিনা? ও যদি সব টাকা ম্যানেজারকে দিয়ে থাকে—তাহ'লে আমায় বাপেই জন্ম দেয়নি!"

আমি তো অবাক্! সেকি? এ বেটা বলে কিগো? বাবুও তাই বিশ্বাস ক'চ্ছেন না-কি যে, আমি টাকাটা চুরি করেছি?

"আমি ম্যানেজার মশাইকে ডেকে আনি বাবু"—বলে যেই দু'পা এগিয়েছি—অম্‌নি দেখি, একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে ম্যানেজার বাবু কথা কইতে কইতে আমাদের দিকেই আসছেন!

(২২)

ম্যানেজার মশাইকে দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে তাঁকে বল্লুম —"আসুন ম্যানেজার বাবু—শীগ্‌গির একবার বাবুর কাছে আসুন—" ব'লেই তাঁর হাত ধরে একটু টেনেও ফেল্লুম!

ম্যানেজার বাবু কাপড়ের কসি টানতে টান্‌তে সেই ভদ্রলোকেটীকে ছেড়ে আমার সঙ্গে আসতে আস্‌তে বল্‌লেন—"কেন—কেন—ব্যাপার কি? কি হয়েছে দীনু?" ততক্ষণে আমরা দু'জনে মেজবাবুর সাম্‌নে উপস্থিত হয়েছি!

ম্যানেজার বাবুকে দেখেই মেজবাবু বল্‌লেন—"এই যে আপনি এসেছেন! এইখেনে বসুন—বসুন, একটু জিরোন মশাই—খেটে খেটে যে সারা হ'লেন!"

ম্যানেজার। "আজ্ঞে মেজবাবু,—আজকের দিনে আমার কি মরবার সময় আছে? আপনারা পাঁচজন এসেচেন, তার ওপোর আজ নতুন বই খোলা হ'য়েছে—! তা যাক্,—কোন কষ্ট হ'চ্ছে না তো?"

মেজবাবু। "কিছু না! কষ্ট কি? এ তো আমার নিজের থিয়েটার!"

ম্যানেজার। "প্লে কেমন লাগ্‌ছে?"

প্রসাদ বাবু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন—"প্লে তেমন সুবিধে হ'চ্ছে না! দুটো চারটে পার্ট্‌ মন্দ হ'চ্ছে না—"

ম্যানেজার বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লেন—"প্রথম রাত্রি,—একটু আধ্‌টু দোষ হবে বইকি! বুঝ্‌লেন মেজবাবু—রিহার্স্যাল তেমন দেওয়া হয়নি,—তাড়াতাড়ি খোলা হয়েছে—"

প্রসাদ বাবু বেশ একটু বিজ্ঞের মত নেশায় "চঞ্চল" মাথাটা আরও

একটু "বিচঞ্চল" করে বল্‌লেন—"বইখানা বিক্রী হয়েছে—বুঝ্‌লেন,—তেমন লাগ্‌তাই হয়নি—"

ম্যানেজার বাবুর মুখখানা শুকিয়ে গেল! তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হ'লেন!

এইবার মেজবাবু (তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন) একটু সোজা হয়ে বসে প্রসাদ বাবুকে বল্‌লেন—"তুমি শালা থিয়েটারের কি বোঝো—নাটকেরই বা কি জান যে, 'যা—তা' একটা ভদ্রলোকের মুখের ওপোর ব'লে ফেল্‌লে? না—না—ম্যানেজার মশাই, ও শালার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না; শালা মুক্ষুর ধাড়ী! আপনি চমৎকার নাটক লিখেছেন, 'প্লে' খুব ফাষ্ট্‌ কেলাস হ'চ্ছে! আমি উপ্‌রো-উপরি দু'চার রাত্রি দেখ্‌ব!"

ম্যানেজার মশায়ের মুখে আর হাসি ধরেনা! তিনি অম্‌নি দন্তবিস্তার করে বল্‌লেন—"আপনি খুসী হ'লেই হ'ল—আপনি খুসী হ'লেই হ'ল! এতটা টাকা দিয়েছেন—আপনি খুসী হ'লেই আমরাও প্রাণে প্রাণে খুসী—"

এমন সময় নারাণ বাবু ম্যানেজার বাবুকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাবুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"বাবু যে টাকা দুশো পাঠিয়ে দিয়েছেন,—আপনি পান্‌ নি?"

ম্যানেজার বাবুর ট্যাঁকে তখনও সে নোটের তাড়াটা ছিল। তিনি তখুনি সেটাকে বের করে দেখিয়ে বল্‌লেন—"অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পেয়েছি! শুধু দুশো টাকা? বাবু যে কুড়ি পঁচিশ টাকার ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন,—সকলে পেয়ে বাবুকে ধন্য ধন্য ক'চ্ছে! কেন? দীনু কি বলেনি?"

আঃ—বাঁচ্‌লুম বাবা!

নারাণ বাবু তখনও ব'ল্‌ছে "যাক্‌—টাকাটা ভালয় ভালয় যে আপনার কাছে পৌঁছেছে—সেই ভাল! নইলে—দিনকাল যে রকম,—কোনো ছোক্‌রাকে তো বিশ্বাস করা যায়না—"

ম্যানেজার। "ছি—ছি—অমন কথা বোলোনা নারাণ বাবু! দীনু অতি সৎ ছেলে! একটী পয়সা কখনো কারও তঞ্চক করেনা! কি বলেন মেজবাবু?"

মেজবাবু হাঁক্‌লেন—"চাপ্‌রাশি!"

দু' তিনজন তক্‌মাধারী চাপ্‌রাশি তখুনি সাম্‌নে এসে উপস্থিত। মেজবাবু বল্‌লেন—"এই হামারা জুতি লেকে এই শুয়ার-কো-বাচ্চা নারাণ বাবুকো মার্‌কে আভি থিয়েটারসে নিকাল্‌ দেও—"

ততক্ষণে নারাণ বাবুটী একেবারে অদৃশ্য!

ভীষণ কাণ্ড! মেজবাবু নিজে উঠে খালি পায়ে তার সন্ধানে ছুট্‌লেন! সকলে মিলে (ম্যানেজার বাবু—এমন কি আমি শুদ্ধ্‌) তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌তে চেষ্টা করলুম! একে "মেজবাবু,"—তায় "মদ্য" খেয়েছেন। তার ওপোর যখন যেটা "গোঁ" ধর্ব্বেন—তখন সেটা করবেন্‌ই করবেন! ভালমানুষ আছেন তো বেশই আছেন, রাগ্‌লে তিনি আর কারও নন! সঙ্গী লোকজনদের—খানসামাদের তখুনি হুকুম হ'ল—"যাও—যাঁহাসে হোয়,—আব্‌হি শালাকো পাকাড়্‌লে আও—" বল্‌তে বল্‌তে নারাণ বাবুর "বাপ-মার" সম্বন্ধে বিস্তর অভিধানবর্জ্জিত কথা আওড়ে ফেল্‌লেন।

সকলে তখনকার মত (মেজবাবুকে দেখিয়ে) তাঁর সাম্‌নেই নারাণ বাবুটির খোঁজ কর্‌তে লেগে গেল।

ম্যানেজার বাবু মেজবাবুকে বল্‌লেন—"আমি খুঁজে এনে দিচ্ছি। আপনি বসুন। সে বেটা যাবে কোথায় আমার নজর এড়িয়ে? আচ্ছা

—দেখ দিকি—এমন শিবতুল্য লোক, আজ দয়া করে এসেছেন আমার থিয়েটারে, আমার নাটকের প্লে দেখ্‌তে,—আঁটকুড়ীর বেটা দিলে কিনা তাঁকে চটিয়ে—" বলেই গুটী গুটী সে হাঙ্গামের মাঝখান থেকে ম্যানেজার বাবু সরে পড়্‌লেন। যাবার সময় আমায় একটু ইসারা করেছিলেন—"তুমিও চলে এস।" আমিও "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ—" মনে মনে আওড়ে তাঁর পাছু পাছু একেবারে ষ্টেজের ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

(২৩)

মেজবাবু যে রকম রেগেছেন (তার ওপোর মদের ঝোঁক্‌) আজ যদি এ অবস্থায় কোন রকমে নারাণ বাবুটীকে তাঁর সাম্‌নে পান, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাকে একেবারে (যাকে বলে সেই) "কীচক বধ" করে ফেল্‌বেন। "নারাণ বাবু" সদ্‌গোপের ছেলে ;—মদই খান আর যত বেহায়াই হোন্‌, মেজবাবুর এতকাল "মোসায়েবী" কচ্ছেন, সুতরাং তাঁর "ধাত" তিনি ভাল রকম বোঝেন বইকি! তাই ঠিক "তাল" বুঝে তিনি সুড়ুৎ করে সরে পড়েছেন। ম্যানেজার মশাইয়ের ইঙ্গিতে আমি ষ্টেজের ভেতরে গিয়ে দেখি,—বাইরের এই "মেজবাবু-নারাণবাবু সংবাদটা" ভেতরে এর মধ্যে পৌঁছে গেছে। তখন "ড্রপ্‌" সিন্‌ পড়ে কন্‌সার্ট্‌ বাজছিল। ষ্টেজের ওপোর চারিদিকে মেয়ে-পুরুষরা সবাই জড় হয়ে এই কথা নিয়েই খুব "গুল্‌তুনি" লাগিয়ে দিয়েছে। ভিতর দিকে যেখানটা নীরোদ বাবুর ঘর, তার সাম্‌নে ভিড়টা কিছু বেশী। সেখানে দেখি ম্যানেজার মশাই দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে খুব বক্‌ছেন! আমি ষ্টেজে যেতেই সবাই আমাকে জেরা কর্‌তে সুরু কল্লে,—"কি ব্যাপার হয়েছিল? নারাণ বাবুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হ'ল কেন?

মেজবাবু নারাণ বাবুকে খুব নাকি মেরেছেন ?” যার যা মনে এল সে আমাকে সেইরকম প্রশ্ন কর্‌তে আরম্ভ ক’ল্লে। আমি যেন কেমন “হক্‌চকিয়ে” গেলুম। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের কত জবাব একা দোবো বলুন! কা’কেও কিছু না বলে, বড় জোর “কি জানি কি হয়েছে—” এই সোজা উত্তরটী দিয়ে বরাবর ম্যানেজার মশাইয়ের কাছে চল্‌লুম।

শুনতে পেলুম কেউ কেউ বল্‌ছে—“এ ছোঁড়া যেখানে যাবে সেইখানেই একটা না একটা গণ্ডগোল বাধাবে।” কেউ বল্‌ছে—“বোধ হয় ভেতোরে কিছু রহস্য আছে।” একজন বল্‌লে—“মেয়ে-মানুষঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই।”

আমি ম্যানেজার মশাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াতেই শুন্‌লুম, তিনি নীরোদ বাবুকে বল্‌ছেন—“যাক্—যাক্—নীরোদ বাবু, বাইরের ঝগড়া ঘরে আন্‌বার দরকার কি ?”

নীরোদ বাবু খুব চড়া সুরে বল্‌লেন—“না—না—আপনিই বলুন না, নারাণ বেচারার অপরাধ কি ? টাকা দেওয়া হয়েছে, রসিদ চেয়েছে। এতেই একেবারে তাকে গালাগাল—মারধোর ?”

ম্যানেজার মশাই বল্‌লেন—“না—না—তিনি তো মারেন নি! দুটো একটা কটু কথা বলেছেন বটে—”

ও হরি! এতক্ষণ দেখ্‌তে পাইনি। ম্যানেজার মশায়ের কথা শেষ না হ’তে সেই নারাণ মাতালটা নীরোদ বাবুর সাজঘরের এককোণ থেকে বেরিয়ে এসে সেই রকম জড়ানো কথায় বল্‌তে আরম্ভ কল্লে—“আমাকে মারবে ? কোন্ শালা আমার গায়ে হাত তোলে একবার দেখি! ওঃ ভারী শালার মেজবাবু! শালার পয়সা আছে ব’লে খোসামোদই না হয় করি, তা বলে কি ওর মোসায়েব ? না—ওর চাকর ?”

ম্যানেজার বাবু তাকে একটু ধাক্কা মেরে বল্লেন—"বোসো—বোসো নারাণ—আর বেশী মর্দ্দানি করতে হবেনা! ভাগ্যে বুদ্ধি ক'রে এখানে ঢুকে পড়েছিলে—তাই এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেছ। আর ওস্তাদি ফলিয়ে বেরুতে হবেনা। মেজবাবু যে রকম রেগেছেন,—মেরে এখুনি তক্তা বানিয়ে দেবেন।"

নীরোদ বাবু বল্লেন—"হ্যাঁ—রেখে দিন্ না মশাই—মারে সব শালা! কি বল্ব—আমার পোষাক পরা রয়েছে; নইলে, আমি নিজে সঙ্গে করে নারাণকে ও শালার সাম্‌নে নিয়ে যেতুম। দেখ্‌তুম—ওর কত ক্ষমতা,—আর কত পয়সা।"

নারাণ বসে বসে বল্‌তে লাগলো—"নীরো, চল্‌না, একবার পোষাক-পরা শুদ্ধ—শালা মণ্ডলগুষ্টিকে দুই ইয়ারে একেবারে নিকেশ করে দিয়ে আসি—"

ইত্যবসরে যোগীবাবু এসে বল্লেন—"কি হচ্ছে এখানে নীরোদ? এদিকে আধ ঘণ্টার ওপর যে কন্‌সার্ট বাজ্‌ছে,—ড্রপ্ তুল্‌তে হবেনা?"

ম্যানেজার মশাই বল্লেন—"আমি এত ক'রে বল্‌ছি যে, ও সব কথা ষ্টেজের ভেতর আমাদের দরকারই বা কি? তা কেই বা আমার কথা শোনে?"

যোগীবাবু বল্লেন—"আপনি বাইরে যান্ দিকি ম্যানেজার মশাই ঐ মাতালটাকে সঙ্গে নিয়ে! নইলে, আমাদের কাজের বড়ই গণ্ডগোল হচ্ছে!"

নীরোদ বাবু বল্লেন—"ও একপাশে পড়ে আছে, তাতে তোমাদের কি হয়েছে যোগীবাবু? বন্ধুমানুষটাকে একা পেয়ে শালারা খুন কর্‌বে, আমি এখানে থাক্‌তে?"

ম্যানেজার। "তা ওকে চুপি চুপি গাড়ী ডাকিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দোবো?"

নী। "ও একা বাড়ী যেতে পারবে না,—বিশেষ এ অবস্থায়!"

ম্যানেজার মশাই বিশেষ রকম অপ্রসন্ন হয়ে যোগীবাবুকে বল্লেন—"তা হ'লে নাচার! দিন যোগীবাবু—ড্রপটা তুলে দিন। এ রকম ক'রে থিয়েটার চালানো আমার বাবারও সাধ্যি নেই—" বলেই তিনি বাইরে চলে গেলেন।

ম্যানেজার মশাই চলে যাবার পর আমিও সাজঘরের দিকে আমার "পার্ট্" (বীরবল) সাজ্তে চলে গেলুম। সেখানে যাবামাত্রই সকলে যেন আমাকে একেবারে ছেঁকে ধর্লে! আমিও বল্ব না,—তারাও ছাড়বে না! অগত্যা আমাকে সমস্তই ভেঙ্গে বল্তে হ'ল।

তখন "ড্রপ্" উঠে থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেছে। আমায় চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বেরুতে হবে। আমি পোষাক টোষাক প'রে সাজঘর থেকে যেমন বেরিয়ে এসেছি,—সাম্নে দেখি—নীরোদ বাবু। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠ্লেন—"এই যে,—মেজ কর্ত্তার পেয়ারের মোসাহেব! ভদ্রলোকের ছেলেকে একলা পেয়ে খুব এক চোট্ নিয়ে নিলে!"

আমি ভয়ে থতমত খেয়ে বল্লুম—"তা আমার অপরাধ কি বলুন? আমি তো মেজবাবুর মোসাহেব নই,—তাঁর চাকর।"

একটু শ্লেষের হাসি হেসে নীরোদ বাবু বল্লেন—"কি রকম চাকর বাবা? মনিবকে কি 'গুন্' কর্লে নাকি? চাকরের জন্য বন্ধুকে গালাগাল দেয়—খুন কর্তে যায়,—সেতো বড় সাধারণ মনিব নয়।"

কোথা থেকে আমার বরাৎক্রমে গিরিবালা বিবি সেখানে উপস্থিত হলেন। নীরোদ বাবুর কথা শুনে তিনিও একটু শ্লেষ ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে বল্লেন—"মনের মতন বিশ্বাসী চাকর হলে মনিব ছেলের মতনই ভালবাসে নীরোদ বাবু! চাকরকেই লোকে ভালবাসে আর মোসাহেবকে শ্যাল কুকুরের মতন ঘেন্না করে,—এটা কি আপনি জানেন না?"

কথাগুলো ব'লেই তিনি আপনার সাজঘরের দিকে চ'লে গেলেন। নীরোদ বাবু তবু ছাড়েন না। আমার পানে চেয়ে সেই রকম শ্লেষ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"অমন বড়লোক মনিবকে এতটা বশ কর্‌লে কি ক'রে হে ছোক্‌রা? বিধবা ছুক্‌রি বোন্ টোন্ কিছু গছালে নাকি?"

রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌লো। আমি তখুনি বলে ফেল্‌লুম—"বামুনকায়েতের ছেলে সে কাজ করেনা মশাই! সে সব কাজ ছোট জাতের,—বুঝ্‌লেন?"

বলেই আমি অন্যদিকে চলে গেলুম। নীরোদ বাবু সে কথা শুনে আমাকে তেড়ে মার্ত্তে এলেন না বটে,—কিন্তু শুন্‌তে পেলুম, অত্যন্ত ইতরের ভাষায় আমায় গালাগাল দিচ্ছেন।

সে সব গালাগাল এত জঘন্য—এত অশ্লীল—যা' হাড়ী মুদ্দো-ফরাসেও বোধ হয় মুখে আন্‌তে লজ্জাবোধ করে।

থিয়েটার সুশৃঙ্খলে হচ্ছে। আর কোনো গোলমাল নাই। কেবল যখনই আমি নীরোদ বাবুর ঘরের কাছে যাই তখুনি শুনি, দুই বন্ধুতে (সেই মাতাল "নারাণ" আর নীরোদ বাবু মিলে) আমাকে আর সেই সঙ্গে মেজবাবুকে ঐ রকম অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছে। শুন্‌তে শুন্‌তে একবার মনে হ'ল,—যা থাকে কপালে, মারি গিয়ে দু'বেটার মুখে দু'চার ঘুসো। কিন্তু জোরে তো পার্‌ব না। কাজেই, গায়ের রাগ গায়ে মেরে সয়েই গেলুম। থিয়েটারের লোকগুলোও সবাই "পাজির পা-ঝাড়া।" দলের অধিকাংশ লোক দেখি—নীরোদ বাবুকে এ রকম গালাগালি "মুখ খারাপ" ক'র্ত্তে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা না ক'রে, উল্টে তা'রা সবাই মিলে তাঁকে "উস্‌কে" দিয়ে আরও রগড় দেখ্‌ছে।

হঠাৎ সেখান দিয়ে "শরৎবিবি" যাচ্ছিল;—আমাকে দেখে—আমার

হাতটা ধ'রে বল্‌লে—"এখানে দাঁড়িয়ে মিছে মাথা গরম কর্‌ছ কেন? ও এখন সমস্ত রাত্তির ঝাঁজাবে,—এইবার দু'পাত্র পেটে পড়েছে কিনা! ওর ব্যাপার এতদিন তো আমি দেখে নিলুম!"

শরৎবিবির সঙ্গে নীরোদ বাবুর সেই সেদিনের ঘটনার পর থেকে আর কোনও সম্বন্ধ নেই,—লোকের মুখে শুনেছিলুম। আমি তার সঙ্গে সেখান থেকে একপাশে সরে এসে বল্‌লুম—"উঃ, এ রকম গালাগাল আর সহ্য হয়না। দেখ্‌ছেন—কি বিশ্রী অশ্রাব্য গাল দিচ্ছে? অথচ আমাদের কোন দোষ নেই।"

শরৎবিবি আমাকে একটা পান খেতে দিয়ে বল্‌লে—"কি কর্‌বে ভাই? থিয়েটার করতে এলে অনেক সহ্য কর্‌তে হয়। মুখপোড়া (সেদিন দেখ্‌লে তো) আমাকে কাট্‌তেই এসেছিল। খ্যাংরা মারি অমন বাবুর মাথায়! সাতজন্ম কেউ না জোটে তো ও রকম লোককে যেন কেউ বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেয়!"

গিরিবালা সেখানে এসে বল্‌লেন—"শরৎ! এ থিয়েটারটা কি হ'ল বল্‌ দিকি ভাই? এর যেন 'মা-বাপ' নেই। শুন্‌ছিস্‌—সাজঘরে বসে বসে একটা বাইরের মাতালকে নিয়ে নীরোদ বাবু কি রকম কেলেঙ্কারী কচ্ছে?"

শরৎ বল্‌লে—"কি বল্‌ব বল দিদি? সাত বছর ঐ ছোটলোকের সঙ্গে ঘর ক'রে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেছে। বিস্তর দুঃখে তবে ওকে ছেড়েছি।"

আমার দিকে ফিরে গিরিবিবি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বল্‌লেন—"তুমি বাপু—কাল থেকে আর থিয়েটারে এসোনা! তুমি তো বড় হিল্লেতেই আছ। মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে, ঐ মেজবাবুর কাছে তো তুমি 'রাজার চাকরি' কর! কেন এ পাপের ভোগ তোমার? আমি তোমাকে ভাল

কথাই বল্‌ছি,—তুমি এ জ্যায়গায় আর এসোনা! ছিঃ—এখানে মানুষে কাজ করে?" বল্‌তে বল্‌তে গিরিবালা সেখান থেকে চলে গেলেন।

মনটা আমার বেজায় খারাপ হয়েছিল। শুধু আমাকে গালাগালি দিলে আমার এত কষ্ট হ'ত না; তার কারণ,—এই ছোটলোকের জ্যায়গায়,—এই থিয়েটারে যত ইতরের সংসর্গে এ রকম গালাগাল আমার "গা-সওয়া" হয়ে গিয়েছিল। আমার বড় রাগ—বড় দুঃখ—বড় গায়ের জ্বালা হ'ল, এক বেটা শুঁড়ী আর এক বেটা "শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল" ঐ নারাণ, আমার চোখের সামনে মেজবাবুর মত দেবতাকে অযথা গালাগাল দিচ্ছে! থিয়েটারের লোকগুলো এম্‌নি নেমকহারাম, কেউ বেটাদের কিছু বল্‌ছেও না,—বারণও কর্‌ছে না। অথচ ঐ মেজবাবুর জন্যেই মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে বছরে তিন চারদিন তোরা থিয়েটার কর্‌তে যেতে পাস্‌—চোব্যচোষ্য খেতে পাস্‌—মেজবাবু তোদের থিয়েটার দেখ্‌তে এসে "মোটা মোটা" টাকা দিয়ে যান! সেই মেজ-বাবুকে এই রকম "পিতৃ-উচ্ছন্ন, মাতৃ-উচ্ছন্ন" ক'রে তোদেরই সাম্‌নে গাল দিচ্ছে, আর তোরা অম্লানবদনে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস্‌—আর তাই নিয়ে মজা কচ্ছিস্? আমি ছেলেমানুষ, তার ওপোর একা,—আমি এর কি শোধ দোবো? আমার দ্বারা এর কি প্রতিকার হতে পারে? কিন্তু—হয়। এর খুব প্রতিকার এখুনি হয়, যদি একবার আমি এ ব্যাপারটা মেজবাবুকে জানিয়ে দিয়ে আসি! তা হ'লে এখুনি দু'শোটা "নীরোদ শুঁড়ীর" আর পাঁচশো "নারাণ মাতালের" মাথা মাটিতে গড়াগড়ি যায়! কিন্তু না,—অতটা ক'রে কাজ নেই। সে একটা মহা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হয়ে যাবে। এই সব ভেবে আমি "গায়ের রাগ গায়েই মেরে" চুপ করে সহ্য কর্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা

কর্‌লুম, মা কালীর নাম ক'রে দিব্বি কর্‌লুম,—"কাল থেকে আর এ থিয়েটারে আস্‌বো না!"

(২৪)

আমাকে চুপ করে ভাব্‌তে দেখে শরৎকুমারী একটু হেসে বল্‌লে—"ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে নাকি? এই বেঞ্চিটায় একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দিকি!" বলেই আমার হাতটা ধ'রে এক রকম জোর ক'রে আমাকে, উইংসের পাশে যে বেঞ্চিখানা ছিল, তার ওপোর বসিয়ে নিজে আমার পাশে বসে পোড়লো! সত্য কথা বলতে কি,—এ রকম ভাবে একজন মেয়েমানুষের পাশে বসে আমার ভারী লজ্জা কর্‌তে লাগলো। তায় আবার সে বেঞ্চিটায় কেউ বসে ছিলনা। অ্যাক্‌টর অ্যাক্‌ট্রেস্‌রা সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত,—বিশেষতঃ নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রি! আমি শরৎকে—(মাথাটা নীচু ক'রে) বল্‌লুম—"নিশ্চিন্তি হয়ে বসে পড়লেন যে? আপনার এ 'সিনে' বেরুতে হবে না?"

শরৎ। "আমার 'ফুল বেগমের' পার্ট্ একেবারে সেই পঞ্চম অঙ্কে। এই তো মোটে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবে। তোমার তো 'বীরবলের' পার্ট্—চতুর্থ অঙ্কের শেষে?"

আমি। "হ্যাঁ। তারও তো বিশেষ দেরী নেই!"

শরৎ। "ওমা—কি বলে দেখ! দেরী নেই কি? এখনও একটী ঘণ্টা যার নাম। তা এরই মধ্যে তুমি ও সব 'জাব্বা-জোব্বা' এঁটে বস্‌লে কেন?"

আমি। "কাজ এগিয়ে রাখাই ভাল। নতুন পার্ট্—আজ প্রথম ষ্টেজে বেরিয়ে দুটো কথা বল্‌তে পাব, বীরত্ব দেখাতে পার্‌ব! আগে থাক্‌তেই প্রস্তুত হয়ে নিলুম!"

শরৎ। "তা বেশ করেছ। ধীরে-সুস্থে সেজে নেওয়াই ভাল। নইলে, সেই তাড়াতাড়িতে 'পাউডার' মাখ্‌তে 'ভূষো কালী' মেখে ফেল্‌বে —তলোয়ার নিতে গিয়ে শুধু 'খাপ্‌' খানা নিয়ে যুদ্ধ করতে লেগে যাবে—" বলেই শরৎকুমারী খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে আমার গায়ে এক রকম ঢলেই প'ড়লো।

আমি তার ভাবগতিক দেখে যেন সিঁটকে গেলুম। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল—"এতে দোষই বা কি? ওর মনে তো কোন পাপ নেই! নিতান্ত বন্ধুভাবেই সরল প্রাণে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। আমার এতে লজ্জা কর্‌বার কারণ কি?"

আমাকে কোন কথা কইতে না দেখে শরৎ ঈষৎ গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠ্‌লো— "হ্যাঁ ভাই দীনু! সত্যি কি গিরিদিদির কথা শুনে কাল থেকে আর তুমি থিয়েটারে আস্‌বে না?"

আমি। "সেই রকমই তো মনে করেছি!"

শরৎ। "না—না—অমন কাজও কোরোনা! থিয়েটার ছাড়্‌তে যাবে কি দুঃখে? ঐ একটা ছোটলোক মাতালের জন্যে তোমার 'আখের' নষ্ট কর্‌বে?"

আমি। "আমার আবার এ থিয়েটারে 'আখের' কি আছে বলুন? এসে পর্য্যন্ত 'কাটা-সৈন্য' সাজ্‌ছি। আজ হঠাৎ একটু ভদ্রলোকের মত দু' লাইন পার্ট্‌ পেয়েছি—"

শরৎ। "ঐ দু' লাইন পার্ট্‌ থেকেই তো বড় পার্ট্‌ পায়! আজ তুমি ভাল ক'রে 'প্লে' কর্‌তে পার্‌লে, নিশ্চয়ই তুমি দর্শকদের নজরে পড়ে যাবে। তাহ'লেই ম্যানেজার মশাই, যোগীবাবু তোমাকে এরই পরের নতুন নাটকে বড় পার্ট্‌ সাজ্‌তে দেবেন। তোমার এমন সুন্দর চেহারা—"বলেই শরৎবিবি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ

আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমিও প্রথমটা তার কথাবার্ত্তাগুলো তার দিকে চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম। কিন্তু সে এইভাবে খুব গম্ভীর হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে থাকতেই আমি মুখ নীচু ক'রে ফেললুম।

খানিকক্ষণ পরে শরৎ বলতে আরম্ভ ক'ল্লে—"তোমাকে যা সাজাবে, তা'তেই সুন্দর দেখাবে। তার ওপোর, তোমার গলার স্বর মিষ্টি,—কথাবার্ত্তাও খুব শুদ্ধ! বাংলা লেখাপড়াও জানো। আমি বলছি,—তুমি আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে দেখ,—একদিন তুমি যোগীবাবুর চেয়ে বড় অ্যাক্‌টর হবে।"

আমি হেসে বললুম—"সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। আমি থিয়েটারে বড় অ্যাক্‌টর হব, এই সব মহা মহা রথীরা থাকতে? তবেই হয়েছে!"

শরৎ। "ও—তাহ'লে গিরিদিদির কথাই তোমায় শুনতে হবে! আমি তাহ'লে তোমার কেউ নই,—গিরিদিদিই তোমার সব?"

আমি এ কথাটা শুনে যেন চমকে উঠলুম। "শরৎবিবি আমার কেউ নয়—গিরিবালাই আমার সব!" এ কথার মানে কিরে বাবা? বেশ্যার সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলের—কায়স্থের ছেলের আবার কুটুম্বিতে কি? আমি এ প্রসঙ্গটা একেবারে চাপা দেবার জন্যে বললুম—"আপনি যে এখানে এমন নিস্পরোয়া হ'য়ে আমার সঙ্গে আমার পাশে বসে—এত কথাবার্ত্তা কইছেন,—নীরোদ বাবু যদি—"

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শরৎকুমারী একেবারে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লে—"কে নীরোদ বাবু? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তার কি এখন আমি কোন ধার ধারি যে, সে আমাকে আর একটী কথা বলবে?"

ছি—ছি—কথাটা বেজায় বেতালা ব'লে ফেলেছি। এখন বুঝতে

পাচ্ছি,—জেনে শুনে এ রকম ন্যাকামো করাটা আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। শরৎ হঠাৎ যে রকম চটে উঠে গলা ছেড়ে বল্‌লে,—ভাগ্যে এখানে সে সময় কেউ ছিলনা,—নইলে, এই কথা নিয়ে আবার একটা গণ্ডগোল হ'তে পার্‌ত। আমি একটু কাকুতি মিনতি ক'রে বল্‌লুম—"থাক্ শরৎবিবি,—ও কথায় আর দরকার নেই। আমি গরীব মানুষ,—আমার ও সব বড় লোকের বড় কথায় দরকার কি ?"

শরৎ একটু মুচ্‌কে হেসে খুব নরম সুরে বল্‌লে—"হ্যাঁ—থিয়েটারে বড়লোক তো সবাই! বড়লোক না হ'লে বেশ্যার সঙ্গে নাচ্‌তে আসে ? তা ভাই দীনু—তুমি খুব গরীব লোক তা জানি,—কিন্তু জাতে 'শুঁড়ী' তো নও ?" ব'লেই আবার খিল্ খিল্ ক'রে সেই রকম আমার গায়ে ঢলে পড়ে হাস্‌তে লাগলো। এবার কিন্তু আমার ততটা লজ্জা বা ভয় হ'লনা।

হঠাৎ শরৎ বল্‌লে—"প্রসাদ দত্ত বলে তুমি কাউকে চেনো ?"

আমি। "কই—না।"

শরৎ। "হ্যাঁ—হ্যাঁ—চেনো বই কি? তোমার মেজবাবুর পেয়ারের লোক ;—এখনও বক্সে ব'সে তিনি মেজবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌ছেন।"

এতক্ষণে চিন্‌তে পারলুম,—আমাদের সেই "পেসাদ" বাবু, যিনি আমার মার্‌ফতে শরৎবিবিকে পাণ আর ফুলের "বোকে" উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনে আমার মনে মনে একটু ভয় হ'ল। আমি মনের ভাব চেপে বল্‌লুম—"হ্যাঁ চিনি! মেজবাবুর কাছে আসেন—বসেন। কেন বল দিকি ?"

শরৎবিবি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—"মুখপোড়া মোসাহেবের আস্পর্দ্ধাও কম নয়—" বলেই আবার জোরে হাসি!

আমি। "কি ব্যাপার বলুন দিকি ?"

শরৎ। "ওস্তাদজি বলতেন,—কুরূপা বেশ্যা আর নির্ধন লম্পট,—ছুই-ই সমান! মুখপোড়া রোজ একবার ক'রে আমার দরজায় ঘুরে আস্‌বে।"

আমি। "রোজ তিনি আপনার বাড়ী যান ?"

শরৎ। "একদিন সদর দরজা পার হয়ে ঢুকে পড়েছিল বটে,—তারপর থেকে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সদর দরজাটা ছুঁয়েই চলে যায়।"

আমি। "কেন ? কি চান তিনি ?"

শরৎ মুখে ওড়নার কোণ্‌টা চাপা দিয়ে বিকট হাসি দমন ক'রে বল্‌লে—"আমাকে চান,—বুঝতে পাচ্ছ না বোকারাম!" বলেই আমাকে ঈষৎ একটু ধাক্কাই মেরে দিলে।

লজ্জায় আমার মুখটা খুব নীচু হয়ে গেল।

শরৎ হাসি চেপে আর সেই সঙ্গে একটু যেন গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"পোড়াকপাল! ঐ বে-প্যাটেণ্ট্‌ চেহারা—এক পয়সার মুরোদ নেই,—বড়লোকের মোসাহেব,—ঐ মিন্‌সে হবেন আমার বাবু ? গলায় দড়ী আমার!"

এ সমস্ত কথার জবাব আমি জানিনা, জান্‌লেও দেবার ভরসা আমার নেই। তবে একবার মনে উদয় হ'ল—"হ্যাণ্ডবিল-পেলাকাঠ-বিলি-করা কেষ্টাও তো কন্দর্প নয়—রাজা ইন্দিরনারাণও নয়! তার সঙ্গে সেদিন—" যাক্‌! মনের কথা মনেই রয়ে গেল।

শরৎ আমার দিকে না চেয়েই বল্‌তে সুরু কর্‌লে—"যাকে-তাকে আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিচ্ছিনা! বাবু টাবুর মায়া একরকম ছেড়েই দিয়েছি। দরকারই বা কি তার ? এই বয়সে যা রোজগার করেছি, একটা পেট খুব চলে যাবে। তার ওপোর, থিয়েটারের এ্যাক্‌ট্রেস্‌!

থিয়েটার করবার গতর থাকলে বাবুর পয়সার কোনো তোয়াক্কা রাখতে হবেনা। 'বাবু' দু' দিনের,—'থিয়েটার' চিরদিনের। কি বল?"

আমি এ কথায় খুব খুসী হয়েই বললুম—"সে তো সত্যি কথা! এতে বরং গৌরব আছে—নাম আছে, আর পয়সা তো আছেই!"

শরৎ আপন মনে বলে যেতে লাগলো,—"পয়সা দিয়ে বাবু আসে,—তার সঙ্গে মেয়েমানুষের বাধ্য হয়ে লোক-দেখানো সম্বন্ধ রাখতে হয়। সেটা পুরোদস্তুর ব্যবসাদারী—দোকানদারী ব্যাপার! সেখানে সমস্ত জোরজোরাবতি কাণ্ড! বাবু ভাবেন-'পয়সা দিই,—মেয়েমানুষ আমার গোলাম থাকতে বাধ্য।' মেয়েমানুষ ভাবে—'পয়সা খাই,—মন না চাইলেও বাবুর গোলামী করতে আমি বাধ্য।' এ সব স্থলে,—তুমিই বলনা ভাই দীনু,—মনের মিল,—প্রাণের ভালবাসা-বাসি কখনো পুরুষমানুষ-মেয়েমানুষে হ'তে পারে?"

আমি তন্ময় হ'য়ে শরৎকুমারীর কথাবার্ত্তা শুনছিলুম। এমন চমৎকার কথার বাঁধুনি,—এমন সুন্দর কথা কইবার ভঙ্গিমা,—আমি শুনতে শুনতে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলুম। হঠাৎ বলে ফেললুম—"তা হ'লে আপনি কি বলতে চান, বেশ্যারা বাবুদের ভালবাসেনা? পছন্দ করে না?"

শরৎ। "ভালবাসা আর পছন্দ করা দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ ভাই! ভালবাসা হ'ল প্রাণের জিনিষ, এর সঙ্গে পয়সা, টাকা-কড়ির কোন সম্বন্ধ নেই। পাঁচজন পয়সা দিচ্ছে, তার মধ্যে একজনকে হয়তো পছন্দ হ'তে পারে। বাজারে যেমন মাল খরিদ করতে গিয়ে—পাঁচটা ভাল মন্দ জিনিষের ভেতর থেকে লোকে একটা পছন্দ ক'রে দাম দিয়ে জিনিষ নিয়ে যায়না? সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলেনা। একটা গান আছে জান?—

"কত সোণার মানুষ মেলে, মন মেলেনা!"

আমি হেসে বল্লুম—"আপনার তা হ'লে সোণার মানুষ বিস্তর মিলেছে, কেবল 'মন' অর্থাৎ মনের মত মানুষ মিলছেনা,—এই দুঃখু?"

শরৎ আরও গম্ভীর হয়ে নীচের দিকে চেয়ে আঙ্গুল খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে বল্লে—"আমার মনের মানুষ মিলেছে—কিন্তু—"

আমি। "কিন্তু কি?"

শরৎ। "কিন্তু—আমি তার মনের মত নই!"

আমি। "সত্যি নাকি? সে আপনাকে এই কথা বলেছে নাকি?"

শরৎ। "স্পষ্ট মুখের ওপোর বলেনি। তবে তার কথার ভাবে বুঝ্‌তে পেরেছি।"

আর বেশী কথা কইতে ভরসা হ'লনা। কি জানি—কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌ব! আস্কারা পেয়ে অনেকটা অনধিকারচর্চ্চা করে ফেলেছি। আমি চুপ করে রইলুম।

শরৎ ব'ল্লে—"আচ্ছা, সত্যিই কি তাকে পাওয়া যায়না? সে কি আমাকে ভালবাস্‌তে পারেনা!"

আমি হেসে বল্লুম "তা আমি কি ক'রে বল্‌ব বলুন!"

শরৎ। "তুমি ভিন্ন অন্য কে বল্‌বে বল?"

আমি। "আমায় কি তাকে এ সব কথা গিয়ে বল্‌তে হবে নাকি?"

শরৎ। "গিয়ে বল্‌তে হবে না। এইখানে বসেই চুপি চুপি আমাকে বল্‌তে পার।"

আমি। "কে সে বলুন দিকি? একবার না হয় চেষ্টা করেই দেখি আপনার খাতিরে?"

শরৎ। "আমারই পাশে ব'সে রয়েছে, আমারই সঙ্গে কথা কইছে!"

আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লুম "কি সর্ব্বনাশ! আমি নাকি?"

শরৎ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে আমার সাম্‌নে সটান দাঁড়িয়ে আমার হাত ধ'রে খুব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লে—"হ্যাঁ দীনু—তুমি! এত দিনেও কি তুমি তা বুঝ্‌তে পারনি?"—কি সর্ব্বনাশ! শরৎকুমারী বলে কি? নিঃস্ব—গরীব, "পাড়া-গেঁয়ে" ছেলে আমি,—এমন একজন সুন্দরী, যুবতী, বড় দরের অভিনেত্রী,—সহরের নামজাদা "শরৎ বিবি,"—যার জন্যে থিয়েটারে হাজার হাজার দর্শক লালায়িত হয়ে আসে, সে বলে কি না—আমি তার মনের মানুষ! সর্ব্বাঙ্গ আমার থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো! এমন সময় পেছন দিক থেকে নীরোদ বাবু এসে আমাকে এক ধাক্কা মেরে ব'ল্লে—"শালা—এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পীরিত কচ্ছ,—আর উদিকে তোমার বেরুবার সময় হয়ে এলো, সে হুঁস্ নেই?"

আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম! আমার বেরুবার সময় হয়েছে? উঃ—দেখ্‌তে দেখ্‌তে,—অন্যমনস্কে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে এই এতটা সময় কোন্‌খান্ দিয়ে চলে গেল, আমরা দু'জনে কিছুই টের পাইনি?

নীরোদের সঙ্গে সঙ্গে যোগীবাবু, বিনোদ বাবু, সিধু, মাণিক, মণি, যদু, সাতকড়ি সবাই তাড়াতাড়ি এসে একসঙ্গে আমাকে এই মারে তো এই মারে!

যোগীবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন "পীরিত কর্ত্তে হয়—থিয়েটার ভাংলে রামবাগানে ওর বাড়ীতে গিয়ে যত ইচ্ছে পীরিত করিস্ না বাবা! এখানে কেন? যা, যা,—পরের সিনেই তোর পার্ট্—"

নীরোদ। "শালার বেটার শালা! একেবারে মস্‌গুল্ হয়ে চকা-চকির মত বসে গেছে! কি বল্‌ব,—নেহাৎ এই ষ্টেজের ওপর,—নইলে এই দু'শালা-শালীকে দিতুম জুতোশুদ্ধু দু'চার লাথি—"

সত্যিই আমি অপরাধী! নীরোদের কথা শুনে মনে মনে ভীষণ রাগ হ'লেও কোন কথা না ব'লে ষ্টেজে পার্ট "প্লে" কর্ত্তে চল্‌লুম।

যেতে যেতে একবার চাদ্দিক চেয়ে দেখ্লুম,—শরৎকুমারী সেখানে আছে কিনা! দেখতে পেলুম না! বুঝ্লুম,—গোলমাল দেখে সে সাজঘরের দিকে চলে গেছে!

ধাক্কাধুক্কি খেতে খেতে যখন ষ্টেজের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন দেখ্লুম, আমার বেরুবার "সিন্" এখনও দেরী আছে। যে "সিন্" "প্লে" হ'চ্ছিল, এ তার ঠিক আগের "সিন।" আমি তখন সাহসে ভর ক'রে যোগীবাবুর দিকে চেয়ে বল্লুম—"মশাই! এখনও তো আমার বেরুবার দেরী আছে,—তবে আমাকে নীরোদ বাবু এ রকম অযথা গালমন্দ ক'রলেন কেন?"

যোগী। "দেরী আর কই বাপু? এই তো পরের 'সিনেই' মহম্মদ টোগ্লকের কেল্লা-দখল!"

আমি। "আমি এ সিন্ হয়ে গেলেই ঠিক আস্তুম কি না, তা না দেখে আমাকে এ রকম অপমান করা কি ওঁর উচিত হয়েছে?"

একটু দূরে নীরোদ বাবু দাঁড়িয়েছিলেন; আমার কথাগুলো শুন্তে পেয়ে তেড়ে আমার দিকে এসে মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, "আবার মুখ নেড়ে কথা কইছিস্—বেটার ছেলে? পরের 'সিনে' পার্ট্ প্লে কর্ত্তে হবে, সে হুঁস্ নেই, একপাশে হেসে হেসে পীরিত করা হ'চ্ছিল? শালা!" যোগীবাবু আমাদের ছ'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নীরোদ বাবুকে একটু ঠেলে দিয়ে খুব নরম সুরে তাকে বল্লেন, "থাক্ থাক্ নীরোদ, ভারি শক্ত 'সিন্' তোমাকে 'প্লে' কর্ত্তে হবে,—এ'সময় আর মেজাজ খারাপ কোরো না—তোমার এ্যাক্টিং (acting) খারাপ হয়ে যাবে। তুমি ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও!" নীরোদ বাবু আমার পানে চোখ্ কট্মট্ ক'রে চাইতে চাইতে অন্য উইংসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাগে আমার মুখে কথা সোর্লো না! যতক্ষণ নীরোদ বাবুকে দেখা গেল,—ততক্ষণ আমিও

তার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে রইলুম! আমার ভাব দেখে যোগীবাবু বল্লেন—"কোন্ সিনে কখন্ বেরুতে হবে, এ সব বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার না থাক্‌লে কি চলে দাদু? থিয়েটারের সময় বাজে গল্প, ইয়ার্কি, প্রেম,—এসব একদম্ ভুলে যেতে হয়! যে 'সিনে' বেরুতে হবে, তার দু' একটা আগের 'সিনে' এসে উইংসের ধারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে হয়! নইলে 'প্লে' মাটী হয়ে যাবে যে! বুঝ্‌তে পাচ্ছনা?"

আমি তখনও রাগ দমন কর্ত্তে পারিনি। যোগীবাবুর কথা শুনে বল্‌লুম,—"হতে পারে,—আমার একটু কসুর হয়েছিল! এ রকম কসুর হাজার হাজার এ্যাক্‌টর—এ্যাক্‌ট্রেসের এই থিয়েটারেই দেখেছি! সাজঘরে ব'সে মাতলামি কচ্ছে,—ষ্টেজে একদম্ বেরুলোই না! হয়তো বা আধ ঘণ্টা বাদে বেরুলো; অডিয়েন্সে কত গাল দিলে—কত ঠাট্টা ক'ল্লে! কই— তাদের বেলা আপনারা তো কিছু বলেন না,—আর নীরোদ বাবুও গাল দিয়ে চোক্ রাঙ্গিয়ে তেড়ে যান্ না—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে যোগীবাবু বল্‌লেন—"যাক্—যাক্—ওর কথা ধোরোনা ভাই,—ওর মুখই ঐ রকম! তুমি মন দিয়ে কাজ করো—" বলেই যোগীবাবু অন্য দিকে চলে গেলেন!

চমৎকার কৈফিয়ৎ! "ওর মুখই ঐ রকম!" ব্যাস্—তবেই আমার অঙ্গ জল হয়ে গেল আর কি!

"ঐ রকম মুখ" যদি যোগীবাবুকে ক'র্ত্ত—তাহলে তিনি কি এই রকম হেসে উড়িয়ে দিতে পার্ত্তেন? কেবল আমার বেলাতেই "যাক্—যাক্ ওর কথা ধোরোনা!"

মা কালীর নাম ক'রে কঠিন দিব্যি কর্‌লুম—"আজই থিয়েটার করা আমার শেষ! এ রকম আর কত সহ্য করা যায়? রক্তমাংসের শরীর তো বটে!"

আমার যে সিনে বেরুবার কথা,—সেই সিন্ আরম্ভ হ'ল! প্রথমে হিন্দু-সৈন্যের সঙ্গে মুসলমান-সৈন্যের যুদ্ধ হ'ল! দুম্ দাম্ দুম্ দাম্—খুব বড় "ভুঁইপট্‌কা" ভেতর থেকে ছুঁড়্‌তে আরম্ভ ক'রে কাণ যেন ঝালাপালা ক'রে দিলে। হিন্দু-সৈন্য হেরে যায় আর কি! এমন সময় খুব উঁচু থেকে—পেছন দিকে একটা মৈ-সিঁড়ির ওপোর দাঁড়িয়ে—(দর্শক দেখ্‌ছে,. কেল্লার ছাদের ওপোর থেকে—) "সরযূ বাঈ" (আমাদের বড়বিবি "গিরিবালা") হিন্দু-সৈন্যদের খুব উৎসাহ দিলেন! তাঁর বক্তৃতা যত জোরে হয়,—দর্শকেরা তত জোরে হাততালি দেয়,—চেঁচিয়ে ওঠে,—শিষ্ দেয়! একটা ভারি মজা দেখ্‌লুম যে, দর্শকেরা গিরিবালার কথার একবর্ণও বুঝ্‌তে পাচ্ছেনা,—(এ রকম অনবরত "কলেরা পটাসের" আওয়াজে আর মাঝে মাঝে এক দলের "আল্লা-হো-আকবর" আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দলের "হর হর মহাদেও" ব'লে বাঁশ-ফাঁড়া চীৎকারে আমরাই ষ্টেজের ভেতর দাঁড়িয়ে একটা কথাও বুঝতে পাচ্ছিনা, তা দর্শকে বুঝ্‌বে কি)—তবু সবাই (clap) "কেলাপের" ওপর "কেলাপ" ঝাড়্‌ছে! "কেলাপ" দেবে বইকি! একে "গিরিবালা" কল্‌কেতার সহরের একজন নামজাদা এ্যাক্‌ট্রেস, তার ওপোর চেহারা ভাল,—বয়েস কাঁচা—(খুব কাঁচা না হ'লেও, দেখায় যেন ১৯।২০ বছরের নবীনা সুন্দরীটী)—তার ওপোর—দাঁড়িয়েছে এলো চুলে—ছাদের ওপোর, খোলা তলোয়ার হাতে! কথা শোন্‌বার বা বোঝ্‌বার দরকার কি? "কেলাপের" পক্ষে এই সবই যথেষ্ট!

"সরযূ বাঈয়ের" উৎসাহ-বাক্যে হিন্দু-সৈন্যেরা (বিধু, মানকে, কেষ্টা, সুরেশ) আবার তলোয়ার উঁচু ক'রে মুসলমান-সৈন্যদের (কালীদাস, নফ্‌রা, হরি, নীলমণি এদের) সঙ্গে ফের যুদ্ধ ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে!

কিন্তু হায়! মুসলমানদের সঙ্গে পার্ব্বে কেন? তলোয়ার ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে বিধু, মানকে, কেষ্টা প্রভৃতি হিন্দু-সৈন্যেরা ষ্টেজের ওপোর ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে পড়ে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল! তখন "মহম্মদ টোগ্লাক" (অর্থাৎ নীরোদ শুঁড়ী) তেড়ে বেরিয়ে একবার খানি চক্‌চকে তলোয়ারখানা ঘুরিয়ে চার পাঁচজন মুসলমান-সৈন্যদের ব'ল্লেন,—"রাঠোর কেল্লা তো দখল হ'ল! হে বীরেন্দ্র মুসলমান-সৈন্যগণ! এইবার চল, রাঠোর দুহিতা 'সরযূকে' কেল্লার ভেতর থেকে হরণ ক'রে নিয়ে আসি!" এই কথা ব'লেই যেমন নীরোদ বাবু সাম্‌নের কেল্লার দরজা (একটা কাটা সিনের ভেতর) দিয়ে ঢুক্‌তে যাবেন, অম্নি আমি (অর্থাৎ "বীরবল") খোলা তলোয়ার হাতে তড়াক ক'রে বেরিয়ে বল্লুম,—"আমি জীবিত থাক্‌তে কা'র সাধ্য কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে?" ব'লেই সেই রকম (বাঁকারি ঘোরানোর মতন) তলোয়ার খেল্‌তে খেল্‌তে একে একে চার পাঁচজন মুসলমান সৈন্যদের হারিয়ে দিলুম। জন চারেক তাদের মধ্যে তখুনি ধপা-ধপ্ ষ্টেজের ওপোর শুয়ে পোড়লো ;—একজনের হাতে সত্যি ক'রে একটা চোট ঝেড়েছিলুম,—সে বেচারা "উঃ" ব'লে একেবারে উইংসের পাশ দিয়ে ষ্টেজের ভেতর দিকে পালিয়ে গেল! এদিকে আমি ষ্টেজে বেরুতেই মেজ বাবু আর তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গোরা খুব হৈ হৈ ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—"দীনু বেরিয়েছে—আমাদের দীনু ম্যাষ্টার বেরিয়েছে—" —ব'লে যত চেঁচান, তত হাততালি দেন, তত ফুলের তোড়া ছোঁড়েন, তত জড়িয়ে জড়িয়ে গলা ছেড়ে হাঁকেন—"ব্যাভো (Bravo)! কপিতেল (Capital)! একশেলে (Excellent)!" দর্শকেরাও মনে কল্লে—আমি বুঝি খুব একটা বড় দরের অ্যাক্‌টর! তারাও আমার বোঁ-বোঁ ক'রে তলোয়ার ঘোরানো আর লম্প-ঝম্ফ দেখে সকলে চীৎকার করে

আর ইংরিজিতে ঐ সব বুলি ঝাড়ে! আমি চার পাঁচজন সৈন্যদের হারিয়ে দিতেই "মহম্মদ টোগ্‌লাক" (নীরোদ বাবু) তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে—আমাকে আক্রমণ ক'রে আমার সঙ্গে তলোয়ার খেল্‌তে লাগলেন! আমি তখন মেতে গিয়েছি! কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই! বোঁ-বোঁ ক'রে কেবল তলোয়ারই ঘোরাচ্ছি—আর মাঝে মাঝে নীরোদ বাবুর তলোয়ারের ওপোর জোরে জোরে ঘা লাগাচ্ছি! অডিয়েন্সেরা যত চেঁচায়, আমারও তত ফূর্ত্তি বেড়ে যায়,—আর ততই আমি তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নীরোদ বাবুকে আক্রমণ ক'রে তার তলোয়ারের ওপোর কোপ মারি! ক্রমে তলোয়ারের ওপোর মার্ত্তে মার্ত্তে একবার আধবার নীরোদের হাতের ওপোরও কোপ পড়ে! বাছাধন তখন তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আস্তে আস্তে (নীচু আওয়াজে) বল্লেন—"এইবার তুমি পড়ে যাও—এইবার তুমি শুয়ে পড়! আর তলোয়ার ঘুরিও না! এইবার পড়ে যা রে শালা দীনে!"

আমার ব'য়ে গেছে—তাঁর কথা শুন্‌তে! আমি সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কখনো তাঁর হাতে, কখনো তাঁর গায়ে—কখনো তাঁর পিঠে—কেবল কোপই ঝাড়্‌ছি! সত্যিই তখন আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে! তলোয়ারখানা নেহাৎ "ভোঁতা" ছিল,—তাই রক্ষে! নইলে,—একটু যদি তা'তে "ধার" থাকতো—তাহ'লে "মহম্মদ টোগ্‌লাক" এতক্ষণে "খোড়-কুঁচি" হয়ে যেতেন! আমার রকম দেখে—উইংসের ধার থেকে ম্যানেজার মশাই, যোগী বাবু, আর যত এ্যাক্‌টর্—এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা এক রকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বল্‌তে লাগলো, "ওকি হ'চ্ছে দীনু? পড়ো—পড়ো,—তুমি তলোয়ার ফেলে শুয়ে পড়ো!" আমি তখন জোরে নীরোদ বাবুর মুখের ওপোর তলোয়ারের একটা "ঘা" বসিয়ে রক্তপাত ক'রে দিয়ে শেষে তলোয়ারখানা ফেলে ধড়াস্ ক'রে ষ্টেজের ওপোর "দাঁতে দাঁত"

লাগিয়ে (ছল ক'রে) মূর্চ্ছা গিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে গুড়্‌গুড়্‌ ক'রে ড্রপ্‌সিন্ পড়ে গেল!

ড্রপ্ পড়ে যেতেই ষ্টেজের ওপোর তুমুল কাণ্ড! নীরোদ বাবুর মুখ কেটে রক্তারক্তি ব্যাপার! তিনি তো তখুনি মাথার পাগ্‌ড়ি খুলে মুখে চাপা দিয়ে ব'সে পড়লেন! আমিও "তেড়ে বেঁকে" চোক কপালে তুলে—হাত মুঠো ক'রে একপাশে মূর্চ্ছিত! দু'জনকার কাছেই বিস্তর লোক জমা হয়েছে! সবাই মহাব্যস্ত হ'য়ে আমার মুখে "জলসিঞ্চন" কচ্চে! কেউ ব'লছে—"নীরোদ বাবুর নাকটা দু'খানা ক'রে দিয়েছে!" কেউ বল্‌ছে—"নাকে বেশী লাগেনি,—থোব্‌না কেটে উড়িয়ে দিয়েছে!" কেউ বলে—"কপাল কেটে হাড় বেরিয়ে পড়েছে!" আমি "মট্‌কা মেরে" পড়ে পড়ে সব শুন্‌ছি,—আর মাঝে মাঝে "হুঁ-উঁ" ব'লে ধনুকের মত বেঁকে মুখ দিয়ে গাঁজ্‌লা বের ক'চ্ছি! আমার সেবা করছে—স্ত্রীলোকেরাই বেশী! আমার প্রতি তারা অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌তে লাগলো—"আহা—ছেলেমানুষ—কখনো তো ইষ্টেজে নাবেনি! হঠাৎ রক্তটা কেমন মাথায় চড়ে গেছ্‌লো!" একজন পুরুষদের ভেতর থেকে —(বোধ হয় সেই বেটা "কেষ্টা") ব'লে উঠ্‌লো—"ও ইচ্ছে ক'রেই নীরোদ বাবুকে মেরেছে!" তার কথা শুনে জনকতক স্ত্রীলোক তা'কে একেবারে একসঙ্গে "হুম্‌কে" উঠলো! গিরিবালা ব'ল্‌লে—"ও পাড়াগাঁয়ের ছেলে,—সবে এই ক'ল্‌কেতায় এসে থিয়েটারে ঢুকেছে! তোমাদের মতন অতটা 'খলিফা' হ'তে এখনও ওর বিস্তর দিন লাগ্‌বে,—বুঝলে কেষ্টো!"

কেষ্টো। "ওঃ, দিদি তুমি? না—না—আমি ঠাট্টা ক'রে বল্‌ছিলুম। ও ছোঁড়া অতি ভাল লোক। হঠাৎ পোষাক প'রে কেমন শরীরটা গরম হয়ে—মাথা গরম হয়ে পড়েছে। দাও দাও—শরৎ বিবি—ছোঁড়ার মুখে চোকে জোরে জোরে জল আছ্‌ড়া দাও।"

এমন সময় ছুট্‌তে ছুট্‌তে ম্যানেজার মশাই সেখানে উপস্থিত হলেন। ষ্টেজের ওপোর এই সব কাণ্ড দেখে, তিনি মহা ভয় পেয়ে বল্লেন—"তাইতো—তাইতো—কেন এমনটা হোলো বল দিকি? দেখি দেখি নীরোদ বাবু! কি রকম তোমার লেগেছে! আহা,—চুপ কর না গা তোমরা, কেন গণ্ডগোল কর? সরো সরো—আমি দেখ্‌ছি। দেখি দেখি—ভাই—নীরোদ বাবু,—দাদামণিটী আমার,—দেখি,—একবার হাতটা সরাও দিকি! আ রাধামাধব! কি হয়েছে? আরে, এই গালের একপাশে একটু কেটে গেছে! কোথা গেলি রে বেটা ভূতো? পাজি ব্যাটা আমাকে যে ক'রে খবর দিলে,—আমি মনে করলুম—বুঝি বা নীরোদ বাবুর কাঁচা মাথাটাই উড়ে গেছে! যাও নীরোদ বাবু—তোমার তো সেই শেষ 'সিনে' একবার বেরুতে হবে! আমি এখুনি ললিত ডাক্তারকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি! একটা আর্ণিকা লোসান্ (arnica lotion) দিলে কাটাকুটি সব সেরে যাবে।" নীরোদ বাবুর মুখে কোন বাক্যি তো শোনা যাচ্ছেনা! তিনি বোধ হয় আস্তে আস্তে নিজের সাজঘরের দিকেই চলে গেলেন। অতঃপর ম্যানেজার মশাই আমার কাছে এসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এঁ্যা—তাইতো—তোর কি হ'ল বাবা দীনু? এমন ধারাটা হবার তো কথা ছিল না।"

ম্যানেজারের কথা শুনে আমার ভারি হাসি পেলে। আমি আরও জোরে দাঁতে দাঁত চেপে তেড়ে বেঁকে মুখ গুঁজ্‌ড়ে প'ড়লুম। ম্যানেজার নিজের হাতে জলের ঝাপ্‌টা দিতে সুরু কল্লেন। কে একজন স্ত্রীলোক একটা বড় চাবি এনে আমার দাঁতের ভেতর জোর ক'রে পুরে দিতে আরম্ভ কল্লে।

দেশে অনেক মৃগী-রোগের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছি। চাবিটা

দাঁতের মধ্যে জোর ক'রে পুরে দিতেই আমার "দাঁতি" লাগা ছেড়ে গেল, হাতের মুঠো খুলে গেল। আমি সটান লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ভূতে পাওয়া রুগীর মত "উঁ উঁ উঁ উঁ" ক'রে একটা কচি ছেলের কান্নার সুর ধরে ফেল্‌লুম। ম্যানেজার ব'ল্লেন—"এর কি মৃগী রোগ আছে নাকি রে বাবা ?"

একজন স্ত্রীলোক ব'ল্লে—"কই ? বছর খানেক তো এই থিয়েটারে রয়েছে,—কখনো তো আমরা ওর মৃগী রোগ টোগ কিছু দেখিনি বা শুনিনি।" গিরিবালা বল্লে "আমি বলি কি ম্যানেজার বাবু, ওর মনিবের বাড়ী থেকে তো বিস্তর লোকজন এসেছে, চ' চারখানা গাড়ীজুড়িও সঙ্গে আছে। মেজ কর্ত্তাকে ব'লে কয়ে একে বাবুদের বাড়ীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'ল্লে ভাল হয়না ?"

ম্যানেজার মশাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। মহানন্দে ব'ল্লেন "ঠিক —ঠিক ব'লেছ গিরি-বিবি। এ বুদ্ধিটা মোটেই আমার মাথায় ঢোকেনি। তা দেখ, তোমরা সকলে একে ধরাধরি করে গ্রীন্‌রুমে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও গে,—একটু বাতাস টাতাস কর, বরফ জলটল মাথায় মুখে দাও। আমি মেজ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছি। যোগীবাবু! তুমি ভাই ড্রপ্ তোল্‌বার বন্দোবস্ত কর,—অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। ঝাঁ ক'রে পঞ্চম অঙ্কটা সুরু ক'রে দাও। খুব ভাল 'প্লে' হচ্ছে—অডিয়েন্সে খুব সুখ্যাতি কচ্ছে। বুঝেছ ?"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

পাঠক-পাঠিকা! আমি এখন খাগ্ড়াপুর গ্রামে—নিজের দেশে। এখন আমার নূতন জীবন,—অর্থাৎ আমি বিবাহিত। শুধু বিবাহিত নই,—আমার সংসারে এখন আমি রীতিমত কর্ত্তা—আর আমার নববধূ গৃহিণী—(যদিও বেচারীর বয়েস সবেমাত্র এগারো বৎসর আটমাস—তার বাপমার হিসেবে)। হাস্‌বেন না,—আমরা আমাদের সংসারের কর্ত্তা-গিন্নী হওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। ক'ল্‌কাতা ছেড়ে মায়ের আদেশে দেশে বিবাহ কর্ব্বার জন্যে সেই যে আটমাস আগে এসেছি,—সেই থেকে বরাবর দেশেই রয়েছি। এই আটমাসের মধ্যে কত কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল,—কেমন করে হ'য়ে গেল,—আমিই সব সময় ভেবে ঠিক কর্‌তে পারি না। মেজ বাবুকে ব'লে ক'য়ে দেশে বিয়ে কর্‌তে এসেছি। আস্‌বার সময়—মেজ বাবুর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছি,—আপনারা ব'ল্লে বিশ্বাস কর্ব্বেন কি না জানি না,—তা'তে আমার মতন গরীব গেরোস্তোর বুঝে স্থঝে একটু টেনে চল্‌লে—বোধ হয় আর ভাতের ভাবনা ভাব্‌তে হয় না। কাপড়, জামা, চাদর থেকে আরম্ভ করে মায় গাম্‌ছাটী পর্য্যন্ত এত পেয়েছি যে, আমার কিম্বা আমার বৌয়ের দশ বৎসর আর পয়সা খরচ করে কিছু কিনতে হবেনা। বিছানাপত্র,—মাদুর, পাটী, সতরঞ্চি, কার্পেটখানি শুদ্ধ পদাদাদা নিজে হেঁপাজেত ক'রে আমি আস্‌বার পর মাল-গাড়ীতে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন,—অবিশ্যি মেজ বাবুর টাকায়। আমি যখন মেজ বাবুর

কাছ থেকে বাড়ী রওনা হবার জন্যে বিদায় নিতে যাই,—মেজ বাবু আমাকে তাঁর প্রাইভেট্ রুমে (Private Roomএ) আলাদা ডেকে নিয়ে দু'খানি হাজার টাকার নোট দিয়ে বল্লেন—"এটী বিয়ের যৌতুক দিলুম—এ থেকে এক পয়সা খরচ কোরোনা,—আর একথা পদ'কে কিম্বা (তোমার মা ছাড়া) অন্য কা'কেও বোলোনা।" দু'হাজার টাকা নগদ হাতে পেয়ে—সত্যি কথা বল্‌তে কি,—আমার মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে গিয়েছিল। আমি নোট দু'খানি মেজ বাবুর সাম্‌নেই পেট-কাপড়ের কোঁচায় দস্তুরমত বেঁধে নিয়ে "দুর্গা" বলে দেশে যাত্রা কল্লুম। পথে খুলে দেখ্‌তে সাহস হ'লনা,—সুতরাং কেবলই মনে হচ্ছিল—"আমি বোধ হয় ভুল শুনেছি। দু'খানা একশো টাকারই নোট পেয়েছি। হঠাৎ মাথার গোলমালে কেবল মনে কচ্ছি,—নোট দু'খানা হাজার টাকার!"

শুধু এই খানেই পর্ব্ব শেষ নয়। বিবাহের পাঁচ দিন আগে পদা দাদা একটা বিরাট যজ্ঞির বাজার ক'রে নিয়ে এসে হাজীর। পদা দাদা এমন গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে বরকর্ত্তা হয়ে বস্‌লেন—যে, সত্যি কথা বল্‌তে কি,—আমি ভরসা ক'রে সব সময় তাঁর সঙ্গে কথা কইতেই পারিনি।

বুঝতেই তো পাচ্ছেন,—খুবই গরীবের ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। শ্বশুর মশাই কল্‌কেতায় এক পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী আড়ৎদারের কাছে ১২৲ বারো টাকা মাইনেতে গোমস্তার কাজ করেন। তার ওপোর বেচারীর চারটী মেয়ে। আমার বৌ হলেন বড়। দেবার মধ্যে মেয়েকে দিয়েছেন দু'গাছি (পেতলের মত দেখ্‌তে) সোণার বালা,—কানে দুটী মাকড়ী—আর পায়ে চার গাছা মল। বরকে নগদ ২১৲ টাকা। ব্যস্,—এই হ'ল আমার বিবাহে শ্বশুরবাড়ী থেকে দস্তুর মতন পাওনা।

শুন্‌তে পাই,—এই দিতেই শ্বশুর মশাইকে রীতিমত ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল।

ওরে বাবা! ফুলশয্যার রাত্রে দেখি—আমার বৌয়ের গা-ভরা বড়-লোকের ঘরের ক'নে বৌয়ের মত সোণার গয়না। সে রকম গয়না আমি তো আমি,—আমার বাপ চোদ্দোপুরুষে নিশ্চয়ই কখনো এ বংশের কোনও মেয়ে বা বৌয়ের গায়ে উঠ্‌তে দেখেনি।

সাতদিন রীতিমত যজ্ঞি হ'ল। বড়দরের গেরোস্তো—(যাঁদের অবস্থা সত্যিই বেশ সচ্ছল তাঁ'রা) যেমন ছেলের বিয়েতে যজ্ঞি করেন,—আমার পদা দাদা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মামাতো ভায়ের অর্থাৎ আমার বিয়েতে তেম্‌নি ঘটা ক'রে যজ্ঞি কল্লেন।

আমার বিয়ের ব্যাপারের বর্ণনাটা আর তেমন বিশদভাবে কর্ব্বনা। কারণ,—এতে নতুন ক'রে শোনাবার মতন কিছুই নেই। আমি "অজ পাড়াগেঁয়ে" ছেলে—(যদিও বছর খানেক কল্‌কেতার কলের জলে—গ্যাসের আলোয়—থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস্‌দের সঙ্গে মেলামিশিতে প্রাণে কিঞ্চিৎ রস-সঞ্চারের উপক্রম হয়েছিল,—তবু আমি গেঁয়ো),—আর আমারই যোগ্যা (যেমন হাঁড়ি তেম্‌নি সরা,—) একটী এগারো—বারো বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে,—এই নিয়েই তো নব-দম্পতি! এদের আবার প্রেমই বা কি—আর তা'তে নতুনত্বই বা কোথায়? উপন্যাস-লেখকেরা গাঁজায় দম্ মেরে (অর্থাৎ এক পয়সার ছোট নেশায় মজ্‌গুল্ হয়ে),—এই রকম গেঁয়ো বর-কনের প্রাণের ভেতর থেকে অদ্ভুত রকমের প্রেমের রস গড়িয়ে প'ড়ে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে দেখেন বই তো নয়;—নইলে,—সহজ মাথায় এই থেকে তাঁরা উদ্ভট প্রেম সৃজন ক'রে সাতশো পাতায় মিথ্যে কথাগুলো সাজিয়ে যেতে পার্ত্তেন কি?

বিয়ের পর মাস তিনেক না যেতেই হঠাৎ মা ঠাক্‌রুণ্ স্বর্গে গেলেন।

সেই থেকে আমি দেশেই আছি। কিছুতে আর ক'ল্‌কেতা-মুখো হ'তে পাচ্ছিনা। অথচ—অন্ততঃ দু'চার দিনের মত একবার ক'ল্‌কেতা ঘুরে আস্‌বার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছে। আরও এক বিপদ। মাস দুই তিন ধরে প্রতি সপ্তাহে ক'লকেতায় পদা দাদাকে একখানি ক'রে চিটী দিচ্ছি,—তারও কোন জবাব পাইনা।

আট ন'মাস পরে একদিন একখানি রেজেষ্টী করা চিটী পেলুম;— ক'ল্‌কেতার মণ্ডল বাবুদের বাড়ী থেকে নায়েব মশাই লিখ্‌ছেন,— "তোমার স্বর্গীয় ভ্রাতা আমাদের ষ্টেটের গোমস্তা শ্রীহরিপদ দত্তের মৃত্যুর পর এই তিন মাস যাবৎ তাহার স্থানে লোক নিযুক্ত করা হয় নাই। কারণ, মেজ বাবুর আদেশ,—ঐ কার্য্যে তোমাকে বাহাল হইতে হইবে। বহুদিন হইতে তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া অদ্য মেজ বাবুর আদেশে তোমাকে পত্র লিখিতেছি—তুমি পত্রপাঠমাত্র দপ্তরে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবা। ইতি বশংবদ—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র হাজরা।"

হঠাৎ বুকে যেন বজ্রাঘাত হ'ল! পদা দাদা তিন মাস হ'ল মারা গেছে? কি সর্ব্বনাশ! আমি তার কিছুই জানিনা? জান্‌ব কোথা থেকে? কে বা আমাকে খবর দেবে? হা ভগবান। পদা দাদা আমার নেই! তবে ক'ল্‌কেতায় কা'র ভরসায় গিয়ে দাঁড়াব?

কোন মতে শোক চাপা দিয়ে ক'ল্‌কেতা যাবার জন্যে উদ্যোগ ক'র্ত্তে লেগে গেলুম! শ্বশুর মশাইকে গিয়ে বুঝিয়ে বল্লুম—"আমার আর তিনকুলে কে আছে—আপনারা ছাড়া? আমি ক'ল্‌কেতায় চল্লুম। আপনারা সচ্ছন্দে আমার বাড়ীতে এসে বসবাস কর্ত্তে পারেন। নইলে— তালাবন্ধ ক'রে রেখে গেলে,—এই এত টাকার জিনিষপত্র,—এর এক টুক্‌রোও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।"

শ্বশুর মশাই প্রথমে একটু ফাঁকা ওজোর-আপত্তি করেছিলেন;—

তারপর—"সেখো—ভাত খাবি? না, হাত ধোবো কোথায়?" নিজেদের সেই পতনোন্মুখ ভাঙ্গা পুরোণো খোড়ো বাড়ী থেকে আমার একতলা কোঠা বাড়ীতে (আস্‌বাব পত্রে ঠাসা ঘরে) ঢুকে যেন বৈকুণ্ঠ-লাভের আনন্দ উপভোগ কল্লেন !

একসঙ্গে সাত আট মাস ঘর ক'রে আমার প্রতি কচি-বৌটীর নিশ্চয়ই একটু মায়া বসেছিল,—তাই, আমি কল্‌কেতায় টাকা রোজগার ক'র্ত্তে যাচ্ছি শুনেও আমার যাবার দিন (বোধ হয় শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের উপদেশে) চুপি চুপি আমার শোবার ঘরে ঢুকে ঢিব্‌ ক'রে আমার পায়ের কাছে একটা পেন্নাম্ ক'রে ফোঁটাকতক চখের জল ফেলে এবং এক নিঃশ্বেসে "শীগ্‌গীর এসো" এই দুটী কথা বলেই ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। মনে হ'চ্ছে—আমারও সে সময় মনটায় বেশ একটু ঘা' লেগেছিল। একেই কি ঔপন্যাসিকেরা (সেই যে কি) বলেন—"দাম্পত্য প্রণয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ?" হবেও বা!

নায়েব মশাই—অর্থাৎ অনুকূলচন্দ্র হাজরা ওরফে হাজরা বাবু,—আমি বাবুদের বাড়ীতে পৌঁছুবামাত্রই মুরুব্বিচালে আমাকে বল্লেন—"পনেরো দিনের ছুটী নিয়ে দেশে গিয়ে একেবারে আট মাস কাটিয়ে এলে? তোমার কাণ্ডখানা কি? মেজ বাবু তো চটে লাল! যাও—কাজ করগে!" ক'টী কথা বলেই হাজরা বাবু কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

মেজ বাবু আমার ওপোর চটেছেন? শুনে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল! চটবারই তো কথা! আমার প্রতি তাঁর এত দয়া,—তাঁরই কৃপায় আজ আমার এমন সচ্ছল অবস্থা, আমি "মানুষ" হয়ে গেলুম,—অথচ এই লম্বা ৮।৯ মাসের ভেতর একবার তাঁর খবরটী পর্য্যন্ত নিইনি! যথার্থ এটা আমার খুব অকৃতজ্ঞতারই পরিচয়!

দপ্তরখানায় ঢুকে পদ্দা দাদার বস্‌বার জায়গাটীর দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই

—ঝর্ ঝর্ ক'রে দুচোখ্ দিয়ে জল বেরিয়ে আমার বুকটা ভাসিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা অনেক চেষ্টা করেও আমি কান্না বন্ধ কর্‌তে পাল্লুম না। সে ঘরে দু'চারজন কর্ম্মচারী যাঁরা ছিলেন,—তাঁরা দু'চার কথায় আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কল্লেন। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি,—পদা দাদার শোক—আমার যেন পিতৃশোকের মতন বোধ হ'ল।

ছোট মুহুরী রামবিষ্ণু বাবু জিজ্ঞাসা কল্লেন—"মেজ বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

আমি। "না।"

রাম। "দেখা হয়নি? তুমি এইমাত্র এলে বুঝি? তাহ'লে সন্ধ্যের পর থিয়েটারেই যেও। এখন তো আর বাড়ীতে দেখা হবে না!"

আমি। "মেজ বাবু কি বাড়ীতে নেই?"

রাম। "বাড়ীতে তো তিনি থাকেন না। কাল একবার সন্ধ্যের সময় ঘণ্টা খানেকের জন্যে এসেছিলেন। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন—'দীনু এলে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে বোলো'—"

আমি। "সন্ধ্যের পর কি তিনি থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন? আজ তো মঙ্গলবার,—আজ কি থিয়েটার আছে?"

রাম। "থিয়েটার আজ না থাক্‌লেই বা! একবার ক'রে থিয়েটারে তিনি প্রত্যহই আসেন,—বেড়িয়ে যান।"

আ। "প্রত্যহ থিয়েটারে আসেন,—প্লে না থাক্‌লেও?"

রাম। "আস্‌বেন না? লাখো টাকা খরচ ক'রে থিয়েটার খুলেছেন—"

আমি একথা শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম "থিয়েটার খুলেছেন? মেজ বাবু? কবে? কোথায়? বলেন কি?"

রামবিষ্ণু হেসে ব'ল্লে,—"সেকি? তুমি কিছুই জাননা? বড় তাজ্জব তো! থিয়েটার খুলেছেন আমাদের মেজ বাবু—এ কথা পৃথিবীময় রাষ্ট হয়ে গেল,—আর তুমি জাননা?

আ। "কি করে জান্‌ব? কল্‌কেতা থেকে কেউ তো আমাদের দেশে যায়নি,—কিম্বা আপনারাও তো কেউ আমাকে খবর দেন্ নি! যিনি খবর দেবার—সেই পদা দাদা তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন—" বল্‌তেই আমার চোক দিয়ে দু'ফোঁটা জল পোড়্‌লো!

রামবিষ্ণুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে মোটামুটী জান্‌লুম্,—"জুপিটার" থিয়েটার-বাড়ীটা লক্ষ টাকা দিয়ে মেজ বাবু কিনে নিয়ে (Pearl Theatre) "পাব্‌ল্ থিয়েটার" নাম দিয়ে একটা খুব বড় থিয়েটার খুলেছেন। এরই মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ—তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। যেখানকার যত ভাল ভাল এ্যাক্‌টার্—এ্যাক্‌ট্রেস্—যত বড় বড় নাট্যকার,—যত নামজাদা ষ্টেজ্ ম্যানেজার তিনি ভাঙ্গিয়ে এনে নিজের দলে ঢুকিয়েছেন। আরও চুপি চুপি রামবিষ্ণু আমাকে বল্লে—"ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের গিরিবালা এখন মেজ বাবুর অধীনে,—অর্থাৎ, ধনকুবের মেজ বাবু এখন স্বহস্তে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ কচ্ছেন!" আরও শুন্‌লুম—আমাকে মেজ বাবুই রেজিষ্ট্রি চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছেন—তাঁর এষ্টেটে কাজ কর্ব্বার জন্যে নয়, তাঁর—থিয়েটারের কাজের জন্যে!

ব্যস্—আর আমাকে পায় কে? রামবিষ্ণুর কাছে এসব শুভসংবাদ-গুলো শুনে—আহ্লাদে আমি যেন আত্মহারা হয়ে পড়্‌লুম। পদা দাদার শোক তখনকার মত যেন হাওয়ায় মিশিয়ে কোন্ অজানা দেশে চলে গেল। বর্দ্ধমান থেকে ভাল মিহিদানা সীতাভোগ কিছু কিনে এনেছিলুম,—রামবিষ্ণুকে ফূর্ত্তির চোটে আর্দ্ধেকগুলো দিয়ে ফেল্লুম।

খাজাঞ্চি মিত্তির মশাই সেই দপ্তরঘরে ঢুকে আমাকে বল্লেন—

"আরে—কি রকম হে দীনু? এখনও খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি? বসে বসে আমীরের মত গল্প ক'চ্ছ? এখুনি যে আমার সঙ্গে তোমাকে চন্দননগরে বাগানবাড়ীতে যেতে হবে?"

আমি। "কই? আমায় তো আপনি বলেন নি!"

মিত্তির। "আরে এই তো বল্লুম। শুনলে তো এখনো বসে আছ কেন? বেলা তিনটে-বারো মিনিটে ট্রেন—"

আমি। "চন্দননগরে কি ক'র্ত্তে যেতে হবে—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটু ধমক দিয়ে খাজাঞ্চি মশাই বল্লেন—"আমার শুষ্টির পিণ্ডি দিতে! এমন ডেঁপো ছেলে তো কখনো দেখিনি! যাও—এখুনি—আধ ঘণ্টার মধ্যে নেয়ে খেয়ে নাও—" বলেই তিনি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খাজাঞ্চি মশায়ের শুষ্টির পিণ্ডি দেবার জন্যে যে আমাকে চন্দননগরে যেতে হবে না—সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও,—আমি কিছুতেই বুঝতে পাল্লুম না,—চন্দননগরের বাগানবাড়ীতে আমায় কেন যেতে হবে,—কা'র কাছে যেতে হবে? তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে রামবিষ্ণুকে বল্লুম—"মেজ বাবু তো থিয়েটারে যেতে বলেছেন—তবে চন্দননগরে কি ক'র্ত্তে যাব—জানেন?"

রামবিষ্ণু। "বোধ হয় মেজ বাবু আজ আর থিয়েটারে আস্‌বেন না। যাওনা হে ছোক্‌রা,—বাগানবাড়ীতে খুব রগড় আছে—"বলেই রামবিষ্ণু হাতে মুখে চোখে কি একটা ইসারা ক'রে আমাকে বল্লেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না। যথাসময়ে খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। মস্ত বড় বাগানবাড়ী,—রাজা-রাজাড়াদেরই যোগ্য। ফটকে বন্দুক-ঘাড়ে চারজন শিখ্ দরোয়ান পাহারা দিচ্ছে। মালী-চাকর-বেহারা লোকজনও বিস্তর দেখ্‌লুম। আমাকে বাঁ দিকের কাছারি-বাড়ীর একটা ঘরে বসিয়ে—খাজাঞ্চি

মশাই চল্লেন বাবুর কাছে। বড়লোকের কাণ্ড কারখানা;—এ বাগান বাড়ীতেও মুহুরি লোকজন সব হিসাবের খাতা নিয়ে লেখাপড়া ক'চ্ছেন দেখ্‌লুম। এঁদের বাবুর বাড়ীতে কখনো দেখিনি। বুঝ্‌লুম—এঁরা নতুন লোক। আমার সঙ্গে কেউ প্রথমে কোন কথা কইলেন না,—আমিও কারুর সঙ্গে সেধে আলাপপরিচয় কল্লুম না। অনেকক্ষণ চুপ্‌ ক'রে সেই ঘরটার ভেতর বসে থেকে ভারি ব্যাজার বোধ হতে লাগ্‌লো। ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের সাম্‌নে বড় পুকুরটার মার্ব্বেল বাঁধানো ঘাটে এসে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে কোথা থেকে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের সেই সাতকড়ী ছোক্‌রা এসে আমাকে ঈষৎ একটু ধাক্কা মেরে বল্‌লে—"আরে—দীনে—এত দিন কোথা ছিলি তুই? মরে ভূত হয়ে এলি নাকি বাবা?" সাতকড়ীর রকম-সকম দেখে—কথাবার্ত্তা শুনে বুঝ্‌লুম—ছোক্‌রা মদ খেয়েছে! আমি তার হাতটা ধরে বল্লুম—"আমি আজ দেশ থেকে এসেছি। তুমি হঠাৎ এখানে কোথা থেকে?"

সাতকড়ী খুব জোরে খানিকটা হেসে নিয়ে বল্লে—"আমি? আমি এখানে থাক্‌বো না তো কে থাক্‌বে? আমি বাবুর ডান হাত—হুঁ-হুঁ বাবা—তা জানো! সাতকড়ী বোসের আর সে অবস্থা নেই,—এখন দস্তুর মত পার্‌ল্‌ থিয়েটারের হর্ত্তাকর্ত্তা! এখন আর এপ্রেন্‌টিস্‌ নই! এ আর হরিশ চক্কোর্ত্তির ইণ্ডিয়ান্‌ থিয়েটার নয়! এ বাবা ক্রোড়পতি গণেশ মণ্ডলের পার্‌ল থিয়েটার!"

মাথার তো ঠিক নেই,—সুতরাং তার কথারও কিছু ঠিক ছিল না। অনর্গল কত কি বলে যেতে লাগ্‌লো। আমিও শুনে গেলুম,—কোনও জবাব দিলুম না।

সাতকড়ী আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"এখানে মুক্ষুর মতন দাঁড়িয়ে কেন? ঝিলের ধারে চ-না! সবাই সেখানে রয়েছে। মাগীমদ্দ মায় বাবু পর্য্যন্ত মাছ ধর্ত্তে বসে গেছে! আমি শরৃতির জন্যে পিঁপ্‌ড়ের ডিম খুঁজ্‌তে এসেছি। এই দীনে—তুই তো গাছে উঠ্‌তে পারিস্‌! চট্‌ করে ঐ নার্কোল গাছটায় উঠে খানিকটা পিঁপ্‌ড়ের ডিম পেড়ে নিয়ে আয় দিকি! নইলে—শরৃতি বড় দুঃখু কর্ব্বে।"

আমি বিরক্ত হয়ে ব'ল্লুম—"শরৃতি কে?"

হা—হা—হা ক'রে ছোক্‌রা আবার সেই রকম জোরে হেসে বল্লে—"শরৃতি—শরৃতি! শরৃতিকে জাননা বাবা! যার পীরিতে তুমি মরে ভূত হয়েছিলে—সেই শরৎকুমারী! নীরে শুঁড়ীর মেয়ে-মানুষ! এখন এই কুলীন কায়স্থের প্রেমে মজ্‌গুল!"

এমন সময় সেইখানে খাজাঞ্চি মশাই ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে আমাকে খুব ভৎর্সনা ক'রে বল্লেন—"তোমাকে কাছারি ঘরে বস্‌তে বল্লুম—আর তুমি আমার কথা না শুনে ফুস্‌ ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে এখানে ইয়ারকি জুড়ে দিয়েছ? চল,—বাবু তোমাকে ডাক্‌ছেন! আমি বাগানে চারধারে খুঁজে মচ্ছি!"

সাতকড়ী আমার উত্তর দেবার আগেই বলে উঠ্‌লো—"বাবুর কাছেই তো ওকে নিয়ে যাচ্ছি মিত্তিরজা মশাই! আমি তালে ঠিক আছি বাবা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—"

আমি খাজাঞ্চি মশাইয়ের সঙ্গেই বাবুদর্শনে চল্লুম। সাতকড়ী হঠাৎ অন্যদিকে—বোধ হয় "পিঁপ্‌ড়ের ডিম" খুঁজ্‌তে চলে গেল।

সাতকড়ী যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়। ঝিলের একটা ধারে খুব এক-খানা বড় কার্পেট্‌ পেতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ছিপ্‌ হাতে ক'রে মেজবাবু

মাছ ধর্ত্তে বসে গেছেন। আর তাঁর পাশে আমাদের সেই ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের বড় অভিনেত্রী গিরি-বিবি বসে আছেন। সেখানে বোতল, গেলাস, ডিসে করা কিছু খাবার—গড়গড়া ইত্যাদি সমস্ত সরঞ্জামই ছিল। বাবুর পেছন দিকে দু'জন চাকর হাজীর রয়েছে। অন্য বাবুরা কেউ কাছে ছিলনা। লম্বা ঝিলের যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল—একবার চোক চেয়ে দেখি,—অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট জন বাবু আর ত্রিশ চল্লিশ জন মেয়েমানুষ—কেউ মাছ ধরছে, কেউ গল্প কচ্ছে, কেউ নানা রকমের হাসিঠাট্টা বোট্‌কেরা ক'চ্ছে! ব্যাপার কি? ভাবলুম, বাবুর বাগানে আজ বুঝি ভোজ আছে!

আমি খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে গিয়ে বাবুর কাছে দাঁড়াতে—বাবুর আমার দিকে চোক্ পড়েনি। গিরি-বিবি আমাকে দেখেই বল্লেন—"এস দীনু! ভাল আছ?"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে হাঁ—"

এইবার বাবুর দৃষ্টি আমার দিকে পড়্‌তেই আমি একটা প্রণাম ক'রে হাতজোড় করে দাঁড়ালুম। তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"দেশের খবর ভাল দীনু?" আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বল্লুম—"আজ্ঞে—আপনার কৃপায় খুবই ভাল হুজুর—"

মেজ। "বেশ! তাহ'লে তুমি থিয়েটারের সমস্ত দেখ শোনো। আমি থিয়েটার খুলে এস্তোক্ তোমাকে খুঁজ্‌ছি। তোমার মতন বিশ্বাসী ছোক্‌রা—থিয়েটারে কোন শালাই নয়। সব শালাই চোর!" খাজাঞ্চি মশাই বল্লেন "তাহ'লে ওর দাদা হরিপদর জ্যায়গায় ওকে কাজ কর্ত্তে বলেছিলেন যে—"

মেজ। "না—না! ও থিয়েটারের কাজ ক'র্ব্বে। দরকার হলে এ্যাক্‌টো ক'র্ব্বে—আর হিসেবপত্র টাকাকড়ী নেওয়া দেওয়া সব ঐ কর্ব্বে।

ওর দাদার জ্যায়গায় তুমি দেখে-শুনে একটা ভাল লোক রাখগে! বুঝ্‌লে ?” খাজাঞ্চি “যে আজ্ঞে” বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বার পর গিরি-বিবি আমার হয়ে বাবুকে বল্লেন,—“তাহ’লে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লে কেন ?”

মেজ। “না—দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বো কেন ? ও চলে যাক্! না—না—ও বাগানেই আজ থাকবে। বড়-কর্ত্তা, বিনোদ বাবু সন্ধ্যের পর আস্‌বেন। তাঁদের সঙ্গে ওঁর মোকাবেলা করিয়ে দেবো। তুমি কাছারি-বাড়ীর ওপোরকার ঘরে থাকগে!” আমি বাবুকে নমস্কার করে কাছারিবাড়ীতে এসে একটা ঘরে বসে অনেক কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। খানিক পরে একজন চাকর এসে আমাকে বল্লে—“আপনার কি কি চাই—আমাকে বলুন। আমার নাম নবীন দাস। আমি আপনার সেবা করবার জন্যে বাবুর হুকুম পেয়েছি।”

নবীন দাস নাপ্‌তের ছেলে, বাগানে খান্‌সামাদের ভেতর একজন। যা হোক্, আমার বরাতে এত সুখও হতে পারে, এইটে ভেবে মনে মনে খুব খানিকটা হেসে নিলুম। আমি মেজ বাবুর “চাকর”,—আমার আবার একজন “চাকর” নিযুক্ত হ’ল। কথায় বলে—“ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে!” নবীন দাস বেটা তাই নাকি ?

(২)

পারল্ থিয়েটার—রীতিমত একটা “কাপ্তেনের” ফূর্ত্তির জায়গা,—যাকে বলে নবাবের বিলাসমন্দির। ইণ্ডিয়ান থিয়েটার যেমন একটা রোজগারের স্থল,—এটা তেম্‌নি মেজ বাবুর পয়সা ওড়াবার একটা বিরাট আড্ডা। ব্যবসা হিসাবে যদি চালানো যেতো, তাহলে এ থিয়েটার থেকে এত পয়সা রোজগার হ’ত যে বল্‌বার কথা নয়। ভাল থিয়েটার

কর্ত্তে হ'লে যা দরকার, এখানে তা সবই আছে। চমৎকার থিয়েটার-বাড়ী, যেমনি লম্বাচওড়া—তেম্‌নি সাজান গোজান! এমন চমৎকার নতুন নতুন দৃশ্যপট,—এত ভাল ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ, কল্‌কেতার আর কোন থিয়েটারে নেই। নাট্য-জগতের "বড়-কর্ত্তাকে" বিশ হাজার টাকা সেলামী আগাম দিয়ে, আর পাঁচশো টাকা মাইনে বরাদ্দ করে— মেজ বাবু বই লেখাতে এনেছেন। বইও যা দু'চারখানা পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে লিখে দিয়েছেন—আর হেমেন্দ্র বাবু, চন্দ্রকুমার বাবু, জ্যোতি বাবু প্রভৃতি বড় বড় এ্যাক্‌টর—এবং গিরিবালা, শরৎকুমারী, মণিমালা, যমুনা বাই প্রভৃতি বড় বড় অভিনেত্রীরা যা অভিনয় করেন, বাংলা দেশে এমন অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনো নিশ্চয়ই তো কেউ কর্ত্তে পারেওনি, ভবিষ্যতে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে কখনো কেউ পার্ব্বেও কিনা, সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে।

কিন্তু এ সমস্ত হ'লে কি হয়? থিয়েটারের যিনি মালিক—তাঁর তো থিয়েটার করা বা ব্যবসা করা উদ্দেশ্য নয়। তিনি থিয়েটার খুলেছেন বিষম জিদে প'ড়ে! শুন্‌তে পাই, যমুনা বাই নামে যে বড় অভিনেত্রীটী জুপিটার থিয়েটারে অভিনয় কর্ত্তেন,—তাঁকে অভিনয়-রাত্রে আটক করে ঐ থিয়েটারের বক্স্‌ কিনে তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে বসে আমোদ কচ্ছিলেন। জুপিটার থিয়েটারের মালিক মেজ বাবুকে টিকিটের দাম ফেরত নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। অবশ্য—মেজ বাবুকে বা'র করে দিতে পারেন্‌ নি বটে, কিন্তু সে রাত্রে জুপিটার থিয়েটারে একটা ভীষণ গোলমাল হয়েছিল। এমন কি, ঝগড়া বিবাদ হয়ে শেষে মারামারি পর্য্যন্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই রাগে মেজ বাবু অনেক টাকা ব্যয় করে অনেক রকম কৌশল করে এই থিয়েটারবাড়ী কিনে, জুপিটার থিয়েটারের বার আনা

লোক ভাঙ্গিয়ে নিজে এই পার্‌ল্‌ থিয়েটার খুলে ফেল্লেন। কিন্তু—কথায় বলে—"বড় মানুষের খেয়াল,—পাগ্‌লা শেয়াল, আর ভাঙ্গা দেয়াল্‌,"—এদের কিছু বিশ্বাস নেই। যত দিন যেতে লাগ্‌লো—মেজ বাবুর খেয়ালও হরেক রকমের বাড়তে লাগ্‌লো! যেন নবাব সিরাজুদ্দৌলার কাণ্ডকারখানা! ভাল নাটক, ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রী দেখে—বিস্তর লোক টিকিট কিনে থিয়েটার দেখ্‌তে এসে হাজির। হঠাৎ মেজ বাবু হুকুম দিলেন,—"আজ বাগানে ফূর্ত্তি কর্‌তে হবে; এ্যাক্‌টর এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা সবাই বাগানে হাজির থাক্‌বে—সমস্ত রাত্তির আমোদ আহ্লাদ হবে।" কাজেই একটা মিথ্যে কথা বলে—দর্শকদের টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিয়ে থিয়েটার বন্ধ রাখ্‌তে হলো। ক্ষুণ্ণমনে দর্শকরা (কেউ কেউ গালমন্দ কর্‌তে কর্‌তে) বিদায় হ'লেন। গিরিবালা, কি শরৎকুমারী, কি যমুনা বাই—কোন নাটকে খানিকটা অভিনয় কর্ব্বার পর, বাইরে বসে প্লে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাবুর খেয়াল হ'ল, এই সাজা অবস্থায় বিবিকে বা বিবিদের নিয়ে ফূর্ত্তি কর্ব্বেন। ব্যস্‌—আর তাকে বা তাদের বাকীটা অভিনয় কর্ত্তে না দিয়েই—বাবু টেনে নিয়ে চল্লেন চন্দননগরের বাগানবাড়ীতে। ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু ষ্টেজে বেরিয়ে একটা মিথ্যে কথা বলে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে অন্য অভিনেত্রী দিয়ে কাজ শেষ করলেন। অন্যদিন বাবু থিয়েটারে আসুন আর না আসুন, অভিনয়রাত্রে নিশ্চয়ই হাজির থাক্‌বেন। অভিনয়ও চল্‌ছে,—বাবু নিজে ষ্টেজের ভেতরে গিয়ে—জোর করে ছেলেবুড়ো অধিকাংশ অভিনেতাদের (অভিনেত্রীদেরও কা'কে কা'কেও) মদ খাওয়াচ্ছেন; কেউ কেউ মাতাল হয়ে শেষের দিকে অভিনয় খারাপ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো।

কর্ম্মচারী এ্যাক্‌টর্‌ এ্যাক্‌ট্রেস্‌দের কা'কেও তো বাবুর গ্রাহ্যই নেই।

এমন কি কোন দর্শকও যদি হঠাৎ অভিনয় খারাপ হ'চ্ছে ব'লে কোন নালীশ করে—তাহ'লে মেজ বাবু হুকুম দেন—"দাও ওর টিকিটের দাম ফেরত!" ওরই মধ্যে বাবু একটু ভয় বা মান্য করেন—বড়-কর্ত্তাকে। কারণ, মেজ বাবু বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন—এ্যাক্‌টর এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা সকলেই দেবতার মত তাঁকে ভয়-ভক্তি করে। মেজ বাবু যদি কোন রকমে তাঁর এতটুকু অমর্য্যাদা করেন, তাহ'লে সবাই একজোট্‌ হয়ে তখুনি থিয়েটার ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই—বড়-কর্ত্তাকে অন্ততঃ লোক-দেখানো খাতিরটুকু মেজ বাবুকে কর্ত্তেই হয়। বড়-কর্ত্তা যে রাত্রে থিয়েটারে উপস্থিত থাকেন,—সে রাত্রে যেন চাবুকের ওপোর অভিনয় হয়। কিন্তু তিনি তো সকল অভিনয়-রাত্রে থিয়েটারে উপস্থিত থাকেন না। আর তাঁরও ভাবে বুঝ্‌লুম, তিনি মেজ বাবুর মত থিয়েটারের মালিককে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। নিতান্ত টাকার জন্যে এই রকম খেয়ালী লোকের কাছে চাক্‌রী স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রাণের টান হ'চ্ছে জুপিটার থিয়েটারে।

যা-ই হোক্‌, আমার পায়া কিন্তু খুবই ভারী হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ বাবু কেবল নামেই ম্যানেজার হয়ে আছেন। কাজকর্ম্ম সমস্ত আমাকেই ক'র্ত্তে হয়। মাইনেপত্তর দেওয়া, অন্যান্য খরচপাতি করা, টাকাকড়ীর হিসেব রাখা, সবই আমার হাত। নতুন কোন এ্যাক্‌টর্‌ বা এ্যাক্‌ট্রেস্‌ ভর্ত্তি করে—তার মাইনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত আমাকেই কর্ত্তে হয়। কাজেই, থিয়েটারে এখন আমার প্রতিপত্তি খুব।

প্রথম প্রথম এসে দেখি, থিয়েটারে বেশ বিক্রি-সিক্রি হচ্ছে। বাবুর বাড়ী থেকে যদিও প্রতিমাসে টাকা আন্‌তে হয়—সমস্ত খরচপত্র মেটাবার জন্যে,—কিন্তু সে খুবই কম। থিয়েটার থেকে যা রোজগার হয় তা'তে প্রায় তিনভাগের ওপোর খরচ-পাতি চলে যায়; কিন্তু ইদানীং

এই থিয়েটারের বদ্‌নাম হয়ে যাওয়াতে লোকজন আর তেমন আসে না। কাজেই বিক্রি খুব কম। মাসকাবারের শেষাশেষি থেকেই ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু আমাকে তাগাদা দিতে আরম্ভ করেন—"দীনু! টাকার জোগাড় করো—টাকার জোগাড় করো।" "কিন্তু টাকার জোগাড় করা তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। মণ্ডল বাবুদের (Estate) এষ্টেট্ তো আমার খাজাঞ্চিখানা নয়। সেখান থেকে একটা পয়সা আন্‌তে হ'লে রীতিমত মেজ বাবুর সই করা (Pay order) "পে-অর্ডার" চাই। সেই পে-অর্ডার খানি প্রথমে বাবুদের এষ্টেটের বড় ম্যানেজার তারক বাবুর সই হবে, তারপর ছোট ম্যানেজার মল্লিক মশাই সই কর্ব্বেন,—তারপর খাজাঞ্চিখানায় মিত্তিরজা মশাই সেটীকে পাশ করে নিজের হাতে টাকা নিয়ে মেজ বাবুকে গিয়ে দিয়ে আস্‌বেন। সুতরাং সামান্য দশ বিশটা টাকা বাবুদের এষ্টেট্ থেকে বের করে আন্‌তে হ'লে অন্ততঃ এক সপ্তাহের সময় চাই। তার ওপোর আর এক মহা বিভ্রাট; বড় ম্যানেজার মশাই তারক বাবু—সপ্তাহে একদিন দু'দিন ঘণ্টা-খানেকের জন্যে বাবুদের কাছারীতে আসেন। তাঁকে যখন তখন তো পাবার জো নেই। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সব-জজ! কর্ত্তা জীবিত থাক্‌তে অনেক সাধ্যসাধনায় এই এষ্টেটে ম্যানেজারের পদগ্রহণ করেছেন। এষ্টেট্ থেকে গাড়ীভাড়া বাদে এবং মফঃস্বলে যাতায়াতের খরচপত্র ছাড়া মাসে পাঁচশো টাকা তাঁর বেতন। তিনি খুব রাশভারী লোক। মণ্ডলবাড়ীর কর্ম্মচারীরা তো দূরের কথা, বাবুরা সকলেই তাঁকে খুব ভয় করে থাকেন।

খরচপত্রের দিকে মেজ বাবুর কোন নজরই নেই। যখুনি টাকার দরকার হচ্ছে—তখুনি তিনি পে-অর্ডার সই কচ্ছেন। মেজ বাবু এষ্টেটের ম্যানেজার তারক বাবুকে সমীহ করেন বটে, কিন্তু তাঁর দরকারের

টাকা পেতে যদি একটু দেরী হয়—তাহ'লে খাজাঞ্চি মিত্তিরজা মশাইয়ের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হ'য়ে ওঠে। মেজ বাবু যত গায়ের ঝাল ঝাড়েন তাঁরই ওপোর। সেই জন্যে প্রতি সপ্তাহের গোড়ায় একটা আন্দাজ করে মিত্তিরজাকে এষ্টেট্ থেকে টাকা বের করে—তহবিলে মজুদ্ রাখতে হয়। মেজ বাবুর টাকা দরকারের সময়-অসময় নেই।

হঠাৎ রাত্তির দুটো তিন্‌টের সময় বাবুর কাছ থেকে লোক এসে হাজির,—"এক্ষুনি হাজার টাকা চাই।" তহবিলে টাকা না থাক্‌লেও যেমন করে হোক্—যেখান থেকে হোক্—মেজ বাবুর জন্যে মিত্তিরজা মশাইকে সে টাকা সংগ্রহ করে দিতেই হবে। নইলে মেজ বাবুর কাছে তাঁর নিস্তার নাই।

থিয়েটারের অবস্থা খুব খারাপ দেখে আমরা (আমি, বিশ্বনাথ বাবু, বড় বড় অভিনেতারা, এমন কি খাজাঞ্চি মশাই মিত্তিরজা পর্য্যন্ত) বড়-কর্ত্তাকে জোর করে ধর্‌লুম—"আপনি এসে থিয়েটারে না বস্‌লে—সব নষ্ট হ'য়ে যায়! এতটা টাকা খরচ হয়েছে—এত ভাল ভাল লোকজন সব রয়েছে, আপনি স্বয়ং এ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাক্‌তে, এম্‌নি করে এ থিয়েটার উচ্ছন্নে যাবে ?" বড়-কর্ত্তা আমাদের কাতর অনুরোধ এড়াতে না পেরে নিজে মুরুব্বি হয়ে থিয়েটারে এসে বস্‌লেন্। "গৌরাঙ্গ-দেব" ব'লে একখানা বই লিখে এনে তিনি নিজে "উঠে পড়ে" তার রিহার্স্যাল্ দেওয়াতে সুরু কল্লেন। বলেছি তো, মেজ বাবু বড়-কর্ত্তাকে একটু খাতির করেন,—সুতরাং তিনি থিয়েটারে কাজ ক'র্ত্তে বসেছেন দেখে,—পূর্ব্বের মত তাঁর খাম্‌খেয়ালি চাল্ আর সব সময় চাল্‌তে পারেন না। তিনি দু'দিন তিন দিন বড়-কর্ত্তার অনুরোধে ঘণ্টাকতক বসে নতুন নাটকের রিহার্স্যাল দেখে ভারী খুসী হয়ে গিয়েছিলেন। কীর্ত্তন সুরে খানকতক কৃষ্ণবিষয়ের গান শুনে—তাঁর প্রাণ সত্যি সত্যি

একেবারে গলে গিয়েছিল। বড়-কর্ত্তা এই সুযোগে মেজ বাবুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন,—যত দিন না নতুন নাটক খোলা হয়—ততদিন কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে তিনি বাগানে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন না। নেহাৎ খাতিরে পড়ে,—চক্ষু-লজ্জার দায়ে মেজ বাবু অভিনেত্রী-দের বাগানে নিয়ে যাওয়া দিন কতকের জন্য স্থগিদ রাখলেন।

যথাসময়ে "গৌরাঙ্গদেব" নাটক খোলা হ'ল। প্রথম রাত্রে দর্শকের তেমন ভীড় হয়নি;—কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি—"পার্‌ল্ থিয়েটারের" একটা বদ্‌নাম বাজারে জাহির হয়ে গেছে। বড়-কর্ত্তার লেখা নতুন নাটক,—ভাল ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ "পার্‌ল্ থিয়েটারে" থাক্‌লেও—লোকে "কাপ্তেনী থিয়েটারের" কলঙ্কের কথা শুনে প্রথম রাত্রে অভিনয় দেখ্‌তে আসবার জন্যে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। আরও একটা কথা,—আজকাল্‌কার মত তখন বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর মোটেই ছিল না। কাগজ ছাপিয়ে বাজারে ঢাক্ পেটানো হ'ত না—"অমুক ভূমিকায় অমুক নামজাদা অভিনেতা বা অভিনেত্রী অবতীর্ণ হইবেন"। "বঙ্গের অভিনেত্রীকুলরাণী গিরিবালা গৌরাঙ্গদেবের ভূমিকায় অভিনয় কর্ব্বেন" এ কথাটা হ্যাণ্ডবিল পড়ে দর্শকেরা জান্‌তে পার্ত্তেন না। তখনকার থিয়েটারে থিয়েটারওলারা নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে আসর সরগরম কর্ত্তেন না। ভাল নাটক, ভাল অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের সুনাম জাহির কর্ত্তেন গুণগ্রাহী দর্শক-বৃন্দেরা। তাঁরা অভিনয় দেখে খুসী হয়ে নিজেদের মধ্যে অভিনয়—অভিনেতা—অভিনেত্রী—দৃশ্য-পট, সাজসজ্জার কথা সহস্রমুখে প্রশংসা কর্ত্তেন, তাইতে লোকে উৎসুক হয়ে দলে দলে ছুটে আস্‌তো। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম দর্শকের মধ্যে শতকরা নব্বুই জন জান্‌তেন না। তখনকার দর্শকেরা নিজের চোখে দেখ্‌তেন—নিজের কাণে শুন্‌তেন—নিজের প্রাণে বুঝতেন।

আর এখনকার দর্শকেরা পরের কাণে শোনেন—পরের চোখে দেখেন—পরের প্রাণে বোঝেন ; নিজেদের দেখ্‌বার শোন্‌বার বোঝ্‌বার শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নেই—অর্থাৎ নিজেদের নিজত্ব কিছু নেই।

সার্থক নাটক লিখেছিলেন বড়-কর্ত্তা। এই হরিভক্তিময় নাটক "গৌরাঙ্গদেব" লিখ্‌তে কি শুভক্ষণেই তিনি কলম ধরেছিলেন—তা বল্‌তে পারি না। পার্ল্‌ থিয়েটারে "গৌরাঙ্গদেব" নাটক অভিনয় হতেই শুধু কল্‌কেতা সহর নয়—সমগ্র বাংলা দেশটা যেন হরিপ্রেমে মেতে উঠ্‌লো! হরিভক্তির স্রোতে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন ভেসে যেতে লাগ্‌লো। যেমন ভাবপূর্ণ লেখা,—তেম্‌নি অভিনয়,—তেম্‌নি গানের রচনা—তেম্‌নি তার সুর—আর তেম্‌নি গায়ক-গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় কর্ব্বার ভঙ্গিমা। আমাদের বড় বিবি গিরিবালা যখন "গৌরাঙ্গ-দেব" সেজে মধুর কীর্ত্তন সুরে গান গাইতে গাইতে ষ্টেজে বেরুতেন, আমার মনে হ'তো ছুটে গিয়ে তখুনি তাঁর পায়ে পড়ে গড়াগড়ি খাই। এই "গৌরাঙ্গদেবের" অভিনয় দেখ্‌তে কত বড় বড় পণ্ডিত এসেছিলেন—কত সাধু—কত বৈষ্ণবচূড়ামণি, কত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এসেছিলেন তা আর বলে শেষ কর্ত্তে পারি না। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে—দর্শকেরা যেন থিয়েটার থেকে নড়তে চান্‌ না। সাধু সন্ন্যাসীরা পর্য্যন্ত ষ্টেজের ভেতরে গিয়ে "গৌরাঙ্গদেব" (অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবরূপী গিরিবালাকে) দর্শন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। বড়-কর্ত্তা দু'চার জনকে ওরই মধ্যে বেছে গুছে—ষ্টেজের ভেতর নিয়ে গিয়ে একবার গিরিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে আন্‌তেন। পথে ঘাটে হাটে মাঠে রেলে ষ্টেশনে যেখানে যাই, সেইখানেই শুনি ঐ "গৌরাঙ্গদেব" নাটকের কথা! মেজ বাবু পর্য্যন্ত মেতে উঠেছেন। অবশ্য, হরিপ্রেমে কি না জানিনা, তবে যে "গিরি-প্রেমে" একেবারে

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েছেন, এটা বেশ বোঝা গেল। তিনি নিজে ষ্টেজের ভেতর দাঁড়িয়ে গিরিবিবিকে তোয়াজ কচ্ছেন। নিজের হাতে তাঁর পোষাক এঁটে দিচ্ছেন। নিজে "চায়ের" বাটী ধরে তাঁকে চা খাওয়াচ্ছেন। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে প্রতি শনিবার চৌঘুড়িতে করে তাঁকে নিয়ে তাঁর আহিরীটোলার বাড়ীতে যান। গিরিবিবির গৌরাঙ্গদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত হয় ব'লে—মেজ বাবু দয়া করে অভিনয়রাত্রে—বিশেষতঃ এই "গৌরাঙ্গদেব" নাটকের অভিনয়রাত্রে তাঁকে আর চন্দননগরের বাগানবাড়ীতে নিয়ে যান না। বাবুর জনদুই মোসায়েব (সেই প্রসাদ বাবু আর বদ্রিনাথ বাবু নামে আজকাল নতুন একজন জুটেছেন তিনি) প্রত্যহই সঙ্গে থাকেন। এঁরাই বাবুর সঙ্গে গিরিবিবির বাড়ীতে যান। অন্য কা'কেও সেখানে যেতে দেখি না।

দরকার থাক্ অথবা নাই থাক্,—অভিনয়রাত্রে প্লের পর বাবু থিয়েটার থেকে যেখানে যাবেন—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেনই। তা কে জানে চন্দননগরের বাগানে—কে জানে গিরিবিবির বাড়ীতে—আর কে জানে যমুনা বাইজির ডেরায়। সঙ্গে নিয়ে যাবার আর একটা কারণ আমি বুঝতে পারলুম—আমার কাছে অভিনয়রাত্রের টিকিট বিক্রীর সমস্ত টাকা (Sale proceeds) থাকে,—সেগুলির সদ্ব্যবহার (?) তো করা চাই। "গৌরাঙ্গদেব" নাটক খুলে পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বিক্রী বাড়ছে বই কম্‌ছে না। "গৌরাঙ্গদেবের" প্রতি অভিনয়-রাত্রে হাজার টাকা বিক্রী,—বেশী বই কম নয়। কর্‌করে এত গুলো নগদ টাকা,—তার ওপোর শনিবার রাত্রি, তার ওপোর মেজ বাবুর "রঙ্গিল" অবস্থা;—এ টাকা কি আর অন্য বাবদে খরচ হ'তে পারে? বড়-কর্ত্তা ভাল নাটক দিয়ে—নিজে তদারক করে সে নাটক

অভিনয় করিয়ে থিয়েটারের রোজগার বাড়ালে কি হবে, সে টাকা তো আর থিয়েটার বাবদে খরচ হতে পায়না। সে সমস্ত টাকা মেজ বাবুর নিজের ফূর্ত্তির খরচেই নিঃশেষ হয়; থিয়েটারের খরচ চালাবার জন্যে সেই "যথাপূর্ব্বং তথাপরং!" বাবুকে দিয়ে "পে-অর্ডার" সই করিয়ে, খাজাঞ্চি মিত্তিরজা মশায়ের খোসামোদ করে—অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে— তবে এষ্টেট্ থেকে টাকা বা'র করে আন্‌তে হয়। কাজেই—লোকজনের মাইনে মাসকাবারের পর অন্ততঃ পনেরো কুড়ী দিন না কাট্‌লে আর দেওয়া হয়না। বড়-কর্ত্তা এ সমস্ত দেখে শুনে হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লেন—"হঁাফ্‌লেশ্" (Hopeless)!

যাক্ ও কথা। অভিনয়রাত্রে প্লের পর মেজ বাবুর সঙ্গে গিরিবিবির বাড়ীতে গিয়ে দেখি—তাঁর দরজায় যেন "রথ-দোলের" ব্যাপার! রাত্রি একটার সময় দলে দলে লোক—(কোন রকমে থিয়েটারের গার্ড্ বা কোন অভিনেতাকে ঘুস্‌টুস্ খাইয়ে গিরিবালার বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে) তার বাড়ীর দরজার সাম্‌নে হাজির। বাড়ীর দরজা খোলা পায়না—চাকরে সাড়া পর্য্যন্ত দেয়না,—উপরন্তু গিরিবালার গুর্খা-পুলিশ-প্রতিম মা-ঠাকৃরুণ "পাট্‌নেয়ে এলোকেশী"—(এই নামেই তিনি সহরে সুপরিচিতা—) তাঁর তাড়ার চোটে গিরিবিবির দরজার চৌকাঠ কেউ মাড়াতে পারেনা বটে, তবু একবার শুধু ষ্টেজের বাইরে—"শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে" দর্শন করবার জন্যে—যদি সুবিধে হয় তাঁর সঙ্গে একটী বাক্যালাপ করবার জন্যে অনেক "প্রেমময়" দর্শক প্রেমের তাড়নায় এই "নবদ্বীপ-সম পুণ্য-ক্ষেত্র" আহিরীটোলায় গিরিবালার শ্রীমন্দিরের দ্বারে "হত্যা" দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! প্রেমময়ী গিরিবিবি স-মোসাহেব মেজ বাবুর চৌঘুড়ীতে বাড়ী এসে উপস্থিত হলেই,—"গৌরাঙ্গদেবের" ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডাদের দেখেই ভক্তমণ্ডলী আর এগুতে

সাহস করেন না। নির্ব্বিবাদে পাণ্ডাবেষ্টিতা গিরিবিবি বাড়ী ঢুক্‌লেন,—দর্শক বাবুরাও দূর থেকে গৌরাঙ্গ দর্শন করেই পাণ্ডাদের বাপান্ত—চোদ্দপুরুষান্ত করতে করতে যে যার গন্তব্য পথে প্রস্থান কল্লেন। গিরি-বিবির বাড়ীতে ঢুকেও নিস্তার নেই। তখনও—ঐ অত রাত্রেও গৌরাঙ্গ-ভক্তদের অনেকে এসে কড়া নাড়া দিচ্ছেন। তাদের বিদায় কচ্ছেন—মেজ বাবুর সঙ্গে আগত বন্দুক-ধারী লম্বা-চওড়া "হিম্মৎ সিং" দরোয়ানজী! একবার মেজ বাবুর কি খেয়াল হ'ল,—তিনি হুকুম দিলেন—"বাবু লোক্‌কো উপর বোলাও।" এই বাবুলোকগুলি কিছুতেই আর দরজা থেকে নড়েন না। দরোয়ান অপমান কচ্ছে,—"পাট্‌নেয়ে এলোকেশী" চীৎকার করে যাচ্ছে-তাই কচ্ছে,—সদর দরজা বন্ধ,—তবু তাঁরা সেখান থেকে নড়তে চান্‌না! শুনে মেজ বাবু আমাকে বল্লেন—"যাওতো দীনু—বাবুদের সঙ্গে করে ওপোরে নিয়ে এসো! গিরি! তুমি অন্য ঘরে যাও—"

আমি নীচে গিয়ে দেখ্‌লুম—গুটী তিনেক বাবু (স্কুলের ছোক্‌রা বলেই মনে হ'ল)—খুব সাজগোজ করে নীচে দাঁড়িয়ে হিম্মৎ সিংহের সঙ্গেই রসিকতা কচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন পাত্‌লাপানা ছোক্‌রা বল্‌ছে—"বাঁধা হ্যায় তো বাঁধাই রহেগা বাবা! হাম্‌লোক্ তো দড়ী কাট্‌কে খুলে দিতে আয়া নেই!"

গিরিবিবির নীচেকার ভাড়াটে মতিয়া চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো—"এমন কথাও তো কখনো শুনিনি বাপু! বাঁধা বল্‌লেও নড়তে চায় না!" ছোক্‌রাদের মধ্যে যে কথা কইছিল—সে মতিয়াকে উদ্দেশ করেই বল্লে—"চোট্‌ছো কেন বাছা? বাঁধা গরু কি মুখের সাম্‌নে কচি ঘাস পেলে খায়না?"

আমি মেজ বাবুর হুকুমমত তাঁদের সঙ্গে করে দোতলার ঘরে মেজ

বাবুর সাম্‌নে নিয়ে এলুম। মেজ বাবুকে দেখেই আর তা'রা ঘরে বস্‌তে চাইলে না, একেবারে বারান্দায় বেরিয়ে পড়লো। পেসাদবাবু তখন বেশ একটু নেশায় পেকেছেন। বাবুর ইঙ্গিতে তিনি তাদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"আপনারা কা'কে চান্?"

ছোক্‌রাদের মুখে আর কথা নাই।

প্র। "কি আশ্চর্য্যি! আপনারা কা'র সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান্—বলুন।"

সেই বয়াটে ছোক্‌রাটী বলে ফেল্‌লে—"আজ্ঞে—আপনাদের চাইনা—এটা ঠিক জান্‌বেন। অত ভাগ্য করে আমরা আসিনি।"

প্র। "বটে? আমাদের চান্‌না? তাহ'লে এ বাড়ীতে এসেছেন কেন?"

ছোকরা। "পার্ল্ থিয়েটারে যিনি গৌরাঙ্গদেব সেজেছিলেন—"

প্র। "ও—তাহলে প্লে দেখে প্রাণে ভাবের ফোয়ারা ছুটেছে! রেতের বেলায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে গৌরাঙ্গ ভজ্‌তে এয়েচ বাবা?"

প্রসাদ বাবুকে মাতাল দেখে আর গিরিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ এখন অসম্ভব বুঝ্‌তে পেরে পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে তাদের ভেতর থেকে সেই মুখফোঁড় ছোক্‌রাটী বল্‌লে—"শুধু কি গৌরাঙ্গ ভজ্‌বো বাবা? মালপো খাবো—মালসাভোগ চাপাবো—মোচ্ছব দোবো!"

প্রসাদবাবু বল্লেন—"সে তো অম্নি হয়না যাদু! ট্যাঁকে রেস্তো আছে?"

ছোক্‌রা বল্লে—"পাঁচ সিকে যা দস্তুর—তাই কাছায় বেঁধে এনেছি!" ছোকরারা বিদায় হ'ল। এই কথা নিয়ে মেজ বাবু প্রসাদ বাবুকে খুব এক চোট্ ঠাট্টা করলেন।

বাঙ্গালীর কোন কাজ সুশৃঙ্খলে চলবে না—এটা যেন বিধাতার অভিশাপ। বাঙ্গালীর ব্যবসাবাণিজ্য, সংসারধর্ম্ম, কাজকর্ম্ম, আমোদ-প্রমোদ, সবেতেই এমন একটা বাগড়া এসে পড়ে, যার জন্যে সমস্তই গণ্ডগোল হয়ে উচ্ছন্নে যায়। বিশেষতঃ, যেখানে একত্র পাঁচজন বাঙ্গালী জোটে সেইখানেই এই রকম একটা গণ্ডগোল হবেই। সহস্র চেষ্টায় কিছুতেই সুশৃঙ্খলে মানিয়ে জুনিয়ে কোন রকমে সেখানে কাজ চালাবার আর উপায় থাকে না। তার কারণ, বাঙ্গালা জাতির মধ্যে "পাকা মাথা" ব'লে কোন জিনিষ নেই। হাসবেন্ না একথা শুনে। "মাথা" কথাটা আমি যে বলছি সেটার মানে "নাক-কাণ-চোক-মুখ-কপাল-পাকাচুল-শুদ্ধু" গোলাকার জিনিষটা—যা মানুষের ঘাড়ের ওপোর বসানো আছে—তা নয়! কিম্বা "মস্তিষ্ক", "বুদ্ধি", "বিদ্যে" ইত্যাদি রকমের তার ভেতরকার জিনিষও ঠিক নয়। এর মানে অনেকটা যাকে বলে "কর্ত্তা" বা "মালিক" বা "নেতা" বা "মুরুব্বি" অথবা "মোড়ল", যা বলেন তাই। ভাবুকেরা—পণ্ডিতেরা বলেন শুনতে পাই—"এ সংসার সমুদ্র বিশেষ"। তাই যদি হয়, তাহ'লে এখানে আমরা "তরির" ওপোরে বসে দিব্যি ভেসে ভেসে এপার থেকে ওপারে (অর্থাৎ ভবপারে) চলেছি তো? এ সমুদ্রে নৌকো নিয়ে যে পথ দিয়েই চলো, পাকা একটা মাঝি যদি হাল্ ধরে না থাকে, তাহ'লে ভরাডুবি নিশ্চয়ই। বাঙ্গালী যে পথ দিয়েই চলুক্ (অর্থাৎ যে কাজই করুক্) ঐ একটা পাকা মাঝির অভাবে ভরাডুবিই তার অনিবার্য্য পরিণাম। কথাগুলো খুব পণ্ডিতি গোছের হ'ল,—না? একটু ভেবে দেখুন, বড় দুঃখে যা বল্লুম তা বড় মিথ্যে নয়।

"পার্ল্ থিয়েটার" খুব ভাল রকমই চলতে পারতো; কারণ, সকল রকম সুবিধেই তার ছিল। এক মস্ত গলদ হয়ে গেল, মালিকের অর্থাৎ

মেজ বাবুর খাম্‌খেয়ালি মেজাজে আর তাঁর যত ছেলেমানুষি কাণ্ড-কারখানায়। মাসখানেক ধরে "গৌরাঙ্গদেব" নাটক বেশ সুশৃঙ্খলে অভিনয় হবার পর মেজ বাবু আবার নিজমূর্ত্তি ধরে বস্‌লেন্। মাঝে মাঝে গিরিবালাকে, যমুনা বাইকে, শরৎকুমারীকে, এমন কি ছোট ছোট সখী সাজাবার মেয়েগুলোকে পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়ে বাগানে আটক করে রাখেন। রবিবার রাত্রে বাগানে নিয়ে যান; কা'কেও বুধবারে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে ছেড়ে দেন, কা'কেও শনিবারে সকালে ছাড়েন। মেয়েদের অভিভাবকেরা (অর্থাৎ মা মাসী বা দিদিমারা) কেঁদে কেটে অস্থির। প্রত্যেক শনিবারে থিয়েটারশুদ্ধ লোককে, (স্বয়ং বড়-কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত কখনো কখনো) চন্দননগরে বাগানে গিয়ে মেজ বাবুকে কত খোসামোদ করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর কবল থেকে অভিনেত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে এসে থিয়েটারের মান বজায় কর্ত্তে হয়। গিরিবালা বিবির সঙ্গে এই নিয়ে মেজ বাবুর কতবার ঝগড়া বিবাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। গিরিবিবি রাগ করে কতবার থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন। আবার মেজ বাবু নিজে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে থিয়েটারে এনেছেন। শেষে এই রকম বন্দোবস্ত হ'ল, গিরিবিবি রাত্রে বাবুর সঙ্গে বাগানে যেতে পারেন, কিন্তু তার পরদিন সকাল বেলা তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতেই হবে। তা নইলে, তিনি বাবুর বাগানে তো যাবেনই না, উপরন্তু তাঁর থিয়েটার পর্য্যন্ত ছেড়ে দেবেন। মেজ বাবু অগত্যা তাতেই রাজী!

এই ভাবে মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। মেজ বাবুর অত্যাচারে অনেক মেয়ে—(বিশেষতঃ যারা নিতান্ত ছেলেমানুষ,—এই পনের ষোলো সতেরো বছর পর্য্যন্ত যাদের বয়েস)—থিয়েটার ছেড়ে দিতে আরম্ভ কল্লে। নতুন যারা আসে তা'রা এই সর্ত্তে থিয়েটারে ঢোকে,

"থিয়েটার কর্ব্ব, কিন্তু বাবুর বাগানে যাব না। লক্ষ টাকা দিলেও না।" অবিশ্যি, মেজ বাবু লক্ষ টাকা দিয়ে কা'কেও পরীক্ষা করে দেখেন নি,—তার কথাও নেই। কিন্তু বাগানে আর কেউ গেল না, দু'চারজন বড় অভিনেত্রী ছাড়া।

হঠাৎ গিরিবিবি থিয়েটারে আসেন না। কি সমাচার? তাঁর ভয়ঙ্কর অসুখ, তিনি শয্যাগত। কাজেই "গৌরাঙ্গদেব" নাটকের অভিনয় আপাততঃ বন্ধ রাখ্‌তে হ'ল। দু এক রাত্রি যমুনা বাইকে গিরিবিবির বদলে "গৌরাঙ্গদেব" সাজানো হয়েছিল। অভিনয় সে স্ত্রীলোকটী গিরিবিবির চেয়ে বিশেষ নিন্দের করেনি। কিন্তু গিরিবিবি সাজ্‌বেনা শুনে দর্শকেরা দমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে কমেও গেল। বাবু প্রত্যহ বাগান থেকে লোক পাঠিয়ে গিরিবিবির খবর নিচ্ছেন, "কেমন আছে সে? ভাল থাকে যদি—তৎক্ষণাৎ যেন বাগানে চলে আসে।" খবর সেই একই—"অসুখ একটুও কমেনি।"

অসুখ শুনে আমার একবার গিরিবিবিকে তার বাড়ীতে দেখ্‌তে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কিন্তু, বাবুর হুকুম না পেলে সেখানে যাই কেমন করে? ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু একদিন বল্লেন, "বুঝ্‌লে দীনু, গিরিচূড়োটী তাহ'লে তোমাদের থিয়েটার থেকে খোস্‌লো! খ'স্‌বে—সে তো জানা কথা!"

আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম "খস্‌বে কি বল্‌ছেন? বাঁচ্‌বে না নাকি? কি অসুখ বলুন দিকি?"

বিশ্ব। "অসুখ ঘোড়ার ডিম। অসুখ কি আবার? দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, আরাম করে নিদ্রা দিচ্ছে—"

ব্যাপারটা ভাল বুঝ্‌তে পাল্লুম না। বিশ্বনাথ বাবুও বিশেষ কিছু ভেঙ্গে বল্লেন না। বরাৎক্রমে হঠাৎ একদিন মেজবাবুর কাছ থেকে

আমার ওপোর পরোয়ানা এল, "তুমি গিরিকে সঙ্গে নিয়ে পত্রপাঠ বাগানে চলে আস্‌বে।"

মেজ বাবুর হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাৎ গিরিবিবির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বেলা তখন দশটা—সাড়ে দশটা হবে। "পাট্‌নেয়ে এলোকেশী" অর্থাৎ গিরিবিবির মা ঠাক্‌রুণ্‌ গামছা কাঁধে ঘটী হাতে কাপড়ের পোঁট্‌লা বগলে নিয়ে গুল্‌ দিয়ে দাঁত মাজ্‌তে মাজ্‌তে গঙ্গাস্নানে পাপরাশি বিধৌত কর্ব্বার মতলবে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছিলেন। ঠিক সদর দরজার মুখে আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে মাগী একটু খাতীর করে বলে উঠ্‌লো—"এস—এস বাবা, অনেক দিন তোমায় দেখিনি। যাও ওপোরে উঠে যাও,—গিরি ওপোরে আছে। হরিশ বাবুর সঙ্গে কথা কইছে। তুমি যাবে তার আর কি? তুমি তো আমার ঘরের লোক; আমার পেটের ছেলে—"

দুর্গা—দুর্গা—মাগী বলে কি গো? ওর আমি পেটের ছেলে? বরাতে এও ছিল বাবা! মাগী মা গঙ্গাকে উদ্ধার কর্ত্তে চলে গেলেন,—আমি পা টিপে টিপে বাড়ীর ভেতরে ঢুক্‌লুম। সাম্‌নে ভোত্‌তু চাকরকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"বড় বিবি কার সঙ্গে কথা কইছেন?" ভোত্‌তু বল্লে—"ইণ্ডেন্‌ থিয়েটারের মেনেজার হরিশ বাবু এসেছেন—"

এই সেরেছে রে! আমার ভূতপূর্ব্ব মনিব—ম্যানেজার মশাই—আমারই বরাতে আজ এখানে এসে উপস্থিত? আমি ভোত্‌তুকে বল্লুম—"হরিশবাবু যতক্ষণ থাক্‌বেন ততক্ষণ আমার কথা বিবিকে বলিস্‌নি। আমি ঐ ছোট ঘরটায় গিয়ে বসে থাকি। হরিশ বাবু চলে গেলে আমাকে খবর দিস্—বুঝ্‌লি?" ভোত্‌তু কি ভাব্‌লে জানিনা। বেটা একটু মুচ্‌কে হেসে আমার কথার সায় দিয়ে—আমাকে সঙ্গে করে ছোট ঘরে নিয়ে গেল। আমি সেই ঘরে ঢুকে একখানা তক্তাপোষের

ওপোর বসে ভোত্‌তুকে বল্লুম—"দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে—তুই বাইরে যা। দেখিস্ বাবা, হরিশ বাবু যেন না জানতে পারেন—আমি এখানে এসেছি। এই নে— চার আনা, জল খাস্!" মেয়েমানুষের বাড়ীর চাকর,—পয়সা পেলে সবেতেই রাজী। ভোত্‌তু পয়সা পেয়ে খুসী হয়ে কপালে হাতটা ঠেকিয়ে আমাকে অভিবাদন করে—দরজা ভেজিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। আমি চোরের মত সেই ঘরটীতে বসে রইলুম।

ঠিক তার পাশের ঘরে—গিরিবিবি আর আমার ভূতপূর্ব্ব মনিব—ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজার মশাই কথাবার্ত্তা কইছেন। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটা এই ছোট ঘরের দিক থেকে চাবি দেওয়া। মাঝখানে দরজা ব'লে—আর তাদের দুজনকার কথাবার্ত্তা বেশ গলা ছেড়ে হচ্ছিল, এ জন্যেও বটে,—হরিশ বাবু আর গিরিবিবির সমস্ত কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

গিরিবিবি বল্‌ছেন—"তা আমি এখন পাকা কথা দিতে পারিনা ম্যানেজার—"

অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে হরিশ বাবু বল্লেন—"পাকা কথা তোমায় দিতেই হবে বড় বিবি,—নইলে আমি মারা যাই। আমি আর কিছুতেই থিয়েটার রাখ্‌তে পারিনা। তুমি যদি না আসো,—তা'হলে —মাইরি বল্‌ছি—এই মাসেই আমাকে থিয়েটার বন্ধ কর্ত্তে হবে। দোহাই—দোহাই তোমার! ব্রহ্মহত্যা কোরোনা—এই তোমার দুটি পায়ে ধর্চ্ছি—"

"ছি—ছি—ছি—করেন কি, করেন কি হরিশ বাবু? ব্রাহ্মণ আপনি,—ছি—ছি—আমার সর্ব্বনাশ কচ্ছেন? দিন—দিন—পা দুটো —বের করুন! আঃ—কি জ্বালা বাপু!"

হরিশ। "থাক্—থাক্ আমি তোমায় অম্নিই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।

তোমার গতর সুখে থাকুক্ !—তোমার মত স্ত্রীলোকের পায়ে ধর্ব্ব না তো ধর্ব্ব কার? তোমাদের পায়ে ধরাই তো আমাদের কাজ—! হ্যা—হ্যা—হ্যা—"

এ ঘরে বসে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা বটে,—কিন্তু যা ব্যাপার শুন্‌ছি, তা'তে তো আমার আক্কেল গুড়ুম!

গিরিবিবি আবার বল্‌তে সুরু কল্লেন—"ও পারুল্ থিয়েটারে চাকরি কর্ব্বেনা,—এটা নিশ্চয়ই জানবেন।"

হরিশ বাবু। "কিন্তু মেজ বাবু ছাড়বেন কি?"

গিরি। "মেজ বাবু? মেজ বাবুর নাম আর মুখে আন্‌বেন না, হরিশ বাবু! থিয়েটার ছাড়্‌লুম তো তারই জন্যে! রাম—রাম—অমন বদ্‌ লোক কি পৃথিবীতে আর আছে?"

হরিশ। "আর আসেন না বুঝি?"

গি। "আস্‌তে দিচ্ছে কে? ও রকম মহাপাষণ্ড—মহাপাপীকে আমরাও ঘেন্না করি! ছি—ছি—বড়লোকগুলো মাত্রেই কি এইরকম জঘন্য চরিত্রের? পয়সা মাথায় থাক্—হরিশবাবু—রূপ গুণ থাক্‌লে পয়সার অভাব হবেনা—বুঝলেন?"

হরিশ। "তাতো বটেই। তবে—হ'ল কি—শুন্‌তে পাইনা? জানি,—ভীষণ মাতাল,—মদ খেলে কিছু জ্ঞান থাকেনা। তোমার ওপোর খুব অত্যাচার করেছিলেন বুঝি?"

গি। "আমরা বেশ্যা,—আমাদের ওপোর নতুন করে আর কি অত্যাচার কর্ব্বে? আর বড়লোকদের অত্যাচার সহ্য করাই তো আমাদের কাজ—আমাদের ব্যবসা!"

হরিশ। "তুমি বাংলা দেশের এত বড় একটা অ্যাক্‌ট্রেস্—তুমিই বা এত অত্যাচার সইতে যাবে কেন?"

গি। "লোকটার চরিত্র দেখে শুনে আমার এমন বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে—তা আর আপনাকে কি বল্‌বো? আর ওরই বা দোষ দোবো কি? বড়লোকের ছেলেরা পশুচরিত্র হয়,—অধঃপাতে যায়,—কেবল কতকগুলো মোসায়েবের দোষে। শুনছেন হরিশ বাবু,—বাবুর আজকাল বাজারে বেশ্যাতে মন ওঠেনা। মোসায়েবের দঙ্গল চাদ্দিকে কেবল সন্ধান করে বেড়াচ্ছে—কোথায় কোন্ গেরোস্তো ভদ্রলোকের মেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। যে প্রথমে নিয়ে এসে বাবুর কাছে হাজীর করে দিতে পার্ব্বে,—তার মোটা রকম বথ্‌শিসের বন্দোবস্ত!"

হরিশ। "বল কি?"

গিরি। "বল্‌ব আর কি বলুন—"

এই পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেলুম;—তারপর গিরিবালার কথাবার্ত্তা কিছু বোঝা গেলনা,—কারণ, তিনি তখন খুব নীচু আওয়াজে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছেন। কেবল হরিশ বাবু মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ছেন—"বল কি?" গিরি বিবি সেই রকম চড়ায় "হ্যাঁ—তবে আর বল্‌ছি কি—" বলেই আবার ফিস্ ফিস্ করে কি বল্‌তে লাগ্‌লেন।

অনেকক্ষণ এই রকম কথাবার্ত্তার পর গিরি বিবি বল্লেন—"তাহ'লে অনেক বেলা হ'ল—আপনি যান্। স্নান টান্ করুন্ গে!"

"হ্যাঁ—এই উঠি" বলেই হরিশবাবু যেন উঠ্‌লেন বলে মনে হ'ল। আবার তাঁর কথা শুন্‌তে পেলুম। তিনি বল্‌ছেন—"তা—তা—আজ একবার আমাদের থিয়েটারে যাবে? গাড়ীখানা পাঠিয়ে দোবো?"

গি। "আজই?"

হরিশ। "একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে বেড়িয়ে আস্‌বে—"

গি। "না—আজ থাক্। যাব এখন এরই মধ্যে একদিন সুবিধে বুঝে—"

"দেখো বড়-বিবি,—গরীব ব্রাহ্মণকে বধ কোরোনা—" বলেই হরিশ বাবু খট্ খট্ করে জুতোর শব্দ কর্ত্তে কর্ত্তে বিদায় হলেন। গিরিবিবিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত গেলেন—বোঝা গেল।

দশ পনেরো মিনিট পরে ভোত্‌তু চাকরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে গিরিবিবি—আমি যে ঘরে বসেছিলুম—সেই ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমাকে দেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "কি দীনু বাবু—পুরোণো মনিব দেখে গা ঢাকা দিয়েছিলে?"

আমি একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে বল্লুম—"আজ্ঞে—ওঁর সাম্‌নে যেতে কেমন লজ্জা ক'রতে লাগ্‌লো,—তাই যেতে পাল্লুম না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল দেখা করি—"

গিরি। "তা বেশ করেছ, দেখা না করাই ভাল। কি জানি তোমার বাবু যদি শুন্‌তে পান তাহ'লে হয়তো তোমার ওপোর চটে যাবেন। তা যাক্—হঠাৎ কি মনে করে? আমার অসুখ শুনে মেজ বাবু তোমাকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন না কি?"

আমি। "শুধু দেখ্‌তে পাঠান্ নি। আপনাকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন।"

গি। "কোথায়? থিয়েটারে?"

আমি। "না। এখন তো তিনি থিয়েটারে নেই। আর ১০।১৫ দিন তো কল্‌কেতায়ই আসেন নি।"

গি। "তা'হ'লে বাবুর বাগানে?"

আমি। "আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

গিরিবিবি খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"আর এ জীবনে না। শুধু

বাগানে কি, জন্মের মতন পার্‌ল্‌ থিয়েটার ছাড়লুম, তোমাদের মেজ বাবুর সঙ্গেও সম্বন্ধ তুলে দিলুম।"

আমি একটু খোসামুদি ভাবে হেসে হেসে বল্লুম—"তা কি হয়? আপনি থিয়েটার ছাড়লে—থিয়েটার কদিন টে'ক্‌বে? আর যদিই বা কোন কারণে মেজ বাবুর ওপোর রাগ হয়ে থাকে,—দুদিন বাদে রাগ তো সেই পড়ে যাবে!"

গিরি। "রাগ নয় দীনু বাবু—আমার ও থিয়েটারের ওপোর ঘেন্না হয়ে গেছে—"

আমি। "আজ্ঞে আমরা কি অপরাধ ক'ল্লুম—"

গিরি বিবি বাধা দিয়ে বল্লেন—"আহা-হা—তোমাদের কথা কেন ব'ল্‌ছ দীনু বাবু? তোমাদের সঙ্গে আমার তো কিছুই হয়নি। আসল কথা তোমায় খুলে বলি,—আমি এ জীবনে কখনো গণেশ মণ্ডল অর্থাৎ তোমাদের মেজ বাবুর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবো না। এতে আমি না খেতে পেয়ে মরে যাই—সে ভি আচ্ছা!"

আমি তখন হেসে হেসে বল্লুম, "তাহ'লে স্বয়ং মনিব এসে না সাধ্‌লে আপনার রাগ পড়ছেনা,—কি বলেন? এই তো কথা?"

গিরি। "তোমার মনিবকে আর এ বাড়ীতে আস্‌তে দিচ্ছে কে?"

গিরি বিবির কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলুম—ব্যাপার এবার কিছু গুরুতর রকমের। মনে হ'ল, বিবি মতলব করেছেন,—এবার একটা মোটা রকম দাঁও কিছু মেজ বাবুর কাছ থেকে মারবেন। সেইটে আঁচ করে নেবার জন্যে একবার "বেড়া-নাড়া" দেওয়া হিসেবে বল্লুম—"বড়কর্ত্তার কাছ থেকে শুন্‌ছিলুম—আপনার গৌরাঙ্গদেবের পার্টের বাজারে এত সুখ্যাতি হয়েছে শুনে মেজ বাবু আপনাকে খুব ভারী রকমের বখ্‌শিস কর্ব্বেন—বলেছেন।"

একটু মুচকে হেসে গিরি বিবি বল্লেন—"হ্যাঁ—অনেক রকম চাল্ মেজ কর্ত্তা চাল্‌বেন—তা কি আর জানিনা দীনু বাবু? কিন্তু এটা বেশ জেনে রেখো,—গিরিবালা ও চালে আর ভুলছেন না! আমি তোমাকে আর অন্য কথা কি ব'ল্‌ব বল,—তুমি ছেলেমানুষ! কিন্তু স্থির জেনো,—যখন আমার প্রাণ চটেছে—তখন যদি মণ্ডল বাবুদের সমস্ত এষ্টেট্ এনে আমাকে ধরে দেয়, তাহ'লেও আর আমি গণেশ মণ্ডলের এক্তাজারিতে গিয়ে পড়ছি না! মাসখানেকের মধ্যে আবার দেখ্‌বে—গিরিবালা ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে প্লে কচ্ছে!"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। গিরি বিবি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "অবিশ্যি—প্রাণে আমার এই দুঃখ হ'চ্ছে—যে, তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কর্ত্তে হ'ল। বড়কর্ত্তা আমার গুরু, তাঁর কাছে কাজ ক'র্ত্তে পার্‌লে—আমার ঢের উন্নতি হ'ত—তা জানি! তবু—দায়ে পড়ে সে মহাপুরুষের কাছ থেকে আমায় তফাতে যেতে হ'চ্ছে। কি ক'র্ব্ব—আমার বরাত!"

আমি গম্ভীর হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম "তা'হলে আমি মেজ বাবুকে গিয়ে কি ব'ল্‌ব?"

গি। "সোজা কথা ব'ল্‌বে—গিরি বিবি আস্‌বে না,—পার্‌ল্ থিয়েটারে প্লেও করবে না—আর গণেশ মণ্ডলের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবে না।"

আমি কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে চল্লুম। অর্দ্ধেক সিঁড়ি নেবে এসেছি—এমন সময় গিরি বিবি বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"মেজ বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিলুম বটে, কিন্তু তোমার যখন ইচ্ছে হবে তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আর এক কথা, তোমাদের কাছ থেকে আমার প্রায় দু'মাসের মাইনে পাওনা। মেজ বাবুকে জিজ্ঞাসা কোরো, আমার সে মাইনে পাব কি না! যদি

দেন, তাহ'লে দয়া করে তুমি দিয়ে যেও;—আর যদি না দেন—তাহ'লে—"

আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম—"সেকি কথা? পাওনা টাকা পাবেন না কি? আমি খুব শীগ্‌গির দিয়ে যাব—" বলেই আমি গিরি বিবির বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম। পথে আস্‌তে আস্‌তে ভাবলুম,—সটান চন্দননগরে চলে যাই। আবার তখুনি মনে হ'ল,—যাই একবার থিয়েটারে। সেখানে সকলের সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করে যে রকম স্থির হয় সেই রকমই ক'র্ব্ব।

থিয়েটারে পৌঁছে দেখি—ফটকের সাম্‌নে মেজ বাবুর চৌঘুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে ঢুক্‌তেই—মেজ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। চেহারা দেখে বুঝলুম—এই দিন দুপুরেই বাবুর দেহের অবস্থা খারাপ। আমাকে সামনে দেখেই গরম হয়ে একেবারে জিজ্ঞাসা কল্লেন "কি বল্লে দীনু? বেটী আস্‌বে না?"

আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে বল্লুম "আজ্ঞে—একটু অভিমান করেছেন!"

"তোর অভিমানের নিকুচি করেছে! বেটীকে আজ চাব্‌কে লাল ক'র্ব্ব"—বলেই মেজ বাবু কোচ্‌ম্যানের কাছ থেকে চাবুক গাছটা কেড়ে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে আহিরীটোলার দিকে চল্লেন। সে সময় থিয়েটারে অন্য কেউ ছিল না। গুনকতক চাকর আর আমি। বাবুকে এ অবস্থায় যেতে দেখে আমি আর হিম্মৎ সিং দরোয়ান পাছু পাছু যেতে লাগ্‌লুম। আমার ইসারামত চৌঘুড়ীটা আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে চ'ল্ল। বাবুর মুখে কোন কথা নেই। তিনি চাবুক হাতে গো ভরে চলেছেন। গায়ের সিল্কের চাদরখানা মাটীতে লুটোতে লুটোতে যাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেখানা তুলে ধরে বাবুর খুব কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে যেতে লাগ্‌লুম। রাস্তার লোকজন বাবুর কাণ্ড

দেখে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে কি বলাবলি ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। বাবুর রকম দেখে লজ্জায় যেন আমার মাথা কাটা গেল। আমি খুব কাকুতি মিনতি করে বল্লুম—"বড্ড রদ্দুর বাবু,—গাড়ীতে উঠে বসুন, —এ রকম ভাবে কি আপনার মত রাজা লোকের পথ হাঁটা উচিত ?"

আমার কথা শুনে বাবু থম্‌কে দাঁড়িয়ে কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। প্রাণে আমার ভীষণ আতঙ্ক হ'ল, বুঝি—দিলে বা সপাং করে ঐ চাবুকের বাড়ী এক ঘা কসিয়ে! বরাত ভাল, বাবু কোন কথা না বলে নিজেই গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে চেপে ব'স্‌লেন। আমাকেও বল্লেন "দীনু! তুমি এস, বেটীকে আজ চাবুকে পিঠের ছালচাম্‌ড়া তুলে নোবো!"

আমি বাবুর হুকুমমত ভেতরে গিয়ে ব'স্‌তেই মেজ বাবু জোরে কোচ্‌ম্যান্‌কে বলে উঠ্‌লেন "গিরি বিবিকো মোকাম্‌!"

গাড়ী আহিরীটোলার দিকে ছুট্‌লো।

গাড়ীর ভেতরেই মদ্যপানের সমস্ত সরঞ্জাম ছিল। মেজ বাবু আবার একবার "স্নানযাত্রার" পালা গেয়ে ফেল্লেন। আমি ভাব্‌লুম,—যাক্‌, কোন মতে যদি গিরিবিবির বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুল্‌তে পারি, তাহ'লে সকল দিকেই গোলমাল মিটে যাবে এখন।

গিরি বিবির দরজার সাম্‌নে চৌঘুড়ী এসে দাঁড়াতেই বাবু সেই চাবুক হাতে গাড়ী থেকে নেবে দরজায় দাঁড়িয়ে দস্তুরমত মাতাল হয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন "গিরিঃ—এই গিরিঃ—দরজা খোল্‌! জল্‌দি—" বলেই দরজায় মাল্লেন এক লাথি।

ভেতর থেকে মতিয়া (গিরি বিবির ভাড়াটে) সাড়া দিলে—"কে গো—"

"তোর বাবা হারামজাদি—দরজা খোল—" বলেই আবার এক

লাথি। কিন্তু এবার লাথির জোরে দরজা খুলুক না খুলুক, নিজেই টাল সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে যাবার মুখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেল্লুম। বাবু টাল সাম্‌লে আমাকে এক ধাক্কা মেরে বল্লেন "হট্ যাও—এই গিরিঃ—হারাম্‌জাদি—দরজা খোল্! আজ চুলের মুটী ধরে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে তোকে নিয়ে যাব—"

দোতলার বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে গিরি বিবি বল্লেন "কি হ'চ্ছে দিন দুপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে? উন্নতির চরম হয়েছে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

মেজ বাবু ফুট্‌পাথ্ থেকে নেবে রাস্তার ওপোর দাঁড়িয়ে ওপোর পানে গিরি বিবির দিকে চেয়ে বল্লেন, "নেবে আয় বেটী বদ্‌মায়েস্— আজ চাব্‌কে তোর ছাল্ চাম্‌ড়া তুলে নোবো!"

বাবুর রকম দেখ্‌তে ক্রমে ক্রমে রাস্তায় ভীড় জমে গেল। গিরি বিবি রেগে বল্লেন, "দেখ মেজ বাবু—ভাল কথায় বল্‌ছি, এখানে দাঁড়িয়ে মাত্‌লামো কোরোনা! যাও—আস্তে আস্তে বাড়ী যাও!"

মেজ বাবু। "তুই নেবে আয় বল্‌ছি—শীগ্‌গির আয়—আজ তোর বাবার মাথায় জুতো মারবো—"

কোথা থেকে ঝড়ের মত "পাট্‌নেয়ে এলোকেশী" এসে একেবারে সপ্তমে গলা চড়িয়ে বারান্দায় মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তে সুরু ক'ল্লে— "কেন? কিসের জন্যে ওর বাবার মাথায় জুতো মার্ব্বে? ও কি তোমার আট্‌চালায় বাস করে নাকি? তুমি বড়লোক আছ, নিজের ঘরে আছ—"

মেজ বাবু কথা জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার মেয়েমানুষ —পাঁচশো টাকা মাইনে দিই—ওর চোদ্দপুরুষের মাথায় জুতো মার্ব্ব—"

পাট্‌নেয়ে এলোকেশী বারান্দায় গলাটা আরও একটু বা'র করে দিয়ে দুহাত নেড়ে সেই রকম বাজখাঁই আওয়াজে আরম্ভ কল্লেন, "না—

ও আর তোমার মেয়েমানুষ নয়। তোমার মতন নচ্ছার বাবু ও চায়না! তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে—বেরোও—"

মাগীর রকম দেখে আমার ভয় হ'ল—বুঝিবা ওপোর থেকে বাঘের মতন লাফিয়ে আমাদের ঘাড়ের ওপোর পড়ে! গিরি বিবি মাকে অতি কষ্টে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতর পুরে অদৃশ্য হ'লেন। বাবু কিন্তু সেই রকম রাস্তার ওপোর দাঁড়িয়ে ত্যাওড়াতে লাগ্‌লেন। জনকতক ভদ্রলোক এসে বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন বটে! কিন্তু শোনে কে? এক একবার দরজায় লাথি মারেন,—এক একবার রাস্তার ওপোর থেকে "গিরিঃ—দরজা খোল্—খুন করেঙ্গা—" বলে চেঁচান্, এক একবার চাবুকের আওয়াজ করেন। কখনো বা আমাকে—কখনো সহিস কোচ্‌ম্যান্‌কে,—কখনো বা রাস্তার লোককে বলেন, "এই—পাকাড়্‌লে আও বেটাকে,—হাজার টাকা বখ্‌শিস্!"

এই রকম লাফালাফি ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে নেশার মাত্রা এতদূর বেড়ে গেল যে—মেজ বাবু আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে, ফুট্‌পাথের একটা পাথরে হোঁচোট খেয়ে—সেই যে ধড়াস্ করে একেবারে মাটীর ওপোর পড়ে জমি নিলেন,—ব্যাস্—আর জ্ঞানগম্যি কিছুই রইল না। সকলে মিলে ধরাধরি করে চৌঘুড়ীতে "মুদ্দোরটী" তুলে একেবারে মণ্ডল-বাড়ীতে পৌঁছে দিলুম।

(৩)

কি অশুভক্ষণেই মদ জিনিষটা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল! কি কুক্ষণেই মানুষ মদ খেতে শিখেছিল! আমার মনে হয়,—পৃথিবীতে যত কিছু মন্দ কাজ হয়,—যত অন্যায়—অধর্ম্ম—অনাচার—অত্যাচার—পাপ

—দুষ্কৃতিসাধন হয়, এ সবের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের—মদই একমাত্র মূলাধার! শুন্‌তে পাই—কেউ কেউ বলেন—"মদে পৃথিবীর অনেক উপকার করে। শক্ত শক্ত ব্যায়রামে মদই হ'ল প্রধান ওষুধ।" উপকার অনুপকার সকল জিনিষেই আছে—তা জানি। তবে আমার বিশ্বাস, মদে উপকার হয় এক পাই—আর অপকার পনেরো আনা।

আর একটা কথা, মদে যে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, লোককে সর্ব্বস্বান্ত করে, অকর্ম্মণ্য করে, এ সবেতে আমার যত দুঃখ হোক্ না হোক্, মদ খেয়ে ভদ্রলোক—বড়লোক—বিদ্বান লোক যে ছোটলোক—ইতর—বুদ্ধিবিবেচনাহারা—জ্ঞানশূন্য হয়,—এতেই আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব হয়! এই যে আমার দেবতুল্য মহচ্চরিত্র মনিব ধনকুবের মেজ-বাবু আজ এমন অধঃপতিত,—সকল লোকের—এমন কি সামান্য বেশ্যার পর্য্যন্ত ঘৃণার পাত্র,—মদই এর একমাত্র কারণ নয় কি? আমি হলফ্ করে ব'ল্‌তে প্রস্তুত আছি—যে, মেজ বাবু যদি এ রকম মাতাল না হ'তেন,—তাহ'লে কখনই এতটা উচ্ছন্নে যেতেন না। সহজ অবস্থায় দেখেছি,—তাঁর কথাবার্ত্তা—মেজাজ—আচার—ব্যবহার—চালচলন—দেবতার মত। কিন্তু মদ খেলে তিনি একেবারে পশু!

পার্‌ল্ থিয়েটারের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। গিরিবালার দরজায় ঐ কাণ্ডের পর থেকে মেজ বাবু ক'ল্‌কেতায় আসা একেবারে বন্ধ করেছেন। নিজের বাড়ীর সঙ্গেই তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই,—থিয়েটার তো দূরের কথা! কোনও অভিনেত্রী তাঁর বাগানে যায়না—যেতেও চায়না। অভিনেতাদের মধ্যে সাতকড়া,—ললিত,—পাঁচু,—বিজয় নামে জন-কতক হতভাগা চন্দননগরে মেজ বাবুর কাছে মদের প্রসাদ পাবার জন্যে মাঝে মাঝে যায় বটে,—কিন্তু—তা'রাও এক রাত্রের বেশী দু'রাত্রি থাকে না। শরৎকুমারী অভিনেত্রীটী এখন সাতকড়ীর সঙ্গে সাতপাকের

সম্পর্কেরও অধিক "এক জীউ—এক প্রাণ" হয়েছেন। সাতকড়ী তাঁ'কে যদি এখন মরতে বলে তো সে মরে, বাঁচতে বলে তো সে বাঁচে। কাজেই—মেজ বাবুর এখন পেয়ারের মোসায়েবের পদ পেয়ে—মেজ বাবুকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্যে সাতকড়ী একরকম জোর করেই শরৎ-কুমারীকে মাঝে মাঝে চন্দননগরে নিয়ে যায়।

মেজ বাবুর থিয়েটারের সখ একেবারেই মিটে গেছে। থিয়েটারের খরচপত্রের জন্যে এক পয়সা এষ্টেট্ থেকে দেন না,—বিক্রীর টাকারও দাবী করেন না। "বড় কর্ত্তা" মাস তিন চার হ'ল—পার্‌ল্ থিয়েটার ছেড়ে জুপিটার থিয়েটারে যোগদান করে—সেটাকে জাঁকিয়ে তুলেছেন। না ছেড়েই বা কি করেন? ৫।৬ মাস হ'ল তাঁকে একপয়সা মাইনে দেওয়া হয়নি! গিরিবালা ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে যোগদান করে দিব্যি মনের সুখে অভিনয় কচ্ছেন।

এখন উপায় কি? এষ্টেটের খাজাঞ্চি মিত্তিরজা মশাই,—ছোট ম্যানেজার বাবু,—বড় ম্যানেজার বাবু প্রভৃতি পরামর্শ করে স্থির করে-ছেন—থিয়েটার বন্ধ করা হোক্—কিম্বা ভাড়া দেওয়া হোক্। শুনলুম, মেজ বাবুরও তাই মত হয়েছে। বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু—জ্যোতি বাবু,—আমি,—এ সংবাদ পেয়ে প্রত্যহ রাত্রে থিয়েটারে বসে বসে পরামর্শ আঁটি—কি করা যায়! এত সাধের থিয়েটারটী উঠে যাবে? এই নিজেদের হাতে গড়া (অবিশ্যি—মেজ বাবুর টাকায়—)—এই এত কষ্টে—এত যত্নে—এত পরিশ্রমে রক্ষা করা—এই "আনন্দধাম" ছেড়ে দিয়ে—আমরা সকলে ছন্নছাড়া হয়ে প'ড়বো? না—তা সহজে হ'তে দোবো না। এই "পার্‌ল্ থিয়েটার" আমরা ক'জনে চালাবো। পাকা থিয়েটার-ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু পরামর্শ দিলেন যে, আমি যদি বাগানে গিয়ে মেজ বাবুর কাছে আব্দার করি যে—থিয়েটারবাড়ীটা

আমাদের লিজ্ (Lease) দিন,—তাহ'লে তিনি আমাকে যেরকম ভাল-বাসেন, তা'তে অতি অল্প টাকায় ভাড়া স্থির হয়ে যাবে,—উপরন্তু—এক পয়সা "সেলামী" লাগ্‌বে না। একবার মেজ বাবুর কাছ থেকে লেখাপড়াটা সই করিয়ে আন্‌তে পাল্লে হয়! তারপর "দল" তো ঠিক করাই আছে —এখনও "প্লে" হচ্ছে—! আমরা খেটে খুটে লোকজন জড় করে—থিয়েটার খুব ভাল রকমই চালাতে পার্ব্ব।

উকীলবাড়ী থেকে লেখাপড়ার কাগজখানি হাতে নিয়ে বৈকালের ট্রেণে চন্দননগরে রওনা হলুম। আমি একাই যাচ্ছিলুম,—কারণ, থিয়েটার থেকে বেশী ভ্যাজাল্ নিয়ে গেলে,—আসল কাজের ক্ষতি হতে পারে বিবেচনায় আর কা'কেও সঙ্গে নিইনি। ট্রেণে খাজাঞ্চি মিত্তিরজা মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে দেখে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যা'তে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল,—তিনি ঘৃণায় আমার মুখ-দর্শন ক'র্ত্তে চান্ না।

এইখানে একটা কথা বলা হয়নি। "পারল্ থিয়েটারে" নিযুক্ত হবার মাসখানেক পর থেকেই মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে বাস করা আমি বন্ধ করেছি। কারণ, থিয়েটারের কাজ করে আমার নাইবার খাবার শোবার সময়ের কিছু ঠিক ছিলনা,—বিশেষতঃ আমি যখন সহকারী ম্যানেজার। থিয়েটারের সমস্ত কাজ্‌কর্ম্ম—লোকজন আনা নেওয়া পর্য্যন্ত আমার ভার। আর রাত্রে তো ঘুম নেই বল্লেই চলে। সুতরাং এ অবস্থায় পরের বাড়ীতে গিয়ে নিজের ইচ্ছামত—সময়মত—সুবিধামত খাওয়া—শোওয়া চলে কি করে? কাজেই, খাবার জন্যে হোটেল—আর শোবার জন্যে থিয়েটার-বাড়ীতে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু—হোটেলে ভাত খাওয়া আর অনাহারে থাকা দুইই সমান কথা। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন খাবার দাবার খেয়েই কাটিয়ে দিতুম। বড়ই

কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট তো আছেই, তার ওপোর—একবার অসুখে পড়ে যে নাকাল হয়েছিলুম—তা আর বল্‌বার কথা নয়। ভীষণ জ্বরে একা থিয়েটার-বাড়ীতে পড়ে আছি। এক ঘটী জল গড়িয়ে দেবার লোক পর্য্যন্ত কাছে নেই। এই অবস্থায় আবার সেই শরৎকুমারী একদিন আমার কাছে এসে বল্লে কি জানেন ?—"বেশ হয়েছে—খুব জব্দ হয়েছ ? যেমন মেয়েমানুষের প্রাণে কষ্ট দিয়েছ—তেম্‌নি মজা টের পাও! আজ যদি আমার হয়ে থাক্‌তে—তাহ'লে রাজার হালে আমার অট্টালিকায় শুয়ে—আমার কাছ থেকে ঘরের মাগের চেয়েও বেশী সেবাশুশ্রূষা পেতে!"

আমি হাতজোড় করে বল্লুম—"দোহাই শরৎ! দয়া করে আমার কাছ থেকে সরে যাও! আমার রোগের জন্যে যত না যন্ত্রণা হ'চ্ছে,—তুমি এ ঘরে আসাতে তার বিশগুণ কষ্ট পাচ্ছি!" মাগী তবুও নড়েনা। দুহাত কোমরে দিয়ে—আমার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগলো, "আমারও খুব বরাত জোর—তাই তোমার মতন একটা অরসিকের পাল্লায় পড়িনি। খালি ফরসা রং নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? ভগবানের দয়ায় সাতকড়িকে পেয়েছি—আর আমি বিশ্বসংসারে কিছুই চাইনা! সেও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—আমিও তা'কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি! এমন ভালবাসাবাসি নইলে সুখ ?" আমি কোন রকমে একবার উঠে বসে তা'কে বল্লুম—"তুমি তবে এইখানে বকর্ বকর্ করো,—আমি গ্রীণ্‌রুমে গিয়ে এক পাশে পড়ে থাকি!"

"ওঃ—এখনও অহঙ্কারে মট্‌মট্ কচ্ছে—" বলেই শরৎকুমারী সে ঘর থেকে বেরিয়ে ষ্টেজে রিহার্‌শ্যাল্ দিতে গেল।

আশ্চর্য্য বেটীর চরিত্র! কখন্ যে কা'কে ভালবাসে, কখন্ যে কা'কে চায়—কখন্ যে কার জন্য মরে,—কিছু বোঝা যায়না। ভাব্‌লুম—বারাঙ্গনা-চরিত্রই বুঝি এই রকম! যাই হোক্,—রোগ

থেকে উঠেই—বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু প্রভৃতির পরামর্শে—তিন দিনের জন্যে থিয়েটার থেকে ছুটী নিয়ে দেশে চলে গেলুম। ক'ল্‌কেতায় দর্জ্জিপাড়ায় সতের' টাকা দিয়ে একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করে রেখে দেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে রীতিমত সংসার ফেঁদে বোস্‌লুম। জিনিষপত্রের পনেরো আনা তিনপাই নিয়ে এলুম; —নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে প'ড়ে পৈতৃক থালাটা ঘটীটা—ভাঙ্গা তক্তাপোষখানা শ্বশুরশ্বাশুড়ীর জিম্মায় সেখানে রেখে চলে এলুম। সত্যিকথা ব'ল্‌তে কি,—শ্বশুরশ্বাশুড়ী—এমন কি পাড়াপ্রতিবেশী জ্ঞাতিকুটুম সকলেই খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু—কারও আপত্তি টেঁকলোনা। আমার স্ত্রীকে বল্লুম—"যদি আমার সঙ্গে সুখভোগ কর্ত্তে চাও, তাহ'লে বাপমার পরামর্শে ভুলে—আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্ব্বার মতলব কোরোনা। আমি কাজকর্ম্ম ছেড়ে—বড় শীগ্‌গির আর দেশে আস্‌তে পার্ব্বনা। কে জানে—কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে।" হিঁদুর মেয়ে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে কে আর সহজে বাপমার কাছে পড়ে থাক্‌তে চায়? বালিকা বধূটী আমার বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে কল্‌কেতায় চলে এলেন। মাঝে মাঝে শ্বশুর শ্বাশুড়ী-ঠাক্‌রুণ তো এখানে এসে বসবাস করেনই,—উপরন্তু দু'একজন শ্যালক আমার কলিকাতাধামের বাসাবাটীতে নিত্য অতিথি। একটী ঝি রেখে দিয়েছি। সংসার মন্দ চল্‌ছিল না।

এই হোলো আমার মাঝখানের খানিকটা বাদ-পড়া ইতিহাস। যাক্‌—এবার কাজের কথা কই।

খাজাঞ্চি মিত্তিরজার সঙ্গে ট্রেণে পাশাপাশি বসে—তিনি ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌লেও—আমি কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পারলুম না। আমি বল্লুম, "বাবু কি এর মধ্যে বাড়ী যান্ নি?"

খুব বিরক্ত হয়ে মিত্তিরজা উত্তর দিলেন—"ন্যাকা হ'চ্ছ কেন ? বাবু বাড়ী যাবেন কোথা থেকে ? তোমরা সব রাঘব বোয়াল যে বেচারাকে গ্রাস করে বসে আছ !"

মিত্তিরজার মুখের ভাব এবং কথার ভঙ্গিমা দেখে আমি চুপ করে রইলুম।

মিত্তিরজা ব'লতে লাগ্‌লেন—"চুলোয় থিয়েটার উঠিয়ে দাওনা বাপু ! এরকম করে রোজ রোজ ঘর থেকে টাকা বা'র কল্লে—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ফাঁক্ হয়ে যাবে যে ! রোজ টাকা—রোজ টাকা ? হ্যাঁহে দীনু ! এত টাকা থিয়েটারে কিসের খরচ যে তোমাদের টিকিট বিক্রী হয়েও আবার প্রতি সপ্তাহে দু'হাজার তিন হাজার চার হাজার এষ্টেট্ থেকে টান্ পড়ে ?"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে—আর তো বাবু থিয়েটারে টাকা দেন্ না ! আজ পাঁচ ছ মাস হোলো—একটী পয়সা থিয়েটারের খরচের জন্যে বাবুর কাছ থেকে পাইনি !"

আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে মিত্তিরজা বল্লেন, "মিথ্যে কথা কোয়োনা বল্‌ছি ছোক্‌রা,—তোমার বাপের বয়িসি আমি,—আমার সঙ্গে চালাকী কোরোনা ! ৫।৬ মাস বাবু তোমাদের থিয়েটারে টাকা দেন্‌নি তো এত টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে কার বাপের শ্রাদ্ধে যাচ্ছে ? আজ এই যে দশ হাজার টাকা নগদ দরকার হয়েছে,—ঘাড়ে করে পৌঁছে দিতে ছুটেছি,—একি মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্যে বল্‌তে চাও ? চুপ্ করে থাকো,—বেশী বক্-বক্ কোরোনা ! যাক্ না—সব উচ্ছন্নে যাক্ না ! মণ্ডল এষ্টেট্ উড়ে পুড়ে যাক্‌না বাবা,—আমাদের তা'তে কি ? তবে কিনা—চোখের ওপোর টাকাগুলো এইভাবে "নয়-ছয়" হচ্ছে—দেখ্‌লে প্রাণে কষ্ট হয় !"

মিত্তিরজার সঙ্গে তর্ক করায় কোন লাভ নেই বুঝে আমি চুপ্ করে রইলুম। কিন্তু বাস্তবিক মনে হতে লাগ্‌লো—এত টাকা কি বাবদে বাবু খরচ করেন? ভেবে কিছুই ঠিক ক'র্ত্তে পাল্লুম না। একবার মনে হ'ল—রাজারাজাড়ার কাণ্ড,—নবাবী মেজাজ,—হয়তো পুকুরপাড়ে বসে টাকা নিয়ে জলে ছিনিমিনি খেলেন! অসম্ভব নয়।

যথাসময়ে বাগানবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। আগে আগে যেমন দেখ্‌তুম—শতাবধি লোক (অ্যাক্‌টর-অ্যাক্‌ট্রেসের দল, ক'ল্‌কেতার সব সৌখীন বাবুর দল, বাবুর রং বেরংএর মোসায়েবের দল) বাগান একেবারে গুল্‌জার করে রেখেছে,—খাওয়া-দাওয়া—হৈ-হৈ—নাচগান ইত্যাদি ব্যাপারে আনন্দের স্রোত বইছে, আজ কিন্তু সে রকম কিছুই দেখ্‌লুম না। দোতলার হল্‌ঘরে গিয়ে দেখি ক'ল্‌কেতার লোকের মধ্যে সেই প্রসাদবাবু আর সাতকড়ী ছোঁড়া। আর যাঁরা বাবুর সঙ্গে জুটে মদ মারছেন,—ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ কচ্ছেন আর পরামর্শ আঁটছেন, তাঁদের কা'কেও চিন্‌তে পাল্লুম না। বুঝ্‌লুম, এঁরা এইখানকার বা আশপাশের গ্রামের লোক। বড়লোক দেখে জুটে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে একজনকে চিন্‌তে পাল্লুম,—তিনি এই চন্দননগরেই থাকেন,—হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,—আজকাল বাবুর ভারি পেয়ারের লোক হয়েছেন,—ছায়ার মতন বাবুর কাছে কাছে ঘোরেন। খানিকক্ষণ মিত্তিরজার সঙ্গে চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কয়ে এক বাণ্ডিল নোট্ তাঁর হাত থেকে নিয়ে বাবু তাঁকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে বল্লেন,—"কি খবর দীনু? অনেক দিন তোমাকে দেখিনি! কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

আমি হাতজোড় করে বল্লুম, "আজ্ঞে না হুজুর—অসুখ বিসুখ কিছুই করেনি।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বাবু—বৈদ্যনাথকে ডেকে চুপি চুপি কি বলে সেই নোটের বাণ্ডিলটা তাঁর হাতে দিলেন। বদ্যিনাথ উঠে গেল। বাবু সাতকড়ীকে বল্লেন—"এই সেতো—তুইও যা—"

সাতকড়ী অর্দ্ধনিঃশেষিত মদ্যের গেলাসটী তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে তখুনি বদ্যিনাথের অনুসরণ কল্লে। আমাকে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে বাবু বল্লেন, "আমাকে কিছু ব'ল্‌বে দীনু?"

আমি। "আজ্ঞে—হ্যাঁ—একটু নিবেদন কর্ব্বার ছিল;—হুজুরের এখন সময় হবে কি?"

বাবু। "আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি বটে,—তা হোক্—কি ব'ল্‌বে বল,—এই দিকে এসো—"

আমি বাবুর কাছে গিয়ে ব'স্‌লুম। কিন্তু ফস্ করে কোন কথা কইতে সাহস কল্লুম না।

বাবু আমাকে চুপ্‌ করে থাকৃতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন, "থিয়েটার-সম্বন্ধে কোন কথা কি? তা দেখ,—আমার আর থিয়েটার ফিয়েটার ভাল লাগেনা। আমার ও সব ঝঞ্ঝাট পোষায় না। তখন সখে পড়ে—ঝোঁকে পড়ে করে ফেলেছিলুম। এখন দেখ্‌ছি—ও বড় ঝঞ্ঝাটী কাজ। বিশেষতঃ, ঐ বেশ্যা্ বেটীদের অত তেজ আমার সহ্য হয়না—"

আমি সুযোগ বুঝে বল্লুম, "আজ্ঞে—আপনি রাজা লোক,—এ সব ছেঁড়ান্যাটা কি আপনার পোষায়? সেই জন্যেই বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু এঁরা বল্‌ছিলেন যে, বাবু যদি আমাদের হুকুম দেন—তাহ'লে আমরা নিজেরা একবার বাবুর নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করি। অবিশ্যি মাসে মাসে আপনার পান-খরচ হিসেবে একটা কিছু বন্দোবস্ত করে—"

মেজ বাবু একথা শুনে উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন,—"বেশ তো—বেশ তো—তোমরা যদি চালাও,—তুমি যদি চাও—তাহ'লে আমি এখুনি তোমাদের থিয়েটারটা লিখে পড়ে দিচ্ছি। আমাকে মাসে মাসে পাঁচশো করে টাকা বাড়ীভাড়া হিসেবে দিও—ব্যস্—আর আমি কিছু চাইনা। আর আমার জন্যে রয়েল বক্সটা আর থান্ দুই আশেপাশের বক্স রাখ্‌বে, আমার যখন ইচ্ছে হবে—যাব—দেখ্‌ব! মোদ্দাৎ—আমাকে কোন ঝঞ্ঝাটে জড়িও না।"

আমি মহানন্দে বল্লুম—"আজ্ঞে—সেকি কথা? আপনি এতটা দয়া কল্লেন, এর ওপর আবার আপনাকে জ্বালাতন ক'র্ব্ব কোন্ আক্কেলে? তাহ'লে—বল্‌ছিলুম কি—আমরা একটা লেখাপড়ার মতন করে এনেছি—যদি সুবিধে হয় এক সময় দেখ্‌বেন কি?"

বাবু। "নিয়ে এসোনা—এখুনি সই করে দিচ্ছি। এর আর হ্যাঙ্গাম কি? আঃ—বাঁচ্‌লুম! থিয়েটারটার জন্যে বড্ড দুর্ভাবনা হয়েছিল। কেবলি মনে হ'চ্ছিল—এ পাপ নিয়ে কি করি? যাক্—তোমার দ্বারা মস্ত কাজ হয়ে গেল!" বলেই মদের গেলাস্‌টা মুখে তুলে এক চুমুক টেনে নিলেন।

ইত্যবসরে আমি পকেট থেকে ষ্টাম্পে লেখাপড়া কাগজখানা বাবুর সাম্‌নে ধরলুম। বাবু না পড়েই সই ক'র্ত্তে যাচ্ছিলেন—এমন সময় প্রসাদ বাবু বলে উঠ্‌লেন—"কি রকম লেখাপড়াটা হ'ল—আমরা একবার শুন্‌বো না?" অন্য অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—তাঁরাও সমস্বরে বলে উঠ্‌লেন—"আমাদের তো সাক্ষ্যি হতে হবে,—তাহ'লে আমরাও একবার শুনে নিই।"

বাবু কাগজখানা প্রসাদবাবুকে ফেলে দিয়ে বল্লেন, "চেঁচিয়ে পড়ো, শুনি!"

প্রসাদবাবু প'ড়তে লাগ্‌লেন।

লেখাপড়াটা চারজনের নামে হয়েছিল। আমি, বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু এবং জ্যোতি বাবু—বাবুর কাছ থেকে থিয়েটার-বাড়ী মায় সিন্ পোষাক জিনিষপত্র শুদ্ধ, মাসিক পাঁচশত টাকায় ভাড়া নিচ্ছি। প্রতি মাসের আগাম ভাড়া দেওয়া হবে। তিন মাস ভাড়া পাওনা হ'লে—এ লেখাপড়া "নাকোচ" হয়ে যাবে। আর বাকী ভাড়ার জন্যে "লেসি" (Lessee) চারজন সমান ভাবে দায়ী।

বাবু বল্লেন—"কেবল দীনু ছাড়া—" বলেই হো—হো করে হেসে উঠ্‌লেন। প্রসাদবাবু বল্লেন—"লেখাপড়া এক রকম হয়েছে বটে—কিন্তু গোড়াতেই যে মস্ত গলদ। সেলামীর টাকা কই ?"

সেলামীর কথা শুনেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সাহসে ভর করে বল্লুম,—"আজ্ঞে—বাবুর যোগ্য সেলামী দেবার সাধ্য কি আমাদের ? অতি কষ্টে এই পাঁচশো খানি টাকা বিশ্বনাথ বাবু জোগাড় করে এনে তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন—" বলেই পাঁচ্‌শো খানি টাকা বাবুর সাম্‌নে রেখে দিলুম।

প্রসাদ বাবুর কাছ থেকে লেখাপড়ার কাগজখানা হাতে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বাবু হেসে বল্লেন—"সেলামী কিচ্ছু দেবেনা দীনু ?" আমিও হেসে বল্লুম—"আজ্ঞে—আপনাকে হেঁট হয়ে দু'হাতে সেলাম করা ছাড়া—অন্য কোন রকম সেলামী দেবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই হুজুর! আপনার থিয়েটার—আপনার সব—আমরা আপনার চাকর; আমরা খেটেখুটে তো আপনারই কীর্ত্তি বজায় ক'র্ত্তে যাচ্ছি হুজুর—"

বাবু আর কোন কথা না বলে কাগজখানিতে দস্তখত ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন।

মোসায়েবদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠ্‌লো—"থিয়েটারের দলের ছোক্‌রা কিনা—কথা জানে খুব!"

বাবু নিজে সই করে কাগজখানি প্রসাদ বাবুকে আর অন্য এক-জনকে দিয়ে সাক্ষ্যি সই করিয়ে আমার হাতে দিয়ে সেই বাবুর পানে চেয়ে বল্লেন—"বুঝ্‌লে হে মজুমদার,—দীনু ছোক্‌রাটী বড় ভাল। বড় বিশ্বাসী। আজকালের বাজারে এমন সৎ ছেলে দেখা যায়না।"

আমি কাগজখানি নিয়ে উঠে যাচ্ছি দেখে বাবু বল্লেন—"আজ তো আর থিয়েটারে প্লে নেই দীনু,—তুমি তা'হ'লে আজ বাগানে থাকো। এখানে আজ একটা পার্টি দিচ্ছি আমি। বাইরের লোকজন বড় কেউ নেই। তুমি খাওয়া দাওয়া করে—কাল সকালে চলে যেও।"

আমি। "যে আজ্ঞে—হুজুর! আপনার তো প্রত্যহই খাচ্ছি—" বলেই সে ঘর থেকে বিদায় হলুম। আহ্লাদে যেন আমি চোখে কাণে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্ছিনা। এত সহজে যে কার্য্যসিদ্ধি হবে—তা একবার ভুলেও ভাব্‌তে পারিনি। খুব তালে এসে পড়া গেছে! বেশী ভ্যাজাল্‌ থাক্‌লে বোধ হয় কাজটার এত সুবিধে ক'র্ত্তে পার্ত্তুম না।

সন্ধ্যে হতে আর বড় বিলম্ব নেই। বাগানে খাওয়া দাওয়ার খুব ধূম বটে,—কিন্তু জম্‌কালো রকমের পার্টির উপযুক্ত লোকসমাগম মোটেই দেখ্‌লুম না। যাক্‌—আমার তা'তে দরকারই বা কি? বাবুর হুকুমেই কেবল আটক পড়ে গেলুম বইতো নয়! নইলে,—আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, এখুনি ছুটে ক'ল্‌কাতায় চলে গিয়ে—একবার প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশ করি। শুধু আনন্দ? সে যে কি মহানন্দ তা লিখে কি প্রকাশ ক'র্ব্ব? আমি গেঁয়ো দীনু ঘোষ,—বয়েস এখনও তিরিশের কোটা পেরোয়নি, আমি ক'ল্‌কাতার মস্ত বড় পাব্‌লিকের থিয়েটারের

একজন মালিক? উঃ—আহ্লাদে পাগল না হয়ে যাই! চাকরবাকর কর্ম্মচারী দু একজনের মুখে শুনলুম, বাবু দশ হাজার টাকা খরচ করে আজ রাত্রে বাগানে একটী অপ্সরা—কিন্নরীর মত সুন্দরী স্ত্রীলোক আন্‌ছেন। বুঝ্‌লুম,—সেই জন্যে এষ্টেট্ থেকে দশ হাজার টাকা আনিয়েছেন;—আর সেই ফূর্ত্তিতে বাবু এক কথায় আমাকে থিয়েটারটা লেখাপড়া করে দিয়েছেন।

শুন্‌লুম—সাতকড়ী আর ডাক্তার বদ্যিনাথের সঙ্গে ঠিক সন্ধ্যের পরেই সেই অপ্সরা বাগানে এসে আবির্ভাব হয়েছেন। রাত্রে দোতলার ওপোরে সেই হল্‌ঘরে খুব গান বাজ্‌না হর্‌রা চলেছে। কিন্তু আজকের এ ফূর্ত্তি বাছা-বাছা লোক নিয়ে। আজ বাইরের কোন লোকের বাগানে প্রবেশ একদম্ নিষেধ। ফটকে পাহারার কড়াকড়ীটা আজ যেন কিছু বেশী রকমের দেখা গেল।

আদার ব্যাপারী আমি—জাহাজের খবরে আমার দরকার কি? আমি ভাব্‌ছি, কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হবে—কতক্ষণে ক'ল্‌কাতায় গিয়ে বিশ্বনাথ বাবু প্রভৃতির সঙ্গে মিলে থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হয়ে জীবন-জনম ধন্য ক'র্ব্ব! কাছারিবাড়ীর একটা ঘরে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাব্‌ছি, মাঝে মাঝে মাতাল বাবুদের চীৎকারধ্বনি—গান বাজ্‌না কাণে ঢুক্‌ছে। রাত্রি প্রায় বারোটার সময় অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একত্রে বসে চোব্যচোষ্য আহারাদি করে—ঘরের ভেতর বিষম গরম বোধ হওয়াতে বারান্দায় একটা মাদুর আর বালিস নিয়ে দিব্যি আরাম করে হাত পা মেলে শুয়ে পড়লুম। সেটা বোধ হয় বোশেখ্ মাসের শেষ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়া। দিব্যি ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়—ফাঁকা জায়গায়—বড়মানুষের বাগানের নানা রকমের ফুলের সৌগন্ধে প্রাণ যেন মজ্‌গুল্ হয়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই অঘোরে নিদ্রামগ্ন হলুম।

হঠাৎ কি যেন একটা গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার ওপোর থেকে নীচের দিকে চাইতেই দেখ্‌লুম,—বাগানের মধ্যিখানের বড় পুকুরটার সান বাঁধানো ঘাটে খুব ভীড়! ব্যাপার জান্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি নীচে নেবে এসে দেখি—ভীষণ ব্যাপার! এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর মৃতদেহ সটান মাটীতে পড়ে রয়েছে,—আর তার আশ-পাশে মেজ বাবু থেকে আরম্ভ করে বাগানের উড়ে বেহারা মালি পর্য্যন্ত বিষণ্ণ মুখে চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে। কথাবার্ত্তা শুনে বুঝ্‌লুম—যে স্ত্রীলোকটীকে মেজ বাবু দশহাজার টাকা দিয়ে আজ বাগানে আমোদ কর্ত্তে এনেছিলেন,—তিনি চুপি চুপি কখন্ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। বাগানের চারিদিকে খোঁজ করে যখন পাওয়া যায়নি,—আর সজাগ পাহারা যখন ফটক দিয়ে কা'কেও বাইরে বেরোতে দেখেনি,—তখন একজনের পরামর্শে জন-কতক জেলেকে ডাকিয়ে জাল ফেলিয়ে পুকুরের ভেতর থেকে এই লাস্ তোলানো হয়েছে। পাশে একটা বাটনা-বাটা ছোট শীল পড়ে আছে। শুন্‌লুম, অভাগিনী সেই শীলখানা নিজের পরণের কাপড়ে মজবুত করে বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

একবার ভাল করে মৃতদেহের পানে চেয়ে দেখ্‌লুম। দেখে বুঝ্‌লুম্, যথার্থ সুন্দরী বটে! শুধু সুন্দরী বলে ছেড়ে দিয়েছি—তার চেহারাটা আপনাদের ঠিক বোঝাতে পার্ব্বনা। সে রকম সৌন্দর্য্য—সে রকম মুখ চোখ দেহের গড়ন—সে রকম কাঁচা সোণার বরণ—আমি মানুষের মধ্যে দেখিনি! দেখেছি কেবল ছবিতে আঁকা! দেখেছি কেবল প্রতিমায়! এ সৌন্দর্য্যের মূল্য দশ হাজার নয়—দশ লক্ষ নয়—দশ কোটী নয়! এ সৌন্দর্য্য অমূল্য! তার ওপোর—সুন্দরী পূর্ণ যুবতী! সোণায় সোহাগা!

রহস্যটা কিছু বোঝা গেলনা! টাকা নিলে—বাগানে আমোদ কর্ত্তে এল,—অথচ আত্মহত্যা ক'ল্লে! কেন? কি অভিমানে? কি দুঃখে? কি যন্ত্রণায়? কিসের তাড়নায়? এক একবার মনে সন্দেহ হতে লাগ্‌লো,—সত্যি আত্মহত্যা করেছে কিম্বা কেউ হত্যা করে ঐ ভাবে জলে ডুবিয়ে রেখেছিল?

হঠাৎ সাতকড়ী এসে আমার কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করে ব'ল্‌লে "বাবু তোমাকে ডাক্‌ছেন! চল—তোমার জামা-কাপড় নিয়ে চট্ করে ফটকের বাইরে গাড়ীতে গিয়ে বোসো! যাও—শীগ্‌গির—আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কোরোনা!"

আমি কোন কথা না ক'য়ে তাড়াতাড়ি নিজের জামা কাপড় ব্যাগ্ ইত্যাদি নিয়ে বাগানের বাইরে গাড়ীতে উঠে ব'স্‌লুম। দু'খানা বড় জুড়ীগাড়ী ফটকের বাইরে জোতা ছিল। একখানাতে বাবুর সঙ্গে আমি, সাতকড়ী আর প্রসাদ বাবু। অন্যখানাতে কে কে উঠ্‌ল জানিনা। গাড়ী কল্‌কাতার দিকেই চ'ল্ল। মধ্যে বারতিনেক ঘোড়ার ডাক বদ্‌লানো হয়েছিল। এ রকম বন্দোবস্ত বরাবরই আছে। কারণ, বাবু ট্রেণে চড়ে বাগানে আসেন না। আমাকে থিয়েটারে নাবিয়ে দিয়ে—গাড়ী বাবুকে নিয়ে বন্-হুগলিতে ওঁদেরই আর একটা বাগানে চলে গেল। থিয়েটার থেকে আমি যখন বাড়ী এলুম,—তখন সকাল হয়ে গেছে।

(৪)

সকালবেলা বাড়ীতে এসে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নান-টান করে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে—মেজ বাবুর সই করা লেখাপড়াটা নিয়ে থিয়েটারে গিয়ে দেখি,—বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু, জ্যোতি বাবু এবং অন্যান্য বিস্তর অভিনেতা সেখানে জমায়েৎ হয়ে খুব একটা গুলতুনি

লাগিয়েছেন। আমাকে দেখে সকলেই আমার কাছে খুব উৎসুক হয়ে এসে কাল রাত্রে বাগানের ঘটনা-সম্বন্ধে জেরা ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে। আমি এক কথায় জবাব দিলুম—"একটী স্ত্রীলোক জলে ডুবে মরেছে! এ ছাড়া আর আমি কিছুই জানিনা।" এই ব'লে বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু, জ্যোতি বাবুকে ডেকে নিয়ে দোতলায় অফিস-ঘরে বসে থিয়েটার-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় মনোযোগ দিলুম। এত সহজে কার্য্য-সিদ্ধি করে এনেছি দেখে সকলেই মহাখুসী।

থিয়েটার নতুন করেই আমাদের চালাতে হবে। কারণ, এখন পার্ল্ থিয়েটারের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তা'তে কোন মতেই কাজ চল্‌তে পারে না। ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী নেই;—দু'এক জন যা আছে—তা'তে ভাল নাটক বা গীতিনাট্য মনের মতন করে অভিনয় করানো যায়না। হেমেন্দ্র বাবু. জ্যোতি বাবু, অমিয় বাবু প্রভৃতি ভাল অভিনেতা দু'চার জন যাঁরা আছেন,—তাঁদের দ্বারা বেশ কাজ চলে যাবে;—কারণ, বাজারে তাঁদের যথেষ্ট নামও আছে, আর তাঁ'রা অভিনয়ও খুব ভালই করেন। কিন্তু—এক শরৎকুমারী ছাড়া নামজাদা অভিনেত্রী কেউ নেই। মেজ বাবুর দৌরাত্ম্যে সবাই একে একে সরেছে। সুতরাং, নতুন থিয়েটার করে জমাতে হ'লে গিরিবালা, যমুনা বাই, মণিমালা, এঁদের ক'জনকে নিশ্চয়ই চাই। আর চাই—নতুন একখানা নাটক। শুধু নাটক পেলেই হবেনা;—তার পোষাক চাই—সিন্-সিনারি (দৃশ্যপট) চাই। এ সব ক'র্ত্তে হলে কিছু টাকার আবশ্যক। সুতরাং, আমাদের মালিক চারজনকে প্রথমে এ টাকা ঘর থেকে এনে দিতেই হবে। নইলে, থিয়েটার নেওয়া না-নেওয়া সমান কথা। বিশ্বনাথ বাবু পাঁচশো টাকা প্রথমেই এনে দিয়েছেন,—আরও পাঁচশো দু'এক দিনের মধ্যে দেবেন ব'ল্‌ছেন। হিসেব করে দেখা

গেল—অন্ততঃ হাজার চার পাঁচ টাকা না হ'লে কোন কাজই হবেনা। হেমেন্দ্র বাবু, জ্যোতি বাবু ব'ল্লেন,—"আমরা দুজনে হাজার টাকা করে দোবো বটে,—কিন্তু হুট্ ব'ল্‌তেই তো এখুনি এনে দিতে পাচ্ছিনা! ধারধোর ক'রে জোগাড় করে দিতে হবে।" তাহ'লে উপায়? বিশ্বনাথ বাবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ দিলেন,—"নারায়ণের ইচ্ছায় হঠাৎ যখন এত বড় জিনিষটা হাতে এসে পড়েছে,—পয়সা রোজগারের এমন একটা মস্ত সুযোগ যখন পাওয়া গেছে,—তখন এটা তো কোন মতেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারেনা। কোন রকমে তুমি হাজার তিন চার টাকা জোগাড় করো! হেমেন্দ্র বাবু, জ্যোতি বাবু, আমি—আড়াই হাজার টাকা তোমার কাছ থেকে হ্যাণ্ড্‌নোট্ লিখে ধার করে নিয়ে থিয়েটারে দিই,—আর তোমার নিজের শেয়ার্ (share) হাজার টাকা দাও! এই সাড়ে তিন হাজার—আরও শ পাঁচেক টাকা হাতে রাখো,—ওটা চারজনেরই নামে খরচ হবে, চারজনেই ও টাকা দোবো! এই ক'রে আপাততঃ থিয়েটারটা খুলে ফেলা যাক্,—তারপর বিক্রি থেকে তোমার চার হাজার টাকা আগে তুলে নিয়ে তবে আমাদের সকলকে লাভের টাকা দিও!"

বিশ্বনাথ বাবু পাকা ম্যানেজার;—থিয়েটার চালাতে তার মতন মাথা আজকালের বাজারে নেই। তিনি ঝাড়া তিন ঘণ্টা আমাকে নানা রকমে বুঝিয়ে,—এই থিয়েটার থেকে আমরা চারজনে কি উপায়ে অতি শীগ্‌গির বড়লোক হবো, তার সম্বন্ধে অনেক আশার ছবি এঁকে কল্পনায় আমাকে দেখিয়ে এমন করে ছেড়ে দিলেন—যে, দু'একদিনের মধ্যে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব পুঁজি মায় স্ত্রীর অলঙ্কারগুলোশুদ্ধ্ কতক বন্ধক—কতক বিক্রী করে পুরো চারটী হাজার টাকা এনে দিতে দ্বিধাবোধ কল্লুম না। লেখাপড়া বা হ্যাণ্ড্‌নোট্ কেউ কিছু আমাকে

দিলেনও না,—আমিও চক্ষুলজ্জায় পড়ে কারও কাছে তা চাইলুমও না। বিশ্বনাথ বাবুর লেখা একখানা নতুন নাটক "রাজসূয় যজ্ঞ" খোল্‌বার বন্দোবস্ত হ'ল। গিরি-বিবি, যমুনা বাই, মণিমালা এদের আন্‌বার ভার আমি নিলুম।

সেরাত্রে বাগানে সেই ঘটনার দুদিন পরে হঠাৎ থিয়েটারে সন্ধ্যের সময় সাতকড়ী এসে খবর দিলে,—বন্‌-হুগলির বাগানে মেজ বাবু মৃত্যুশয্যায়!

মেজ বাবু মৃত্যুশয্যায়? কি সর্ব্বনাশ! থিয়েটারশুদ্ধ্ লোক—ঝায় চাকর-দরোয়ান পর্য্যন্ত তখুনি বন্‌-হুগলির বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখ্‌লুম—সতিাই তাই। হঠাৎ তিন দিনের জ্বর-বিকারে মেজ বাবু একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত! দোতলার হল্‌ঘরে অজ্ঞান অচৈতন্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ক'ল্‌কেতার সহরে হেন ডাক্তার কবিরাজ নেই—যাঁরা আসেন নি। কিন্তু হায়—"কালে" ধ'র্‌লে স্বয়ং ধন্বন্তরী এসেও তো রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না!

সাতকড়ীর মুখে শুন্‌লুম,—সে রাত্রের সেই ঘটনার পর—সটান এই বাগানে এসে মেজবাবু কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করে—গুম্ হয়ে ব'সে খালি মদ খেয়েছেন। রাত্রি প্রায় নটার সময় অজ্ঞান হয়ে সেই যে বিছানায় পড়েছেন—তার পরদিন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আর কোন হুঁস্ ছিলনা। বারোটার সময় একবার হুঁস্ হতেই কেবল দুটী কথা বলে-ছিলেন—"বাড়ীতে খবর,—ডাক্তার—"! ডাক্তারের দঙ্গল এসে পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন—ভীষণ রকমের চোরা সান্নিপাতিক ধরেছে! আজ সকালে একবার আধ ঘণ্টার জন্যে জ্ঞান হয়েছিল;—ম্যানেজার তারক বাবুকে গোটাকতক কথা কি বলেছিলেন এবং একখানা কাগজে অতি কষ্টে কি সই করে দিয়ে সেই যে চক্ষু বুঁজেছেন,—তারপরই এই

অবস্থা! কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। রাত্রি বারোটার সময় বন-হুগলির বাগান-বাড়ীতে ক'ল্‌কাতার একজন ধনকুবের অতি অল্প বয়সে জীবনলীলার অবসান কল্লেন। আমার অন্নদাতা,—আমার পিতৃতুল্য মনিব,—আমার আশা ভরসা সহায় সম্পদ,—আমার ভাগ্যবিধাতা মেজ বাবু—বোধ হয় আমারই দুরদৃষ্টের দোষে এ রকম অকালে অসময়ে জীবননাটকের যবনিকা ফেলে জন্মের মতন চলে গেলেন। আমার প্রাণে যে কি হ'ল,—কি ব্যথা লাগ্‌লো,—কি মহাশোকে আমি আচ্ছন্ন হ'লুম,—তা এমন ভাষা নাই যার দ্বারা যথার্থরূপে প্রকাশ ক'র্ত্তে পারি!

শোক চিরকাল সমভাবে কা'রও থাকেনা। তা যদি থাকৃতো, তাহ'লে সংসার অচল হ'ত। সময়ের মত শোক ভোলাতে আর কেউ পারেনা—কিছুতে পারেনা। সুতরাং, মেজ বাবুর শোকের তীব্রতা কম প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে ক্রমে দু'একমাস পরে শোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হবার জোগাড় হ'ল।

নতুন করে পাব্‌ল্‌ থিয়েটার খুলেছি। যাঁদের যাঁদের আন্‌ব মতলব করেছিলুম—তাঁরা প্রায় সকলেই এসে যোগদান করেছেন। কেবল "বড় কর্ত্তাকে" কিছুতেই আন্‌তে পারিনি। চারজনের নামে থিয়েটার,—কিন্তু যত দায়—যত ঝক্কি—যত মাথাব্যথা আমারই। বিশ্বনাথ বাবু একবার বিকেলবেলা আসেন,—রিহার্শ্যাল্‌ থাকলে—রিহার্শ্যালে গিয়ে বসেন,—মৌখিক তদারক—মুরুব্বিয়ানা,—লোকদেখানো ম্যানেজারি করেন, তারপর রাত্রি দশটার পর দোতলার ঘরে উঠে দু'পাঁচজন ইয়ার বন্ধু বা হেমেন্দ্র বাবু, মতি বাবু, অমিয় বাবু, সাতকড়ী প্রভৃতি অভিনেতাদের নিয়ে "খাঁটির" বোতল খুলে ব'সে পাকা ব্যবসাদারের পরিচয় দিতে সুরু করেন।

গিরিবালা বিবিকে অনেক ব'লে কয়ে পাঁচশো টাকা "বোনাস্‌"

দিয়ে দলে ঢুকিয়েছি। যমুনা বাই, মণিমালা,—এদেরও কিছু কিছু দক্ষিণে দিয়ে এনেছি। সখী সাজবার জন্যে বিস্তর ছোট ছোট মেয়ে এসে জুটেছে। দলটা গড়ে তুলেছি মন্দ নয়। অভিনয় বেশ ভালই হ'চ্ছে। কিন্তু হ'লে হবে কি? বিক্রী তেমন সুবিধে-রকম হ'চ্ছেনা। তিন চার মাসের মধ্যে এক পয়সা তুলে নেওয়া চুলোয় যাক্, অতি কষ্টে খরচ চালাচ্ছি। মাসটী কাবার হ'তে না হ'তেই অভিনেত্রীদের মাইনে দিতেই হবে। দু'একদিনও এদিক ওদিক হবার জো নেই। ব্যস্—তাহ'লেই—"চল্লুম ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে, নয় জুপিটার থিয়েটারে, নয় কোন প্রাইভেট্ থিয়েটারে!" তার ওপোর বাড়ীভাড়া মাস গেলে পাঁচশোখানি টাকা—নগদ! মাসের ১লা তারিখে মেজ বাবুর এষ্টেটের ম্যানেজার মশাইয়ের কাছে গিয়ে জমা দিয়ে আস্‌তে হবে। দু'দিন দেরী হ'লেই অম্নি মণ্ডলবাড়ীর দরোয়ান এসে থিয়েটারের ফটকে তালা লাগিয়ে দেবে। তারপর বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু, অমিয় বাবু, সাতকড়ী, জটাই, কেষ্টা (সেই ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের প্লেকার্ড-মারা কেষ্টা,—গিরিবিবির অনুরোধে তা'কেও নেওয়া হয়েছে)—, মাসটী গেলে এদেরও খরচ ওজোন বুঝে জোগাতে হয়। সবাই খরচ চান, কিন্তু টাকা আসে যে কোথা থেকে, টাকা আস্‌বে যে কি করে, বিক্রী বাড়বে যে কি উপায়ে, এ বিষয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চান্ না! আমি ঘর থেকে টাকা বে'র করেছি! সুতরাং, মাথাটা আমারি বেশী ঘামানো দরকার! এই হ'ল বাঙ্গালীর যৌথ কারবার! এই হ'ল বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধি!

হরিপ্রসাদ নামে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্প্রতি আমার আলাপ হ'য়েছে। লোকটীর বড়বাজারে কাটা কাপড়ের কারবার। তাঁরই ওখান থেকে সিনের—পোষাকের জন্যে অনেক টাকার কাপড় কিনেছি।

প্রথম প্রথম নগদ দাম দিতুম,—ক্রমে থিয়েটারে পাশ দিয়ে আলাপের মাত্রাটা একটু বেশী করে নিয়ে ধারে মাল আন্‌বার ব্যবস্থা করে নিলুম। লোকটী অতি সজ্জন;—জাতে তন্তুবায়। বাড়ী চন্দননগরে। ধারে তাঁর কাছ থেকে মাল নিলেও আমি যথাসাধ্য তাঁর টাকাটা শীগ্‌গির শোধ করে দিতুম। প্রায় বড়বাজারে গেলেই তাঁর দোকানে ব'সে দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আস্‌তুম। কথাচ্ছলে একদিন হরিপ্রসাদ বাবু বল্লেন,—"আপনাদের থিয়েটারবাড়ীটার ওপোর ভীষণ অভিসম্পাত পড়েছে দীনু বাবু! ওখানে থিয়েটার করে রোজগার করা বড় শক্ত ব্যাপার।"

আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম—"কেন বলুন দিকি ?"

হরি। "যে মহাপাপ মেজ বাবু করে গেছেন, সে পাপে তাঁর বিষয়-আশয়—এমন কি বংশ পর্য্যন্ত থাক্‌বেনা। মহাপাপ নিজেরও তো তেরাত্রি সহ্য হ'লনা। জলজ্যান্ত মানুষটা—ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করে মারা গেল। শুধু কি তিনি নরকে গেছেন? তাঁর সম্পর্কের এখানে যা কিছু আছে, সব দেখ্‌বেন—ভোজবাজীর মত উড়ে যাবে। নির্ব্বংশ তো নিজে আছেনই। তাঁর বিষয় আশয়ের সংস্পর্শেও যারা আস্‌বে, তাদেরও কখনো মঙ্গল হবেনা।"

বুঝ্‌লুম—মেজ বাবু কি একটা গুরুতর অপরাধে এই ব্যক্তির কাছে অপরাধী,—কিম্বা এঁর ভয়ানক কোনো অনিষ্ট করেছেন,—তাইতে এঁর মর্ম্মান্তিক জাতক্রোধ তাঁর ওপোর। আমি তাঁকে একটু কাকুতিমিনতি করে বল্লুম,—"আপনি অতি ভাল লোক হরিপ্রসাদ বাবু! সেই জন্যে আমি মৃতের হয়ে আপনাকে মিনতি কচ্ছি—যদি তিনি কিছু অন্যায় করে থাকেন—তাহ'লে আপনি মৃত ভেবে তাঁকে মার্জ্জনা করুন।"

হরি। "আমি কি মার্জ্জনা ক'র্ব্ব দীনু বাবু? আমার নিজের তিনি

কিছু করেননি বটে, তবে আমার জ্ঞাতির যে সর্ব্বনাশ করেছেন—সে অপরাধের মার্জ্জনা কোনো কালেও নেই তা জান্‌বেন্।"

আমি খুব ভীত হয়ে চুপি চুপি তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কি ব্যাপার বলুন দিকি! আমি তো কিছু কল্পনায়ও আন্‌তে পাচ্ছিনা। আমি ৪।৫ বছর ধরে তাঁকে জানি। এক মদ খাওয়া ছাড়া আর তো এমন কিছু অন্যায় কাজ তাঁকে কখনো কর্ত্তে দেখিনি বা শুনিনি—"

হরিপ্রসাদ বাবু বল্লেন,—"দোকানে সে কথা এখন আপনাকে ব'ল্‌তে পার্ব্বনা। একদিন থিয়েটারে গিয়ে—আপনি যখন কাজকর্ম্ম সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'স্‌বেন,—তখন সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে শোনাব।"

আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তা'তেই স্বীকৃত হয়ে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা কল্লুম—"কবেকার ঘটনাটা বলুন দিকি?"

হরিপ্রসাদ বাবু চুপি চুপি বল্লেন—"চন্দননগরের বাগান জন্মের মতন ছেড়ে যে রাত্রে তিনি পালিয়ে আসেন—সে রাত্রে সেই বাগানের পুকুরে একটী স্ত্রীলোক জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল—শুনেছেন কি? তারই ৩।৪ দিন পরে গণেশ মণ্ডল মারা গেল আর কি!"

আমিও ঠিক এইটে সন্দেহ করেছিলুম। যা হোক্—আগামী শনিবারে থিয়েটারে যাবার জন্যে তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় হয়ে থিয়েটারে চলে এলুম। মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল! একবার ভাব্‌লুম—"নাঃ—শুনে কাজ নেই! হাজার হোক্ মনিব—অন্নদাতা,—তাঁর নিন্দে না শোনাই ভাল।" আবার মনে হ'ল,—"অমন দেবচরিত্র মেজ বাবু—এমন কি মহাপাপের কাজ তিনি ক'র্ত্তে পারেন, যাতে এত বড় অভিসম্পাত তাঁকে—তাঁর বংশাবলীকে পর্য্যন্ত লাগ্‌তে পারে? এ ব্যাপারটা না শুনে কি কখনো থাক্‌তে পারা যায়? শুন্‌তেই হবে।"

শনিবারে রাত্রে দোকান বন্ধ করে প্রায় দশটার পর হরিপ্রসাদ বাবু থিয়েটারে এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রতি শনিবারে আমি তাঁকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে তাঁর দেনা শোধ করি। বরাত-ক্রমে সে রাত্রে বিক্রীটাও বেশ মনের মতন হয়েছিল। অন্য সপ্তাহে হরিপ্রসাদ বাবুকে যা দিই—তার প্রায় দ্বিগুণ টাকা তাঁকে দিলুম। ভদ্রলোক মহাখুসী হয়ে আমার সঙ্গে দোতলার ঘরে গিয়ে তামাক খেতে খেতে মেজবাবু-সম্বন্ধে সেই স্ত্রীলোকঘটিত সমস্ত কাহিনীটা বলে শেষ ক'রলেন। শুনে আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমার মুখ দিয়ে আধ ঘণ্টা—তিন কোয়ার্টার কোন কথা বেরুলো না। ঘটনাটা ঠিক যেন গল্প,—যেন একখানা নাটক,—যেন একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস। কিন্তু বেশ বোঝা গেল—নিছক সত্যি। এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়। হরিপ্রসাদ বাবু থিয়েটার থেকে বিদায় হবার পর আমি যেখানে বসেছিলুম, ঠিক সেইখানেই বসে রইলুম। রাত্রি দুটোর পর থিয়েটার ভেঙ্গে গেল ;—সমস্ত লোকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চলে যাবার পর, আমি আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী চলে গেলুম। রাত্রে বাড়ী গিয়ে মুখে কিছু রুচ্‌লো না। চোখে একটীবারও নিদ্রা এলোনা।

হরিপ্রসাদ বাবুর কাছে ঘটনাটী যেরূপ শুনেছিলুম, পাঠকপাঠিকাদের না শুনিয়ে থাক্‌তে পারলুম না। এর মধ্যে এতটুকু বাড়ানো বা এতটুকু কমানো নেই। অবিশ্যি—খুবই দুঃখের সঙ্গে আমাকে এ কাহিনীটা ব'ল্‌তে হ'চ্ছে।

লাম্পট্যদোষ মেজ বাবুর অতি অল্প বয়স হতেই ঘটেছে, সে কথা পদাদাদার কাছেই অনেকবার শুনেছি। বড়লোকের ছেলের পক্ষে সেটা কিছু নতুন নয়। সেদিন গিরিবিবির ঘরে বসে হরিশ বাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গিরিবিবি যা বল্‌ছিলেন,—

সেটা তা'হ'লে সত্যি কথা,—মেজ বাবুর ইদানীং বেশ্যা নিয়ে আমোদ ক'র্ত্তে মন চাইতো না। ভদ্রলোকের মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া তাঁর স্বভাব হয়ে পড়েছিল। চারিদিকে তাঁর মাইনে-করা লোক নিযুক্ত থাকৃতো—ভদ্রলোকের মেয়েদের ভুলিয়ে কুলত্যাগ করাবার জন্যে। কিম্বা কোন রকমে অন্ততঃ দু'এক ঘণ্টার জন্যে তাঁর বাগানে এসে আমোদ আহ্লাদ করে যদি কেউ যেতে চায়,—তার জন্যে তিনি, যত টাকা দরকার,—খরচ ক'র্ত্তে প্রস্তুত। কুলটা স্ত্রীলোকের তো সংসারে অভাব নেই। হয়তো কখনো এক-আধজন ঐ রকমের রাক্ষসী তাঁর পাপের প্রশ্রয় দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও অনন্ত নরকে ডুব্‌তে কোনও মোসাহেবের সঙ্গে এসে থাকৃতে পারে। কিন্তু এ শ্রেণীর স্ত্রীলোক তো হরদম্ পাওয়া যায়না। নারকী মোসায়েব-গুলো মেজ বাবুকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের মতলবে,—দূর দেশ থেকে বেশ্যাদের এনে ভদ্রলোকের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়ে বাগানে হাজীর ক'র্ত্ত। যাই হোক্,—মেজ বাবুর এই নীচতা ক্রমে এতদূর বেড়ে উঠেছিল যে, কোনও ভদ্রলোক সহজে তাঁ'কে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইতেন না।

চন্দননগরের বাগানে তিনি বরাবর ক'ল্‌কাতা থেকে ঘোড়ার ডাক বসিয়ে চৌঘুড়ীতেই আস্‌তেন। কোনো পল্লীগ্রামের পুকুরঘাটে বৈকাল বেলা যদি দেখ্‌তেন—স্ত্রীলোকেরা জল নিচ্ছে, বা বাসন মাজ্‌ছে, বা গা ধুচ্ছে,—মেজ বাবুর স্বভাব এত জঘন্য হয়েছিল যে, তিনি চৌঘুড়ী থেকে নেবে একটু দূর থেকে উঁকি মেরে তাদের নজর দিতেন এবং তাদের মধ্যে যদি কা'কেও পছন্দ হ'ত—অম্‌নি একজন মোসায়েবকে তার খবর নেবার জন্যে সেইখানে টাকাকড়ী দিয়ে রেখে বাগানে চলে আস্‌তেন। কাজে কতদূর কি হ'ত—তা জানা যায়নি বটে,—কিন্তু স্বভাবটা মেজ বাবুর এই রকম ইতরের মতই হয়েছিল। তাঁর বাগানবাড়ী থেকে

মাইল খানেক তফাতে একটা পুরোণো বাড়ীর সাম্‌নে ছোটখাটো একটা পুকুরঘাটে একদিন এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখে মেজ বাবু সত্যিই একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌লেন। সেদিন সঙ্গে তাঁর থিয়েটারের সেই সাতকড়ী ছোক্‌রা ছিল। মেজ বাবু তাড়াতাড়ী বাগানে এসে—গাড়ী রেখে সাতকড়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই পুকুরধারে এসে দেখেন, স্ত্রীলোকটী আপন মনে বাসন মাজ্‌ছে। মেজ বাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখ্‌ছেন বুঝেও সে বিশেষ কোন রকম লজ্জার ভাব দেখালে না। আপনার গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম সাঙ্গ করে—গা ধুয়ে—কলসী ভরে জল নিয়ে—নিজের বাড়ীতে চলে গেল। একবারও মেজ বাবুর দিকে ফিরে দেখ্‌লে না—বা তাঁ'কে দৃক্‌পাতও ক'ল্লেনা। মেজ বাবু যুবতীর সে সৌন্দর্য্য দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে প'ড়লেন। এ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল একা সাতকড়ী। মেজ বাবুর কাছ থেকে খুব বড় রকম বখ্‌শিসের প্রত্যাশায় সাতকড়ী এ দৌত্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে—প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগ্‌লো।

বদ্যিনাথ দে নামে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ঐ স্ত্রীলোকটীর বাড়ীর পাশেই থাকৃত। সাতকড়ী প্রথমে নিজে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'ল্লে। তারপর একদিন বেড়াতে বেড়াতে মেজ বাবুকে সঙ্গে করে তার বাড়ীতে এনে তার সঙ্গে মেজ বাবুর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলে। দু'চারখানা বাংলা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই পড়ে আর এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধ নিয়ে ডাক্তার বৈদ্যনাথ দে একেবারে সাক্ষাৎ "গুড্‌-ইভ্‌ চক্রবর্ত্তী" হয়ে চন্দননগরে "মারণ-ব্যবসা" অর্থাৎ চিকিৎসাকার্য্য সুরু করে দিয়েছিল। মাসে দশ পনেরো টাকা হেলায় তাঁর রোজগার হ'ত—শোনা গেছে। এ'হেন বাদ্যনাথ ডাক্তারের নিজ বাড়ীতে ক'ল্‌কাতার ধনকুবের গণেশ মণ্ডল মশাই স্বয়ং সশরীরে

আবির্ভাব হ'য়ে যেচে সেধে তার সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তে এসেছেন! ডাক্তারের এতে চোদ্দ দুগুণে আটাশ পুরুষের একেবারে অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়ে গেল। বঙ্কিনাথের মেজ বাবুর কাছে খাতীর দেখে কে? প্রত্যহ—মেজ বাবু তাকে বাগানে নেমন্তন্ন করে পোলাও কালিয়া খাওয়াচ্ছেন,—হুইস্কি ব্রাণ্ডি স্যাম্পেন সেরি কত রকমের ভাল ভাল দামী মদ নিজে হাতে ঢেলে বঙ্কিনাথকে পান করাচ্ছেন। চৌঘুড়ীতে পাশে বসিয়ে মেজ বাবু বঙ্কিনাথকে ক'ল্‌কাতায় বেড়িয়ে আন্‌ছেন। আর সাতকড়ীতো বদ্যিনাথের এক রকম ঘরের লোকই হয়ে পোড়লো! বঙ্কিনাথ জাতিতে সুবর্ণবণিক,—কাজেই—লোকের কাছে বলে বেড়াতো—গণেশ মণ্ডল তার কুটুম। বদ্যিনাথের বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্ত্রী সম্প্রতি মারা গেছে। সংসারে মা আছেন—দুটী অবিবাহিতা মেয়ে—একটী ৭।৮ বছরের ছেলে আছে। আর কেউ নেই।

বদ্যিনাথের পাশের বাড়ীটী দয়ারাম দত্তের। চন্দননগরে দত্তরা বনেদী বংশ। জাতে তন্তুবায়। এককালে অবস্থা যে খুবই ভাল ছিল—তা বাড়ীটা দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ বাদ যেতোনা। লোক-লৌকিকতা—দানধ্যান ক্রিয়াকলাপ কর্ত্তাদের আমলে যথেষ্ট ছিল। দয়ারামের বাপের সময় থেকেই অবস্থা খুব খারাপ হয়,—সরিকানি মাম্‌লা মকদ্দমাই তার প্রধান কারণ। বাপ মর্ব্বার পর দয়ারামের অবস্থা এমন হ'ল যে দু'বেলা হাঁড়ি চড়া দায়। ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম্ম কিছুই নেই। দয়ারাম ক'ল্‌কাতায় সামান্য একটা কেরাণীগিরি চাকরি করে কোন রকমে কায়ক্লেশে দিনপাত ক'চ্ছিল। সংসারে তার (ঐ অপূর্ব্ব সুন্দরী) স্ত্রী, একটী ছ বছরের ছেলে, দুটী অপোগণ্ড ভাই, একটী বাল-বিধবা পিসী। দুর্দ্দৈবের ওপোর ভীষণ দুর্দ্দৈব;—হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে পড়ে দয়ারাম আজ তিন বছর শয্যাশায়ী। পৈতৃক ঋণ কিছু

ছিলই,—তার ওপোর এই তিন বছর সংসার চালিয়ে, রোগের চিকিৎসা করে—সে ঋণ এত বেড়ে উঠেছিল যে, থাক্‌বার পুরোণো ভিটেখানি পর্য্যন্ত দু' একমাসের ভেতর নিলেমে চড়বার দাখিল !

বদ্যিনাথ ডাক্তার ভিন্ন এমন অবস্থাহীন হতভাগ্য লোকের কে চিকিৎসা ক'র্ব্বে ? রোগী দেখার অছিলায় দয়ারামের বাড়ীতে বদ্যিনাথের ঘন ঘন যাতায়ত বাড়লো। পাড়া-প্রতিবেশী সম্পর্কে দয়ারাম বদিনাথ ডাক্তারকে কাকা ব'লে ডাক্‌তো। শুধু কাকা বলে ডাক্‌তো না,— দয়ারাম বা তার স্ত্রীপুত্র ভায়েরা জান্‌তো—বদ্যিনাথ ডাক্তার তাদের নিজের কাকার মত—পরম আত্মীয়।

দয়ারামের লক্ষ্মীরূপিণী এই স্ত্রীটী এই বিপন্ন পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। অভাগিনী নিজের অলঙ্কার বেচে কোন রকমে এতদিন (প্রায় তিন বছর) সংসার চালিয়ে এসেছে ;—কিন্তু এখন এম্‌নি অবস্থা যে ভিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। দয়ারামের জ্ঞাতিকুটুম্ব অনেকে আছে বটে,—কিন্তু "নিত্যি নেই দেয় কে" ? তার ওপোর, যারা অবস্থাপন্ন, সরিকানি বিবাদের জন্তে তাদের সঙ্গে দয়ারামের মুখ দেখাদেখি নেই। এই হরিপ্রসাদ বাবু দয়ারামের আপন শ্যালীপতি-ভাই। দয়ারাম বা তার স্ত্রীপুত্রদের যা কিছু সাহায্য বা দেখাশুনো—এঁরা স্বামীস্ত্রীতেই করেন। হরিপ্রসাদ বাবু দয়ারামের অপোগণ্ড ভাই দুটীকে ক'ল্‌কাতায় নিজের কাছে রেখে নিজের কাপড়ের দোকানে চাকরি করে দিয়েছেন। তাদের মাইনে হিসেবে মাসে দশটী করে টাকা দয়ারাম হরিপ্রসাদ বাবুর কাছ থেকে পায়। এই হ'ল—আপাততঃ দয়ারামের একমাত্র আয়। হরিপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী অর্থাৎ দয়ারামের শ্যালিকা মাঝে মাঝে ভগ্নীর বাড়ীতে এসে দেখাশুনো তদ্বির করে যান।

বদ্যিনাথ ডাক্তারের দয়ায় ভীষণ দুর্দ্দিনে দয়ারাম সাতকড়ীকে

বন্ধুরূপে লাভ কল্লেন। দু'চার দিনের মধ্যেই সাতকড়ী দয়ারামের সঙ্গে "দাদা" এবং দয়ারামের সেই দেবীরূপিণী ভুবনমোহিনী স্ত্রীর সঙ্গে "বৌদি" সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্‌লে। দয়ারামের স্ত্রী প্রথম প্রথম লজ্জায় সাতকড়ীর সাম্‌নে বেরুতো না। দৈবাৎ সাম্‌নে পড়ে গেলে,—ঘোম্‌টা দিয়ে সরে যেতো। ক্রমে দয়ারামের তাড়নায় আপনার দেওরের মত ভেবে সাতকড়ীর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে।

সাতকড়ী এবং বদ্যিনাথ ডাক্তারের কৃপায় দয়ারামের সাংসারিক অর্থকষ্ট বাস্তবিক অনেকটা কমে গেল। এদের মুখে মেজ বাবুর দয়ার কথা শুনে দয়ারামের বড় ইচ্ছে হ'ল,—একবার সেই মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু বেচারা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী! সাতকড়ী বদ্যিনাথ দয়ারামের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে একদিন বেড়াতে বেড়াতে মেজ বাবুকে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে—রুগ্ন দয়ারামের পাশে এনে উপস্থিত। মেজ বাবু শুধু এলেন না। দয়ারামের পাশে দু'ঘণ্টা ব'স্‌লেন,—আদ্যোপান্ত তার দুর্দ্দশার ইতিহাস শুন্‌লেন,—দু'দশ ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লেন,—তার পর আশ্বাস দিলেন—যাতে দয়ারাম অঋণী হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে,—তার বাড়ী-ঘর-দোর পাওনাদারের কবল থেকে রক্ষা পায়,—সে বন্দোবস্ত একটা শীগ্‌গিরই করে দেবেন। এই রকম আশা ভরসা দিয়ে—সেখান থেকে চলে আস্‌বার সময় শয্যাগত দয়ারামের হাতে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে এলেন। দয়ারাম যেন হাতে স্বর্গ পেলে!

সাতকড়ী বদ্যিনাথ ডাক্তার স্থির বুঝে নিলে,—বারো আনা কাজ হ'য়েছে,—এখন শুধু একবার ভরসা করে মেয়েটার কাছে প্রস্তাবটা ক'র্ত্তে পাল্লেই ষোল আনা কার্য্যোদ্ধার। সাতকড়ী সকাল বেলা দয়ারামের বাড়ীতে আসে,—দুপুর বেলা একবার বাগানে স্নান আহার ক'র্ত্তে যায়,—

আবার বেলা দুটো তিনটের সময় আসে,—রাত্রি ৮টা—৯টায় চলে যায়। ঋণগ্রস্ত রোগগ্রস্ত শয্যাশায়ী হতভাগ্য দয়ারাম ভাবে—"এতদিনে জগদীশ্বর মুখ তুলে চাইলেন! নইলে—এই দুর্দ্দিনে মেজ বাবুর মত লোকের আশ্রয় পাব কেন?"

দয়ারামের স্ত্রী মেজ বাবুর দয়ার অর্থ অন্য রকম বুঝে—মনে মনে বিশেষ রকম দুঃখিত—চিন্তিত। প্রথম প্রথম মনে মনে একটু সন্দেহও হয়েছিল;—অভাগিনী ভাব্‌তো—"বড়লোক,—দয়ার শরীর,—আমাদের দুঃখের কথা শুনে হয়তো যথার্থই প্রাণে আঘাত লেগেছে!" কিন্তু সাতকড়ীর সঙ্গে দুটো একটা মেজ বাবুর সম্বন্ধে কথা কয়েই—তার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না,—এদের ব্যথা কোন্‌খানে! বুদ্ধিমতী মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পাল্লে,—তার রূপের জালে মেজ বাবু ভয়ানক জড়িয়ে পড়েছেন। মেজ বাবুর দয়ার কথা কইতে কইতে,—মেজ বাবুর স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে উদারতার উদাহরণ দিতে দিতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সাতকড়ী একদিন স্পষ্টই বলে ফেল্লে,—"তুমি যদি বৌদি, মেজ বাবুর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা মাথামাখি করো,—মাঝে মাঝে দু'এক ঘণ্টার জন্যে তাঁর বাগানে বেড়াতে চ্যাড়াতে যাও, তাহ'লে আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি,—ছ'মাসের মধ্যে তুমি রাজরাণী হয়ে যাবে! তোমার গা-ভরা হীরে জহরতের গহনা হবে, সিন্দুক ভরা নগদ টাকা হবে! চাই কি—মেজ বাবু একটা বড় জমিদারী তোমার নামে লেখাপড়া করে দিতে পারেন,—দেবেনও।"

সাতকড়ীর কথা শুনে রাঙ্গা-বৌ (এই নামেই দয়ারামের স্ত্রী পরিচিতা—) অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর কোন কথা না ব'লে—সাতকড়ীর কাছ থেকে চলে গিয়ে ঘরের কাজ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। সাতকড়ী ভাবলে—"মার্ দিয়া কেল্লা! মৌনং

সম্মতি-লক্ষণং! ছুঁড়ীকে একবার বাগানে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে পাল্লে হয়,—নগদ পাঁচ হাজার টাকা মেজ কর্ত্তার ঘাড় ধরে আদায় ক'র্ব্ব!"

ঘুরে ফিরে সাতকড়ী যেখানে বসেছিল—সেই রান্নাঘরের সাম্‌নে রাঙ্গা-বৌ গম্ভীর ভাবে এসে বল্লে,—"এখনও বসে আছ যে ঠাকুর-পো? রাত্রি নটা বেজে গেল যে—"

সাতকড়ী হেসে বল্লে—"তোমার হুকুম না শুনে যাই কি ক'রে বৌ-দি?"

রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ী কুড়ী নাড়্‌তে নাড়্‌তে সেই রকম গম্ভীরভাবে রাঙ্গা-বৌ ব'ল্লে,—"এতে আবার আমার হুকুম কি ঠাকুর-পো? এ কথার উত্তর দেবার শক্তি তো আমার নেই!"

সাতকড়ী রান্নাঘরের ভেতর মাথাটা প্রবেশ করিয়ে চুপি চুপি ব'ল্লে,—"মেজ বাবুর হুকুম হয়েছে,—আগাম নগদ দশ হাজার টাকা তোমার হাতে দিয়ে—তবে প্রথম দিন তোমাকে বাগানে নিয়ে যাওয়া হবে। টাকা দশ হাজার গুণে তুমি সিন্ধুকে তুল্‌বে—তবে বাগানে যাবার জন্যে পা বাড়াবে।"

রাঙ্গা-বৌ ভাতের থালা হাতে নিয়ে নীরবে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে অন্য ঘরে চলে গেল।

কাজ প্রায় পনের আনা হাসীল ভেবে—সাতকড়ী হাসতে হাস্‌তে বাগানে ফিরে এল। দু'একদিন সাতকড়ীর মুখে এই নরুকে প্রস্তাব শুনে রাঙ্গা-বৌ একদিন রাগ সাম্‌লাতে না পেরে বলে ফেল্লে,—"ঠাকুর-পো! এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে তুমি বেরিয়ে যাও,—নইলে ভাল হবেনা ব'লছি।"

তার মুখের চোখের ভাব—গলার আওয়াজ আর রকম-সকম দেখে সাতকড়ী ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! কি ব'লতে যাচ্ছিল,—রাঙ্গা-

বৌ তা'কে আর কোন কথা ব'লতে না দিয়ে গর্জ্জে উঠ্‌লো,—"ভাল কথায় ব'লছি—এখুনি বেরোও! খবরদার—এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসোনা! শীগ্‌গির আমরা এ বাড়ী বিক্রী করে, তোমাদের যে টাকা নিয়েছি—লোক মারফৎ পাঠিয়ে দোবো।"

সাতকড়ী পদাহত কুক্কুরের মত ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তিন চার দিন সাতকড়ী বা বৈদ্যিনাথ ডাক্তার আসেনা দেখে দয়ারাম তার ছোট ছেলেটীকে দিয়ে পাশের বাড়ী থেকে বৈদ্যিনাথকে ডাক্‌তে পাঠালে। রাঙ্গা-বৌ স্বামীকে ব'ল্লে,—"না,—তাদের ডেকে কাজ নেই। তাদের মত লোক এ বাড়ীতে না আসাই ভাল।"

দয়ারাম একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে—"খুব ভদ্রতা বটে তোমার! এই দুঃখের অবস্থায় তারা আমাদের এত উপকার ক'চ্ছে—এত সাহায্য ক'চ্ছে,—অমনি তারা বদ্‌লোক হয়ে গেল? বলি,—অপরাধটা কি হ'ল তাদের শুনি!"

শয্যাগত—পীড়িত—সংসারযাতনাক্লিষ্ট স্বামীকে সাতকড়ীর বা মেজ বাবুর উদ্দেশ্যের কথাটা বলা যুক্তিসিদ্ধ নয় মনে করে—রাঙ্গা-বৌ শুধু এইটুকু ব'ল্লে,—"না—অপরাধ এমন বিশেষ কিছু হয়নি। তবে, কথাটা হ'চ্ছে,—এ'রকম বাইরের লোক এসে আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে এত ঘনিষ্ঠতা ক'চ্ছে দেখ্‌লে লোকে কি মনে ভাববে—তা তো বুঝ্‌তে পার! বিশেষতঃ, ওঁরা বড়লোক! তাই বল্‌ছিলুম,—অত মাখামাখি ওঁদের সঙ্গে না করাই ভাল।"

দয়ারাম আরও একটু রাগ করে বল্লে—"কথায় বলে—মেয়েবুদ্ধি! ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে রুগীকে যদি দেখ্‌তে আসে কিম্বা অবস্থা খারাপ দেখে একটু যদি সাহায্য করে—তা'হ'লে লোকে মন্দ ভাব্‌বে? ভাব্‌লে তো ভাব্‌লে,—আমার বড় বয়েই গেল। উপকার কর্ব্বার

বেলায় কোন বেটাবেটী নেই,—মন্দ বল্‌বার বেলায় সকলে আছে। আমি ও সব গ্রাহ্যই করিনা।” শুধু স্বামী-স্ত্রীতেই এরকম কথাবার্ত্তা হ’ল না। রাঙ্গা-বৌয়ের বড় বোন্ (হরি বাবুর স্ত্রী) প্রত্যেক দিনের ঘটনা—প্রত্যেক লোকের (সাতকড়ীর বা বদ্যিনাথের বা মেজ বাবুর) কথাবার্ত্তা বোনের কাছে শুন্‌তে পেতো। সেও একদিন ভগ্নীপতিকে বল্লে,—“দয়ারাম! ও সমস্ত লোকের চরিত্র শুনেছি বড় খারাপ—”

দয়ারাম তা’কে আর বেশী কথা বল্‌তে না দিয়ে ধম্‌কে বলে উঠ্‌লো,—“আমি বেশ ক’র্ব্ব—ওদের এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবো;—ইচ্ছে হয়, তোমরা না আস্‌তে পার।”

কাজেই এর ওপোর আর কারুর কথা চলেনা। বদ্যিনাথ ডাক্তার এসে দয়ারামকে ব’ল্লে—“বাবাজি! বৌমা আমাদের এ বাড়ীতে ঢোকা বন্ধ ক’ল্লেও কি গণেশ বাবু, সাতকড়ী কিম্বা আমি,—এ অবস্থায় তোমায় ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হ’য়ে থাক্‌তে পারি? প্রত্যহ মেজ বাবু, সাতকড়ী আমার বাড়ীতে এসে দু’চার ঘণ্টা বসে তোমার অসুখের খবর নিচ্ছেন; গঙ্গারাম পাত্র, যার কাছে তোমার সর্ব্বস্ব বন্ধক আছে,—তা’কে ডাকিয়ে এনে দাতাকর্ণ মেজবাবু তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ করে তোমাকে নিশ্চিন্ত কর্ব্বার মতলব করেছেন। অবিশ্যি, এ টাকা তোমাকে তিনি দান ক’র্ত্তে চাইছেন না। মেজবাবু বলেন—‘দয়ারাম বাবুর টাকার ভাবনা ভেবেই এই অসুখ। বেচারা যদি একটু টাকার বিষয় নিশ্চিন্তি হতে পারে, তা’হ’লে মাসখানেকের মধ্যে খাড়া হ’য়ে উঠ্‌তে পার্ব্বে।’ সেই জন্যে—তোমারই উপকারের জন্যে—তোমার জীবন রক্ষার জন্যে তোমার দেনাপত্তরগুলো শুধে দিতে চান। তারপর তুমি ভাল হয়ে উঠে—কাজকর্ম্ম করে রোজগারপাতি করে কিছু কিছু করে মেজ বাবুর দেনা শোধ করে দিও। বড়লোক ওঁরা,

তোমার কাছ থেকে তো সুদ নিতে পার্ব্বেন না। আর সুদই যদি নেবেন, তা'হ'লে তোমার উপকার করা হ'ল কই ?"

বদ্যিনাথের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে দয়ারাম হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লো,—"দেখুন দিকি কাকা, হারামজাদী রাঙ্গাবৌয়ের আক্কেল! বলে কিনা—ওরা বদ্‌লোক,—ওদের বাড়ী ঢুকতে দোবোনা! ছুঁড়ীর মতলব—আমি গাছতলায় পড়ে মরে থাকি,—উনি নিজের পথ দেখে ন্যান্! খ্যাংরা মারি অমন মাগের মাথায়!"

বদ্যিনাথ হেসে হেসে বল্‌তে লাগ্‌লো—"বুঝ্‌লে বাবাজি,—সাতকড়ীও ছেলেমানুষ, বৌমাটীও আমাব ন্যাকা হাবা মানুষ। কেউ কারও কথা বুঝ্‌তে পারেনি—তাইতে এই গণ্ডগোল হয়ে পড়েছে। সাতকড়ী "বৌদি" হিসেবে বৌমাকে বুঝি কি একটা ঠাট্টা বোট্‌কেরা করেছিল ;—বৌমারও সরল প্রাণ,—ঠাট্টার মানে বুঝ্‌তে পারেনি,—চটে গিয়েছিলেন।"

দয়া। "মুক্ষু—মুক্ষু—ছুঁড়ী তাঁতির ঘরের আকাট মুক্ষু—তার ওপোর পাড়াগাঁয়ে থাকে ;—ও ভদ্রলোকের—বড়লোকের—সহুরে লোকের কথা বুঝ্‌বে কি? দু'খানা বাংলা নবেল নাটক প'ড়ে—মনে করেছে ভারি ওস্তাদ হয়েছে! বুঝেছ কাকা? তাই কেবল মনে ভাব্‌ছে—পৃথিবীশুদ্ধ লোক ওঁর ফরসা রং আর কাঁচা বয়েস দেখে—ওঁর ওপোর কু-মতলব করে ঘুচ্ছে ফিচ্ছে!"

বদ্যিনাথ। "ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ। মা-ঠাক্‌রুণ্‌টী আমার নিতান্তই বালিকে। মেজবাবু—গণেশ মণ্ডল মশাই—আমার অতি নিকট-আত্মীয়। আমি জানি—ওঁর চরিত্র,—যাকে বলে খাঁটী গঙ্গাজল। ক'ল্‌কেতা থেকে মেজ বৌমা-ঠাক্‌রুণ্ বাগানে এসেছেন কিনা! তিনি মেজ বাবুকে বল্‌ছিলেন, 'দয়ারাম বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ কর্ত্তে

ইচ্ছে যায়।' তা, বড়লোক—রাজরাণী হ'লেও টাকার দেমাক অহঙ্কার কিছুমাত্র তাঁর নেই। তিনি নিজেই আস্‌তেন তোমাদের বাড়ী,—তা'—এখানে এসেই ক'দিন একেবারে একজ্বরী হয়ে পড়ে আছেন—নইলে—"

দয়ারাম। "রাঙ্গাবৌ যাবে বইকি—অবিশ্যি যাবে। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেও কাকা! আমি বলছি—তুমি নিয়ে যেও! ও যদি যেতে না চায়—আমি ওর মুখদর্শন ক'র্ব্বনা—"

এই সব কথাবার্ত্তার পর বদ্দিনাথ ডাক্তার উঠে চলে গেল। দয়ারাম স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি অপমান ক'ল্লে। রাঙ্গাবৌ একটী কথারও উত্তর দিলেনা। অভাগিনী মনে মনে বুঝ্‌লে,—তিন বৎসর শয্যাশায়ী থেকে, দেনার ভাবনা ভেবে,—সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে।

পরদিন সকাল না হ'তে হ'তেই সাতকড়ী এসে উপস্থিত। দয়ারাম রাঙ্গাবৌ—স্বামী স্ত্রী দু'জনেই তা'র খুব খাতীর ক'ল্লে। বিশেষতঃ, রাঙ্গাবৌ আজ যেন একেবারে নতুন হয়ে গেছে। সাতকড়ীর সঙ্গে নিজে যেচে সেধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলে। সাতকড়ী বুঝ্‌লে—আজই বাজীমাৎ! রাঙ্গাবৌ সাতকড়ীকে নিরিবিলীতে ডেকে বল্লে,—"ঠাকুরপো! আমি যদি মেজ বাবুর বাগানে যাই—তা'হ'লে সেদিন যা বলেছিলে,—যাবার আগে দশ হাজার টাকা নগদ দেবে?"

সাতকড়ী একথা শুনে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লে—"কবে যাবে বলনা বৌদি! যাবার পাঁচঘন্টা আগে তোমার হাতে নগদ দশহাজার টাকা গুণে দিয়ে তবে তোমাকে গাড়ীতে তুল্‌ব। আমি কায়েৎ বাচ্ছা,—আমার কাছে জাল জুচ্চুরী নেই! কবে যাবে বল? কাল?"

"আচ্ছা—কাল টাকা নিয়ে এস। আমি কালই রাত্রে যাব।

কিন্তু আগে টাকা না পেলে যাবনা—তা বলে দিচ্ছি। এতে যদি বিশ্বাস না কর, না ক'র্ব্বে। আমি কিন্তু টাকা আগাম চাই!"

"তথাস্তু" বলে সাতকড়ী বিদায় হ'ল।

পরদিন বেলা চারটে পাঁচটার সময় নগদ দশহাজার টাকা নিয়ে সাতকড়ী বদ্যিনাথ ডাক্তার উপস্থিত হ'ল। রাঙ্গাবৌ টাকাগুলো গুণে নিয়ে সাতকড়ীকে ব'ল্লে—"রাত্রি ৯টার সময় ঐ রাস্তার মোড়ে গাড়ী রেখো—আমি ঠিক যাব। আমায় অবিশ্বাস কোরোনা। বড় মানুষের টাকা হজম করে ফাঁকি দেবার শক্তি আমার মতন ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের নেই,—এটা স্থির জেনো ঠাকুরপো!"

সাতকড়ী যথাস্থানে গাড়ী রেখে বদ্যিনাথ ডাক্তারের বাড়ীতে ব'সে অপেক্ষা ক'র্ত্তে লাগ্‌ল।

একটা হাত-বাক্সে সমস্ত টাকাগুলো—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে রেখে, সেটাকে একখানা উড়্‌নিতে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে রুগ্ন স্বামী দয়ারামের কাছে গিয়ে রাঙ্গাবৌ ব'ল্লে,—"এই বাক্সটা কাছে নিয়ে শুয়ে থাকো, কোনরকমে একে কাছছাড়া কোরোনা। এই নাও চাবি। কাল সকালে বাক্স খুলে, যে ওষুধটা মোড়ক করা আছে—সেইটে খেও—"

দয়ারাম উড়্‌নি জড়ানো বাক্সটা চাবিসমেত নিয়ে বুকের কাছে রেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"সেজেগুজে কোথায় চ'ল্লে?"

"দিদির সঙ্গে বাবাঠাকুরের তলায় হত্যে দিতে। আজ রাত্রে ফির্‌তে নেই। কাল সকালে তুমি ঐ বাক্স থেকে ওষুধ খাবার পর সুধীর মা ঝিকে দিদির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় খবর দিও—আমি চলে আস্‌বো! এত রকম ওষুধপত্র তো খাওয়ানো গেল,—দেখি এই 'দৈবটা' করে;—আমার বিশ্বাস—এতেই তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বে।"

দয়ারাম। "এ ওষুধ দিলে কে?"

রাঙ্গাবৌ। "আজ ব'লব না,—কাল শুনো এখন। এ সম্বন্ধে আজ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা। আমি চল্লুম,—দিদির বাড়ী থেকে পাল্‌কী নিয়ে ঝি এসেছে—"

স্বামীর পায়ের ধূলো নিয়ে—নিদ্রিত ছেলেটীকে হাজার হাজার চুমো খেয়ে—সুখীর মা ঝিকে সদর দরজাটা বন্ধ ক'র্ত্তে বলে—রাঙ্গাবৌ ঠিক সময়ে মেজ বাবুর গাড়ীতে চড়ে বাগানে উপস্থিত হ'ল। বাগানে বাবুদের সঙ্গে লোক-দেখানো একটু ফর্ত্তি করে—মদের গেলাস্‌টা মুখে ঠেকিয়ে—হয়তো বা দু'এক ফোঁটা খেয়ে—বাবুদের খুব বিশ্বাস জন্মিয়ে—মাঝে মাঝে হলঘর থেকে উঠে বাগানে এধার ওধার ঘুরে ফিরে সমস্ত দেখে শুনে ঠিক করে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ "বাইরে থেকে আসি" বলে নিশুতি রাত্রে গলায় ছোট একখানা বাটনা-বাটা শিল বেঁধে পুকুরে নেবে হাত পা ছেড়ে একেবারে মধ্যিখানে ডুব দিলে! ব্যস—সেই এক ডুবেতেই তার জীবনের শেষ।

(৫)

পাপ কাজের পরিণাম হাতে হাতে,—এটা প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কুসংস্কার বলুন—আর যাই বলুন,—আমার বিশ্বাস,—মেজবাবু যদি এই ভীষণ পাপে পাপী না হতেন,—এই রকমে একটী সতীলক্ষ্মীর সর্ব্বনাশের—এমন কি তার প্রাণনাশের কারণ না হতেন, তাহ'লে তাঁকে নির্ব্বংশ হয়ে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হ'ত না। পাপের ভরা চারপো হলেই ধ্বংস হ'তে হয়। হতভাগা সাতকড়ী মেজবাবুর

মহাপাপের সহায়তা করেছিল বলে—হাতে হাতে তাকেও ভীষণ শাস্তি পেতে হয়েছিল। কি ভাবে—তা বল্‌ছি।

আগেই বলেছি—মায়াবিনী অভিনেত্রী শরৎকুমারীর সঙ্গে বছর খানেক ধরে সাতকড়ীর প্রেমলীলাভিনয় খুবই চলেছিল। ভদ্রলোকের ছেলে,—সদ্বংশজাত কায়স্থ-সন্তান—হতভাগা সাতকড়ী দত্ত, শরৎকুমারীর প্রেমে পড়ে এমন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়েছিল যে, তার ভেতরে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও কিছু ছিলনা। মাসের মধ্যে দুদিন বাড়ী যেতো কিনা সন্দেহ। অথচ—বাড়ীতে বুড়ো মা আছেন, স্ত্রী আছেন, একটা ছেলে আছে। মাথার ওপোর দুই বড় ভাই আছেন; তাঁরাই তার সংসার চালায়,—তার স্ত্রীপুত্রকে খেতে প'র্ত্তে দেয়;—আর সাতকড়ী বাবু মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ীতে পড়ে থাকেন,—সেইখানেই আহারাদি বসবাস করেন;—প্লের রাত্রে মদ্য টদ্য খেয়ে শরৎকুমারীর সঙ্গে জোড়ে এসে অভিনয় করেন,—আবার অভিনয়ান্তে তারই সঙ্গে তার শ্রীমন্দিরে ফিরে যান। রিহার্স্যালে যেদিন খুসী সেদিন দয়া করে আসেন। ইচ্ছে না হ'ল, কিম্বা ফূর্ত্তিতে মেতে গেলেন তো দু পাঁচ দিন দেখাই দিলেন না।

যদি বলেন—এ রকম লোক থিয়েটারে রাখ্‌বার দরকার কি? সাতকড়ী কি খুব ভাল অ্যাক্‌টার? রামচন্দ্র! সাতকড়ী দত্তের মতন অভিনেতাকে কোনো থিয়েটার কোম্পানী মিনি পয়সায়ও দলে রাখ্‌তে চায়না। কিন্তু তাহ'লে কি হয়? নাট্যজগৎ বড় মজার জ্যায়গা! এখানে গুণের আদর যত হোক্ না হোক্,—কেউ যদি বরাতক্রমে কোন বড় দরের অভিনেত্রীকে বাগিয়ে "নিজস্ব" ক'র্ত্তে পারেন, সেই অভিনেত্রীর দোহাই দিয়ে নাট্যজগতে তিনিই "মালেক্"। তিনি তাহ'লে থিয়েটার কোম্পানীর সমস্ত লোকের (অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ থেকে

আরম্ভ করে যায় ঝাড়ুদার বেহারাটার পর্য্যন্ত) মাথায় পা দিয়ে চল্‌বেন। তিনি যদি থিয়েটার-দলভুক্ত হন্, তাহ'লে তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে বড় "পার্ট" দিতেই হবে,—তা—তিনি অভিনয় ক'র্ত্তে পারুন আর নাই পারুন। তিনি যদি নাট্যকার হ'তে সাধ করেন,—তাঁর নাটক অতি কদর্য্য হলেও—তা অভিনয় ক'র্ত্তেই হবে। তিনি যদি ম্যানেজারের পদ-প্রার্থী হন, তাহ'লে বাপের সুপুত্র হয়ে তাঁকে সেই "মহাপদ"টীতে বাহাল ক'র্ত্তেই হবে। নইলে—বড় অভিনেত্রীটী হাতছাড়া হয়। মোটকথা,—যাঁর হস্তগত অভিনেত্রীটী যে দরের বা যে ওজনের, তাঁকে সেই রকম "পসার" দিতেই হবে।

গিরিবালা, যমুনা বাই প্রভৃতি নামজাদা অভিনেত্রীরা একে একে পার্‌ল্ থিয়েটার থেকে সরে পড়বার পর, শরৎকুমারী এখন সেখানে "এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।" এই শরৎকুমারীটীও যদি কোন কারণে খসে পড়েন, ব্যস্—তাহ'লেই পার্‌ল্ থিয়েটারের দরজায় চাবি প'ড়বে। কাজেই—শত সহস্র অত্যাচার সহ্য করে সাতকড়ীর মন জোগাতে আমরা সকলেই ব্যস্ত।

কথায় বলে—"লম্পটস্য নানা গতিঃ"। হঠাৎ কিছুদিন পরে দেখি—শরৎকুমারীর সঙ্গে সাতকড়ীর বিচ্ছেদ ঘটেছে। এমন বিচ্ছেদ যে, কেউ কারও ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। "নৈনি" নামে একটা মেয়ের সঙ্গে সাতকড়ী জুটে গেছে। মেয়েটা দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়। নাচ্‌তে গাইতে অভিনয় ক'র্ত্তে মন্দ পারেনা। মন দিয়ে শিখ্‌লে—কালে একজন বড় অভিনেত্রী হ'তে পার্ত্তো। কিন্তু হ'লে হবে কি? বাংলা দেশে অভিনেত্রী তৈরী হবার আর কি উপায় আছে? বারো তেরো বছরের "পুঁটকে" মেয়েটা যেই একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে ষোল সতেরো বছরের হয়ে উঠ্‌লো,—যেই সে একটু অভিনয়ে বা নৃত্যগীতে নৈপুণ্য দেখিয়ে

দর্শকদের নজরে পড়লো,—ব্যস্, অম্নি থিয়েটারের ভেতোর যদি কেউ "খেলোয়াড়" ছোক্‌রা থাকেন, তিনি বাগিয়ে নিয়ে তাকে হস্তগত কল্লেন,—আর প্রেমের পাঠশালায় দিনরাত্তির পড়িয়ে দুএক মাসেই তাকে "বিদ্যেসাগর" করে তুলে তার উন্নতির পথে একেবারে বিষের কাঁটা ছড়িয়ে দিলেন। আর নয়তো—দর্শকের মধ্যে থেকে পয়সা-ওলা এক প্রেমময় গজিয়ে উঠে তাকে একেবারে নাট্যজগৎ থেকে উধাও করে নিয়ে "প্রেমসায়রে" সুখের তরী বেয়ে "লম্পট-জীবন" সার্থক কল্লেন। শরৎকুমারীর প্রেমামৃত বৎসরাবধি পান করে লম্পটশিরোমণি সাতকড়ীর তা'তে যখন অরুচি জন্মে গেল,—তখন সে "নৈনি" যুবতীর প্রেমসাগরে লম্ফ দিয়ে পড়ে একেবারে এমন ডুব মেরে অদৃশ্য হ'ল যে, আর তার পাত্তা পর্য্যন্ত পাওয়া গেলনা। সঙ্গে সঙ্গে "নৈনি" বিবিও অন্তর্দ্ধান। ভাব্‌লুম—জোড়াকে জোড়া বিদায় হয়েছে, আপদ গেছে।

শরৎকুমারীর এখন দেখ্‌লুম, একেবারে বিষম বিরহিণী ভাব। মুখ সদাই বিষণ্ণ, প্রাণে যেন সুখশান্তি নেই! সে রকম নানা ঢং'য়ে চুলবাঁধা নেই, সে রকম নিত্যনতুন সাজের বাহার নেই;—মুখের হাসি কে যেন গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। আস্‌তে হয় আসে,—পার্ট্ প্লে কর্ত্তে হয় প্লে করে; যতটুকু কথা না কইলে নয়, লোকের সঙ্গে ততটুকুই কথা কয়। দেহ যেন এলিয়ে পড়ছে, হাত পা যেন অবশ! কিন্তু তার ভেতোর দেখেছি,—চোখের দৃষ্টি,—ওরে বাপ্‌রে—সে যেন "মানুষ খাই খাই" গোছের। আমি কোন কাজের জন্যে যখুনি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই কিম্বা সে যখন আমার কাছে মাইনে নিতে বা কোন কথা ব'ল্‌তে আসে, আমার বুকটা এমন ধড়াস ধড়াস করে—যে, মনে হয় বুঝি ব অ মার হার্টফেল্ হবে! মনে মনে দুর্গানাম জপ করে আমি যত শীগ্‌গির পারি তার সান্নিধ্য ত্যাগ করি।

কবি বলেছেন—"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে, বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" আমি বলি—"এক লোক যাবে পুনঃ অন্য লোক হবে। বেশ্যার নাগরাসন শূন্য নাহি রবে!" শরৎকুমারীর হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করে ব'স্‌লো—ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব হ্যাণ্ড্‌বিল্‌-পেলাকার্ড্‌-মারা সেই বেটা "কেষ্টা!" খাল কেটে কুমীর আমিই এনেছি। শরৎকুমারীর অনুরোধ এড়াতে না পেরে—অগত্যা আমার চক্ষুঃশূল ঐ কেষ্টাকে শেষে আমাদেরই থিয়েটার নিতে হয়েছে। যাক্‌ বাবা! "তেলাকুচোও কোকিল পেয়ে ধন্য হয়েছে,—কোকিলও তেলাকুচো পেয়ে মজে গেছে!" শরৎকুমারী বিবি অকুল বিরহসমুদ্রে কুল পেলেন। হরি হরি বল ভাই!

দিন পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ শুনি,—সাতকড়ী চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে গেছে। কেষ্টার মুখে শুনলুম—"শরৎকুমারীর গহনা চুরী করে সাতকড়ী বাঁধা দিয়েছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।" কেষ্টা মহানন্দে দু'পকর নেচে নিয়ে ব'ল্লে—"এইবার 'সেতো' শালার জেল কোনো শালা ঘোচায় না!" হোলোও তাই! তাই ব'ল্‌ছিলুম,—মহা-পাপের ফল হাতে হাতে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি।

নৈনিকে নিয়ে সাতকড়ী খুবই উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। নৈনিও সেই রকম; থিয়েটার, কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে দিনরাত্তির সাতকড়ীকে নিয়ে ফূর্ত্তি ক'র্ত্ত। নিজের গহনাগাঁটী যা ছিল,—হতভাগী তাই বেচে মনের সাধ মিটিয়ে নবনাগর সাতকড়ীর সঙ্গে একেবারে মেতে গিয়েছিল। মাস পাঁচছয় পরে,—কি জানি কি খেয়ালের বশে,—সাতকড়ী হঠাৎ একদিন শরৎকুমারীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। বহুদিন অদর্শনের পর শরৎকুমারী মনের মানুষটীকে পেয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে সাদরে আবাহন করে—প্রাণের জ্বালা জুড়োতে বোস্‌লেন।

শরৎকুমারী একজন বড় দরের অভিনেত্রী। সাতকড়ীর গলা ধরে হাপুষ-নয়নে কেঁদে, তার বুকখানা ভাসিয়ে দিলে। সে যত কাঁদে,—সাতকড়ীও তত কাঁদে। মান অভিমান—কান্নাকাটী—দিব্যি দিলেশার পর বড় সুখেই দু'জনের পুনর্মিলন হ'ল। তখুনি শরৎকুমারী হারানিধির অভ্যর্থনার জন্যে মদ্য—মাংসাদির জোগাড় করে ফেল্লে। ব্যস—সাতকড়ী দু'পাত্র টেনেই শরৎকুমারীর মাথায় হাত দিয়ে নৈনিকে সেইখান থেকেই তাল্লাক দিয়ে দিলে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন কেটে গেল! কোথা দিয়ে কেটে গেল—কারও হুঁস্ নেই। দু'জনের যখন মজার ফোয়ারা ছুটেছে, তার মাঝখানে শরৎকুমারী খানকতক সোণার গহনা পুঁটুলি বেঁধে এনে সাতকড়ীকে দিয়ে ব'ল্লে, "পাঁচ ছ' মাসের বাড়ীভাড়া জমে গেছে ভাই,—বাড়ীউলি বড্ডই তাগাদা ক'চ্ছে। হাতে একটী পয়সা নেই। আমাব এই গহনাগুলো কোথাও বাঁধা দিয়ে শ' তিনেক টাকা আমাকে যত শীগ্গির পারিস্ এনে দে!" সাতকড়ী গহনাগুলো নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হ'ল, বাড়ী না গিয়ে একেবারে সটান গিয়ে উঠ্লো নৈনির বাড়ীতে। নানা রকম মিথ্যে কথা বলে নৈনিকে বুঝিয়ে তারই ডেরায় ফের্ আড্ডা জমিয়ে বোস্লো। শরৎকুমারীর গহনাগুলো দেখে নৈনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, "গয়না কার?" সাতকড়ী আসল কথা গোপন করে ব'ল্লে—"এগুলো আমার স্ত্রীর গয়না। বাড়ীতে বিশেষ টাকার দরকার; চল্ দিকি—তোদের বাড়ীউলির কাছ থেকে শ' চারেক টাকা ধার করে নিয়ে আসি।" সাতকড়ী নৈনি—দু'জনে মিলে বাড়ীউলির কাছ থেকে সেই সব গয়না বাঁধা রেখে চারশো টাকা নিয়ে এসে—আবার ফূর্ত্তি ক'র্ত্তে লেগে গেল। নৈনির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সাতকড়ী তিনশো টাকা নৈনির বাক্সতে একধারে রেখে, বাকি একশো টাকা

নৈনিকে দিয়ে ব'ল্লে—"এই থেকে তুই খরচ কর্—এ টাকা তোকে দিলুম। ও তিনশো টাকায় হাত দিস্‌নি।" নৈনি নিজের একশোটা টাকাও সেই বাক্সতেই অন্যধারে রেখে দিলে। দু'জনের খুব ফূর্ত্তি চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

সাতকড়ী মনে ভেবেছিল,—এরই মধ্যে এক সময় সুড়ুৎ ক'রে নৈনির বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরৎকুমারীকে টাকা তিনশো দিয়ে আসবে। আর এটাও তার মতলব ছিল,—দু'নৌকোতে পা দিয়ে দুটোকেই বেয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু—তা কি হয়? কথায় বলে—"দু-নৌকোয় পা দিলে ফাঁক্ হবে চমৎকার!" আজ যাব—কাল যাব করে—প্রায় দশ বারো দিন কেটে গেল,—সাতকড়ী যাবার আর ফুর্‌সৎ পেলেনা। যায় কি করে গা? "যাই" ব'ল্লেই নৈনি কেঁদে মাথা কুটোকুটী করে। "বাড়ী যাব" ব'ল্লেই নৈনি বলে,—"চল—আমি তোমার সঙ্গে যাই। আমি গাড়ীতে বসে থাক্‌ব,—তুমি চোঁৎ করে বাড়ীতে একবার দেখা দিয়েই গাড়ীতে চলে এস!" উঃ—কি প্রেম! আর কি-ই বা তার গভীরতা! এমন প্রেম না হ'লে কি আর ভদ্রসন্তান নিজের ইহকাল পরকালের মাথা খায়? না, —বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে একেবারে "ব্যোম ভোলানাথ সদাশিব" হয়ে পড়ে?

একাধারে নাগর ও গুপ্তচর সেই "কেষ্টা" শরৎকুমারীকে সাতকড়ীর সমস্ত পাকা খবরই এনে দিলে। তারই পরামর্শে,—তারই উদ্যোগে,— তারই "ওস্কানিতে" প্রতিহিংসাপরায়ণা শরৎকুমারী পুলিশে গিয়ে একেবারে "ডায়েরি" করিয়ে এল,—"আমার ঘর থেকে অমুক অমুক গয়না চুরি গেছে। কে চুরি করেছে—বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।" কেষ্টার গোয়েন্দাগিরিতে পুলিশ সদলে তৎক্ষণাৎ নৈনির বাড়ীতে গিয়ে

উপস্থিত। বাড়ীউলির কাছ থেকে বামাল বা'র করে—এক সঙ্গে বাড়ীউলি, নৈনি এবং সাতকড়ীকে চালান্ দিলে।

মকদ্দমা হ'ল। শরৎকুমারীর চাকর আর অন্যান্য ভাড়াটে মেয়েমানুষরা একবাক্যে পরিষ্কার সাফাই গাইলে,—"হঠাৎ একদিন সাতকড়ী এসে মদ খাইয়ে শরৎকুমারীকে অজ্ঞান করে ফেলে চুপি চুপি ঘর থেকে স'রে যাচ্ছে দেখ্‌লুম্। উড়ুনিতে ঢাকা কিসের একটা পোঁট্‌লা তার হাতে ছিল; দেখে আমাদের কেমন সন্দেহ হ'ল; আমরা তখুনি শরতের ঘরে গিয়ে তা'কে চেতন করিয়ে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। সাতকড়ীর পক্ষের উকীল অনেক চেষ্টা করেছিলেন,—কিন্তু কোন ফলই হোলোনা। উপরন্তু, নৈনি এবং তার বাড়ীউলি পর্য্যন্ত ব'ল্লে, "সাতকড়ী আমাদের বলেছিল,—এ সমস্ত গয়না তার স্ত্রীর। বাড়ীর বিশেষ কাজের জন্যে টাকার দরকার,—তাই বাঁধা দিচ্ছে।"

বিচারে সাতকড়ীর আট মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম হ'ল। জেলে যাবার সময় সাতকড়ী মামুলি একটা উপদেশবাণী আউড়ে গেল,—"ভাই। ভদ্রসন্তান কেউ কখনো বেশ্যার প্রেমে মোজোনা। তা হ'লেই তার আমার মতন দশা অনিবার্য্য!"

কথাটা নেহাৎ পুরোণো ব'লে আদালতে সবাই হেসে উঠ্‌লো;—আমি কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝলুম—"হোক্ পুরোণো কথা! এ মহাসত্য সাতকড়ী আজ যেমন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, এ অবস্থায় না প'ড়লে—তেমনটী আর কেউ কখনো কিছুতেই উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারেনা!"

(৬)

কি অশুভক্ষণেই পাঁচজনের পরামর্শে পাব্‌ল্‌ থিয়েটারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলুম! আমার প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই বেশ রীতিমত হয়েছে। বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্র বাবু, জ্যোতিঃ বাবু,—যাদের উৎসাহে এবং কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে—নিজের যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি পরিবারের কাণের মাকড়ীগুলো পর্য্যন্ত বিক্রী করে থিয়েটারে এনে পুরেছি, তাঁরা দেখি দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। নামে এঁরা সকলেই বখ্‌রাদার,—কিন্তু মূলধন ঢাল্‌বার বেলায় আমি। প্রায় এক বছর ঘুরতে গেল, বিশ্বনাথ বাবুর সেই পাঁচশো টাকা দেওয়া ছাড়া আর একটী পয়সাও কেউ ঘর থেকে আন্‌লেন্‌ না;—উপরন্তু, প্রতি অভিনয়রাত্রে যে যাঁর খরচ নিয়ে অম্লানবদনে ঘরে যাচ্ছেন। আমি যে কেমন করে থিয়েটারের খরচ চালাই, সেদিকে মোটেই কারও দৃষ্টি নেই। তার ওপোর,—গার্ড্‌ থেকে আরম্ভ করে এ্যাক্‌টার, ম্যানেজার, চাকর বেহারা—সবাই চোর। ফাঁক্‌ পেয়েছে কি অম্নি গাঁ্যাড়া মেরেছে! বড় বড় বাবুরা, (ম্যানেজার মশাই, নামজাদা এ্যাক্‌টর মশাই প্রভৃতি) সারবন্দি লোক বসিয়ে দিয়ে দয়া করে টিকিট-ঘরে আমাকে এসে জানালেন,—"আমার আজ পাঁচজন লোক এসেছে!" একদিন গোপনে সন্ধান নিয়ে জান্‌লুম,—একজন আমাদের বড়দরের এ্যাক্‌টার বাবু গোটা চার পাঁচ টাকা ঘুস নিয়ে জন দশেক লোক "পাশে" ঢুকিয়েছেন। গার্ড্‌ মশাইদের তো কথাই নেই। চারগণ্ডা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজেই লোক ছাড়ছেন। এ'দিকে টিকিট-ঘরে বিক্রির টাকা—শনিবারে খুব বেশী হোলো তো দু'শো, আর রবিবারে শ'খানেক্‌। অডিটোরিয়মে কিন্তু লোক দেখ্‌লে মনে হবে—দু'হাজার টাকা বিক্রী! আমি তো আর পারিনা! একা ক'দিকই বা সাম্‌লাই? এখনকার মত তখন তো আর

"সিটের" নম্বর ছিলনা,—কাজেই, বোঝা যেতোনা—কে কত চুরী ক'ল্লে,—কে কা'কে ঢোকালে। এর ওপোর,—পাশের ঠ্যালায় অস্থির। রাস্তায় যদি কোন আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল,—তিনি অগ্নি দন্ত বিস্তার করে ব'লে ব'সলেন,—"আরে দীনু—তুমি থিয়েটারের কর্ত্তা হয়েছ—তা তো জানিনা! তা—এই শনিবারেই গুষ্টিশুদ্ধ আমরা যাচ্ছি! তোমার থিয়েটার আমরা পয়সা খরচ করে দেখ্‌ব কি?"

আমি মনে মনে বল্লুম—"যে আজ্ঞে—বড় বাধিত হলুম!"

দিনকতক টিকিট বেচা ছেড়ে দিয়ে নিজে গার্ড্‌গিরি ক'র্ত্তে লেগে গেলুম। দু' পাঁচজন খুব বিশ্বাসী লোক রেখে নজর ক'র্ত্তে সুরু কল্লুম, কোন্‌খান্ দিয়ে চুরি হয়! কিন্তু ধরি কা'কে? কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে পরম বিশ্বাসীও বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। শুধু তাই নয়। টিকিট বেচার ভার যার হাতে দিই,—সে তো পুকুরচুরি ক'র্ত্তে আরম্ভ করে! তখন প্রাণের দায়ে আবার গিয়ে টিকিট বেচ্‌তে বসি। এরকম করে কি থিয়েটার চালানো যায়? বিশেষতঃ—যে কাজে মাগীমদ্দ, ছোঁড়া বুড়ো সবাই চোর—সবাই বিশ্বাসঘাতক! কিসে থিয়েটার বজায় থাকে, কিসে দু'দশজন বড়লোক থিয়েটারে এসে দু' একখানা বক্স্‌-টক্স্‌ কেনে, সে দিকে কারও লক্ষ্য নেই! সবাই আপন আপন কাজ গোছাবার জন্যেই ব্যস্ত।

অনেক কারণে এ্যাক্‌টারদের দুর্ণাম বাজারে রটে গেছে। সকল এ্যাক্‌টারদের কথা ব'ল্‌ছিনা, জনকতক হতভাগা এ্যাক্‌টার আছে,—তা'রা অডিটোরিয়মে মাঝে মাঝে এসে অথবা গার্ড্ মারফৎ খবর নিচ্ছে, কোনো শীকার জুটেছে কিনা! অর্থাৎ, কোনো "কাপ্তেন" থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছে কিনা! ব্যস্—তাহ'লেই তার সঙ্গে জুটে যান আর কি! তাহ'লেই সে রাত্রের মত তাদের মদ্যমাংসের সংস্থান হয়ে গেল! আবার

সেই "কাপ্তেনের" যদি কোন অভিনেত্রীর ওপোর নজর থাকে,—তাহ'লে তো বাবুদের একেবারে (যাকে বলে) "রাম-রেল্" ব্যাপার! কিছুকাল ধরে তার স্কন্ধে "দ্যাওট্ ফূর্ত্তি" চ'ল্ল!

তবে একটা সুবিধে,—এ সব "কাপ্তেনরা" মিনি পয়সায় থিয়েটার দেখ্তে আসেন না। এঁরা রীতিমত টাকা দিয়ে প্রত্যেক অভিনয়রাত্রে থিয়েটার দেখেন। বিশেষতঃ, আমি এই শ্রেণীর এ্যাক্টার বাবুদের হাতে ধরে মিনতি করে বলেছি,—"দোহাই দাদা! নিজেরা ফূর্ত্তি ক'চ্ছ কর, আমার তা'তে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই;—কিন্তু, আমার থিয়েটারের লোকসান কোরোনা। কাপ্তেন বাবুদের মিনি পয়সায় থিয়েটারে ঢুকিওনা।" এ বিষয়ে যে তা'রা ধর্ম্ম রেখেছিল,—একথা আমি শপথ করে ব'লতে প্রস্তুত আছি!

এই রকম একটা "কাপ্তেনের" গল্প (—গল্প নয়—নিছক সত্যি কথা) বলি শুনুন। একটী ছোক্‌রা দেখি—খুব বাবু সেজে প্রতি অভিনয়-রাত্রে চার টাকার টিকিট কিনে এসে বসে। সঙ্গে দু'চার জন সঙ্গী থাকে; তাদের টিকিটের দাম ঐ ছোক্‌রাই দেয়। আমাদের থিয়েটারের ললিত, বিজয়, পাঁচু প্রভৃতি রাঘব বোয়ালের দল,—প্রথম প্রথম ছোক্‌রাকে "কাপ্তেন" বলে বুঝতে পারেনি। "কাপ্তেন" পদার্থটী প্রায়ই নামজাদা বড়লোকের বাড়ী থেকেই বেরোয়। সুতরাং, তার জুড়ীগাড়ী বা চাল-চলন দেখে সকলেই বুঝ্‌তে পারে যে অমুক বড়লোকের ছেলে "কাপ্তেনি" ক'র্ত্তে বেরিয়েছে! এ ছোক্‌রা যত বাবু সাজেই আসুক্,—চেহারাখানা দেখ্‌লে অতি গরীবের ছেলে বলেই মনে হয়! কিন্তু—উপর্যুপরি মাসখানেক ধরে তার কাপ্তেনি বা নবাবী চালে খরচপাতির কথা শুনে মধুগন্ধে অলিকুলের মত থিয়েটারের ম্যানেজার আদি করে ছুট্, বেহারাটী পর্য্যন্ত তার সঙ্গে মাখামাখি করে ফেল্‌লে। সত্যি কথা

ব'লতে কি,—আমিও বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা করে ফেলেছিলুম। না ক'র্ব্বই বা কেন? ভদ্রসন্তান প্রতি রাত্রে ৩৹।৪৹ কথনো বা ৫৹।৬৹।৭৹ টাকার পর্য্যন্ত টিকিট কেনেন,—তাঁর সঙ্গে ফূর্ত্তি না ক'ল্লেও—একটা কৃতজ্ঞতাও তো আমার দেখানো উচিৎ? কিম্বা অমন একটা বাঁধা খদ্দেরকে হাতে রাখ্‌তে হ'লে একটু মৌখিক আপ্যায়িত করাও তো দরকার! খবর নিয়ে জান্‌লুম,—ছোক্‌রা আমাদের থিয়েটারের ইন্দুবালা নামে "Dancing Girl" অর্থাৎ "সখীটীর" জন্যে উন্মাদ। কিন্তু হায়! ইন্দুর "স্বর্গাদপি গরিয়সী মা'ঠাকরুণ" তার বহুদিনের "বদ্ধ মাড়োয়ারী বাবুর" কবল থেকে মেয়েকে খালাস করে এ ছোক্‌রার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধ্‌তে প্রস্তুত নহেন। ক্রমে আরও জান্‌লুম,—ছোক্‌রার নিবাস সহরে নয়,—গঙ্গার ওপারে। জাতিতে তেলি। কোনো এক সওদাগরী অফিসে চাকুরি করে; বেশ মোটা রকমের উপ্‌রি রোজগারও আছে! রোজগার ব'লে রোজগার! যখুনি থিয়েটারে আসে,—পকেটে এক তাড়া নোট্! আর সেই নোট—যেন "হরিনোটের" মত দু'হাতে ছড়িয়ে দেয়। দামী দামী মদ, ভাল ভাল খানা,—একে ডেকে খাওয়াচ্ছে, ওকে ডেকে খাওয়াচ্ছে। ষ্টেজে ঢুকতে না পেলে কি হয়? বাইরে থেকেই বাবু ঢালোয়া হুকুম দিচ্ছে,—"যাও—এ জিনিস্ অমুক বিবিকে দিয়ে এস,—এ খাবার অমুক বিবিকে খাইয়ে এসো!" গ্রীষ্মকালে ফুলের সময় মোটা মোটা গোড়ে, ভাল ভাল তোড়া হরদম্ ষ্টেজের ভেতর পাঠাচ্ছে! পানওলা বেটা তো মাস খানেকের মধ্যে বড়লোক হয়ে গেল! প্রতি সপ্তাহে একখানা সোণার "মেডেল" কোনো না কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে উপহার দিচ্ছে! ইন্দুবালাকে তো একছড়া নেক্‌লেস্‌ই দিয়ে ফেল্লে! আমি তো দেখে শুনে অবাক্! ব্যাপার কি? এ

ছোক্‌রা কি মণ্ডলবাড়ীর মেজ বাবুর চেয়েও বড়লোক? উঃ—কত টাকাই না ঐটুকু ছেলে রোজগার করে!

একটা বুধবার রাত্রে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় এত জল দাঁড়িয়েছে যে, লোকে বাড়ী থেকে বেরুতেই পারেনা। সে রাত্রে থিয়েটারে জন চারেক দর্শক উপস্থিত। মোট বিক্রী দু'টাকা। আমরা পরামর্শ কল্লুম—"আজ রাত্রে থিয়েটার বন্ধ দেওয়া যাক্!" নন্দকিশোর (ছোক্‌রার নাম—) বরাৎক্রমে এসে উপস্থিত হোলো এবং থিয়েটার বন্ধ দিচ্ছি শুনে বুক ঠুকে ব'ল্লে,—"কত টাকা পেলে আজ প্লে ক'র্ত্তে পারেন?"

আমি ফস্ করে ব'লে ফেল্লুম—"অন্ততঃ তিনশো টাকা না হ'লে কি করে প্লে করা যায়?"

ছোক্‌রা তখুনি পকেট থেকে নোটের তাড়া বা'র করে গুণে তিনশো টাকা নগদ দিয়ে ব'ল্লে—"কুচ্ পরোয়া নেই,—লাগাও প্লে!"

আমি টাকাগুলো নিয়ে টিকিট-ঘরে ঢুকে নিজের গালে মুখে চড়াতে চড়াতে ভাব্‌লুম—"হায়—হায়—কি বোকামী করেছি! পাঁচশো টাকা বল্লেই এখুনি নগদ পেয়ে যেতুম! দু—দুশো টাকা লোকসান কল্লুম? হায়—হায়—হায়!"

নন্দকিশোরের বড়মানুষি যা দেখিছি—তাতে মনে হয়—"কোথায় লাগে ইন্দিরনারাণ?"

একরাত্রে থিয়েটার ভাংবার পর দেখি, "সাঙ্গো-পাঙ্গো" নিয়ে নন্দ-কিশোর ভাড়া-করা "ফেটিং" গাড়ীতে উঠ্‌ছে। ঠিক সেই মুখে পানওলা এসে সোডা পান বরফের দাম চাইতেই, কাপ্তেন বাবু অম্নি পকেটে হাত দিয়ে এক মুটো টাকা বার করে পানওলাকে দিলে। পকেট থেকে হাত বার কর্ব্বার সময় ৫।৭ টাকার সিকি দোয়ানী আধুলি রাস্তায়

ঝর্ ঝর্ করে পড়ে গেল। সঙ্গীদের ভেতর একজন তাড়াতাড়ী রাস্তা থেকে সে গুলো কুড়োতে যাচ্ছে দেখে.—তার ঘাড় ধরে তাকে টেনে তুলে ব'ল্লে,—"খবরদার! ও সব গরীব্‌কো ওয়াস্তে!" এ হেন কাপ্তেন-প্রবর নন্দকিশোরকে,—হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল,—পুলীশে গ্রেপ্তার করে একেবারে বেঁধে নিয়ে গেছে! ব্যাপার কি? শুন্‌লুম তিনি অফিসে সামান্য আঠারো টাকা বেতনে বিল্-কালেটিং সরকারের কাজ ক'র্ত্তেন। কোম্পানির বিলের টাকা আদায় করে সেগুলো আর কষ্ট করে কোম্পানির ক্যাশে জমা না দিয়ে নিজস্ব ভেবেই পকেটে পুর্‌তেন। শুধু তাই নয়। যে যে অফিসে বিলের টাকা পাওনা হ'ত, সেই সব অফিসে নিজেদের অফিসের বড় সাহেবের নাম জাল করে নন্দকিশোর এই মর্ম্মে চিঠি নিয়ে যেতো, যাতে তা'রা চেকের বদলে নগদ টাকায় Bill payment ক'র্ত্ত। অফিসের হাজার টাকা আদায় ক'রে কোনো দিন দুশো টাকা—কোনো দিন তিনশো টাকা কাপ্তেন বাবু কোম্পানির Cashএ জমা দিতেন, আর বক্রী টাকা থিয়েটারে "নবাব ওয়াজেদ্ আলি শা" হয়ে দু'হাতে ধুলোর মত ওড়াতেন। বিচারে 'বাছার' সাত বছর কঠোর পরিশ্রমের সহিত শ্রীঘরবাসের আদেশ হ'ল!

ক্রমে টাকার অভাবে অভিনয়রাত্রে থিয়েটার খোলা দায় হয়ে উঠ্‌ল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মাইনে পায়না। কারও চারমাস, কারও পাঁচমাসের মাইনে বাকী প'ড়ে গেছে। প্রত্যেক অভিনয়-রাত্রে টিকিট-ঘরের সাম্‌নে পাওনাদারের ভীড় লেগে যায়। সকলের আশা, আজ বিক্রী হলে নিদেন অর্দ্ধেক টাকা চুকিয়ে নোবো। কিন্তু হায় রে! "একরত্তি সোণা, স্যাক্‌রা শতেক জনা!" বিক্রী তো শতাবধি টাকার ভেতর। কা'কে কত দিয়ে খুসী করি বলুন তো?

বাইরে দশটা টাকাও আর ধার মেলেনা। আমার নিজের তো যথা-সর্ব্বস্ব গেছে। স্ত্রীপুত্রপরিবারকে প্রাণের দায়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কি করি? নইলে তা'রা উপোস করে মরে যে! নিজের বাড়ীভাড়া প্রায় বৎসরাবধি দেওয়া হয়নি। বাড়ীওলাকে থিয়েটারের পাশ টাস্ দিয়ে কোন রকমে ঠাণ্ডা করে রেখে অনেকদিন চালিয়েছিলুম। তার পর, আর পাল্লুম না। পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে বাড়ী যাওয়া এক রকম বন্ধই করে দিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ীভাড়া না দিই, মাগ-ছেলেদের তো পেটে খেতে দিতে হবে! থিয়েটারে প্রত্যেক অভিনয়-রাত্রে মনে করি,—"আজ বিক্রী থেকে অন্ততঃ গোটা দশেক টাকা নিজের খরচের জন্যে বাড়ী নিয়ে যাব!" কিন্তু পাওনাদারের তাগাদায় দশটা পয়সা পর্য্যন্ত বাঁচাতে পারিনা। অগত্যা ক'ল্‌কেতার বাসা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীভাড়ার দেনা—আর ছোট আদালতের একরাশ শমন ঘাড়ে নিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিবারকে দেশে রেখে এলুম।

যত দায় দেখ্‌ছি আমারই! থিয়েটার বন্ধ কর্ব্বার মতলব যদি করি, অম্‌নি সকল মুরুব্বিরা এসে নানা রকমের ভাঁওতা লাগিয়ে, আকাশ-কুসুম দেখিয়ে, আমাকে থিয়েটার চালাতে উৎসাহ দিতে থাকেন। বিশ্বনাথ বাবু বল্লেন,—"এতদিন কষ্ট করেছ দীনু, কোন রকমে এই Seasonটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর! তারপর শীতকালে এমন বই ছাড়বো যে "লাল" হয়ে যাবে!"

আরে বাবু! এরই মধ্যে আমি যে "নীল" হয়ে পড়লুম,—শীতকাল পর্য্যন্ত টেঁকিয়ে রাখি কি ক'রে? থিয়েটারে যে পানওলা হোটেলওলা আছে,—তাদের কাছ থেকে পর্য্যন্ত টাকা ধার করেছি!

থিয়েটার বজায় রাখ্‌বার জন্যে পরিশ্রম ক'র্ত্তে,—মাথা ঘামাতে,—কৌশল ক'র্ত্তে তো আর বাকী করিনি! দেড়শো টাকায় বড়লোকের

বাড়ীতে Private বায়না নিইছি! দু'শো আড়াইশো টাকার জন্যে থিয়েটারে শনিবার কিম্বা রবিবারের Sale বিক্রী করেছি! যাঁর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার করিছি,—তাঁকে গ্রীণ্‌রুমে ঢুক্‌তে দিয়ে মাতলামী কেলেঙ্কারী পর্য্যন্ত ক'র্ত্তে দিইছি!

বিশ্বনাথ বাবুর পরামর্শে দিনকতক অভিনয়-রাত্রে দর্শকদের উপহার বিলি ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লুম। প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক বৈকুণ্ঠ মিত্র মশায়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'ল্লুম,—তিনি দর্শকদের "সিট্" অনুসারে বই জোগাবেন;—বিক্রীর দশ আনা তাঁর,—ছ'আনা থিয়েটার কোম্পানীর! তা'তে মন্দ আয় হ'লনা। কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবু খতিয়ে দেখ্‌লেন—এতে তাঁর পোষায় না। অন্ততঃ বিক্রীর বারো আনা না পেলে—তিনি এ কারবারে রাজী নন্। কি করি? অগত্যা তাইতেই রাজী হলুম। সহরে খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। হুজুগ-প্রিয় বাঙ্গালী দর্শকেরা দলে দলে আস্‌তে লাগ্‌লেন। কেন আসবেন না? একে সমস্ত রাত্রি অভিনয়,—তার ওপোর দু'চার খানা বই (টিকিটের দাম অনুযায়ী) অম্নি পাবেন। ভারি সুবিধে! কিন্তু —আমার দিক থেকে খতিয়ে দেখ্‌লুম,—ভীষণ লোকসান! হাজার টাকা বিক্রী হলে, আমি পাব আড়াইশো টাকা! বিশ্বনাথ বাবুকে বল্লুম—"ও রকম সমস্ত রাত্রি ধরে তিন চার খানা বই প্লে ক'ল্লে—আমাদের ত আড়াইশো টাকার চেয়ে ঢের বেশী বিক্রী হয়!" বই বিতরণ বন্ধ করে দিলুম। ব্যস্—আর লোক আসেনা! দু'খানা বড় নাটক, একখানা তিন অঙ্কের গীতিনাট্য,—একখানা প্রহসন একরাত্রে "প্লে" দিলুম! বিক্রী পৌনে দু'শো টাকা! বেলা সাড়ে সাতটা—আট্‌টা বেজে গেছে,—তখনও প্লে হ'চ্ছে! এ্যাক্‌টার এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা ষ্টেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢুলছে, গার্ডেরা কেউ আর দরজায় নেই! বারোয়ারী-তলায়

যাত্রা শুনতে আসার মত বাইরের লোক এসে সচ্ছন্দে অডিটোরিয়মের দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখ্‌ছে! কেউ তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে—দাঁতন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ছোট তেলধুতি পরণে—গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন; যেতে যেতে সেই অবস্থায় ঢুকে পড়লেন থিয়েটারের ভেতর—একেবারে দর্শকদের জ্যায়গায়! কেউ বাজারের পোঁট্‌লা—মাছের চুব্‌ড়ী হাতে নিয়ে বাজার করে বাড়ী ফিরছেন; রঙ্গমঞ্চে সখীদের গানে আকৃষ্ট হয়ে ঢুক্‌লেন একেবারে সটান অডিটোরিয়মের ভেতর! বাজার মাথায় আলুপটল-ওলা, "মুংগে ডাল—ভাজা কড়ায়কে ডাল"-ওলা, দুগ্ধের বাঁক কাঁধে গোপ মশাই, জুতো-ব্রুশ্‌-ওলা—টিকেওলা প্রভৃতি ক'ল্‌কেতা সহরের প্রাতঃকালীন ব্যবসাদারগণ নির্ব্বিবাদে অডিটোরিয়মের দরজায় দাঁড়িয়ে কাজকর্ম্ম ভুলে পার্‌ল্‌ থিয়েটারের অভিনয় দর্শন ক'চ্ছে! বাধা দেয় কে? দরোয়ানরা সমস্ত রাত্রি জেগে খাটিয়ায় "চৌদ্দপোয়া" হয়ে সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ উপভোগ ক'চ্ছেন! গার্ডেরা একপাশে খালি বেঞ্চ্‌ বা চেয়ারে বসে তথৈব চ! প্রথম প্রথম আমি একটু বাধা দিয়েছিলুম! কিন্তু সে কতক্ষণ! আর কত লোককেই বা রুক্‌বো?

কাজের চরম ক'ল্লেন বিশ্বনাথ বাবু একদিন উপহার বিতরণের ব্যবস্থা করে। প্রথমে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। অনেক পীড়াপীড়ি ক'ল্লেও তিনি আমাকে ভেঙ্গে কিছু ব'ল্লেন না! কেবল এইটুকু ব'ল্লেন—"তোমার অত খবরে এখন দরকার কি? তোমায় যথেষ্ট লাভ দেখিয়ে দিলেই তো তুমি খুসী হবে?" এর ওপোর আর কি কথা আছে!

সোমবার থেকে বিজ্ঞাপন বেরুলো—

"এবার বুধবারে পার্‌ল্‌ থিয়েটারে দর্শকবৃন্দকে অভিনয়রাত্রে স্বর্গের সুধা বিতরণ করা হইবে! এমনটী কখনো হয় নাই!

স্বপ্নাতীত! ধারণাতীত!! কল্পনাতীত!!! টিকিটের মূল্য হিসাবে সুধার পরিমাণ! আবালবৃদ্ধ-বনিতা যে সুধার আস্বাদ-গ্রহণের জন্য সদাই উন্মাদ—এ সুধা সেই সুধা! আসুন—দলে দলে—স্ত্রীপুত্রপরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব লইয়া পার্‌ল্ থিয়েটারে পদার্পণ করুন"!

বিজ্ঞাপনটা বেরুবামাত্রই সহরে একটা যথার্থই সোরগোল পড়ে গেল! সকলেই এসে জিজ্ঞাসা করে—"মশাই! সুধার ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পারেন?" ব'ল্‌বই বা কি? এক বিশ্বনাথ বাবু ছাড়া কেউ-ই জানেনা—ব্যাপার কি? মনে বড় ভয় হ'তে লাগ্‌লো! নিরিবিলি বিশ্বনাথ বাবুকে ডেকে বল্লুম,—"দেখবেন যেন কেলেঙ্কারী না হয়! আপনার সুধা ঠিক আছে তো?" ঈষৎ রাগান্বিত হয়ে বিশ্বনাথ বাবু ব'ল্লেন, "আমায় কি কচি খোকা—না চ্যাংড়া ছোঁড়া পেলে দীনু? আমার কি কোনো বুদ্ধি বিবেচনা নেই? ম্যানেজারি করে করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেল্লুম—তা জান? তুমি তো কাল্‌কের ছেলে—!" আমি আর কথাটী কইলুম না!

বুধবার সন্ধ্যের সময় থিয়েটারে একেবারে লোকে লোকারণ্য! বিশ্বনাথ বাবু তখনও এসে পৌঁছননি! টিকিটের সঙ্গে সঙ্গে সুধা বিতরণ হবে! সুতরাং, সুধা না পেলে কেউ দাম দিয়ে টিকিট কিন্‌বে না। রাত্রি ৯টায় অভিনয়;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় সাড়ে সাতটা পৌনে আটটা হ'তে চ'ল্ল,—তথাপি "সুধার"ও কোন নামগন্ধ নেই,—ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবুরও দেখা নেই! দর্শকেরা—যার যা প্রাণে এল—তাই ব'ল্‌তে সুরু ক'ল্লে! কেউ ব'ল্লে—"সুধা স্বর্গ থেকে আসছে কিনা—তাই দেরী হ'চ্ছে! কেউ ব'ল্লে—"সুধার ভাণ্ডার তো ষ্টেজের ভেতর ভরপুর রয়েছে,—আমাদের একবার হুকুম দিলেই তো পেটপুরে

পান করে আসি !" এই ধরণের কত কথাই টিকিট-ঘর থেকে বসে বসে শুন্‌ছি।

এমন সময় ভীড় ঠেলে হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ্বনাথ বাবু টিকিট-ঘরে ঢুকে বল্লেন—"নাও,—দীনু,—এইবার টিকিট ছাড়তে সুরু কর।" তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে দর্শকদের বল্লেন—"আসুন মশাইরা—টিকিট নিন্—"

দর্শকেরা সমস্বরে বলে উঠ্‌ল—"সুধা কই ?" বিশ্বনাথ বাবু ব'ল্লেন—"আগে টিকিট কিনুন,—তারপর যিনি যেমন টিকিট নেবেন—তিনি টিকিট দেখালেই সেই ওজনে উপহার পাবেন !"

ব'ল্‌তেই ঝড়াঝ্‌ঝড়্ বিশ ত্রিশ টাকার টিকিট বিক্রী হয়ে গেল।

বিশ্বনাথ বাবু নিজে সুধা বিতরণ কর্ব্বার জন্যে টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে টিকিট বেচ্‌ছি। হঠাৎ বাইরে একটা ভীষণ গোলমাল শুনে—আতঙ্কে বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো! সঙ্গে সঙ্গে টিকিট বিক্রীও একরকম বন্ধ হয়ে গেল ব'ল্লেই হয়। ব্যাপার কি—কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা! কেবল চেঁচা-মিচি—গালমন্দ—হাসি ঠাট্টা শোনা যাচ্ছে! কেউ ব'ল্‌ছে—"ওরে—শালারা—জুচ্চুরীর আর জ্যায়গা পাওনি ?" কেউ ব'ল্‌ছে "শালাদের হ'য়ে এসেছে !" কেউ ব'ল্‌ছে "পচা ইলিস্ মাছ তোমাদের সুধা রে শালারা ? থিয়েটার খুলে লোক ঠকাতে সুরু করেছ !"

যারা টিকিট কিনেছিল—তারা দলে দলে এসে বলে—"দিন্ মশাই—টিকিটের দাম ফেরৎ দিন্—নইলে ভাল হবেনা বল্‌ছি—!" বিশ্বনাথ বাবু উড়ুনিখানা কোমরে বেঁধে টিকিট-ঘরে এসে চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেন ? টিকিটের দাম ফেরৎ দেবে কেন ? জুচ্চুরি কি হ'য়েছে শুনি ?"

মহা তর্কাতর্কি সুরু হ'ল! একেবারে হাতাহাতী হবার জোগাড়!

দর্শকেরা ব'ল্লে—"দু'আনা তিন আনা দামের পচা ইলিস্ মাছের নাম "সুধা"?" বিশ্বনাথ বাবু চীৎকার করে ব'ল্লেন—"নয়? ডিম-ওলা ইলিস্ মাছকে মর্ত্ত্যে সুধা বলে কিনা—জিজ্ঞাসা করুন দিকি পাঁচজন ভদ্রলোককে! চলুন—দেখিয়ে দিচ্ছি—পেটপোরা ডিম! একটারও খালি নয়!"

কেলেঙ্কারির হদ্দ! শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়াতো—যদি না জনকতক ভদ্রলোক মধ্যস্থ হয়ে—দর্শকদের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বনাথ বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—টিকিটের দাম ফেরৎ দিইয়ে না দিতেন। বিক্রীর বারো আনা আন্দাজ টিকিটের দাম ফেরৎ হ'ল! চার আনা ভাগ দর্শক—যাঁরা দূর থেকে এসেছিলেন,—থিয়েটার দেখ্‌বার যাঁদের নিতান্ত সখ—তাঁরাই দয়া করে—ইলিস মাছ হাতে নিয়ে—নিজের নিজের "সিটে" গিয়ে ব'সলেন। একে ইলিস্ মাছ,—তায় রেলের চালানী মাল,—তায় ভাদ্রমাসের পচা গরম,—কাজেই বেশ একটু পচ্ ধরেছে! দুর্গন্ধে অডিটোরিয়মে টেঁকা দায়!

বিশ্বনাথ বাবু পাকা ম্যানেজার কিনা,—মব্‌লক্ পয়সা রোজগারের মতলব করেছিলেন ভাল! সে বছর ইলিস মাছ খুবই সস্তা হয়েছিল। গঙ্গার টাট্‌কা ইলিস্ মাছই কেউ চার আনায় ছুঁতো না! উনি এক জেলের সঙ্গে গড়্-পড়্‌তা মাছ পিছু দু'আনা করে রফা করে এই "সুধা বিতরণের" বন্দোবস্ত ক'ল্লেন! গ্যালারির দর্শক আট আনা টিকিটে একটা মাছ, পিটের দর্শক দুটো মাছ ইত্যাদি,—এই রকম উপহার বিতরণের ব্যবস্থা হ'ল! যে রকম দর্শকের আমদানী হ'য়েছিল, তাঁরা যদি সকলে এই উপহার নিতে রাজী হ'তেন,—তা'হ'লে বাস্তবিক

সে রাত্রে থিয়েটারে কিছু রোজগার হ'ত ! কিন্তু ঘরাৎক্রমে "উল্টা বুঝ্‌লি রাম—"গোছের ব্যাপারটা দাঁড়ালো ! বিশ্বনাথ বাবু আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে যদি পরামর্শ ক'র্ত্তেন,—তাহ'লে আমি কিছুতেই তাঁকে এমন বিশ্রী কাজটা ক'র্ত্তে দিতুম না। একটা ছেলেমানুষের যা কাণ্ডজ্ঞান আছে,—বিশ্বনাথ বাবুর যে তাও নেই, এই ব্যাপারে আমি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম।

যে ভাবে অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন হ'ল—আর যে সুখে বা আনন্দে দর্শকবৃন্দ নাকে কাপড় দিয়ে অভিনয়দর্শন করে টিকিটের দাম তুলে নিলেন, তা আর বোধ হয় বোঝাবার জন্যে বেশী কিছু ব'ল্‌তে হবে না।

মাসখানেকের মধ্যেই মণ্ডলবাড়ীর দরোয়ানরা এসে মোটা মোটা চাবিতালার সাহায্যে পার্‌ল্‌ থিয়েটারের অস্তিত্বলোপ নাট্যজগতে প্রচার করে দিলে।

আমার তখন হাড়ীর হাল। রাজ্যের পাওনাদার আমাকে ছেঁকে ধ'রে ব'স্‌লো ! বুঝ্‌লেম্—দেনার দায়ে জেলে বাস ক'র্ত্তেই হবে। তখন নিরুপায়ের উপায় যিনি, তিনিই একটা উপায় করে দিয়ে—সে যাত্রা আমায় রক্ষা ক'ল্লেন।

(৭)

সিম্‌লে পাড়ার বিখ্যাত বসু-বংশের ছোট বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়—অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুর পর—প্রায় ৫।৭ লক্ষ টাকা হাতে পেয়ে একেবারে মস্ত "কাপ্তেন" হয়ে বাজারে বেরুলেন। সংসর্গগুণে বড়লোকের ছেলের যে সমস্ত সখ্‌ হয়ে থাকে—তা'তো সুরেন বাবুর

যথেষ্টই হয়েছিল,—উপরন্তু থিয়েটার-করা বাইটা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই প্রবল ছিল। যতদিন তাঁর বাপ—রাজেন্দ্র বাবু জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি স্ত্রীলোক নিয়ে রঙ্গমঞ্চে বেরুতে সাহস করেননি। সখের দল করে—পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে “দুধের সাধ” তিনি ঘোলেই মেটাতেন। পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গে গমন ক'ল্লেন,—তিনিও দু'চার মাসের মধ্যেই পৈতৃক বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়ে. ইণ্ডিয়ান থিয়েটার থেকে গিরিবালা বিবিকে এবং পার্ল্ থিয়েটার থেকে যমুনা বাইকে খালাস করে—ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি নিয়ে আর চতুষ্পার্শ্বে মোসায়েব নামধেয় হরেক রকমের রক্তশোষক জীবগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়ে বাপপিতামহের ভিটে এবং পতিপ্রাণা পত্নীকে বর্জ্জন করে—বাস ক'র্ত্তে গেলেন দম্‌দমায় তাঁর পৈতৃক বাগানবাড়ীতে। মা-লক্ষ্মীকে তাড়াতাড়ী বিদায় কর্ব্বার যতগুলি রাস্তা ছিল—(যথা, মোসায়েব প্রতিপালন, প্রত্যহ বাগানে নৃত্যগীতোৎসব,—লম্পট-মোচ্ছব, মাঝে মাঝে সদলবলে বিদেশভ্রমণ,—ইত্যাদি কাপ্তেনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা) সমস্তগুলিই খুলে দিলেন। মাঝে মাঝে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে অবৈতনিক ভাবে—বড় বড় নাটকে—বড় বড় নায়কের ভূমিকায়—বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করে—নিজের বড় রকমের অভিনয়চাতুর্য্য দেখাতেন। একে বড় লোকের ছেলে,—তার ওপোর চেহারাখানি ছিল রাজপুত্রের মত, তায় আবার মধুর কণ্ঠস্বর,—তার ওপোর—নেহাৎ মূর্খ নয়—লেখাপড়াজ্ঞানও কিছু কিছু ছিল। সুরেন বাবুর অভিনয় দেখে যথার্থই লোকে প্রশংসা ক'র্ত্ত। আর একটা কথা,—তাঁর অধিকাংশ সাঙ্গো-পাঙ্গো ছিল সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতা।

পার্ল্ থিয়েটারের যখন শেষ অবস্থা—অর্থাৎ বন্ধ হবার মাসখানেক

আগে থেকেই—বিশ্বনাথ বাবু থেকে আরম্ভ করে হেমেন্দ্রবাবু, জ্যোতিঃ বাবু, রাখাল, মাণিক, বিজয় প্রভৃতি ছোট বড় প্রায় সকল অভিনেতা-রাই সুরেন্দ্র বাবুর দম্‌দমার বাগানে গিয়ে তাঁর স্কন্ধে ভর করে ব'সলেন।

আমাকে তিনি বড় দয়া ক'র্ত্তেন। বিপদে আপদে গিয়ে দাঁড়ালে কিম্বা অনন্যোপায় হয়ে থিয়েটারের জন্যে কিছু অর্থসাহায্য চাইলে তিনি কখনো বিমুখ ক'র্ত্তেন না। আগে আগে থিয়েটারে টিকিট কিনে—বক্স্ কিনে এসে ব'স্‌তেন;—কিন্তু ইদানীং সমস্ত অভিনেতা—অভিনে-ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠতা হওয়ার দরুণ এবং পার্ল্ থিয়েটারকে অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ব'লে আমরা তাঁর কাছ থেকে টিকিটের দাম তো নিতুমই না,—উপরন্তু, তাঁকে আমাদের একজন মাতব্বর মনে করে থিয়েটারে খাতিরযত্ন ক'র্ত্তুম। থিয়েটারে এসে তিনি আর বাইরে ব'স্‌তেন না;—অন্ততঃ ম্যানেজার বা অন্যান্য অভিনেতারা এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে পড়ে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং আমিও তাঁকে পরের মতন বাইরে ব'স্‌তে দিতুম না,—একেবারে ষ্টেজের ভেতরে ম্যানেজারের বস্‌বার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাতুম। মোসায়েব-দঙ্গল তো ছায়ার মতন তাঁর সঙ্গে থাক্‌তোই,—কখনো কখনো গিরিবিবি বা যমুনা বাইও "বাবুর" সঙ্গে বেড়াতে এসে পার্ল্ থিয়েটারে পদধূলি দিয়ে আমাদের সকলকে কৃতার্থ ক'র্ত্তেন।

অন্য কোন বিষয়ে বিদ্যে তাঁর খুব বেশী না থাক্‌লেও "অবিদ্যে" তাঁর অনেকগুলি ছিল। বাগানবাড়ীতে একেবারে শেকল দিয়ে বাঁধা থাক্‌তো থিয়েটার-জগতের "পুরোণো সিদ্ধেশ্বরী" গিরিবিবি,—আর তারই কিছুদিন পরে জুটিয়ে এনেছিলেন—আমারই পার্ল্ থিয়েটার

থেকে ভাঙ্গিয়ে উদীয়মানা অভিনেত্রী যমুনা বাইকে। শুন্‌তে পাই—গিরিবিবি সুরেন্দ্র বাবুর প্রেমে একেবারে উন্মাদিনী। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একছত্রা সম্রাজ্ঞী গিরিবালা বিখ্যাত বসুবংশজাত "নবীন নটবর নাগর সুন্দর" সুরেন্দ্র বাবুর প্রেমে এমন অন্ধ হয়ে প'ড়্লেন যে, তিনি এক কথায় নাট্যজগৎ ছাড়লেন,—মা ছাড়লেন,—ভগ্নী ছাড়লেন,—এমন কি বসতবাড়ীটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাতা প্রেমময় দেবতা সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দম্‌দমার বাগানবাড়ীতে বনবাস ক'র্ত্তে এলেন! আর সুরেন্দ্র বাবুতো প্রেমিকচূড়ামণি! তিনি গিরিবালার রূপে এবং বয়েস যত না হোক, তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়-চাতুর্য্য দেখে, তাঁর প্রণয়জালে এমন ভীষণভাবে জড়িয়ে প'ড়লেন যে, প্রেমিকা গিরিবালার অনুকরণে তিনিও সংসার—স্ত্রীপুত্র—মা—ভাইবোন—বাড়ী-ঘরদোর আর কিছুই চাইলেন না! এক কথায় সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে প্রেমময়ী গিরিবিবিকে নিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে তিনি নিভৃতবাসের ব্যবস্থা ক'ল্লেন। তাই কবি গেয়েছিলেন, "একেই বলে প্রেম"!

বেশী মাত্রায় প্রাণে যার প্রেম থাকে, সে প্রেম এক আধজনকে দিয়ে সে কি কোনো রকমে স্থির থাক্‌তে পারে? বিশেষতঃ পুরুষমানুষ! ওরই মধ্যে দু' পাঁচ মাস পরে গিরিবিবি একটু পুরোণো হ'তেই—সুরেন বাবু গোপনে অর্থাৎ গিরিবিবির অগোচরে যমুনা বাইকে প্রেমদান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে একেবারে প্রকাশ্যভাবে প্রেমের রজ্জুতে বন্ধন করে নিয়ে এসে তাঁকে বাগানবাড়ীতে গিরিবিবির পাশেই ঠাঁই দিলেন। যমুনা বাইও থিয়েটারের অভিনেত্রী। তিনিও সুরেন বাবুর "বাপের পয়সা" আছে জেনে—আর তাঁর কাঁচা বয়েস এবং চেহারার চটক দেখে, একেবারে এমন মশ্‌গুল্ হয়ে প'ড়লেন যে তিনিও তাঁর বহুদিনের "সেবকশ্রী" গেরোস্তো বাবু বেচারীকে 'নাথি' মেরে জাহান্নমে

পাঠিয়ে দিয়ে এবং মা মাসী প্রভৃতি দেশপূজ্যা "শীতলা ঠাকরুণদের" পরিত্যাগ ক'রে—"উপপতি-প্রাণা" বারাঙ্গনার অপূর্ব্ব প্রেমমাহাত্ম্য জগতে প্রচার কর্ব্বার জন্যে "বুক যায়—প্রাণ যায়" রবে করুণ আর্ত্তনাদ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে দমদমায় বাগানবাড়ীতে এসে অধিষ্ঠান ক'ল্লেন।

চালাও ফূর্ত্তি—কুচ্ পরোয়া নেই! বড়লোকের ছেলে—বড় দরের কাপ্তেন—অভাব কিসের? দম্‌দমার বাগান গুল্‌জার! রামা এল—শ্যামা এল—তরা এল—শঙ্করা এল! যদুবাবু এলেন—মধুবাবু এলেন—রমেশ বাবু এলেন—বিরাজবাবু এলেন! মামাতো ভাই এলেন—পিস্‌তুতো ভাই এলেন—মাসতুতো ভাই এলেন—দূর সম্পর্কের "পেসাদ" মামাও এলেন; উকীল এলেন—কেরাণী এলেন—ডাক্তার এলেন—ঔপন্যাসিক এলেন—সম্পাদক এলেন। কবি এলেন—নাট্যকার এলেন—মোক্তার এলেন—ম্যাজিষ্টেট এলেন—ডেপুটী এলেন—কালেক্‌টার এলেন—সবজজ এলেন! শেষে একদল বড়দরের "জাষ্টিস্" পর্য্যন্ত আস্‌তে অবহেলা ক'ল্লেন না। সুরেন বোসের বাগানে এলেন না কে? সুরেন বোসের দম্‌দমার বাগানে আমোদ করে গেলেন না কে? আশ-পাশের রাজা-মহারাজা খেতাবধারীও দু' পাঁচ জন সেই বাগানে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে এসে—গিরিবিবি, যমুনা বাই প্রভৃতি অভিনেত্রী-প্রবরাদের সঙ্গে আলাপ করে সুরেন বোসের পূর্ব্বপুরুষগণকে কৃতার্থ করে গেলেন।

সুরেন বাবুর একটা পাব্‌লিক্ থিয়েটার খোল্‌বার ঝোঁক মনে মনে বরাবরই ছিল, কিন্তু সময় সুযোগ অভাবে মনের বাসনা এতদিন কার্য্যে পরিণত হতে পায়নি! প্রধান অভাব ছিল—একটা থিয়েটারের বাড়ী! জমি কিনে বাড়ী তৈরী করে থিয়েটার খোলা,—সে বিস্তর হ্যাঙ্গামের কথা! মঁব্‌লক্ পৈতৃক টাকা হাতে পেয়েই তো আমোদ

আহ্লাদ ফূর্ত্তি কাপ্তেনি সমস্ত বন্ধ করে—নেহাৎ ব্যবসাদারের মত পয়সা রোজগারের ফিকিরে থিয়েটারের কার্য্য আরম্ভ করা যায় না! উপরন্তু —ঠিক সেই মুখে, অর্থাৎ নগদ টাকাগুলো হাতে পড়্‌বার সময়—প্রাণের ইয়ার যে ক'জন জুটেছিল—তাদের তো আর থিয়েটারে কোন ঝোঁক ছিলনা! তাদের মতলব, "কাপ্তেন পাকৃড়ে" তাঁকে বোকা বানিয়ে— নানা রকম ফূর্ত্তিতে তাঁকে মস্‌গুল করে নিজেদের কিছু সংস্থান করে নেওয়া। সুতরাং—প্রাণে ষোলো আনা ইচ্ছে থাকৃলেও—সেটা ছাই চাপা আগুণের মতই প্রচ্ছন্ন ছিল।

এদিকে বাগানবাড়ীতে ক্রমাগত পার্টি দিয়ে—আমোদ-আহ্লাদ করে—সুরেন বাবুর এ সখ্‌গুলো ক্রমে ক'ম্‌তে সুরু হ'ল। বেশী মিষ্টান্ন খেলে—ক্রমে তা তেঁতো হয়ে দাঁড়ায়! সেই থোড়—বড়ী—খাড়া, আর সেই খাড়া—বড়ী—থোড় কতকাল আর ভাল লাগ্‌তে পারে? সেই বাগানবাড়ীতে প্রত্যহ মদ্য আর মেয়েমানুষ নিয়ে হৈ—হৈ—রৈ— রৈ,—সেই পাঁচ ভূত নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য,—ক্রমে অত্যন্ত একঘেয়ে রকমের বোধ হ'তে লাগ্‌লো? মানুষের স্বভাবই এই—একটু রকমফের চায়। ক্রমে সুরেন বাবুর এমন অবস্থা দাঁড়ালো,—বাগানবাড়ীতে পার্টি হ'চ্ছে, "স্প্রাওট্" ফূর্ত্তি চ'ল্‌ছে, বিস্তর অনাহূত রবাহুত ইয়ারলোক জমায়েৎ হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে অনুপস্থিত। তার ওপোর—প্রধান কারণ হ'চ্ছে—কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ক্রমে খালি হবার উপক্রম!

ঠিক এই সময় বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্ল্ থিয়েটারের দলটী সুরেন বাবুকে পেয়ে ব'স্‌লো! আমিও মাঝে মাঝে —"কি কর্ব্ব, কি হবে, থিয়েটার চ'ল্‌বে কি করে"—ইত্যাদি পরামর্শ নেবার জন্যে তাঁর কাছে যেতুম। ক্রমে পার্ল্ থিয়েটার উঠে গেল, আমিও নিরাশ্রয় হয়ে "বড়লোকের আঁস্তাকুড়ে" এসে আশ্রয় নিলুম।

পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবুর—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলকার অনুরোধ উপরোধে বসুবংশের ছোট বাবু—সুরেন বাবু ডঙ্কা বাজিয়ে নাট্যরাজ্য জয় ক'র্ত্তে বেরিয়ে প'ড়লেন। পার্‌ল্ থিয়েটারের দরুণ যে টাকাটা বাড়ীভাড়া বাকী পড়েছিল,—নগদ সেই টাকা হাতে নিয়ে তিনি মণ্ডল-ষ্টেটের বড় ম্যানেজার তারক বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সঙ্গে আমি আর বিশ্বনাথ বাবু। তারক বাবু নিজে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক হ'লেও সুরেন বাবুকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা খাতির যত্ন ক'ল্লেন এবং যখন শুন্‌লেন যে সুরেন বাবু নিজে থিয়েটার নেবেন,—শুধু নেবেন না—নিজে অভিনয় ক'র্ব্বেন,—তখন (প্রথমটা বিশ্বাস করেননি,—হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন,—পরে বিশ্বাস হ'তে) অত্যন্ত খুসী হয়ে,—নিজে উদ্যোগী হয়ে পার্‌ল্ থিয়েটারের Leaseটা সুরেন বাবুর নামে Transfer করিয়ে দিলেন।

সুরেন বাবুর থিয়েটারের নাম হ'ল (Romantic Theatre) "রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটার।" প্রথম দু'চার মাস তেমন লোকজন—বিক্রী-সিক্রী হ'লনা বটে; কারণ, পার্‌ল্ থিয়েটারের এমন বদ্‌নাম বাজারে প্রচার হয়েছিল যে, ঐ বাড়ীটায় দর্শক যেন ঢুকতেই চাইতোনা। কিন্তু সুরেন বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে বছর খানেকের ভেতর থিয়েটার এমন জমে গেল যে সে রকম জম্‌জমাট্ ব্যাপার নাট্যজগতে ইতিপূর্ব্বে কেউ কখনো দেখেনি—পরেও বোধ হয় কেউ কখনো দেখ্‌বে না। সুরেন বাবুর বয়েস অল্প হ'লেও—থিয়েটারী ব্যবসায় কি করে উন্নতি ক'র্ত্তে হয়, সে সম্বন্ধে এমন মাথা খেলাতে লাগ্‌লেন যে অন্য অন্য থিয়েটারের প্রবীণ কর্ত্তৃপক্ষরা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুরেন বাবু নিজে ম্যানেজার হলেন এবং সর্ব্ব রকমে নিত্য নতুন নতুন কায়দা দেখিয়ে দর্শকদের মন আকর্ষণ ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। প্রথমে দু'পাঁচ খানা নতুন পুরোণো

নাটক যা' খুলেছিলেন, তা'তে বিক্রীর তেমন সুবিধে হয়নি! তখন একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করে বাঙ্গালী দর্শকের মাথা এমন ঘুরিয়ে দিলেন যে প্রতি রাত্রে রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটারে 'বাদুড় ঝুলতে' লাগ্‌লো। "পরিস্থান" নামে একখানা নতুন গীতিনাটক (opera) খুলে,—রঙ্গমঞ্চে এক সঙ্গে তিন ডজন নর্ত্তকীদের দ্বারা নতুন রংএ নতুন ঢংএ নতুন ধরণের হাবভাবের সঙ্গে তিরিশ চল্লিশ খানা নাচগান লাগিয়ে দিলেন। দর্শকবৃন্দ আর যাবেন কোথায়? যে যার ঘটীবাটি বাঁধা দিয়ে দেশদেশান্তর থেকে রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটার দেখ্‌বার জন্যে দলে দলে আস্‌তে সুরু ক'ল্লেন! এমনটী এর আগে তো কেউ কোনো থিয়েটারে দেখেননি,—সুতরাং এর মজাও কেউ জান্‌তেন না! এর আগে রঙ্গমঞ্চে সখীদের নাচগান হ'ত বটে,—কিন্তু তা'তে দর্শকের মন আকৃষ্ট হওয়া চুলোয় যাক্‌—মনে মনে তাঁরা বিরক্তই হতেন। তা হবেন বই কি! জন পাঁচ-ছয় মোটা মোটা "তুম্বো-গোছের" বুড়ী মাগী (বয়স খুব কম করে ধ'ল্লেও ৩০।৪০ বছরের কম নয়),—নাকে নোলক প'রে, আধ হাত লম্বা বিউনি ঝুলিয়ে, ঘেরা-টোপের মত পেশোয়াজ চড়িয়ে, "আহ্লাদী পুতুলের" মত চেহারা নিয়ে—"আয়লো আলি কুসুম তুলি" গোছের গান গেয়ে ফুট্‌লাইটের সাম্‌নে এসে এক পাক্‌ ঘুরে ওড়্‌না দুলিয়ে গেলে, দর্শকবৃন্দ মনে ভাবতেন—"এ ঢাকের বাদ্যি থাম্‌লেই বাঁচি!" এখন সেই জ্যায়গায় তেরো-চোদ্দো-পনেরো-ষোলো, বড় জোর কুড়ী বছর বয়েসের মানানসই (অন্ততঃ সেজে গুজে—রং মেখে পোষাক প'রে প্রিয়দর্শনা) দেড়কুড়ী "সখী" সর্ব্বাঙ্গ নাচিয়ে হেসে হেসে তান ধ'রে—গরীব দর্শক বেচারাদের আঁখি ঠেরে প্রাণে মেরে যদি সমস্ত অডিটোরিয়াম্‌টা—এমন কি রঙ্গালয়-বাড়ীটাকে পর্য্যন্ত সুধার স্রোতে ডুবিয়ে দেয়, তা'হ'লে সে থিয়েটারে মহাষ্টমীর দিন কালী-

ঘাটে মায়ের মন্দিরের মত দর্শকদের ভীড় না হয়ে আর যায় কোথায়? শুভক্ষণে সুরেন বাবু নাট্যজগতে নতুন হুজুক তুলেছিলেন! পথে ঘাটে মাঠে রেলে নৌকোতে জাহাজে অফিসে স্কুলে—খালি "রোম্যান্টিক্ থিয়েটারের" কথা—আর সুরেন বাবুর অভিনয়ের সুখ্যাতি।

বড়লোকের ছেলে—ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে সুরেন বাবু,—বড়মানুষি চালে এবং সেই সঙ্গে পুরোদস্তুর ব্যবসাদারের মতই থিয়েটার চালাতে লাগ্‌লেন। যেমন আয় হ'তে লাগ্‌লো—খরচও তিনি ঠিক সেই রকমই ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লেন। সেই মামুলি আমলের শ্রীরামপুরের সস্তা দরের কাগজে আধ হাত হ্যাণ্ডবিলের বদলে—দেড়হাত চক্‌চকে কাগজে রঙ্গিল ছাপায়—নানা রকমের দোকানদারী মজিদার বুক্‌নিতে ভরা,—অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিত্য নতুন রকমের ফটোশুদ্ধ রাশি রাশি হ্যাণ্ড্‌বিল্ বাজারে বেরুতে লাগ্‌লো! সেই হ্যাণ্ড্‌বিল্ একখানা হস্তগত কর্ব্বার জন্যে ভদ্রলোকেরা—বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ছোক্‌রারা ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বনাথ বাবু, হেমেন্দ্রবাবু প্রভৃতি থিয়েটারের মাতব্বরগণ,—যাঁরা সুরেন বাবুকে "কাপ্তেন" ধ'রে থিয়েটারে নাবিয়ে মনে ভেবেছিলেন যে, বেশ একটী "পক্ক রম্ভা" হস্তগত করে দিনকতক "মজাকে মজা"—"পয়সাকে পয়সা" লুটবেন,—রোম্যান্টিক্ থিয়েটার খোলার পর সুরেন বাবুর "চাল্-চোল্" দেখে তাঁরা বিশেষ রকম হতাশ হয়ে প'ড়লেন। সুরেন বাবু থিয়েটারের ভেতর যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ এমন গম্ভীর ভাব ধরেন যে তাঁর পেয়ারের অবিদ্যেরা অর্থাৎ গিরিবিবি, যমুনা বাই পর্য্যন্ত কাজের কথা ছাড়া—তাঁর সঙ্গে অন্য কথা কইতে সাহস করেনা। কাজে ফাঁকি দেওয়া তাঁর কাছে মোটেই চলেনা। ষোলো আনার ওপোর আঠারো আনা কাজ তিনি

আদায় ক'র্ত্তেন—আবার সেই ওজনে পয়সা দিয়ে—বথ্‌শিস্‌ দিয়ে—লোকজনকে খুসী রাখ্‌তেন। ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে দেখেছি,—বা অন্য অন্য থিয়েটারের খবরও জানি,—খুব বড় দরের অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেতো তা'হ'লে নাট্যজগতে তার চেয়ে ভাগ্যবান্‌ বা ভাগ্যবতী আর কা'কেও মনে হোতোনা। সুরেন বাবুর থিয়েটারে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাইনে হ'ল এর চারগুণ পাঁচগুণ। তার ওপোর—অন্য থিয়েটার থেকে যদি কা'কেও ভাঙ্গিয়ে আন্‌বার দরকার হয়,—সুরেন বাবু তাকে বোনাস্‌ হেঁকে বসেন—নগদ দু'হাজার কি তিন হাজার, সময় সময় চার পাঁচ হাজার। সুতরাং বছর চার পাঁচের মধ্যে নাট্যজগতে যেখানে যত নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন, যত বড় বড় নাট্যকার বা শিল্পী ছিলেন, একে একে প্রায় সকলেই এসে রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটারে যোগদান ক'রে সুরেন বাবুর চাক্‌রী স্বীকার ক'ল্লেন।

আর একটা বিশেষত্ব রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটারে লক্ষ্য ক'ল্লুম। দেশের ধনবান বা বিদ্বান ব্যক্তিরা,—ক'ল্‌কাতার নামজাদা উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, বড় বড় চাক্‌রে প্রভৃতি মাননীয় লোকেরা—ন'মাসে ছ'মাসে, কারও বা সখ্‌ হ'লে প্রায়ই থিয়েটার দেখ্‌তে আসতেন বটে,—থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপপরিচয় থাক্‌লে টিকিটঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দু'পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তা কইতেন—মৌখিক আপ্যায়িতও খানিকটা ক'র্ত্তেন বটে, কিন্তু তারপর থিয়েটার থেকে বেরিয়েই তাঁরা থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিতেন। বেশ বোঝা যেতো,—সাম্‌নে এসে মুখে তাঁরা যতই বলুন,—থিয়েটারসম্পর্কীয় লোকেদের সংস্পর্শ তাঁরা মোটেই পছন্দ ক'র্ত্তেন না। কিন্তু সুরেন বাবু থিয়েটার খোলবার পর দেখি—এই শ্রেণীর বড় দরের লোকেরা থিয়েটারের

দলভুক্ত লোকেদের সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠতা মাখামাখি সুরু করেছেন। সুরেন বাবু ষ্টেজের ভেতর যে ঘরটীতে ব'সতেন, পোষাক প'র্ত্তেন,—সে ঘরে এই রকম বড় বড় লোকেরা প্রত্যেক রাত্রে এসে আড্ডা জমাতেন। যিনি যত বড় কাজের লোকই হোন্ না কেন,—রাত্রে একবার থিয়েটারে এসে সুরেন বাবুর সঙ্গে একটু আলাপচারি না করে গেলে—তাঁর বোধ হয় সুনিদ্রার ব্যাঘাত হ'ত।

এত লোক যে সুরেনবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'র্ত্ত,—তার প্রধান কারণ, তাঁর বড় মুখমিষ্টি ছিল। একবার যে ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে দু'ঘণ্টা বসে আলাপ ক'র্ত্ত,—তার সাধ্য কি যে সে আবার ঘুরে সুরেন বোসের কাছে না এসে থাকে ?

আর এক নির্ঘাৎ গুণ ছিল সুরেন বাবুর, যার জন্যে ভগবান তাঁর প্রতি এতটা সদয় হয়েছিলেন। শত্রু হোক—মিত্র হোক্—পরিচিত হোক্—অপরিচিত হোক্—দুঃখে কষ্টে পড়ে কিম্বা কোন রকমে দায়গ্রস্ত হয়ে কেউ যদি তাঁর শরণাপন্ন হ'ত, তিনি অবিচারে প্রাণপণে তাকে সাহায্য ক'র্ত্তেন,—তা সে অর্থ দিয়েই হোক্ বা অন্য কোন রকমে হোক্! এ উদারতা শুধু নাট্যজগতে কেন—বাস্তবজগতেও বড় বেশী দেখা যায়না। নট-নটীর দলভুক্ত হয়েও এতটা উদার যে তিনি হ'তে পেরেছিলেন,—আমার মনে হয়,—তার প্রধান কারণ, তিনি খুব বড় ঘরে জন্মেছিলেন।

আমাকে তিনি পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে ভর্ত্তি করে নিলেন এবং পার্ল্ থিয়েটারের বাবদ যে সমস্ত দেনা আমার ঘাড়ে চাপানো ছিল, সেগুলো দয়া করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমাকে মহাদায় থেকে উদ্ধার ক'ল্লেন। আমি যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্লুম।

(৮)

পূর্ব্বেই বলেছি সুরেন বাবু থিয়েটার খুলে কতকগুলো ফাঁকা চাল চেলে থিয়েটারটাকে আরও জাঁকিয়ে ফেল্লেন। গিরিবালা বিবির প্রেমে অন্ধ হয়ে গৃহস্থ-সংসারের সঙ্গে কাটান্ ছিঁড়েন ক'ল্লেন বটে, কিন্তু থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী এবং ম্যানেজার হয়ে একেবারে বিশ্বসংসারে জড়িয়ে পড়লেন। থিয়েটারের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কার্য্যটুকু ছাড়া আর কোন সংশ্রবেই আস্‌তেন না,—কিন্তু থিয়েটারের বাইরে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌লেন। বন্ধুপ্রীতি এমন বাড়্‌লো যে প্রত্যহ বিকেল বেলা বেড়াতে বেরিয়ে পাঁচসাতজন বন্ধুকে একেবারে সঙ্গে করে রাত্রি ন'টার সময় রিহার্স্যালের জ্যায়গা এসে উপস্থিত হ'তেন, কিম্বা অভিনয়রাত্রে ঠিক সময়ে এসে পোষাক-টোষাক পরে একেবারে অ্যাক্‌টো ক'র্ত্তে বেরুতেন। বড় দরের বন্ধুরা, বাইরে যারা খুব গম্ভীর, কারও সঙ্গে হেসে কথা কিম্বা বেশী কথা কখনো কন্‌না,—খুব নির্ম্মল-চরিত্র,—মদ-বেশ্যার নাম ক'ল্লে একেবারে শিউরে আঁত্‌কে ওঠেন,—ও বাবা,—রিহার্স্যালে কিম্বা অভিনয়রাত্রে দেখি—তাঁরা দিব্যি অভিনেত্রীদের কাছ ঘেঁসে বসে বা দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কত কথাই কইছেন—কত গল্পই ক'চ্ছেন! কেউ বা কোন বড়দরের অভিনেত্রীর কাছে গিয়ে পকেট থেকে সোনায় মনোগ্রাম করা রূপোর চক্‌চকে ডিবে বা'র করে, স্ত্রীর হাতের বড় যত্নে সাজা উৎকৃষ্ট মিঠে খিলি বিবির সাম্‌নে ধরে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছেন—"বিবি! একটী পান খাও?"

বিবি হয়তো গম্ভীর হয়ে ব'ল্‌লেন "জরদা আছে?"

জর্‌দা যদি নিজের কাছে না থাকে—বাবু অম্‌নি টকাস্ করে

চাকরকে ডেকে তখুনি একটা টাকা দিয়ে ভাল জর্দা কিনে আনিয়ে—বিবিকে খাইয়ে সেইখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হলফ্ ক'ল্লেন—"কাল থেকে প্রত্যহ তোমার জন্যে যদি জর্দা না আনি তো—" যাক্! দিব্যিটা কঠোর রকমের উচ্চারণ ক'ল্লেও, আমার সেটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। সুরেন বাবুর বাইরের বন্ধুদের তো এই ভাব। তাঁরা নিজেদের অবসরমত থিয়েটারের ভেতরে এসে প্রোপ্রাইটারের বন্ধু হয়ে দিব্যি মজা করে প্রোপ্রাইটারী চাল চালেন। তার ওপোর আর এক মহা হাঙ্গাম! বন্ধু মশাইরা—যিনি কখনো একখানা বাংলা নাটকও পড়েননি, কিম্বা এরপূর্ব্বে ছ' বছর অন্তর নিতান্ত দায়ে পড়ে হয়তো এক রাত্রি থিয়েটার দেখেছেন,—সুরেন বাবুর থিয়েটারের ষ্টেজে অবাধ গতি এবং নির্ব্বিবাদে প্রবেশাধিকার পেয়ে, একেবারে তিনি ভীষণ রকমের "ম্যাষ্টার" হয়ে উঠ্লেন। কে জানে পুরোণো,—কে জানে নতুন,—তিনি সবাইকেই শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন। অবশ্য—সুরেন বাবুকে নয়। একদিন গিরিবালা বিবি সকলকার সাম্নেই রাগ করে সুরেন বাবুকে ব'লে ফেল্লেন—"সুরেন বাবু! এ রকম ক'ল্লে রিহার্স্যাল্ কেমন করে হয় বলুন দিকি? যে-সে বাইরে থেকে এসে যদি রিহার্স্যাল্-মাষ্টারী করে, তাহ'লে বিশ্বনাথ বাবুকে রিহার্স্যাল মাষ্টার করা হয়েছে কেন? আর,—এক মুর্গী কতবারই বা জবাই হবে? একজন অ্যাক্টার্ পার্ট্ শিখ্তে দাঁড়িয়েছে, ছত্রিশ জন তা'কে ছত্রিশ রকম শেখাচ্ছে—দেখাচ্ছে! ও বেচারী কোন্টা করে?"

সুরেন বাবু বেশী কিছু না ব'লে দুকুল বজায় রেখে—গিরিবিবিকে ব'ল্লেন—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—রাত্তির হ'চ্ছে বটে! আচ্ছা—আচ্ছা"—(সেই অ্যাক্টারকে লক্ষ্য করে) "তুমি নিজে একটু বুঝে সুঝে পার্ট বল। তা—তা—গিরিবিবি—একটা পার্ট শিখ্তে হ'লে দু'পাঁচজনের

(Suggestion) মতামত নিতে হয় বইকি! আসুন—" (যিনি পার্ট শেখাচ্ছিলেন—তাঁর হাতে গুড়গুড়ির নলটা দিয়ে ব'ল্লেন)—"আসুন—অমুক বাবু—তামাক খান!"

বাবুটী গিরিবিবির কথায় ক্ষণেকের জন্যে ঈষৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে তামাক টান্‌তে টান্‌তে ব'ল্লেন—"তা—তা—বড় বিবি—তুমি কথাটা কিছু অন্যায় বলনি! একত্রে পাঁচসাত জনে শেখাতে গেলে একটু গোলমাল হয় বইকি! যে শেখে—সেও ভড়্‌কে যায়!"

যদি কোনো অ্যাক্‌টার্ গিরিবিবির মত বন্ধু মশাইয়ের মুখের ওপোর এই সব কথা ব'ল্‌তেন—তাহ'লে বোধ হয় একটা তুমুল কাণ্ড হ'ত! বাপ্‌রে! প্রোপ্রাইটারের বন্ধু—সেও পৌনে প্রোপ্রাইটার! একজন অ্যাক্‌টার তার অপমান ক'র্ব্বে? কিন্তু দুনিয়ায় "টাকা কি চিজের" মত, "মেয়েমানুষও কি চিজ—খোদাসে উনিশ বিশ্‌!" মেয়েমানুষের মুখের কড়া কথাও পুরুষের গায়ে পুষ্পবৃষ্টি করে!

শুধু বন্ধুপ্রীতি সুরেন বাবুর প্রবল নয়, ছাত্র-প্রীতিও তাঁর দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়্‌তে লাগ্‌লো! ছাত্রদের কলেজে থিয়েটার হবে, সুরেন বাবু তার ষ্টেজ্‌ ড্রেস্‌ জোগাবার ভার নিলেন। ছাত্ররা Anniversery meeting ক'র্ব্বে,—সুরেন বাবু তাঁর ষ্টেজ ছেড়ে দিলেন, আলো দিলেন, Refreshment দিলেন, নিজের লোকজন দিলেন কাজকর্ম্ম ক'র্ত্তে। কোনো দরিদ্র ছাত্র এসে অবস্থাহীনতার কথা জানালে, সুরেন বাবু নগদ টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য ক'ল্লেন।

বছর চারেকের মধ্যে সুরেন বাবু নাট্যজগতে সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে উঠ্‌লেন। সহরে আরও তিনটে থিয়েটার চ'ল্‌ছে,—বাঙ্গ্‌লার বারো-আনা দর্শকের ঝোঁক সুরেন বাবু আর তাঁর "রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটারের" ওপোর! বাংলা থিয়েটারের আরও দশজন নামজাদা অভিনেতা আছেন

বটে, কিন্তু সুরেন বাবুর "গোঁড়া ভক্ত" ক্রমে এত বেড়ে উঠ্‌লো যে, অন্য অভিনেতা হাজার ভাল অভিনয় ক'ল্লেও তা'রা কিছুতেই ভাল বলেনা বা সে সব অ্যাকটারদের নামগন্ধও করেনা। "সুরেনবাবু বড়" কিম্বা "জুপিটার থিয়েটারের ননীবাবু বড়—"এই মীমাংসা মুখে মুখে হ'তে হ'তে ক্রমে দুইদলে রীতিমত হাতাহাতি পর্য্যন্ত হ'তে দেখেছি!

অতি অল্পদিনেই রোম্যান্‌টিক থিয়েটারে যমুনা বাই খুব নাম কিনে ফেল্লে। যমুনা বাই সকল দিকেই খুব তোয়ের (Expert)! নাচ্‌তে গাইতে, অ্যাক্‌টো ক'র্ত্তে, ঢং-ঢাং দেখাতে,—আজকালের থিয়েটারে তার মত আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ছাত্র-মহলে তো "যমুনা বাইয়ের" নাম জপমালা হয়ে প'ড়লো!

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—গিরিবালার তুল্য অভিনেত্রী নাট্যজগতে নেই ব'ল্লেই চলে। বিশেষতঃ, বড় বড় শক্ত শক্ত heroineএর (নায়িকার) পার্ট্‌ তাঁর মত নিখুঁতভাবে অভিনয় ক'র্ত্তে বাংলার রঙ্গমঞ্চে কখনো কেউ পারেওনি, কখনো পার্ব্বেওনা, এটা নিশ্চয়। কিন্তু যমুনা বাইয়ের কাঁচা বয়েস এবং ছোক্‌রা-মজানো ঢং-ঢাংএ গিরিবালার নাম যেন তার পাশে ঢাকা প'ড়্‌তে লাগ্‌লো! তার ওপোর, সুরেন বাবু দু'জনকার মধ্যে যমনা বাইকে যে বেশী "পেয়ার" করেন, তা তাঁর আচার-ব্যবহারে সকলেই বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লে। কাজেই, গিরিবালার রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটারে আর মন ব'স্‌তে চাইলে না।

গিরিবালা বিবি "মার অসুখ" ব'লে সুরেন বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগান থেকে স'রে প'ড়লেন। দিনকতক "মার অসুখ বাড়াবাড়ি" ব'লে থিয়েটারে অভিনয় পর্য্যন্ত ক'ল্লেন না। তারপর হঠাৎ একদিন তল্পিতাল্লা বেঁধে ছুটী না নিয়ে—সুরেন বাবুকে কোনো কথা না ব'লে কাশী-বৃন্দাবনে তীর্থ ক'র্ত্তে চলে গেলেন। পথ-প্রদর্শক

হ'লেন—আমাদের ভূতপূর্ব্ব পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু! তিনিও একটা ছুতো-নাতা করে রোমান্টিক্ থিয়েটার ইতিপূর্ব্বেই ছেড়ে দিয়েছেন। বিশ্বনাথ বাবুর বরাত ভাল,—খুব ফাঁকতালে পট্টিসট্টি মেরে গিরিবালা বিবিকে হস্তগত করেছেন!

সুরেন বাবু বিশ্বনাথ-গিরিবালার মিলনের কথা শুনে ব'ল্লেন—"আমি এটা অনেকদিন আগেই জান্‌তুম!"

থিয়েটারে রোজগার হ'চ্ছে যথেষ্ট, কিন্তু মালিক সুরেন বাবুর "যত্র আয় তত্র ব্যয়!"

এক পয়সা হাতে থাকা চুলোয় যাক্,—উল্টে বাজার দেনা বিস্তর! কেন? তার কারণ কত ব'ল্‌ব? প্রথম কারণ, এলোপাথাড়ি চুরি,—যা পার্‌ল্ থিয়েটারে হ'ত! দ্বিতীয় কারণ, সুরেন বাবুর একটী বিশ্বাসী লোক "কেশিয়ার" হয়ে টাকাকড়ীর সমস্ত ভার হাতে নিয়েছিলেন;—তিনি টাকাকড়ীসম্বন্ধে যা ব'ল্‌তেন,—যা ক'র্ত্তেন,—বাবু তার ওপোর একটী কথাও কইতেন না। সুরেন বাবুর অগাধ বিশ্বাস তার ওপোর! একবাড়ী লোক থিয়েটারে গিস্ গিস্ ক'চ্ছে,—দেখ্‌লে মনে হয়—দু'হাজার আড়াই হাজার টাকা বিক্রী; সর্ব্বেশ্বর বাবু (কেশিয়ারের নাম সর্ব্বেশ্বর রায়, জাতে কর্ম্মকার,—) বাবুকে মাঝরাত্রে এসে ব'ল্লেন—"হুঁঃ—কি বই দিলেন বাবু—হাজার টাকাও আজ বিক্রী হ'লনা! আমার একটা কথা শুনুন—এবার থেকে এত 'পাশ' আর আপনি ছাড়বেন না!" বাবুও সরল প্রাণে তাই বুঝে গেলেন। খুব বেশী "পাশ" দেওয়া হ'চ্ছে—এ কথা নিজের মুখে স্বীকার করে তিনি প্রতিজ্ঞা ক'ল্লেন—"কাল থেকে একদম পাশ্ দেওয়া বন্ধ!" থিয়েটার আরম্ভ হবার ঘণ্টাখানেক আগে বাবু একখানিও পাশ লিখ্‌লেন্ না বটে, কিন্তু ড্রপ্ ওঠ্‌বার ঠিক পাঁচসাত মিনিট থাকৃতে এক একজন

কাগজ পেন্সিল হাতে করে একেবারে ষ্টেজের ভেতর বাবুর ঘরে এসে সাম্‌নে দাঁড়ান,—আর দু'চার জনের পাশ লিখিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তাহ'লেও—কাগজে কলমে সর্ব্বেশ্বর বাবু বিক্রী যে রকম দেখান—অতটা কম বিক্রী রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটারে কখনো হ'তেই পারেনা।

সর্ব্বেশ্বর বাবু সুরেন বাবুর বাড়ীর সর্কারের ভাগ্‌নে। পূর্ব্ববঙ্গে নিবাস। রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটার খোলা হ'তে প্রথম প্রথম তাঁকে দেখিছি,—একটা ছেঁড়া সাততালি দেওয়া ছিটের কোট্ গায়ে দিয়ে একখানা আধময়লা রাঙ্গাপেড়ে কাপড় প'রে, আর উল্টো চাম্‌ড়ার এক জোড়া পুরোণো জুতো পায়ে—বক্স্ অফিসে বসে টিকিট বেচ্‌তে! ওরে বাবা! বছর দুই তিনের মধ্যে দেখি,—সর্ব্বেশ্বর রায়ের রাজার হাল হয়েছে! সকল সময়েই থিয়েটারে দেখি, তাঁর গায়ে গিলে-করা খুব মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, পরণে শান্তিপুরে দিশী কালাপেড়ে ধুতি—পরিষ্কার কোঁচানো,—পায়ে চক্‌চকে বার্ণিস্ পাম্প্‌শু,—এক পকেটে "মনিব্যাগ্" এসেন্স্ মাখা রুমাল, অন্য পকেটে সিগারেটের প্যাকেট্, দেশ্‌লাই, বাহারে পানের ডিবে। মাথায় দশ আনা ছ' আনা চুল, তা'তে সোজা সিঁথে,—কাণে একটা খড়্‌কে-কাঠি গোঁজা,—মুখে অষ্টপ্রহর পাণ-দোক্তা। ক্রমে দেখ্‌লুম—থিয়েটারের একজন "পাঁচ-পাঁচি" রকমের "সখী' (প'টুলি তার নাম)—সর্ব্বেশ্বর বাবুর রক্ষিতার পদে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

আমাকে টাকাকড়ীর কাজটা ছাড়া, থিয়েটারের এবং বাবুর প্রাই-ভেট্ সমস্ত কাজই দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। বাবু যেখানে যাবেন—আমি সঙ্গে আছি। অবিশ্যি,—কোনো জ্যায়গায় আমোদ আহ্লাদ যদি ক'র্ত্তে যান—আমাকে সঙ্গে নেন্ না বটে!

থিয়েটারে খরচের তো অবধি নেই। নগদ টাকা দিয়ে আর কোনো

মালপত্র কেনা হয়না ; সুরেন বাবুর নামে সবাই ধার দেন টাকার জোর তাগাদা ক'র্ব্ব মনে করে এসে, পাওনাদার মশাই সুরেন বাবুর কাছে বসে আধঘণ্টা কথাবার্ত্তা ক'য়েই টাকার কথা কইবার অবসর পান না—কিম্বা তাগাদা ক'র্ত্তে একেবারে ভুলেই যান। নিতান্ত যদি কেউ চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে একবার টাকার কথা বলেন,—সুরেন বাবু শশব্যস্তে সর্ব্বেশ্বরকে ডেকে তখুনি কড়া হুকুম দিয়ে দিলেন—"এঁর বিলের টাকার কথাটা আমাকে অমুক দিন মনে করে দিও,—বুঝ্‌লে ? অনেক দিন এঁর টাকাটা আট্‌কে পড়ে আছে !" ব্যাস্‌ ! ঐ পর্য্যন্ত ! টাকা দেবার দিন আর সহজে মনে পড়্‌বার কোনো সুবিধা দেখা গেলনা ! মাইনে যথাসময়ে ষ্টাফের সকলে পাক্‌ আর নাই পাক্‌,—বাবুর প্রত্যহ এক্‌ শো—কোনো দিন দেড় শো—কোনোদিন দুশো টাকা খরচ চাই ! নিজের লাম্পট্যদোষ তো আছেই,—প্রত্যহ তিন চার বোতোল মদ্য খরচ,—এ তো একেবারে বাধা-ধরা নিয়ম। তার ওপোব থিয়েটারে ভোজ দেওয়া,—অমুককে মোটা রকম বক্‌শিস্‌ করা, অমুক কাজে চাঁদা দেওয়া, নিজের বাবুয়ানি করা, এ সবেতে খুব কম করে মাসে পাঁচ ছ'হাজার টাকা খরচ। আমাকে যদিও যথেষ্ট পরিশ্রম ক'র্ত্তে হয়,—কিন্তু আমার মাইনে ৫০ টাকার উর্দ্ধ ৬০ টাকা কখনো হয়নি ! আমারও বল্‌বার মুখ ছিলনা ;—কারণ, পার্‌ল্‌ থিয়েটার-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত দেনাই—সুরেন বাবু নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন এবং তার অধিকাংশ শোধ করেও দিয়েছেন। তবে দুটো চার্‌টে খুচরো দেনা আমার ঘাড়ে এখনও আছে,—সে গুলোর মাসে মাসে সুদ দিয়েও আসল শোধ ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা। কোথা থেকে করি ? সুদ দিতে হয় মাসে কুড়ী টাকার ওপোর ! তার ওপোর, যদিও থিয়েটারে দুবেলা আহারের বন্দোবস্ত বাবু করে দিয়েছেন,—নিজের পকেট-খরচও তো

অন্ততঃ দশটা টাকা আছে! যা হে,ক্—গোটাকুড়ি করে টাকা অতি কায়-ক্লেশে দেশে স্ত্রীপুত্রকে পাঠাতে হয়। তা,ইতে কি কষ্টে যে তাদের চলে, তা আর কি ব'ল্‌ব ? আর আমার ছুটী তো এখন এক রকম নেই ব'ল্লেই চলে। মাঝে মাঝে দেড়মাস দুমাস অন্তর দেশে যাই বটে, কিন্তু পাঁচ সাত দিনের বেশী থাক্‌বার জো নেই!

একদিন বাবুর এক বিশিষ্ট বন্ধু—দর্জ্জিপাড়ার রামেন্দ্র চাটুয্যের বাড়ীতে সুরেন বাবুর, আমার এবং দু'চার জন অভিনেতার একটা প্রীতিভোজের নেমন্তন্ন হ'ল। বাবুতো "কাপ্তেন" হয়ে ঘরসংসার ত্যাগ কর্ব্বার পর থেকে কোথাও কোনো সামাজিক নেমন্তন্নে যান্ না—বা কারও বাড়ীতে পাত পেতে খান্ না। রামেন্দ্র বাবু দুটী হাতে ধরে ক্রমাগত একমাস ধরে সুরেন বাবুকে খোসামোদ করে রাজী করিয়েছেন যে তিনি তাঁর বাড়ীতে খাবেন।

বাইরে থিয়েটার-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্ম্ম সেরে সুরেন বাবু আর আমি—রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে আমাদের গাড়ী এসে থাম্‌তেই দেখি—রাস্তায় বিস্তর লোকজন জমায়েৎ হ'য়ে—রামেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় একটী ছোক্‌রা হারমোনিয়াম্ বাজিয়ে গান ক'চ্ছে,—তাই তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছে। আমরা যখন গাড়ী করে আস্‌ছিলুম,—রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর বিশ হাত তফাত থেকে শুন্‌তে পাচ্ছিলুম,—অতি মধুর কণ্ঠে—সাধা গলায় সমস্ত পল্লীটাকে যেন সুধাস্রোতে ভাসিয়ে কে গাইছে—

"বসন পরো মা—বসন পরো মা—বসন পরো মা তুমি!
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি॥"

প্রথমে বুঝ্‌তে পারিনি—কোথায় গান হ'চ্ছে। সুরেন বাবু গান শুনে যেন পাগলের মত হয়ে ব'ল্লেন—"বা—বা—বা, কি চমৎকার

আওয়াজ! কি সুন্দর গলা! অনেক দিন এ রকম মধুর কণ্ঠ শুনিনি। গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে চল দীনু—কোথায় গান হ'চ্ছে একটু শুনে আসা যাক্!" আমি একটু আন্দাজ করে ব'ল্লুম—"রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছ থেকেই সুরটা আস্‌ছে বোধ হ'চ্ছে;—ঐখানে গিয়ে খবর নেওয়া যাবে'খন।"

সত্যিই তাই। এ সঙ্গীত-লহরী রামেন্দ্র বাবুর বাড়ী থেকেই উঠ্‌ছে। বাবুর সঙ্গে গাড়ী থেকে রামেন্দ্র বাবুর দরজায় নাব্‌তেই রামেন্দ্র বাবু এবং তাঁর বাড়ীর লোকেরা খুব খাতির করে আমাদের হল্‌ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। গান বাজনা সেইখানেই হ'চ্ছিল। গায়ক একটী ২২।২৩ বছরের পাত্‌লা গোছের ছোক্‌রা—হারমোনিয়াম্ কোলে করে তন্ময় হয়ে ঐ প্রাণ-মাতানো সুরে গাইছে—

"বসন পরো মা—বসন পরো মা—বসন পরো মা তুমি!
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি।"

বাবুটী ওস্তাদ নন্—কালোয়াৎ নন্। শুনলুম, কালেজের ছেলে,—এই ক'ল্‌কেতায়—বাদুড়বাগানে বাড়ী। রামেন্দ্র বাবুর খুব নিকট-আত্মীয়; নাম—বিপিনচন্দ্র চাটুয্যে।

রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার—ম্যানেজার—ক'ল্‌কেতা সহরের নামজাদা কাপ্তেন,—বিখ্যাত বসু-বংশজাত সুরেন বসু যে একটী ছোক্‌রার গান শুনে এত মজ্‌গুল্ হবেন, এটা কেউ কখনো ধারণাও ক'র্ত্তে পারেনা। রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে গেল; রামেন্দ্র বাবু আহারাদির উদ্যোগ করে সকলকে খুব পীড়াপীড়ি ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। সুরেন্দ্র বাবুর ইচ্ছে—আরও খানিকক্ষণ গান হয়। সে ছোক্‌রাটীরও দেখ্‌লুম—কলিজার খুব জোর বটে! সন্ধ্যে থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত সমান ভাবে গান গাইছে—একটু ক্লান্তিবোধ নেই।

আহার-স্থানে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। রামেন্দ্র বাবু সেই ছোক্‌রাকে এবং তার জনকতক সমবয়সী বন্ধুকে সুরেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে কাছে ডাক্‌লেন।

রামেন্দ্র বাবু ব'ল্লেন,—"বুঝ্‌লেন সুরেন বাবু,—বিপিন শুধু গাইতে পারেনা—চমৎকার Act ক'র্ত্তে পারে। এর একটা সখের যাত্রার দল আছে,—এ নিজে তার কর্ত্তা। এদের যাত্রা আপনি শোনেন নি? আচ্ছা,—এবার যেদিন হবে—আপনাকে শোনাবো।"

সুরেন বাবু গুড়গুড়ির নল টান্‌তে টান্‌তে তার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন —"বাঃ—ইনি তো দেখ্‌ছি একটী Genius!"

ছোক্‌রাটী রামেন্দ্র বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন, "পরিচয় তো অনেক হয়ে গেল,—এইবার এখান থেকে রেহাই দিন, আহার-স্থানে গিয়ে পোলাও-কালিয়ের সঙ্গে একটু পরিচয় করে প্রাণটা বাঁচাই। ক্ষিদেতে নাড়ী যে বাপান্ত ক'চ্ছে!"

রামেন্দ্র বাবু হেসে ব'ল্লেন—"দাঁড়ানা রে ছোঁড়া, তোকে একজন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এঁকে চিনিস্? রোম্যান্‌টিক্ থিয়েটারের সুরেন বাবু,—তোর গান শুনে ভারি খুসী হয়েছেন!" ছোক্‌রা ফস্ করে মুখের ওপোর ব'লে ফেল্লে—"তবে আর কি—আমার পিতৃপুরুষের অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল—আর আমারও সশরীরে বৈকুণ্ঠলাভ হ'ল—" ব'লেই নিজের বন্ধুদের দিকে চেয়ে খুব একটা বিদ্রূপের হাসির রোল তুলে দিলে! আমরা সকলেই মহা অপ্রস্তুত! রামেন্দ্র বাবুর গেরো,—সেই সঙ্গে আমাদেরও পোড়া কপাল! তিনি নিজের অপ্রস্তুত ভাবটাকে ঢাক্‌বার জন্যে বিপিনকে ধরে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন— "দাঁড়ানা,—তাড়াতাড়ী ক'চ্ছিস্ কেন? দোতলার দালানে পাতা

হ'চ্ছে ;—হ'লেই খবর দেবে এখন। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় কর্! কেন মিছিমিছি সখের যাত্রা-থিয়েটারের দলে সং সেজে হৈ হৈ করে বেড়িয়ে তোর এত গুণ সব নষ্ট ক'চ্ছিস্? তোর তো থিয়েটারে খুব ঝোঁক্! সুরেন বাবুর থিয়েটারে ঢোক্না! তোর ভাল হবে! দেশবিদেশে খুব নাম বেজে যাবে!"

ছোক্রার গলা মিষ্টি হ'লে কি হবে, কথাগুলো যেন বিষে ভরা! এমন ঠোঁট-কাটা—অপ্রিয়ভাষী—চক্ষুলজ্জাবিহীন ছোক্রা আমি খুব অল্পই দেখিছি। এই ছোক্রা আবার বি-এ পাশ্? মুখে আগুন বি-এ পাশের!

রামেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ছোক্রাটী অম্লানবদনে ব'ল্লে, "বলেন কি রামেন্-দা? ভদ্রলোকের ছেলে, দেশশুদ্ধ লোকের মাঝখানে বেশ্যার সঙ্গে নাচ্বো কি? গলায় দেবার দড়ী কি দেশে দুষ্প্রাপ্য?" তার কথা শুনে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ তার দিকে চেয়ে খুবই রাগের ভাব দেখিয়ে ব'ল্লুম—"এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন মশাই? পাব্লিক্ থিয়েটার যাঁরা করেন,—তাঁরা কি ভদ্রলোকের ছেলে নন্?"

রামেন্দ্র বাবুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল! সুরেন বাবু ঘাড় নীচু করে নল মুখে দিয়ে তামাক টান্‌তে লাগলেন। রামেন্দ্র বাবু "পাতার কতদূর কি হ'ল দেখি—"ব'লে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। মুখ-ফোঁড়্ ছোক্রাটী আমার কথার উত্তরে ব'ল্লে—"যাঁরা বেশ্যার সঙ্গে নাচে—তাঁরা ভদ্রলোকের ছেলে হয়তো হতে পারেন,—কিন্তু নিজেরা ভদ্রলোক কি করে বলি? যে মেয়েমানুষের বাড়ী ঢোক্বার সময়—ভদ্রলোকেরা মাথায় সাতপুরু চাদর জড়ায়, মুখ ঢাকা দেয়,—সেই "হরি-তরি-পদি-বিধিকে" নিয়ে সকলকার সাম্‌নে জড়াজড়ি ক'রে

অ্যাক্‌টিং করা বা নেতা করা কোন্ দিশি ভদ্রতা—তাতো জানিনে!"

সুরেন বাবু আমাকে ইসারা করে চুপ্ ক'র্ত্তে ব'ল্লেন। আমাদের থিয়েটারের সুবোধ বাবু, অমিয় বাবু প্রভৃতি দু'চার জন অভিনেতাও রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। তাঁরা যে ছোক্‌রার কথা শুনে প্রাণে প্রাণে জ্বলে যাচ্ছিল্লেন, তা তাঁদের মুখের ভাব দেখেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছিলুম। ছোক্‌রাটীর সঙ্গে তর্ক করা বাবুর অনিচ্ছা জেনেও সুবোধ বাবু ব'ল্লেন—"পেটের দায়ে মানুষকে সবই ক'র্ত্তে হয় মশাই! এখনও বাপের ভাতে আছেন,—বাড়ীতে 'বালামের' খবর রাখ্‌তে হয়না,—তাই অমন লম্বাই-চওড়াই—"

বিপিন ব'ল্লে—"পেটের দায়ে একজন চুরি করেছে ব'লে সবাইকে যে চুরি ক'র্ত্তে হবে—তার কোনো মানে নেই। আমার মনে হয়,—বেশ্যার সঙ্গে থিয়েটারে সং সেজে নাচা ছাড়া এমন লক্ষ লক্ষ কাজ আছে—যাতে ভদ্রলোকের ছেলে পেটের ভাতের সংস্থান ক'র্ত্তে পারে। মশাই! হাড়ীমুচিদের তবু একটা জাত আছে! নট-নটীদের কোনো জাত নেই—তা জানেন?"

ক্রমে আশপাশের দু'পাঁচজন ভদ্রলোক সে তর্কে যোগদান ক'ল্লেন। সকলেই সেই ছোক্‌রাকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"বিপিন বাবু! এটা তোমার ভারি অন্যায়! রামেন্দ্র বাবুর তুমি আপনার লোক হয়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের এমন করে অপমান ক'চ্ছ? ছিঃ—!"

ঠিক সেই সময় রামেন্দ্র বাবু সেইখানে উপস্থিত হয়ে "খাবার দেওয়া হয়েছে"—ব'লে সকলকে অভার্থনা ক'র্ত্তে এসে দেখেন,—সুরেন বাবু সে ঘরে নেই! বাস্তবিক—আমরাও জানিনা, কোন্ সময় বাবু আমাদের মাঝখান থেকে উঠে চলে গেছেন। চাদ্দিকে মহা খোঁজাখুঁজি পড়ে

গেল! তখন সকলে ব্যাপারটা বুঝ্‌লেন,—আর আমরাও সকলে রামেন্দ্র বাবুকে একবাক্যে ব'ল্‌লুম—"আপনার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে এসে ভদ্রলোক কাঁহাতক্‌ই বা অপমান সহ্য করেন ?"

যে যেথানে ছিলেন—সবাই তখন প'ড়লেন গিয়ে সেই ছোক্‌রাটীর ওপোর। কেউ ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"ওঃ—বি-এ পাশ করে ভারি জাঁক্ হয়েছে!" কেউ ব'ল্লেন—"দু'খানা গান গাইতে শিখে, সখের দলে দু'পাতা অ্যাক্ট্ করে একেবারে ভারি মুরুব্বি হয়ে গেছে!" কেউ ব'ল্লেন "নিমন্ত্রিত লোককে নিজের কোটে পেয়ে যে অপমান করে, সে কেমন ভদ্রলোকের ছেলে ?"

বিপিনও ব'ল্লে—"হ্যাঁ—নিন্ নিন্ মশাই, কিসের খাতির ওকে ? থিয়েটারের Actor, বেশ্যা নাচিয়ে খায়,—ওকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যেসাগর না জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ? যত হতচ্ছাড়া লোক আর স্কুলের ছোঁড়া জুটে, দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়ে দিলে! বাপ-পিতেমোর নাম গেল—দেশের বড় বড় লোককে সম্মান-ভক্তি-শ্রদ্ধা করা চুলোয় গেল,—দেশের গাইয়ে-বাজিয়ে গুণী লোককে খাতীর করার—উৎসাহ দেওয়ার নামগন্ধ নেই, অবতার বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণদেবের নামটাম ভুলে বাংলা দেশ এখন মেতে উঠেছেন, নাট্যজগতের যুগাবতার নটকুলশ্রেষ্ঠ সুরেন বোসকে নিয়ে!"

ভীষণ তর্কে, ভীষণ ঝগড়াবিবাদে, ভীষণ কোলাহলে রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীর প্রীতিভোজটা শেষে অপ্রীতিভোজে পরিণত হয়ে গেল। সে ছোক্‌রাও তার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে—রামেন্দ্র বাবুর বাড়ী থেকে না খেয়ে দেয়েই বিদায় হ'ল। রাত্রি একটার সময়,—আমরা আর কি করি, —রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে কোন রকমে কিছু নাকে-মুখে গুঁজে বিদায় নিলুম।

ত্রিশ বৎসর ধরে নাট্যজগতে যে স্রোত চলেছিল, সুরেন বাবুই সে স্রোত ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরই জন্যে নাট্যজগতে নট-নটীর আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট হ'য়েছে! তখনকার আমলে ভদ্রলোকে সখের খাতিরে থিয়েটার ক'র্ত্তেন! থিয়েটার থেকে দু'দশ টাকা যা রোজগার হ'ত, সেটা পকেট-খরচ হিসেবে নিয়ে থিয়েটার-সংক্রান্ত আমোদপ্রমোদেই সদ্ব্যবহার (?) ক'র্ত্তেন। এখন থিয়েটারটা রীতিমত রোজগারের স্থান। এখন অনেক সাংসারিক গৃহস্থ ভদ্রলোক থিয়েটারে নটের কার্য্যে টাকা রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করেন। কিন্তু এ রকম ভদ্রলোকের সংখ্যা খুব যে বেশী,—তা হলফ্ ক'রে ব'লতে পারিনা। স্থান-মাহাত্ম্য এমন যে,—দিবারাত্রি চরিত্রহীন লোকের এবং বেশ্যার সংস্পর্শে থেকে চরিত্র-নষ্ট এবং সেই সঙ্গে অর্থনষ্ট সুতরাং ভীষণ অর্থকষ্ট অনিবার্য্য,—তা তিনি যত বড়ই বুদ্ধিমান বা বিবেচক লোক হোন্। অবশ্য, এ কথাটা সকল অভিনেতারই পক্ষে খাটেনা।

সুরেন বাবু যত জনপ্রিয়ই হোন্—আর রোমান্টিক্ থিয়েটারে যত টাকাই তাঁর রোজগার হোক্,—শেষরক্ষা কিন্তু কিছুতেই হ'লনা। যা রোজগার হয়,—ষ্টাফে লোকজনের মাইনে দিতে—আর নিজের বাবু-গিরি ক'র্ত্তেই কুলিয়ে ওঠেনা। অগত্যা হ্যাণ্ড্নোটে চাদ্দিকে তাঁকে টাকা ধার ক'র্ত্তে হ'ল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো—সুরেন বাবুর সমস্ত বন্ধুবান্ধবই তাঁর পাওনাদার হয়ে প'ড়লেন। তার ওপোর, যে সব ব্যবসাদারের কাছ থেকে ধারে মাল আনা হ'ত—(যথা, কাপড়-ওলা, রংওলা, কাঠওলা, কাগজওলা, ছাপাখানা, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি),—তাঁরা তাগাদা করে করে পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেল্লেন, তবু এক পয়সা কেউ আদায় ক'র্ত্তে পাল্লেন না। তারপর যা হয়,—আদালতে নালিস! হাইকোর্ট—ছোট আদালত থেকে রোজই শমন বেরুচ্ছে। আমারও

কাজ যথেষ্ট বেড়ে গেল। রোজই আদালতে ছুটোছুটী ক'রে সেই সব মাম্‌লার তদ্বির ক'চ্ছি। বাবুর দেহের অবস্থাও সঙ্গীন। সকাল থেকে একটু একটু সুরু ক'রে—শেষরাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ জ্ঞান থাকে—কেবলই মদ্য টান্‌ছেন। আহার তো একরকম নেই ব'ল্লেই চলে। তার ওপোর, সপ্তাহে তিন রাত্রি অভিনয় ক'র্ত্তে হয়! কথনো একখানা নাটকে,—কথনো দু'খানা নাটকে তাঁকে হিরোর পার্ট্ নিয়ে বেরুতে হয়। সে যে কি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, তা—যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরাই জানেন। তার ওপোর—দেনার দারুণ দুশ্চিন্তা। সবার ওপোর—সর্ব্বনাশের কারণ হ'ল, ভীষণ লাম্পট্যদোষ। এত রকম অত্যাচারে লোহার শরীর পর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—আর এ তো কোমল রক্তমাংসের দেহ!

সতীলক্ষ্মীর চোথের জল প'ড়্লে এ সংসারে কারও ভালাই নেই, এ সাধুবাক্যের লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত প্রমাণ দেথ্তে পাওয়া গেছে। সুরেন বাবু যত বড় কাজের লোক হোন্, যত বড় (Genius) হোন্, যত বড় শক্তিমান হোন্—যত বড়ই জনপ্রিয় আবালবৃদ্ধবনিতা-মনোরঞ্জনকারী অভিনেতা হোন, আর যত মহৎগুণেই তিনি বিভূষিত থাকুন, —এক মহাপাপ তিনি যা করেছিলেন,—তার জন্যেই তাঁকে একেবারে ধনেপ্রাণে নষ্ট হ'তে হ'ল। পিতৃবিয়োগের পর অগাধ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করে "কাপ্তেন" হয়ে সুরেন বাবু অভাগিনী ধর্ম্মপত্নীকে একেবারে বর্জ্জন করে কুহকিনী বারবনিতাদের নিয়ে বাগানবাসী হয়েছিলেন। বছরে একদিন আধদিন হয়তো বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'র্ত্তেন,—কিন্তু কথনো দশ মিনিটের বেশী অভাগিনীকে স্বামীপদসেবার সুযোগ দিতেন না। পিতার জীবদ্দশায় যথন তিনি গৃহবাসী ছিলেন,—সেই সময় তাঁর একটী পুত্র এবং একটী কন্যা

হয়েছিল। বেশ্যার কুহকে পড়ে সুরেন বাবু স্ত্রীকে তো ভুলেইছিলেন, —নিজের ঔরসজাত পুত্রকন্যাকেও আদর-যত্ন-স্নেহ-প্রদর্শনের অবকাশ পেতেন না। স্বামীপরিত্যক্তা অভাগিনী পত্নী এই পুত্রকন্যা দুটীকে নিয়ে কোন রকমে সধবা বেশে নিদারুণ বৈধব্যজ্বালা ভোগ ক'র্ত্তেন। সুরেন বাবুর পুত্রকন্যা পিতার পরিবর্ত্তে তাদের জ্যেষ্ঠতাতের কাছেই আদরযত্ন পেয়ে মানুষ হ'ত। পত্নী রমাসুন্দরী কখনো কখনো ভাসুরকে লুকিয়ে ঝি-চাকরের সঙ্গে তাঁর পুত্রকন্যাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য, যদি কোন রকমে ছেলেমেয়ের মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে স্বামী বাড়ী আসেন। সুরেন বাবু ছেলেমেয়েকে টাকা দিয়ে—জিনিষপত্র দিয়ে আদরস্নেহযত্ন ক'রে পিতৃ-স্নেহের যথেষ্ট পরিচয় দিতেন বটে,—কিন্তু বাড়ী যাবার জন্যে কোনো দিন কোনো রকম আগ্রহ প্রকাশ ক'র্ত্তেন না।

সতীলক্ষ্মী পত্নীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে কিন্তু কোন রকম ত্রুটী ছিলনা। প্রত্যহ স্বহস্তে ছত্রিশ রকম রন্ধন করে দু'বেলা বাগান-বাড়ীতে বা থিয়েটারে স্বামীর আহারের জন্যে পাঠাতেন। প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর জন্যে সরবৎ, ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি জলখাবার, মায় ডিবে-ভরা পানগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সেজে পাঠিয়ে দিতেন। সে সমস্ত পবিত্র "রাজভোগ" সুরেন বাবু নিজে কিন্তু মুখে দেবার অবসর পেতেন না। সে দেবভোগ্য জিনিষ চিরদুঃখিনী রমাসুন্দরীর অদৃষ্টদোষে যমুনা বাই, গিরিবালা, ভুঁদি, পদি, প্রভৃতি অভিনেত্রীদের উদরগহ্বরে স্থানলাভ ক'র্ত্ত।

অত্যধিক অত্যাচারে সুরেন বাবু সাংঘাতিক রোগে প'ড়লেন। দিবা-রাত্রি মদ্যপান করার দরুণ আজ বছর দুই তিন যাবৎ তিনি লিবারের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। এক এক সময় এমন যন্ত্রণা হ'ত

যে, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়তেন। তারপর ডাক্তার এসে নানারকম ওষুধপত্র—injection দিয়ে কোন রকমে তিন চার দিন পরে আবার তাঁকে খাড়া করে তুলতেন। রোগভোগের পর দু'চারদিন মদ্য খেতেন না বটে, কিন্তু একটু সুস্থবোধ হ'লেই আবার খেতেন, আবার দু' চার মাস পরে একদিন সেই রকম যন্ত্রণায় "প্রাণ যায় যায়"—ভাব। কিন্তু রোগে প'ড়েও কথনো বাড়ী যেতে চাইতেন না।

রোগের খবর পেয়ে স্বামীপরিত্যক্তা পত্নী কিন্তু ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠিয়ে স্বামীর খবর নিতেন। থিয়েটারের সকলেই তাঁর লোককে দিয়ে বলে পাঠাতো—"রোগ কিছু নয়,—সামান্য একটু পেটে ব্যথা ধরেছে,—পেট কাম্‌ড়াচ্ছে,—আজই সেরে যাবে! কোনো ভয় নেই!" লোক-মুখে এ রকম উড়িয়ে-দেওয়া গোছের সংবাদ শুনে মা-ঠাকরুণ কি ভাবতেন্ জানিনা! কিন্তু আমার মনে হ'ত, অভাগিনী হয়তো বা একদিন প্রাণের দায়ে লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়ে বাগানবাড়ীতে বা থিয়েটারে ছুটে এসে পড়েন।

কিন্তু সতীলক্ষ্মীর প্রতি বিধাতা সত্যিই এবার সদয় হ'লেন। আর তাঁকে এ পাপ পৃথিবীতে "জ্যান্তে যম-যন্ত্রণা" সহ্য ক'র্ত্তে হ'লনা। হঠাৎ একদিন রাত্রে থিয়েটারে সংবাদ এল—"ছোটো বৌমার কলেরা হয়েছে!" সেদিন শনিবার,—সুরেন বাবু অভিনয় ক'চ্ছেন। স্ত্রীর অসুখ শুনে বেশ একটু মুস্‌ড়ে গেলেন বোধ হ'ল। আমাকে চুপি চুপি ডেকে ব'ল্লেন—"তুমি নিজে যাও—দীনু! গিয়ে দেখে এস—কি অবস্থা! খুব যদি বাড়াবাড়ি দেখ, তা'হ'লে বিনোদ ডাক্তারকে আমার নাম করে বলগে,—যে ডাক্তার তিনি ভাল বিবেচনা কর্ব্বেন,—যত টাকা লাগে—এখুনি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজীর করেন যেন!"

আমি তাড়াতাড়ী থিয়েটারের গাড়ীটা জুতিয়ে—বাবুর বাড়ীতে

ছুট্‌লুম। বাবু খবর নিতে পাঠিয়েছেন শুনে,—বাবুর বাড়ীর চাকর আমাকে তখুনি রোগীর ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি—রোগীর ভীষণ অবস্থা! বাড়ীর লোকজন, ডাক্তার-বদ্যি সকলেই উপস্থিত আছেন,—আর জন্মদুঃখিনী সতীলক্ষ্মী অভাগিনী রোগের যন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছেন আর ব'ল্‌ছেন—"কই তুমি? এসেছ? এসেছ? একবার এলেনা—একবার এলেনা?" সে মর্ম্মভেদী কথা শুনে, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে,—আমার বুক ফেটে কান্না বেরুবার উপক্রম হ'ল। কোন রকমে কান্না চেপে—আমি তাড়াতাড়ী গাড়ী ছুটিয়ে থিয়েটারে ফিরে এসে সুরেন বাবুর দু'টী পায়ে পড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লুম—"বাবু! একবার,—শুধু একটীবারের জন্যে—এখুনি বাড়ীতে চলুন—।" আমি আর কোন কথা কইতে পাল্লুম না।

কোন রকমে চোখের জল রোধ করে—বাবু তাঁর অভিনয় শেষ ক'ল্লেন। পোষাক ছেড়ে—রং ধুয়ে—কাপড়-চোপড় প'রে বেরুতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগ্‌লো। গাড়ী করে যখন বাবুর বাড়ীর কাছে এসে আমরা উপস্থিত হ'য়েছি,—তখন সেই পবিত্র সতীদেহ বাবুর আত্মীয়েরা সৎকার কর্ব্বার জন্যে রাস্তায় বা'র করেছেন।

বাবু আর আমি গাড়ীতে ছিলুম। গাড়ীর ভেতর অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না,—কিন্তু বেশ বোধ হ'ল—সুরেন বোসের দুই চক্ষু দিয়ে বন্যার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজে বাবু ব'ল্লেন—"আস্তে আস্তে গাড়ী শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে বল—দীনু!"

গম্ভীর হয়ে স্বহস্তে চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করে—চিরদুঃখিনী পত্নীকে সযত্নে তা'তে শয়ন করিয়ে—সুরেন বাবু তাঁর শেষকার্য্য সম্পন্ন

ক'ল্লেন। সংসারে পতির কর্ত্তব্য,—সঙ্গদোষে—বুদ্ধিদোষে—নিজের দুর্ব্বলতার বশে—জীবনে কখনো সম্পন্ন কর্ব্বার অবসর পাননি;—বোধ হয়, সে কর্ত্তব্যের শুধু শেষ আহুতিটা দেবার জন্যেই শ্মশানে আজ তাঁর এত উৎসাহ—এত যত্ন—এত উদ্যোগ—এত পরিশ্রম! অগ্নিদেব যখন তাঁর লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা বা'র ক'রে—পতিপ্রাণা রমাসুন্দরীকে গ্রাস কর্ব্বার জন্যে—ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে উঠ্‌লেন—তখুনি এক বিকট চীৎকার করে হতভাগ্য সুরেন বসু সেইখানে—সেই পবিত্র শ্মশান-ভূমে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়লেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় এইখান থেকেই সুরু হ'ল।

(১০)

পত্নী-বিয়োগের পর সুরেন বাবুর সুরাপানের অত্যাচার খুবই বেড়ে উঠ্‌লো। প্রত্যহ জ্বর হ'চ্ছে—মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠ্‌ছে—তথাপি মদ্যপানের বিরাম নেই। মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন হ্যাণ্ডবিল্ প্ল্যাকার্ডে নাম ছাপিয়েও অভিনয় ক'র্ত্তে পারেন না,—কিম্বা অভিনয় খানিকটা করে এসেই একসঙ্গে রক্তবমন এবং মদ্যপান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেই অচেতন হয়ে পড়েন। কা'রও কথা শোনেন না। কেউ হিতকথা ব'ল্লে—তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেন। ডাক্তারকে বলেন—"মদ খাওয়া বন্ধ ক'ল্লেই আমি মরে যাব!" ডাক্তার বাবু একটু মুচ্‌কে হেসে নীরব হয়ে থাকেন।

আহা! উপপতি-প্রাণা সেই যমুনা বাইটী বাবুর "কাবু" অবস্থা বুঝে

একজন "প্রম্‌টার" ছোক্‌রা-বাবুর সঙ্গে প্রেম করে রোম্যান্‌টিক্‌ থিয়েটার ছেড়ে অন্য এক থিয়েটারে যোগদান করেছেন। সেখান থেকে মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছেন—"সুরেন বাবুর আর কত দেরি!"

একে একে বন্ধুবান্ধবেরাও নানা কারণে সুরেন বাবুকে পরিত্যাগ করে গেলেন। পুরোণো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর দলের একজনও নেই,—বিশেষতঃ, যাদের তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন,—যাদের যখন-তখন মোটা মোটা টাকা বখ্‌শিস্‌ ক'র্ত্তেন। বিশ্বনাথ বাবু আর গিরিবালা—দু'জনে জোড়াগাঁথা হয়ে একটা থিয়েটারের "কর্ত্তা-কর্ত্রী" হয়েছেন;—তাঁরাই এখন সুরেন বাবুর প্রধান শত্রু হ'য়ে তাঁর দল থেকে লোক ভাঙ্গাবার জন্যে খুব উঠে পড়ে লেগেছেন।

থিয়েটারের দল এখনও বজায় আছে। যতদিন সুরেন বাবু থাক্‌বেন ততদিন তাঁর নামেই থিয়েটার চ'ল্‌বে। কিন্তু—থিয়েটার চ'ল্লে কি হবে? সুরেন বাবুর দেহ আর চ'ল্লনা। পত্নীবিয়োগের মাস পাঁচ ছয় বাদে নাট্যজগৎটাকে যথার্থই চিরদিনের মত অন্ধকারে ডুবিয়ে সুরেন-বাবু অনন্তধামে পত্নীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ব্বার জন্যে চিরদিনের মত প্রস্থান ক'ল্লেন।

আমারও দুর্গতির চরম। সুরেন বাবুর অবস্থা দেখে—ইদানীং প্রায় বছরাবধি এক পয়সা চাইতে পারিনি। চোরা সর্ব্বেশ্বর বাবু,—আমি টাকা চাইতে গেলেই ব'ল্‌তেন—"তোমার টাকা বাবু দেবেন বলেছেন।" চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে কোনো দিন বাবুর কাছে যদি টাকা চাইতুম,—বাবু ব'ল্‌তেন—"আজ এই দশটা টাকা নাও,—আস্‌ছে শনিবারে তোমাকে শ দুই টাকা দোবো!"

তারপর, আমারও চাইবার সুবিধে হয়নি, বাবুরও আমাকে ডেকে

টাকাকড়ী দেবার মতন অবস্থা ছিলনা। তার ওপোর—আর বাবুর শরীর অসুখ, কাল ডিক্রীর টাকা যেখান থেকে হোক্ ধার করে এনে মান বজায় ক'র্ত্তে হবে,—এই সব নানা রকমের হুজ্জোৎ তাঁর তো লেগেই আছে। এর মধ্যে আমি টাকা চাই বা কখন্—আর বাবুই বা টাকা দেন্ কি করে ?

দেশ থেকে পরিবারের একদিন অন্তর পত্র পাচ্ছি,—এক রকম অনাহারেই তাদের দিন কাটছে। খুব অদৃষ্ট করে এসেছিলুম বটে !

সুরেন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারও উঠে গেল। নামজাদা Actor নই, সুতরাং থিয়েটারে আমার মোটা মাইনের চাকরিরও কোনো আশাও নেই। তার ওপোর,—রোম্যান্টিক্ থিয়েটারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে দেহ আমার ভেঙ্গে পড়েছে। নিত্য অসুখ। মাসের মধ্যে পনেরো দিন ম্যালেরিয়ায় পড়ে কোঁ-কোঁ করি। নিরুপায় হয়ে অবশেষে বিশ্বনাথ বাবুর কাছে একটী চাক্‌রীর জন্যে গেলুম। দিন বুঝে—তিনি ব'ল্লেন—"তুমি এখানে কি চাকৃরি ক'র্ব্বে দীনু ? এখানে মনিব ভারি কড়া ! বাজে পয়সা তাঁর কাছে একদম্ খরচ হবার উপায় নেই !" আমি বল্লুম—"আমার দ্বারা কি কাজ হ'তে পারে—না পারে,—আপনি তো সবই জানেন। আপনি এখানে ম্যানেজার হয়েছেন। আপনি মনে ক'ল্লে—আমার এ থিয়েটারে ২০।৩০ টাকা মাইনের একটা চাকৃরি করে দিতে পারেন না ?"

বিশ্বনাথ বাবু মুখ ভার করে ব'ল্লেন—"কি ক'র্ব্ব বল,—থিয়েটার তো আমার নয়। আমিই এখানে মাইনের চাকর !"

বুঝ্‌লুম—বিশ্বনাথ বাবুর দ্বারা আমার কোনো উপকার হবেনা। প্রাণের দায়ে—গিরিবালা বিবিকে গিয়ে ধ'র্‌লুম। বিশ্বনাথ বাবু

আমার প্রতি বিমুখ বুঝে বিবি ত অনেক রকম ওজোর আপত্তি তুলে—শেষে ব'ল্লেন—"আচ্ছা—একবার সন্ধ্যের পর থিয়েটারে যেও ; দেখি,— কর্ত্তাদের ব'লে ক'য়ে যদি কিছু ক'র্ত্তে পারি !"

আমি সুরেন বাবুর দলে ছিলুম ব'লে, আর, তার ওপোর বিশ্বনাথ বাবু আমার প্রতি তেমন প্রসন্ন নন্ বুঝে, এ থিয়েটারের কর্ত্তারা আমাকে কোনো চাক্‌রি দিতে চাইলেন না। কিন্তু সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি,—গিরিবালা দস্তুরমত আমার হ'য়ে কর্ত্তাদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করে-ছিলেন। শেষে তিনি এমনও ব'ল্লেন—"আপনারা ২০।২৫ টাকা দিয়ে একটা ভদ্রসন্তানকে—একজন কাজের লোককে প্রতিপালন ক'র্ত্তে যদি অসম্মত হন,—তাহ'লে আমার মাইনে থেকে কেটে নিয়ে ওঁকে মাইনে দেবেন। ভদ্রসন্তান একটা কাজকর্ম্ম অভাবে—সপরিবারে না খেয়ে ম'র্ব্বে,—স্ত্রীলোক হ'য়ে এ আমি সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্বনা।"

এমন অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কর্ত্তারা বা বিশ্বনাথ বাবু আর কোনো রকম প্রতিবাদ ক'র্ত্তে পাল্লেন না। অগত্যা আমাকে চাক্‌রি দিতেই হ'ল।

ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে থাক্‌তে—ঐ গিরিবালা বিবি—কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমাদের ব'লেছিলেন,—"দেখুন মশাই! ভদ্রলোকের ছেলেরা বেশ্যাদের সংসর্গে এসে—তাদের দোষগুলোই পায়,—আর বেশ্যারা ভদ্রলোকের সংসর্গে প'ড়ে,—অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি,—তাদের সদ্‌গুণ গুলো নিজেদের মধ্যে সুন্দর রকম পেয়ে যায়। এটা যেন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম!"

তখন কথাটার মর্ম্ম তেমন উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারিনি,—এখন বুঝ্‌ছি—কথাটার মূল্য আছে বটে!

গিরিবিবির সুপারিশে থিয়েটারে বই কাপি করা—পার্ট্ লেখার

কাজে কুড়ী টাকা মাইনেতে বাহাল হ'লুম। এক বেলা হোটেলে খাই—রাত্রে দু'পয়সার মুড়ী খেয়ে থিয়েটারেই শুয়ে থাকি। আর, সমস্ত দিন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত থিয়েটারের দপ্তরে বসে কেবল কলমবাজী করি।

বিনোদবিহারী বাঁড়ুয্যে নামে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে রোমান্টিক্ থিয়েটার থেকেই আমার খুব আলাপ হয়েছিল। লোকটীর বাড়ী সিম্‌লে-কাঁসারিপাড়া অঞ্চলে। কোনো সওদাগরী অফিসে বেশ মোটা মাইনের চাক্‌রি করেন। ক'ল্‌কেতারই বাসিন্দে। ভদ্রলোকের থিয়েটার দেখার খুব সখ্। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, ভাইপো-ভাইঝি নিয়ে,—কখনো বা গাড়ী করে মা-ঠাকুরুণ্‌দের নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে আসেন। পয়সা খরচ করে থিয়েটার দেখেন, সুতরাং থিয়েটারের কোনো লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় কর্ব্বার কোনো প্রয়োজনও ছিলনা। হঠাৎ আমার সঙ্গে একদিন থিয়েটারেই তাঁর আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন থিয়েটারে ভয়ঙ্কর ভীড়। ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটী থিয়েটার দেখ্‌তে দেখ্‌তে বায়না ধ'ল্লে—"বাবা! বড্ড ঘুম পেয়েছে—বাড়ী চল!" বাবুটী কি করেন,—ছেলের বায়নায় বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটীকে কোলে ক'রে—আর অন্য অন্য ছেলে মেয়েদের হাত ধরে অডিটোরিয়াম্ থেকে ক্ষুণ্ণ মনে বেরিয়ে ফটকের ধারে এসে গাড়ী খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। অন্য অন্য ছেলেদেরও থিয়েটার দেখ্‌বার ভারি ইচ্ছে;—বড় ছেলেটী ব'ল্লে—"বাবা! কা'কেও দিয়ে ভোলাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন্‌না—ওতো ঘুমিয়ে পড়েছে!"

ভদ্রলোক একটু এদিক ওদিক চেয়ে ব'ল্‌লেন—"তাইতো—কা'কে দিয়ে পাঠাই বল্ দিকি?" বাবুটীর কাছেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম—এবং তাঁর অবস্থাটাও বেশ মনে মনে বুঝ্‌তে পাচ্ছিলুম। টাকা খরচ

করে এতগুলো টিকিট কিনেছেন, ঘণ্টাখানেকও থিয়েটার দেখ্‌তে পেলেন না,—তার ওপোর, বেচারার এ পালাটা খুবই ভাল লাগ্‌ছিল ব'লে বোধ হ'ল। আমি তাঁর দিকে চেয়ে ব'ল্লুম—"আপনার ছেলে তো দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। আমার কাছে দিন্‌না ;—ঐ ঘরে আমার বেশ ভাল বিছানা আছে,—আমি যত্ন করে শুইয়ে দিচ্ছি,—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেপুলেদের নিয়ে থিয়েটার দেখুন।"

বিনোদ বাবু ব'ল্লেন—"আপনি থিয়েটার দেখ্‌বেন না ?"

আমি। "আজ্ঞে—আমি এই থিয়েটারের কর্ম্মচারী—আমার থিয়েটার দেখ্‌বার কোনো দরকার নেই। ঐ ঘরে বসেই আমি সমস্ত দিন-রাত্রি লেখাপড়ার কাজকর্ম্ম করি! দিব্যি বিছানা আছে,—আর এসে দেখুন—জান্‌লা দিয়ে বেশ হাওয়া দিচ্ছে!" ভদ্রলোক যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। আমি অতি যত্ন করে তাঁর ছেলেকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গেল। তিনি যখুনি থিয়েটারে আস্‌তেন,—আমার কাছে গিয়ে ব'স্‌তেন—তামাক খেতেন,—আবার থিয়েটার ভাঙ্‌লে আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে ব'লে চ'লে যেতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতুম। তিনি প্রায়ই আমাকে চোব্য চোষ্য "বামুন বাড়ীর পেসাদ" খাওয়াতেন।

সুরেন বাবুর মৃত্যুর পর—এই বিনোদ বাবুর কাছে গিয়ে আমার সমস্ত দুঃখের কাহিনী ব'লে—মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাহায্য নিতুম। বিনোদ বাবুর এখন বয়েস হয়েছে, ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে ;—এখন আর তিনি আগেকার মত—প্রতি সপ্তাহে থিয়েটার দেখ্‌তে আসেন না। দু'মাস একমাস অন্তর—নতুন নাটক খোলা হ'লে দেখ্‌তে আসেন।

*　　*　　*　　*

নাট্যজগতে আজকাল দেখি ছ'মাস ছ'মাস অন্তরই ওলোট পালোট্ হ'চ্ছে! হঠাৎ বিশ্বনাথ বাবু—যে থিয়েটারে ম্যানেজারি ক'র্ত্তেন,—সে থিয়েটার ছেড়ে—সেই থিয়েটারের যথাসম্ভব লোকজন ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আর এক থিয়েটারে গিয়ে একেবারে সেখানে "লেসি" এবং "প্রোপ্রাইটার" হ'য়ে ব'স্‌লেন। পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু মনে ভেবেছিলেন,—শুধু একটা বড়দরের নামজাদা অভিনেত্রী হাতে থাক্‌লেই থিয়েটারে পয়সা রোজগারের আর অবধি থাকে না। গিরিবিবিরও মনে মনে বোধ হয় অহঙ্কার হয়েছিল—"আমার নামে যখন থিয়েটারে এত বিক্রী হয়,—তখন পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে মিলে আমি যদি নিজে একটা দল খুলি—তাহলে আমাদের পয়সা খায় কে ?"

কিন্তু মানুষে গড়ে—পরমেশ্বর ভাঙ্গেন। বিশ্বনাথ বাবুর থিয়েটার ছ'মাস না যেতেই পয়সাদেনেওয়ালা দর্শক অভাবে খুবই টল্‌মল্ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো! পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবুর আছেই বা কি,—আর যাবেই বা কি ? বিশ্বনাথের প্রেমে আত্মহারা হয়ে এবং তাঁর ভুজংএ ভুলে গিরিবালা বিবি থিয়েটারে টাকা দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে—ক'ল্‌কেতা সহর ছেড়ে একেবারে বৃন্দাবনবাসিনী "তপস্বিনী"রূপে জীবনযাপন ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লেন। সেখানে পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথের মত "প্রাণনাথ-ট্রাণনাথ" গোছের কেউ জুটেছে কিনা,—সেটা বাবা বিশ্বনাথই জানেন! কিন্তু পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবুর অদৃষ্ট খুব জোর ব'ল্‌তে হবে! হঠাৎ বিনয় মুখুয্যে নামে এক মক্কেল কোথা থেকে তাঁর খপ্পরে এসে প'ড়লো! মক্কেলটীর কাঁচা বয়েস—গো-বেচারী; একটা "স্বদেশী" অফিসের হর্ত্তা—কর্ত্তা—বিধাতা! বাবুটীর কার্য্যতৎপরতা দেখে—নির্ম্মল চরিত্র বুঝে, তাঁকে সদ্বংশজাত জেনে,—অফিসের মালিক একজন ধনকুবের পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী ভদ্রলোক, তাঁকে

এই "স্বদেশী" অফিসের "সর্ব্বে-সর্ব্বা" করে—প্রায় নগদ কোটী টাকা তাঁর জিম্মায় রেখে ঢাকা সহরে হেড্ অফিসে নিজে কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মালিকের হুকুম ছিল—"বিনয় বাবু যা ক'র্বেন তাই হবে, তাঁর ওপোর কেউ কথা কইতে পাবেনা।" স্বদেশী ব্যবসাবাণিজ্যে খাটাবার উদ্দেশ্যেই নিঃসন্তান ধনকুবের এই বাঙ্গালী মহাত্মা—কোটী টাকা মূলধন দিয়ে ক'ল্‌কেতায় অফিস্ খুলিয়েছেন,—এবং অনেক বুঝে সুঝে বিবেচনা ক'রে—বিনয় বাবুকেই এই অফিসের কর্ত্তা ক'রে রেখেছেন। বিনয় বাবু খুব চালাক-চতুর বুঝ্‌দার লোক। দিনরাত্তির পরিশ্রম করে বেশ কাজকর্ম্ম ক'চ্ছিলেন। অফিসের খুবই উন্নতি হ'চ্ছিল। কিন্তু হায়,—বেচারী জান্‌তেন না যে, ক'ল্‌কেতা সহরে ভদ্রবেশধারী ভীষণ জোচ্চোরের দল চাদ্দিকে ঘুর্চ্ছে ফিচ্ছে। একজন বাঙ্গালী যুবকের হাতে এত টাকা আছে শুনে—কোথা থেকে দলে দলে ছদ্মবেশী তস্কর মহাশয়গণ বিনয় বাবুর মোসায়েবরূপে তৈলভাণ্ড হাতে নিয়ে এসে—তাঁর দু'পায়ে খুব মর্দ্দন ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লেন। ঠিক এই সুযোগে বিশ্বনাথ বাবুর খলিফা গোছের দু'একজন চর এসে জুটলো,—তার মধ্যে তাঁর মাস্‌তুতো ভাই চন্দ্রনাথ বাবুই প্রধান। বিনয় বাবুর কাছে নিজেদের সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ক'রে তা'রা হত্যা দিয়ে পোড়্‌লো এবং বেশ সরলভাবে তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লে "লাখ্‌খানেক টাকা যদি আপনি অফিস থেকে বা'র করে দিতে পারেন, তাহ'লে এমন একটা থিয়েটার খোলা যেতে পারে,—যার খরচ-খরচা বাদে—মাসে নবলক্ দশহাজার টাকা লাভ!"

থিয়েটারে "কর্ত্তা" হ'য়ে ব'স্‌বো,—আশে পাশে মেয়েমানুষের ঝাঁক ঘিরে থাক্‌বে, দলে দলে রকমারি লোক এসে খোসামোদ ক'র্ব্বে,—এ

সম্মান পদগৌরবের লোভ ক'জন সম্বরণ কর্ত্তে পারেন? "খলিফাদের" পরামর্শে ভুলে সরলহৃদয় বিনয় বাবু মহাপ্রাণ মনিবের লক্ষ টাকা নিয়ে সদুদ্দেশ্যেই "দুর্গা" ব'লে নতুন থিয়েটারে খুলে প'ড়লেন। দলে দলে সব ৪০০।৫০০৲ টাকায় নতুন নতুন অভিনেতার আমদানি হ'ল। তাঁদের পোষাক বাঙ্গালীর,—ভাষা বাঙ্গালীর—জন্মও বাঙ্গালীর ঘরে, কিন্তু ষ্টেজে অ্যাক্‌টিং,—নাটুকে কথার আবৃত্তি—চালচলন—আদবকায়দা সমস্তই বিলাতি ধরণে! তাঁরা বলেন—"আমরা নতুন, আমাদের থিয়েটার নতুন, আমাদের যুগ নতুন, আমাদের পোষাক নতুন, আমাদের হাত-পা-নাড়া নতুন, আমাদের পৈতৃক ভাষাটা শুদ্ধ নতুন! আমরা আগাগোড়া কেবল নতুনই দেখাব, আর পুরোণোদের মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দোবো!"

বিশ্বনাথ বাবু খুব জোর থিয়েটার চালিয়েছেন। পাকা ম্যানেজার ব'লে—মুরুব্বিদের কাছে তাঁর খাতীর কত! বিনয় বাবুর দেওয়া লক্ষ টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা বিশ্বনাথ বাবুর "বাবদেই" ব্যয় হ'ল,—তাঁর ঋণ পরিশোধ হ'ল, তাঁর ব্যাঙ্কের খাতায় হাজার হাজার টাকা ক্রেডিট্ পোড়লো! এই নতুন যুগে নতুন থিয়েটারে পুরোণো "ভুষণ্ডি" কেবল বিশ্বনাথ বাবুরই জয়-জয়কার! বিদ্যে তাঁর প্রাইমারি স্কুলের থার্ডো কেলাস্ পর্য্যন্ত, পৈতৃক অবস্থাও "অষ্টভক্ষাধনুর্গুণঃ",—চিরটা কাল মেয়েমানুষ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেশে দেশে প্রাইভেট্ থিয়েটারের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন;—ব্যস্ বাবা—কোন রকমে বাগিয়ে এক বড়দরের অভিনেত্রীকে হস্তগত ক'রেই ভাগ্যটা তিনি অসম্ভব রকম ফিরিয়ে নিলেন। একেই বলে—"খোদা যব্ দেতা ছপ্পড়্ ফোঁড়কে দেতা!"

বছর খানেক বিশ্বনাথ বাবুর থিয়েটার বেশ চলেছিল বটে, কিন্তু

অধর্ম্মের জয় হওয়া তো কখনো সম্ভব নয়! বিশ্বনাথ বাবুর থিয়েটারের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। উঠিয়ে দিলেই হয়। আর, থিয়েটার চলেই বা কি করে? যা আয়—তার চারগুণো বায়। পাকা ম্যানেজার বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে বসে থাকেন,—যা-ইচ্ছে-তাই নাটক লিখে নিজের থিয়েটারে তার অভিনয় করান; তার দরুণ তাঁর হাত-খরচ মাসে ৫।৬০০৲ পাঁচ ছ'শো টাকা। বিশ্বনাথ বাবুর মাস্তুতো ভাই চন্দ্রনাথ বাবু—অফিসের চাকৃরি-বাকৃরি ছেড়ে থিয়েটারে প'ড়ে থেকে মোড়োলি করেন,—তাঁরও মাইনে ৫০০৲ টাকা,—তার ওপোর দুশো পাঁচশো উপ্রি তো আছেই। সখের দলে অভিনয় ক'র্ত্তেন প্রবীণ রামহরি বাবু; তিনিই বিনয় বাবুর সঙ্গে বিশ্বনাথ বাবু—চন্দ্রনাথ বাবুর জোট্-পাট্ করিয়ে নতুন থিয়েটার খুলিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং তাঁর ৫০০৲ টাকা মাইনে না হ'লে কি ভাল দেখায়? এই হারে নতুন থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনের বন্দোবস্ত হ'ল! অথচ এ বাজারে থিয়েটারে বিক্রী যে কেমন,—তা' যাঁরা থিয়েটারের টিকিট্ বিক্রী করেন তাঁরা,—আর প্রোপ্রাইটার মহাশয়েরা ভাল রকমই জানেন।

বিশ্বনাথ বাবু আর তস্য মাস্তুতো ভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু—নতুন থিয়েটার খুলে মতলব ক'ল্লেন—"কোনো রকমে ক'ল্‌কেতার আর ক'টা থিয়েটারকে নষ্ট ক'রে দিতে হবে,—তাহ'লেই আমাদের থিয়েটার চিরদিন খুব জোর চ'ল্‌বে।" অর্থাৎ, "দেশের থিয়েটারগুলো সব উঠে যাক্, আমাদের থিয়েটার বজায় থাক্! অর্থাৎ কিনা, সবাই না খেয়ে মরুক্—আর আমরা পোলাও কালিয়ে সরভাজা খেয়ে মনের সুখে দিন-যাপন করি।" এই রকম নীচ মতলব নিয়ে প্রথম নম্বর তাঁরা ক'ল্লেন কি,—এক "ভাড়াটে কাগুজে গুণ্ডা" ঠিক ক'রে, অর্থাৎ, এক ইতর লোককে দিয়ে এক পয়সা দামের একখানা বাংলা কাগজ বা'র করিয়ে,

অপর থিয়েটারের অভিনেতা থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের নাট্যকার—এমন কি—প্রোপ্রাইটারদের পর্য্যন্ত অকথ্য অশ্রাব্য কদর্য্য ভাষায় গালা-গালি দিতে সুরু ক'ল্লেন। আর নিজের থিয়েটারের কুকুর বেরালটাকে পর্য্যন্ত সুখ্যাতি করে—স্বর্গে তোল্‌বার চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। বাঙ্গালী একটা হুজুক পেলেই নেচে ওঠে। বাঙ্গালী নিজে গালাগালি খেতেও যেমন পটু,—পরের গালাগালি শুন্‌তেও তেম্‌নি তৎপর। ফলে এই হ'ল, সকল থিয়েটারওলা এক এক খানা ঐ রকম পরের থিয়েটারকে অজস্র গালি দিয়ে নিজের থিয়েটারের ষোলো আনা সুখ্যাতি ক'রে—কাগজ বের ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন! কা'রও থিয়েটারের আর্থিক কোনো রকম উন্নতি না হোক্, এই রকম থিয়েটারী কাগজে তর্‌জার লড়াইতে সকলকারই বিশেষ রকম অবনতিই হ'তে লাগ্‌লো। আর তা'রই কুফল বিশ্বনাথ বাবুর থিয়েটার যতটা ভোগ ক'ল্লে—আর দু'এক বছর মাত্র তার পরমায়ুর মধ্যে যতটা ভোগ ক'র্ব্বে,—এতটা দুর্গতি-ভোগ আর কোনো থিয়েটারকে ক'র্ত্তে হবেনা,—এটা ধ্রুব সত্য। কারণ, মামুলী নীতিবাক্যেই আছে,—"পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদেই পড়িতে হয়।"

শুন্‌তে পাই—বিনয় বাবুর সেই ধনকুবের মনিব,—ক'ল্‌কেতার জোচ্চোরের দল মিলে বিনয় বাবুকে বোকা বুঝিয়ে তাঁর অফিসের টাকা লুট করেছে,—এই সংবাদ শুনে ক'ল্‌কেতায় নিজে তদ্বির ক'র্ত্তে এসেছেন। বিনয় বাবুর চাকরি তো গেছেই,—উপরন্তু—একটা মাম্‌লা মকদ্দমারও নাকি উদ্যোগ হ'চ্ছে! ফল কি হবে কে জানে? বিনয় বাবু এমন চালাক চতুর হয়ে কেন যে এ রকম জোচ্চোরদের খপ্পরে প'ড়্‌লেন—তা' জানিনা! সমস্তই গ্রহের ফের!

"স্বদেশী" অফিসে লক্ষ টাকার দেনার জন্যে যদি বিশ্বনাথ বাবুর

থিয়েটারকে দায়ী হ'তে হয়,—তাহ'লে—বিশ্বনাথ বাবু এবং চন্দ্রনাথ বাবুর বড় জাঁকের নতুন থিয়েটারের হাল কি দাঁড়াবে, তা' বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকারা নিজেরাই বেশ বুঝে নিতে পার্ব্বেন,—আমি ব'লে আর কষ্ট করি কেন ?

তবে এটাও বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি,—যে অবস্থায় বাংলা থিয়েটার আজকাল চ'ল্ছে,—এ অবস্থায় আর দিনকতক চ'ল্লে,—ক'ল্কেতায় একটা থিয়েটারেরও অস্তিত্ব থাক্‌বেনা। একখানা যেমন-তেমন নাটক খুল্‌তে গেলেই,—দু পাঁচ হাজার টাকার পোষাক আর দু দশ হাজার টাকার "ভেল্‌কি"-দেখানো দৃশ্যপটের দরকার ;—তা নইলে থিয়েটারে নাটক জ'ম্‌বে না। তারপর,—বাঙ্গালীদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন যে রকম দাঁড়াচ্ছে,—তা'তে বোধ হয়—এক টাকার বেশী দু'টাকা টিকিটের সিট্ পর্য্যন্ত বিক্রী হওয়া দায় হয়ে উঠ্‌বে !

নতুন রকমের এ সব ওস্তাদি ফাঁকা চাল্ ছেড়ে দিয়ে,—সেকেলের মোটা চালে সকল থিয়েটারের কর্ত্তারা একযোগে মিলেমিশে যদি থিয়েটার চালাবার মতলব করেন,—তবেই দু'একটা থিয়েটার ভদ্র-লোকের মত কিছুকাল চ'ল্‌তে পারে ;—নইলে, বাঙ্গালীর সমস্ত ব্যবসার পথ বাঙ্গালীরই বুদ্ধিদোষে যেমন নষ্ট হয়েছে,—বাঙ্‌লা দেশে এই থিয়েটার-ব্যবসাটীও কতকগুলো অব্যবসায়ী থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের দোষে তেমনি জন্মের মত নষ্ট হয়ে যাবে ! আর কখনো এ দেশে থিয়েটার ক'রে কা'কেও পয়সা রোজগার ক'র্ত্তে হবেনা।

সমাপ্ত।

শিবমস্তু।

কৃতিত্ব দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন ;—(৪) আর সকলের উপর এই কারণ যে, আপনি যদি যথার্থই স্বদেশভক্ত হন,—তাহা হইলে—"বাঙ্গালী" নাটক অভিনয় করিয়া আপনি "বাঙ্গালী সংসারের", "বাঙ্গালী সমাজের", "বাঙ্গালী জাতির" অনেক মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন।

"বাঙ্গালী"—নাটকখানি আদর্শ বাঙ্গালী "দেশবন্ধুর" নানা ভাবের মূর্ত্তিতে সুশোভিত। মূল্য ১৲ টাকা।

—মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাট্যলীলা

যুগ-মাহাত্ম্য

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

এই জাগরণের যুগে—বঙ্গ-সমাজের একটা দিক্ লক্ষ্য না করাতে,—একটা ভীষণ গলদকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করাতে,—দেশের এবং জাতির কি সর্ব্বনাশ হইতেছে,—এই "যুগমাহাত্ম্য" নাট্যলীলায় বেশ স্পষ্টরূপে তাহা দেখানো হইয়াছে। হাসির সঙ্গে হাড়-ভাঙ্গা শিক্ষা!

ভূপেন বাবুর

—নূতন ধরণের কৌতুক নাটিকা—

"ডারবি-টিকিট"

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্,

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়, ও প্রকাশকের নিকট।